ছেলেদের মহাভারত।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত
প্রণীত।

কলিকাতা;
সিটী বুক সোসাইটী,
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

১৯১২।

মূল্য ।৵০ আনা



ছেলেদের মহাভারত।

আদিপর্ব



খন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাছে, অনেক দিন আগে, হস্তিনা বলিয়া একটা নগর ছিল।

এই হস্তিনার রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বয়সে বড় ছিলেন বটে কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। অন্ধ যে, সে রাজ্য পায় না। কাজেই, বয়সে বড় হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারিলেন না; রাজা হইলেন, ছোট ভাই পাণ্ডু।

রাজ্য না পাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়াছিলেন বই কি? তবুও যদি পাণ্ডুর ছেলে হওয়ার আগে তাঁহার ছেলে হইত, তবে সে দুঃখ তিনি সহিয়া থাকিতে পারিতেন; কারণ তাঁহাদের ছেলেদের মধ্যে যে বড় তাহারই রাজ্য পাইবার কথা ছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কপালে

তাহাও হইল না ; পাণ্ডুরই আগে ছেলে হইল। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যখন বুঝিল, তাহারা রাজ্য পাইবে না, তখন হইতেই তাহারা প্রাণ ভরিয়া পাণ্ডব (অর্থাৎ পাণ্ডুর ছেলে) দিগকে হিংসা করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যে দুর্য্যোধন সকলের বড়, তারপর দুঃশাসন, তারপর আরো আটানব্বুই জন। সব শুদ্ধ তাহারা এক শত ভাই। ইহা ছাড়া দুঃশলা নামে তাহাদের একটি বোন্‌ও ছিল।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। সকলের বড় যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, তারপর অর্জ্জুন, তারপর নকুল ও সহদেব নামে দুটি যমজ ভাই। ইঁহারা এক মায়ের ছেলে নহেন। পাণ্ডুর দুই রাণী ছিলেন। বড়র নাম কুন্তী, ছোটর নাম মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জ্জুন, ইঁহারা কুন্তীর ছেলে। নকুল সহদেব মাদ্রীর ছেলে। দুই মা হইলে কি হয়? ইঁহাদের মধ্যে যে ভালবাসা ছিল, তেমন ভালবাসা এক মায়ের ছেলেদের ভিতরেও কম দেখা যায়।

এক এক জন দেবতা পাণ্ডুকে এই সকল পুত্রের এক একটি দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন, পবন ভীমকে দিয়াছিলেন ; ইন্দ্র অর্জ্জুনকে, আর অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতা নকুল ও সহদেবকে। এই জন্য লোকে বলে যে, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের পুত্র, ভীম পবনের পুত্র, অর্জ্জুন ইন্দ্রের পুত্র, নকুল সহদেব অশ্বিনীকুমারদিগের পুত্র। এই সকল দেবতা ইঁহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

কিন্তু হায়! এই পৃথিবীতে অল্পদিনই ইঁহারা সুখে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডু ইঁহাদিগকে খুব ছোট রাখিয়াই হঠাৎ মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় মাতা মাদ্রী তাঁহার কাছে ছিলেন ; তিনি মনের দুঃখ সহিতে না পারিয়া, পাণ্ডুর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া সেই দুঃখ দূর করিলেন। ইহার পর আর এমন কেহই রহিল না যে, আপনার বলিয়া মা কুন্তী আর পাঁচটি ভাইয়ের দিকে চায়।

যাহা হউক, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই রহিলেন। একশ পাঁচটি ছেলের এক সঙ্গে থাকা, এক সঙ্গে পড়া, এক সঙ্গে খেলা, সবই এক সঙ্গে হইতে লাগিল।

খেলার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমের হাতে বড়ই নাকাল হয়। ভীমের জ্বালায় উহারা ভাল করিয়া খেলিতেই পায় না। খেলা আরম্ভ করিলেই ভীম কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠোকা-ঠুকি করিয়া দেন। উহারা একশ ভাই, ভীম একেলা। তবুও উহারা কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে আছড়াইয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া এমনি টান দেয় যে, বেচারারা চ্যাঁচাইয়া অস্থির হয়। জলে নামিয়া খেলা করিতে গেলে, তিনি তাহাদের দশ জনকে এক সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া ডুব দেন, আর আধমরা না হইলে ছাড়েন না। বেচারারা হয় ত ফল পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়াছে, এমন সময় ভীম আসিয়া সেই গাছে লাথি মারিতে থাকেন। লাথির চোটে গাছ এমনি নাড়িয়া উঠে যে, সেই ফলের সঙ্গে সঙ্গেই উহারা মাটিতে পড়িয়া যায়। কাজেই উহারা ভীমকে বড়ই হিংসা করে, আর উঁহার কাছে বড় একটা ঘেঁসে না।

ভীমকে যতই দেখে, দুর্য্যোধনের মনে ততই ভয় হয়, আর ততই তাহার দুষ্টবুদ্ধি বাড়িয়া উঠে। সে কেবলই ভাবে যে, "এই ভীমটাকে বড় হইতে দিলেই ত আমাদের সর্ব্বনাশ! কাজেই, এই বেলা এটাকে না মারিয়া ফেলিতে পারিলে চলিতেছে না। ভীম মরিলে আর চারিটা ভাইকে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।"

দুষ্ট বসিয়া বসিয়া খালি এইরূপ ভাবে। তারপর একদিন সে সকলকে বলিল যে, "চল আজ গঙ্গাস্নানে যাই!" এই সহজ কথাটার ভিতরে কি ভয়ানক ফন্দি রহিয়াছে, তাহা ত পাণ্ডবেরা জানেন না, তাহারা কেবল জানেন যে গঙ্গায় ঝুটোপাটি করিয়া স্নান করিতে যায়

পর নাই আরাম। কাজেই, গঙ্গাস্নানের কথা শুনিয়া, সকলেই "যাইব!" "যাইব!" বলিয়া প্রস্তুত হইলেন।

প্রমাণকোটিতে গঙ্গাস্নানের আয়োজন হইল। প্রমাণকোটি অতি চমৎকার স্থান। গঙ্গার ধারে বাগান আর সুন্দর বাড়ী; জলযোগের আয়োজনটিও সেখানে ভাল রকমই হইয়াছে। কাজেই ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নাই। বেশী খুসী অবশ্য মিঠাই দেখিয়া। মিঠাই যে তাঁহারা কি আনন্দ করিয়া খাইলেন, তাহা কি বলিব! আবার শুধু নিজে খাইয়া তৃপ্তি হয় না; যেটা ভাল লাগে, সেটা ভাইদের মুখে তুলিয়া দেওয়া চাই।

তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন ভাবিল, "এইবার আমার সুবিধা।" তার পর মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিয়া, আর যার পর নাই আদর দেখাইয়া, হাসিতে হাসিতে দুরাত্মা বিষ মাখান সন্দেশ ভীমের মুখে তুলিয়া দিল। ভীম কি জানেন? তিনি সন্দেশের সঙ্গে বিষ খাইয়া ফেলিলেন, কোন সন্দেহ করিলেন না।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান চলিল। শেষে ঝুটোপাটিতে ক্লান্ত হইয়া সকলে কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে গেলেন। ভীম কিন্তু যান নাই। বিষের তেজে, আর তাহার উপর পরিশ্রমে, তিনি এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গঙ্গার ধারেই একটু না শুইয়া থাকিতে পারিলেন না।

সেইখানে ভীম কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্য্যোধন ছাড়া তাহা আর কেহই জানিতে পারে নাই। ভীম অজ্ঞান হইতেই সেই দুষ্ট লতা দিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিল।

ভীম জলে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ভগবান্ যাহাকে রাখেন, হাজার দুষ্ট লোক মিলিয়াও তাহাকে মারিতে পারে না। ভীম ডুবিলেন বটে, আর অন্য স্থানে পড়িলে তিনি মরিয়াও যাইতেন, তাহাতে ভুল

দেবব্রত খুব ছোট থাকিতেই শান্তনু তপস্যা করিতে বনে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার ধারেই সেই বন। সেখানে অনেক বৎসর ধরিয়া শান্তনু তপস্যা করিলেন। তত দিনে দেবব্রতও বেশ বড় হইয়া উঠিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এই পৃথিবীতে দেবব্রতের সমান কেহ রহিল না।

এমন সময়, একদিন দেবব্রত হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছেন। আর, একটা হরিণ তাঁহার তীর খাইয়া পলায়ন করাতে, তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি ভয়ঙ্কর তীর ছুড়িয়া গঙ্গার জল প্রায় শুষিয়া ফেলিয়াছেন।

সেইখানে শান্তনু থাকেন। তিনি হঠাৎ গঙ্গার জল কেন শুখাইয়া গেল তাহা জানিতে গিয়া দেবব্রতকে দেখিতে পাইলেন। দেবব্রত তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

শান্তনু বুঝিতে পারিলেন যে, এটি তাঁহারই পুত্র। কাজেই তিনি গঙ্গাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন যে, "আমার পুত্রকে আবার দেখাও।"

তখন গঙ্গা দেবব্রতকে শান্তনুর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই তোমার সেই পুত্র। আমি ইহাকে বড় করিয়াছি। এই কুমার দেবতার বড়ই প্রিয়পাত্র। বশিষ্ঠের নিকট সকল বেদ আর বৃহস্পতি ও শুক্রের নিকট সকল শাস্ত্র শিখিয়াছে। পরশুরাম ধনুর্ব্বিদ্যা যত জানেন, সব ইহাকে শিখাইয়াছেন। ইহাকে লইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।"

এমন সুন্দর পুত্র পাইয়া রাজা মনের সুখে আবার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, আর কিছুদিন পরেই তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া দিলেন।

তারপর একদিন শান্তনু বনে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে, কি

এক আশ্চর্য্য সুগন্ধে বন ভরিয়া গিয়াছে। আহা! এমন গন্ধ কিসের? খুঁজিতে খুঁজিতে রাজা দেখিলেন যে, দেব-কন্যার মতন সুন্দরী একটি মেয়ে, তাহারই গায়ের এমন সুন্দর গন্ধ। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

মেয়েটি বলিল, "আমি জেলের মেয়ে।"

মেয়েটির নাম সত্যবতী। আসলে সে জেলের নিজের মেয়ে নহে; জেলে তাহাকে একটা মাছের পেটের ভিতরে পাইয়াছিল। কিন্তু লোকে জানে যে, সে সেই জেলেরই মেয়ে।

যাহা হউক, রাজা সেই জেলের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমি তোমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহি।"

জেলে বলিল যে,- "ইহার যে ছেলে হইবে, তাহাকে যদি আপনার সমস্ত রাজ্য দেন, তবে বিবাহ দিব, নহিলে দিব না।"

রাজার যদিও সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, তথাপি দেবব্রতকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রাজ্য দিতে তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। কাজেই সত্যবতীকে না লইয়াই নিতান্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে হইল। তাঁহার এই দুঃখ এত বেশী হইল যে, তিনি তাহাতে দিন দিন রোগা হইয়া যাইতে লাগিলেন।

দেবব্রত ভাবিলেন, "তাই ত, বাবাকে কেন এমন দেখিতেছি?" একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কি হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন, "আর কি হইবে বাবা! তোমার জন্য ভাবি। তোমার পাছে অসুখ টসুখ হয়, আমার কেবল সেই ভয়।"

দেবব্রত বুড়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রী মহাশয়, বাবার ত বড়ই অসুখ।"

মন্ত্রী সকল কথাই জানেন; তিনি সেই জেলের মেয়ের কথা দেবব্রতকে বলিলেন।

যাই একথা জানিতে পারা, অমনি বন্ধু বান্ধব সঙ্গে লইয়া দেবব্রত সেই জেলের নিকট গিয়া উপস্থিত। দেবব্রত জেলেকে বলিলেন, "আমার পিতার সহিত আপনার মেয়ের বিবাহ দিন।"

জেলে দেবব্রতকে অতিশয় আদর করিয়া বলিল, "রাজপুত্র, আপনি যাহা বলিলেন, আমার পক্ষে তাহার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, এই বিবাহ হইলে শেষে একটা বিষম ঝগড়া ঝাঁটির কারণ হইবে। আপনার মতন বীরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কি আর কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে?"

দেবব্রত বুঝিলেন যে, পাছে রাজ্য লইয়া সত্যবতীর ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া হয়, জেলে সেই ভয় করিতেছে। তিনি তখনই বলিলেন, "আমার সঙ্গে আপনার নাতিদের ঝগড়া হইবার কোন ভয় থাকিবে না। কারণ, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি রাজ্য লইব না, আপনার নাতিই আমাদের রাজা হইবে।"

জেলে বলিল, "রাজপুত্র, আপনি অতি মহাশয় লোক—আপনি যে আপনার কথা মত কাজ করিবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আপনার ছেলেরা ত একথায় রাজি না হইতে পারেন!"

দেবব্রত বলিলেন, "আমার যদি ছেলে না হয়, তবে ত আর সে রাজ্য চাহিতে আসিবে না। আমি আবার এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিবাহই করিব না।"

এ কথায় জেলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তবে আপনার পিতাকেই মেয়ে দিব।'

এদিকে আকাশ হইতে দেবতারা দেবব্রতের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর তিনি যে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

তাহার জন্য তাঁহার নাম দিলেন "ভীষ্ম", অর্থাৎ 'ভয়ানক লোক।' তখন হইতে সকলে তাঁহার "দেবব্রত" নাম ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়াই ডাকিত।

জেলের অনুমতি পাইয়া ভীষ্ম সত্যবতীকে বলিলেন, "মা, রথে উঠুন, ঘরে যাই।"

এইরূপে ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতার সহিত বিবাহ দিলেন। শান্তনু তাঁহার এই কাজে কত সুখী হইলেন, বুঝিতেই পার। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন যে, "তোমার মরিতে ইচ্ছা না হইলে কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না।"

সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য্য নামে দুইটি পুত্র জন্মিবার পরে শান্তনুর মৃত্যু হয়। চিত্রাঙ্গদ তখন বড় হইয়াছেন, কিন্তু বিচিত্র-বীর্য্য খুব ছোট। ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া চিত্রাঙ্গদেরও মৃত্যু হইল। বিচিত্রবীর্য্যের তখনও রাজা হওয়ার বয়স হয় নাই; কাজেই ভীষ্ম তাঁহার হইয়া রাজ্যের কাজ দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। এই সময়ে ভীষ্ম শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকার স্বয়ম্বর হইবে। স্বয়ম্বর কাহাকে বলে জান? কাশীরাজ দেশ বিদেশের সকল রাজাকে ডাকিয়া মস্ত সভা করিবেন। মেয়েরা সেই সভায় মালা হাতে আসিয়া যাহার গলায় যিনি মালা পরাইয়া দিবেন, তাঁহার সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হইবে। ইহারই নাম 'স্বয়ম্বর', কি না, 'নিজে দেখিয়া বিবাহ করা'। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই ভীষ্ম ভাবিলেন যে, "এই তিন মেয়েকে আনিয়া আমার ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিব।"

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সেই স্বয়ম্বর সভায় গিয়া

উপস্থিত। কাশীরাজের মেয়েরা রূপে গুণে খুবই ভাল, সুতরাং ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজাই ইঁহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য সেই সভায় আসিয়াছেন। এমন সময় ভীষ্ম সেখানে গিয়া বলিলেন, "আমি আমার ভাইয়ের জন্য মেয়ে তিনটিকে চাহিতেছি। ক্ষত্রিয়ের মেয়েদের যে কেবল স্বয়ম্বর করিয়াই বিবাহ হয়, তাহা ত নহে, বিবাহ অনেক রকমেই হইতে পারে। তাহার মধ্যে জোর করিয়া মেয়ে লইয়া গিয়া বিবাহ দিতে পারিলে লোকে খুবই ভাল বলিয়া থাকে। সুতরাং এই দেখ, আমি জোর করিয়া মেয়ে লইয়া যাইতেছি। তোমরা পার ত আমাকে আটকাও।"

এই বলিয়া তিনি মেয়ে তিনটিকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিলেন। রাজারা সকলে মিলিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও মেয়ে ছাড়াইয়া নিতে পারিলেন না। সকলের শেষে রাজা শাল্ব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মের হাতে তাঁহারও খুবই দুর্দ্দশা হইল।

সকলকে হারাইয়া ভীষ্ম সেই তিনটি মেয়েকে যার পর নাই আদরের সহিত বাড়ীতে আনিয়া, বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় অম্বা বলিলেন,

"আমি শাল্বকে ভাল বাসি, আর মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি।"

সুতরাং অম্বাকে ছাড়িয়া দিয়া, অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হইল। এই অম্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র, আর অম্বালিকার ছেলে পাণ্ডু।

ভীষ্ম এমনি মহাপুরুষ ছিলেন।

আর দ্রোণও নিতান্ত কম লোক ছিলেন না। দ্রোণ, অর্থাৎ কলসীর ভিতর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম দ্রোণ। তিনি ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন, সকল রকম বিদ্যা

বিশেষতঃ ধনুর্ব্বিদ্যা, খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছেন। তারপর পরশু-রামের নিকট তাঁহার সমস্ত অস্ত্র পাইয়া দ্রোণ এমন হইয়াছেন যে, তাঁহার সাম্‌নে দাঁড়াইবার লোকই মিলা ভার।

পাঞ্চাল দেশের রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদের সহিত দ্রোণের ছেলে বেলায় বন্ধুতা হইয়াছিল। তখন দ্রুপদ দ্রোণকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু! আমি রাজা হইলে, সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার যাহা কিছু সব তোমারই হইবে।" সেই ছেলে বেলার কথা দ্রোণের মনে ছিল।

তারপর বড় হইয়া দ্রোণ কৃপাচার্য্যের ভগিনীকে বিবাহ করেন, এবং অশ্বত্থামা নামে তাঁহার একটি পুত্র হয়। দ্রোণ নিতান্ত দরিদ্র, ছেলেকে দুধ কিনিয়া খাওয়াইবার পয়সা নাই। অন্য ছেলেরা দুধ খায়, তাহা দেখিয়া অশ্বত্থামাও কাঁদিতে লাগিলেন; আর সেই ছেলেরা 'পিঠালি' গোলা জল আনিয়া তাঁহাকে বলিল, "এই দুধ খাও।" অশ্বত্থামা সেই পিঠালির জল খাইয়াই "দুধ খাইয়াছি" বলিয়া নাচিয়া অস্থির! তাহাতে ছেলেরা হাত তালি দিয়া বলিল, "ছি ছি! তোর বাপের পয়সা নাই, তোকে দুধ কিনিয়া দিতে পারে না!"

ইহাতে দ্রোণের খুব কষ্ট হইবারই কথা। তখন তিনি দ্রুপদের সেই ছেলেবেলার কথাগুলি মনে করিয়া ভাবিলেন, "একবার বন্ধুর কাছে যাই; এ দুঃখ দূর হইবে।"

দ্রোণ অনেক আশা করিয়া দ্রুপদের কাছে গেলেন। কিন্তু দ্রুপদ আর সে দ্রুপদ নাই; বড় হইয়া, আর রাজ্য পাইয়া, তিনি আর এক রকম হইয়া গিয়াছেন।"

দ্রোণ বলিলেন, "বন্ধু! সেই যে তুমি বলিয়াছিলে, রাজা হইলে আমাকে কত সুখে রাখিবে, তাই আমি আসিয়াছি।"

দ্রুপদ বলিলেন, "বল কি, ঠাকুর? আমি রাজা, আর তুমি ফকির, তোমার সঙ্গে নাকি আবার আমার বন্ধুতা হইতে পারে! ছেলে

বেলায় তোমাকে কি বলিয়াছি তাহা ত আমার কিছুই মনে হইতেছে না। চাহ ত না হয় তোমাকে এক বেলা চারিটি খাইতে দিতে পারি।"

এইরূপ অপমান পাইয়া দ্রোণ সেখান হইতে হস্তিনায় চলিয়া আসিয়াছেন, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "ইহার শোধ লইতে হইবে।"

হস্তিনায় আসিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন প্রভৃতির গুরু হইলেন। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, "বাছা সকল! আমি খুব ভাল করিয়া তোমাদিগকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিখাইব; কিন্তু শেষে তোমাদিগকে আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।"

এ কথায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল, কেবল অর্জ্জুন বলিলেন, "হাঁ গুরুদেব! আপনার কাজ অবশ্যই করিয়া দিব।"

আহা, এই কথাগুলি না জানি বুড়ার কাছে কতই মিষ্ট লাগিয়াছিল। তিনি অর্জ্জুনকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাঁহাকে ভিজাইয়া দিলেন।

রাজপুত্রদের শিক্ষা খুব ভাল রকমেই চলিল। দ্রোণের কাছে শিখিতে পাইবার লোভে বাহিরেরও দু একটি রাজপুত্র আসিলেন। আর একটি ছেলে আসিলেন, তাঁহার নাম কর্ণ। লোকে বলে, কর্ণ অধিরথ নামক এক সারথির ছেলে।

কর্ণের সঙ্গে প্রথম হইতেই অর্জ্জুনের শত্রুতা হইয়া গেল। কর্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করেন, আর দুর্য্যোধনের সঙ্গে যুটিয়া যুধিষ্ঠির আর তাঁহার ভাইদিগকে অপমান করেন।

যাহা হউক, অর্জ্জুনের সমান কেহই শিখিতে পারিল না। শিখিবার জন্য তাঁহার যত্ন দেখিয়া দ্রোণ বলিলেন, "তোমাকে এমনি ভাল করিয়া শিখাইব যে তোমার সমান আর পৃথিবীতে কেহ থাকিবে না।"

ছেলেদের শিক্ষা বেশ ভাল করিয়াই হইল। দুর্য্যোধন আর ভীম গদা খেলায় খুব মজবুত হইলেন। নকুল সহদেব খড়্গে। রথ চালাইতে যুধিষ্ঠির। আর ধনুকে যে অর্জ্জুন, তাহা ত বুঝিতেই পার। ভীম আর অর্জ্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আর হিংসায় বাঁচে না।

ইঁহাদের পরীক্ষা লইবার জন্য. দ্রোণ চুপি চুপি এক কারিগরকে দিয়া একটা নীল পক্ষী প্রস্তুত করাইলেন। তারপর সেটাকে এক গাছের আগায় রাখিয়া, রাজপুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,

"তোমরা তীর ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও। এক একবার এক এক জনকে আমি তীর ছুড়িতে বলিব। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তাহাকে ঐ পাখীটার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে।"

সকলের আগেই যুধিষ্ঠিরের ডাক পড়িল। যুধিষ্ঠির ধনুক উঠাইয়া পাখীর দিকে তাকাইয়া প্রস্তুত। দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি দেখিতেছ?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন "গাছ দেখিতেছি, আপনাদের সকলকে দেখিতেছি, আর পাখীটাকে দেখিতেছি।"

ইহাতে এই বুঝা গেল যে যুধিষ্ঠিরের নজর ঠিক হয় নাই, তিনি এদিক ওদিক তাকাইতেছেন। কাজেই একথা শুনিয়া দ্রোণ মুখ শিটকাইয়া বলিলেন "তবে তুমি পারিবে না। তুমি সরিয়া দাঁড়াও।"

এইরূপে এক একজন করিয়া সকলেই আসিলেন, সকলেই লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

শেষে আসিলেন অর্জ্জুন। তাঁহাকেও দ্রোণ ধনুক উঠাইয়া পাখীর দিকে তাকাইতে বলিয়া, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি দেখিতেছ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি কেবল পাখাই দেখিতে পাইতেছি, আর ত কিছু দেখিতেছি না।"

দ্রোণ বলিলেন, "সমস্তটা পাখীই দেখিতে পাইতেছ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "না, পাখীরও কেবল মাথাটুকু দেখিতেছি, আর কিছু না।"

এইবার দ্রোণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তবে তীর ছোড়!"।

কথাটা ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন তীর ছাড়িয়া দিলেন, আর কাটা মাথা শুদ্ধ পাখীও মাটিতে পড়িয়া গেল।

এমন আশ্চর্য্য শিক্ষা কি সকলের হয়? দ্রোণের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অর্জ্জুনকে বুকে চাপিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন যে "আমার পরিশ্রম সার্থক হইল; অর্জ্জুন আমার কাজ করিয়া দিতে পারিবে।"

আর একদিন স্নানের সময় দ্রোণকে কুমীরে ধীরল। সে ভয়ঙ্কর কুমীর দেখিয়া রাজপুত্রদের বুদ্ধিশুদ্ধি কোথায় যে চলিয়া গেল, তাঁহারা খালি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া আছেন, নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু অর্জ্জুন ইহার মধ্যেই ঝকঝকে পাঁচটি বাণ মারিয়া কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন।

দ্রোণ ইচ্ছা করিলেই কুমীর মারিয়া চলিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহা না করিয়া, কেবল চ্যাঁচাইতেছিলেন, "রাজপুত্রগণ! আমাকে বাঁচাও।" অর্জ্জুনের বুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া তিনি তাঁহাকে "ব্রহ্মশিরা" নামক একটি আশ্চর্য্য অস্ত্র পুরস্কার দিলেন।

এটি বড় ভয়ঙ্কর অস্ত্র। তাই দ্রোণ, কেমন করিয়া অস্ত্র ছাড়িতে আর থামাইতে হয় তাহা শিখাইয়া, অর্জ্জুনকে সাবধান করিয়া দিলেন,—

"দেখিও, যেন মানুষের উপরে এ অস্ত্র কদাচ ছাড়িও না, তাহা হইলে কিন্তু সব ভস্ম হইয়া যাইবে। কোন দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ হইলেই এ অস্ত্র ছাড়িতে পার।"

অর্জ্জুন গুরুকে প্রণাম করিয়া, যোড় হাতে অস্ত্র লইলেন।

এমনি করিয়া রাজপুত্রদের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হইল। সকলেই বড় বড় বীর হইয়াছেন; এখন সকলকে ডাকিয়া ইঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা দেখাইবার সময় উপস্থিত। পরীক্ষার আয়োজন খুব ধুমধামের সহিত হইতে লাগিল। এক দিকে প্রকাণ্ড মাঠে শত শত রাজমিস্ত্রী খাটিতেছে, আর এক দিকে পরীক্ষার সংবাদ লইয়া দূতেরা দেশ বিদেশে ঢোল পিটাইয়া ফিরিতেছে। লোকের উৎসাহের আর সীমা নাই। বুড়া ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বলিলেন যে, "এত দিনে অন্ধ বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইতেছে; এমন খেলা আমি দেখিতে পাইলাম না!"

পরীক্ষার দিন উপস্থিত। লোক জন যে কত আসিয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। নিশানে, ঝালরে, মণি মুক্তায় সভাটি ঝলমল করিতেছে। খেলার জায়গা, অস্ত্র রাখিবার জায়গা, বাজনদারদের জায়গা, স্ত্রীলোকদের বসিবার জায়গা, রাজা রাজড়াদের বসিবার জায়গা, সাধারণ লোকের বসিবার জায়গা,—সব এমন সুন্দর করিয়া সাজান আর গুছান যে দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। লোকের কোলাহল আর বাজনার শব্দ মিশিয়া সমুদ্রের গর্জ্জনকে হারাইয়া দিতেছে। সভার মধ্যে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপাচার্য্য এবং আর আর সকলে বসিয়াছেন। মেয়েদের জায়গায়, কুন্তী, গান্ধারী (দুর্য্যোধনের মা) প্রভৃতি সকলে দাসী চাকরাণী লইয়া উপস্থিত। এমন সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমি অর্থাৎ খেলার জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চুল শাদা, দাড়ি শাদা,

ধুতি শাদা, চাদর শাদা। বুকের উপরে শাদা পৈতা, গলায় শাদা ফুলের মালা, গায় শ্বেত চন্দন।

তার পর সকলের আগে দেবতার পূজা হইলে, চাকরেরা অস্ত্র শস্ত্র আনিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিল।

এদিকে রাজপুত্রেরা সাজ গোছ করিয়া প্রস্তুত। প্রত্যেকের পরনে সুন্দর দামী পোষাক, কোমরে কোমর বন্ধ, আঙ্গুলে আঙ্গুল পোষ (অর্থাৎ আঙ্গুল বাঁচাইবার জন্য চামড়ার ঢাকনা), হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। সকলের আগে যুধিষ্ঠির (তিনিই সকলের বড়) তার পর যিনি যত ছোট, তিনি তত পিছনে, এমনি করিয়া তাঁহারা রঙ্গভূমির দিকে আসিতে লাগিলেন। রাজপুত্রদের সুন্দর পোষাক আর তেজীয়ান চেহারা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তারপর যখন তাঁহারা নানা রকম অস্ত্র ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকেই খুব ভয় পাইল।

দুর্য্যোধন আর ভীমের গদার খেলা অতি আশ্চর্য্য, তেমন আর কেহ দেখে নাই। তাঁহাদের গর্জ্জনইবা কি ভয়ানক, যেমন হাতীর ডাক। তাঁহারা গদা হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর লোকগুলি উৎসাহে চীৎকার করিতেছে। কেহ বলে "বাঃ দুর্য্যোধন!" কেহ বলে "সাবাস্ ভীম!" এ দিকে দ্রোণ কিন্তু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কেন না, একবার যদি ইঁহারা রাগিয়া যান, তবে হয় ত মুস্কিল বাধাইয়া দিবেন। কাজেই তাড়াতাড়ি ইঁহাদিগকে থামাইয়া দেওয়া হইল।

তারপর আসিলেন অর্জ্জুন! তাঁহাকে দেখিবামাত্র কেহ বলে "আরে ঐ অর্জ্জুন!" কেহ বলে "ইঁহার মতন যোদ্ধা নাই!" কেহ বলে "ইনি বড়ই ধার্ম্মিক!"

অর্জ্জুন কি আশ্চর্য্য খেলাই দেখাইলেন! অগ্নি বাণ মারিলেন, আর আগুন জ্বলিয়া সব পুড়িয়া ছাই হয় আর কি! বরুণ বাণ মারিলেন,

আর কোথা হইতে জল আসিয়া আগুন নিবাইয়া সকলকে ভাসাইয়া নিবার যোগাড়! বায়ু বাণ মারিলেন, আর চক্ষুর নিমেষে জল উড়িয়া গিয়া সব পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে! পর্জ্জন্যাস্ত্র মারিলেন, আর মেঘ আসিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলিল!

ভৌমাস্ত্র মারিয়া তিনি মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। পর্ব্বতাস্ত্র মারিয়া কোথা হইতে বিশাল এক পর্ব্বত আনিয়া ফেলিলেন। তার পর যখন অন্তর্দ্ধান অস্ত্র মারিলেন, তখন আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না!

আর কত বলিব? অর্জ্জুন সকলকে অবাক্ করিয়া তবে ছাড়িলেন।

এইরূপে খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বাজনা থামিয়াছে, সকলে বাড়ী যাইবে; এমন সময় ফটকের কাছে ও কিসের গর্জ্জন? সকলে বলে, "একি, বাজ পড়িল? না পর্ব্বত ফাটিল?"

বাজও পড়ে নাই, পর্ব্বতও ফাটে নাই। উহা কর্ণের হুঙ্কার, আর কিছুই নহে। কর্ণকে যেমন তেমন লোক মনে করিও না। কেহ বলে কর্ণ সূর্য্যের পুত্র, কেহ বলে তিনি অধিরথ নামক সারথির পুত্র। কিন্তু কর্ণ অধিরথের কেহ নহেন, তিনি কুন্তীর পুত্র। কুন্তী কর্ণের মা হইয়াও কর্ণের প্রতি মায়ের কাজ করেন নাই, জন্মিবার পরেই তিনি তাঁহাকে ফেলিয়া দেন।

সেই শিশুটিকে অধিরথ কুড়াইয়া পাইয়া তাহার স্ত্রী রাধার নিকট আনিয়া দিল, আর দুজনে মিলিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে মানুষ করিতে লাগিল। নিজের ছেলে পিলে নাই, তাই এমন সুন্দর শিশুটিকে পাইয়া তাহারা মনে করিল যেন দেবতা দয়া করিয়া তাহাদিগকে একটি পুত্র দিলেন। তখন হইতেই লোকে ভাবে যে কর্ণ অধিরথ আর রাধার ছেলে। কর্ণও ইহাদিগকেই পিতা মাতার মতন মান্য করেন আর ভাল বাসেন। তিনি জানেন না যে তিনি যুধিষ্ঠিরদের ভাই।

জন্মাবধিই কর্ণের কানে কুণ্ডল আর পরনে কবচ (অর্থাৎ বর্ম্ম বা যুদ্ধের পোষাক) ছিল। দেখিতে তিনি খুব উঁচু, খুব সুন্দর, আর খুব ফরসা; গায় সিংহের মতন জোর। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে "ইনি কে?" "ইনি কে?" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কর্ণ বড়ই অহঙ্কারী। আর জানইত অর্জ্জুনের সঙ্গে তাঁহার কেমন শত্রুতা। তাই তিনি অর্জ্জুনের প্রশংসা সহিতে না পারিয়া রাগের ভরে নিজের ক্ষমতা দেখাইতে আসিয়াছেন। আর যথার্থই তাঁহার ক্ষমতা কম ছিল না; কারণ, অর্জ্জুন যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই কর্ণও করিয়া দেখাইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "আমি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।" ইহাতে সভার মধ্যে ভারি একটা, হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। এক দিকে দুর্য্যোধন কর্ণকে প্রশংসা করিতেছেন আর পাণ্ডবদিগকে অপমানের কথা বলিতেছেন, অপর দিকে অর্জ্জুন তাহা সহিতে না পারিয়া রাগিয়া অস্থির হইয়াছেন। একটা মারামারি কাটাকাটি বুঝি না হইয়া যায় না। নিজের দুই পুত্রকে এমন করিতে দেখিয়া ভয়ে আর দুঃখে কুন্তী ইহার মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

এমন সময় কৃপাচার্য্য কর্ণকে বলিলেন, "বাপু, যুদ্ধ যে করিবে, তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু রাজার ছেলে আর ত যাহার তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না। আগে বল দেখি, তুমি কোন্ রাজার বংশে জন্মিয়াছ, আর তোমার বাপ মায়েরই বা কি নাম?"

কৃপের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মাথা হেট করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন, "রাজা হইলেই ত যুদ্ধ হইতে পারে, আমি এখনই কর্ণকে অঙ্গদেশে রাজা করিয়া দিতেছি!" তখনই জল আসিল, ব্রাহ্মণ আসিল। আর তখনই তাঁহাকে স্নান করাইয়া, ছাতা ধরিয়া, খৈ ছড়াইয়া, চামর দোলাইয়া, সোনা আর ফুল দিয়া জয় জয়

শব্দে রাজা করিয়া দেওয়া হইল। কর্ণ আর দুর্য্যোধনে এইরূপে চিরদিনের মতন বন্ধুতা হইয়া গেল।

এ দিকে সেই সারথি অধিরথ সংবাদ পাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাগলের মতন ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই কর্ণ তাঁহার সেই রাজার সাজ শুদ্ধ উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিতে গেলেন; কিন্তু অধিরথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিজের চাদর দিয়া পা ঢাকিয়া রাখিল। তারপর 'বাপ! বাপ!' বলিয়া কর্ণকে আদর করিতে করিতে বুড়া চক্ষের জলে তাহার গা ভিজাইয়া দিল।

তাহা দেখিয়া ভীম বলিলেন, "সারথির ছেলে, তুই অর্জ্জুনের হাতে প্রাণটা কেন দিতে চাহিতেছিস? ততক্ষণ রাশ ধর গে যা!"

তখন রাগে কর্ণের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। দুর্য্যোধন পাগলা হাতীর মত ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কর্ণ রাজা হওয়াতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, আসিয়া যুদ্ধ কর!"

ভাগ্যিস তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, নহিলে সেদিন কি হইত, কে জানে? সন্ধ্যা হওয়ায় কাজেই সকলকে ঘরে ফিরিতে হইল, বিপদও কাটিয়া গেল।

শিক্ষা শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। রাজপুত্রদেরও শিক্ষা শেষ হইয়াছে, এখন দক্ষিণা দিবার সময়। দ্রোণ রাজপুত্রদিগকে বলিলেন, "তোমরা পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদকে ধরিয়া আনিয়া দাও। উহাই আমার দক্ষিণা।"

রাজপুত্রেরা তখনই দ্রোণকে সঙ্গে লইয়া দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঞ্চাল দেশে চলিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, ইঁহাদিগকে পাণ্ডবদের আগে যুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখা গেল। ইচ্ছা যে বাহাদুরীটা তাঁহাদেরই হয়। পাণ্ডবদের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, কাজেই তাঁহারা দ্রোণের সঙ্গে একটু পিছনে থাকিলেন। কিন্তু

দুর্য্যোধনেরা অনেক যুদ্ধ করিয়াও বেশী কিছুই করিতে পারিলেন না, বরং পাঞ্চালেরাই যেন 'মার মার' করিয়া আরো তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের গর্জ্জন এমনই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল যে, তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন মনে করিলেন, "আর বসিয়া থাকা উচিত নহে।"

দ্রোণকে লইয়া পাণ্ডবেরা যখন যুদ্ধে নামিলেন, তখনও দ্রুপদের লোকেরা ভয় পাইল না। ভীম গদা দিয়া হাতী ঘোড়ার মাথা ফাটাইলেন, রথ চুরমার করিলেন, আর সৈন্যদিগকে পিষিয়া দিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও বাণ মারিয়া কত হাতী ঘোড়া সিপাহী সৈন্য কাটিলেন, তাহার লেখা জোখা নাই। কিন্তু দ্রুপদ ইহাতে কাবু হওয়া দূরে থাকুক বরং ভীম অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিয়া আরো তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গের সেনাপতিরাও কম যুদ্ধ করিলেন না।

যাহা হউক, অর্জ্জুনের হাতে ক্রমে সকলেই জব্দ হইয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে রহিলেন একমাত্র দ্রুপদ, তাঁহারও ধনুক গিয়াছে, নিশান গিয়াছে, সারথি গিয়াছে। তখন অর্জ্জুন ধনুক বাণ ফেলিয়া তলোয়ার হাতে সিংহনাদ পূর্ব্বক দ্রুপদকে তাড়া করিলেন। আর এক লাফে তাঁহার রথে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিতেও ত্রুটি করিলেন না। দ্রুপদ আর তাঁহার মন্ত্রী দুজনেই ধরা পড়িলেন, তাঁহার আর লোকজন সব পলাইয়া গেল, কাজেই যুদ্ধও মিটিয়া গেল। ভীম কিন্তু এমন একটু খানি যুদ্ধে একেবারেই সন্তুষ্ট হইলেন না; তাঁহার ইচ্ছা ছিল আরো অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন।

দ্রুপদকে দ্রোণের নিকট উপস্থিত করা হইলে, দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন, "দ্রুপদ! তোমার রাজ্যও গিয়াছে, নগরও গিয়াছে, তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত আমাদের হাতে। এখন আমাদের বন্ধুতার খাতিরে তুমি কি চাহ, বল।"

তারপর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ ; ক্ষমা করাই আমাদের স্বভাব। তাহা ছাড়া শিশুকাল হইতে তোমাকে ভালবাসি। তোমার সঙ্গে এখনও আমি বন্ধুতাই করিতে চাহিতেছি। তোমার রাজ্য এখন আমার হাতে। আমি তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে দিয়া অর্দ্ধেক রাখিব। কেন না, আমার একটু রাজ্য না থাকিলে আবার তুমি বলিবে যে ‘তুই গরীব, তোর সঙ্গে বন্ধুতা করিব না!’ এখন হইতে গঙ্গার দক্ষিণ ধারে তোমার, উত্তর ধারে আমার জায়গা হইল। কি বল?”

দ্রুপদ আর কি বলিবেন? এইটুকু যে পাইয়াছেন, ইহাই ত ঢের বলিতে হইবে। কাজেই তিনি দ্রোণকে ধন্যবাদ দিয়া আর বিনয় দেখাইয়া, দুঃখের সহিত ঘরে ফিরিলেন। সেই অবধি তাঁহার এই চিন্তা হইল যে, “কি করিয়া দ্রোণকে মারিতে পারা যায়?”

ইহার পর এক বৎসর চলিয়া গেলে, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিলেন। যুধিষ্ঠির এমন ধার্ম্মিক, সরল, দয়ালু আর শান্ত ছিলেন যে, তাঁহার গুণে রাজ্যের সকল লোক মোহিত হইয়া গেল। এ দিকে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব মিলিয়া বাহিরের শত্রুদিগকে এমনি শাসন করিতে লাগিলেন যে, তাহারা আর মাথা তুলিতে সাহস পায় না। ইহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে কি হিংসা হইল, তাহা কি বলিব। হিংসায় রাত্রিতে আর তাঁহার ঘুম হয় না।

শেষে আর না থাকিতে পারিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রী কণিককে ডাকাইয়া বলিলেন,

“মন্ত্রী! এই পাণ্ডবদের বাড়াবাড়ি ত আর আমি সহিতে পারিতেছি না। বল দেখি ইহার কি উপায়?”

কণিক বলিলেন, “মহারাজ! ইহারা আর বেশী বড় না হইতে এই বেলা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলুন।”

একদিকে কণিকের এইরূপ পরামর্শ, আর এক দিকে দুর্য্যোধনের পীড়াপীড়ি।

রাজ্যের লোক খালি যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠিরই বলে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, ভীষ্ম রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, কাজেই তাহারা এমন গুণবান যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া তাঁহাকেই রাজা করিতে চাহিতেছে। এ সকল কথা যেন কাঁটার মত গিয়া দুর্য্যোধনের বুকে বিঁধিতে লাগিল। তিনি কর্ণ, শকুনি (দুর্য্যোধনের মামা) দুঃশাসন প্রভৃতিকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিতে হইবে।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "বাবা! আর ত সহ্য হয় না! আপনি আর ভীষ্ম থাকিতে ইহারা নাকি যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে! পাণ্ডবদের কাছে হাত যোড় করিয়াই কি শেষটা আমাদের থাকিতে হইবে? তাহা হইলে আর নরকে যাওয়ার বাকি কি রহিল? বাবা! এই অপমান হইতে রক্ষা পাওয়া কি হয় না?"

দুর্য্যোধনের কথায় ধৃতরাষ্ট্রের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তাহা বুঝিতে পারিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, ইঁহারা বলিলেন,

"মহারাজ! একটিবার যদি বুদ্ধি করিয়া ইহাদিগকে বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তবেই আমাদের আপদ দূর হয়!"

ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের খুবই মত; কেবল তাঁহার ভয় এই যে, পাছে ইহাতে রাজ্যের লোক চটিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলে। তাহাতে দুর্য্যোধন বলিলেন,

"ভয় কি? টাকা কড়ি ত সব আমাদেরই হাতে! আমরা টাকা দিয়া সকলকে বশ করিব। একটি বার কুন্তী আর তাহার পাঁচ ছেলেকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিন। তারপর আমরা সব হাত করিয়া লইতে পারিলে যেন উহারা ফিরিয়া আসে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমারও ত তাহাই মনে হয়। কিন্তু কাজটা কিনা ভাল নয়, তাই ভয় করি, পাছে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ইঁহারা চটিয়া গিয়া মুস্কিল বাধান।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "ভীষ্মের কাছে ত আমরা যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। অশ্বত্থামা আমারই পক্ষের লোক, কাজেই তাঁহার বাবা দ্রোণ আর মামা কৃপাচার্য্যও আমাদের পক্ষেই থাকিবেন। তারপর একা বিদুর আর আমাদের কি করিবেন?"

এই রকম তাঁহাদের পরামর্শ হয়; আর এদিকে টাকা দিয়া লোক-জনকে বশ করিবার চেষ্টাও চলে। তারপর একদিন ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শে তাঁহাদের লোকেরা সভায় বসিয়া বলিতে লাগিল যে,—

"বারণাবত যে কি চমৎকার জায়গা, কি বলিব! আর সেখানকার শিবের মন্দিরে এই সময়ে বড়ই ধুমধাম, দেশবিদেশের লোক পূজা করিতে আসিয়াছে।"

এ সকল কথা শুনিয়া পাণ্ডবদের বারণাবত যাইতে খুব ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বাছা সকল! শুনিতেছি এটা নাকি বড়ই সুন্দর স্থান, পৃথিবীতে এমন স্থান আর নাই। তা তোমাদের ইচ্ছা থাকলে, তোমরা সপরিবারে একবার সেখানে গিয়া পরম সুখে কিছু দিন বাস কর। তারপর আবার ফিরিয়া আসিও।"

ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু, কি করেন, চারিদিকেই ধৃতরাষ্ট্রের লোক, পাণ্ডবদের হইয়া দু কথা বলিবার কেহ নাই! কাজেই তিনি রাজি হইলেন। তারপর তিনি ভীষ্ম, বিদুর দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, গান্ধারী আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতি সকলের নিকট গিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন,

"জ্যাঠামহাশয়ের কথায় আমরা বারণাবত চলিলাম, আপনারা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "ভালয় ভালয় ফিরিয়া আসিও। তোমাদের যেন কোন অনিষ্ট না হয়।"

পাণ্ডবদের বারণাবত যাওয়া স্থির হইয়াছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের আর আনন্দের সীমা রহিল না! তিনি গোপনে পুরোচন নামক তাঁহাদের একজন মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পুরোচন, তোমার মতন আর আমাদের বন্ধু কে আছে? এই যে রাজ্য দেখিতেছ, ইহা যে কেবল আমারই, তাহা নহে,—ইহা তোমারও। একটা কাজ করিতে হইবে! সাবধান! কাহাকেও বলিও না! বাবা ত আজ পাণ্ডবদিগকে বারণাবত পাঠাইতেছেন। তুমি খুব গাড়ী হাঁকাইয়া উহাদের ঢের আগেই সেখানে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া সহরের এক পাশে, যেখানে বেশী লোকজন নাই এমন জায়গায়, গাছপালার আড়ালে একটি সুন্দর বাড়ী করিবে। গালা, ধুনা, চর্ব্বি, তেল, শণ, কাঠ, এই সব জিনিষ দিয়া বাড়ীটি প্রস্তুত হওয়া চাই, যাহাতে আগুন ছোঁয়াইবা মাত্রই তাহা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে! ভারী সাবধানে করিবে, যেন বাড়ী দেখিয়া কেহই না টের পায় যে তাহাতে এমন কোন জিনিষ আছে। তারপর কুন্তীকে তাহার পাঁচ ছেলে শুদ্ধ আনিয়া এই বাড়ীতে থাকিতে দিবে। দিন কতক খুব করিয়া তাহাদের আদর যত্ন করিও, যেন উহাদের মনে কোন সন্দেহ না থাকে। তারপর একদিন রাত্রি-কালে যখন পাণ্ডবেরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবে, তখন দরজায় আগুন লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলে সহরের লোকেরা মনে করিবে যে হঠাৎ আগুন লাগিয়াছে, কাজেই আমাদিগকে কেহ সন্দেহ করিবে না।"

দুষ্ট পুরোচন একথা শুনিয়াই "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল!

এদিকে পাণ্ডবদের যাইবার সব প্রস্তুত! রথ সাজাইয়া আনিয়াছে, এখন তাঁহারা গিয়া উঠিলেই হয়। পাণ্ডবেরা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, সমান বয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া, ছোটদিগকে

আশীর্ব্বাদ করিয়া, আর প্রজাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন। বিদুর আর আর কয়েক জন লোক অতিশয় দুঃখের সহিত কিছুদূর তাঁহাদের পিছু পিছু চলিলেন। ব্রাহ্মণদের অনেকেই ধৃতরাষ্ট্রের কাজে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,

"ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট লোক! নহিলে এমন কাজ করিবে কেন? পাণ্ডবেরা ত কোন দিন তাহাদের কোন ক্ষতি করে নাই। আর ভীষ্মকেই বা কি বলি? তাঁহার চোখের সামনে এমন অধর্ম্ম হইল, আর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন! চল আমরাও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চলিয়া যাই।"

যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দেখুন, জ্যাঠামহাশয় আমাদের গুরুলোক তাঁহার কথা মানিয়া চলাই আমাদের উচিত। আপনারা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া এখন ঘরে ফিরুন; ইহাতে শেষে আমাদের উপকার হইবে।"

এ কথায় তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। বিদুর এতক্ষণ চুপি চুপি আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া, সময় বুঝিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

"বাবা যুধিষ্ঠির! বিপদ আসিলে বুদ্ধিমান লোকে তাহা এড়াইবার চেষ্টা করেন। গর্ত্তের ভিতরে থাকিলে আগুনে পোড়াইতে পারে না! লোহার অস্ত্র নয়, কিন্তু তাহাতে শরীর কাটে; তাহার কথা যে জানে, শত্রুরা তাহাকে মারিতে পারে না। অন্ধ হইলে পথ দেখিতে পায় না; ব্যস্ত হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকে না! এইটুকু বলিলাম, বুঝিয়া লও। চলাফেরা করিলেই পথ জানা যায়, নক্ষত্র দিয়া দিক্ ঠিক করা যায় আর নিজের মন বশে থাকিলে ভয়ে কাবু হইতে হয় না।"

এই কথাগুলি বিদুর যে কি রকম একটা ভাষায় বলিলেন, কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না! কেবল যুধিষ্ঠির বলিলেন 'বুঝিয়াছি'; উহারা চলিয়া গেলে কুন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাবা! বিদুর যে কি বলিলেন, আর তুমিও বলিলে 'বুঝিয়াছি', আমি ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা! দুর্য্যোধন নাকি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিতে চাহে। তাই কাকা আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন, আর পথ ঘাটের খবর ভাল করিয়া লইতে, আর ভাল হইয়া চলিতে বলিলেন।"

তারপর কিছুদিন পথ চলিয়া তাঁহারা বারণাবতে উপস্থিত হইলেন।

পাণ্ডবদিগকে পাইয়া বারণাবতের লোকদিগের আনন্দের সীমা নাই। পাণ্ডবেরা বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদের নিতান্ত গরীবের সঙ্গেও দেখা করিলেন। পুরোচন ত প্রথমেই আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যুটিয়াছে। পাণ্ডবদিগকে পাইয়া যেন সে কতই খুসী! দুষ্টের মুখে হাসি আর ধরে না,—কুমীরের মতন তাহার দাঁত খালি বাহির হইয়াই আছে। পাণ্ডবদিগকে সে আগে অন্য একটা সুন্দর বাড়ীতে খুব আদরের সহিত দশ দিন রাখিয়া, তারপর তাঁহাদিগকে সেই গালার বাড়ীতে নিয়া উপস্থিত করিল। সে বাড়ীতে গিয়াই যুধিষ্ঠির চুপি চুপি ভীমকে বলিলেন, "ভাই! আমি চর্ব্বি আর গালার গন্ধ পাইতেছি। এ বাড়ীটা নিশ্চয় গালা চর্ব্বি শুক্‌নো বাঁশ, প্রভৃতি জিনিষের তৈরী। দুষ্ট আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য এইখানে আনিয়াছে। বিদুর কাকা ইহার কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে ওরূপ বলিয়াছিলেন।"

একথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "তবে আসুন আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "না আমাদের এখানেই থাকিতে হইবে। এখন যদি চলিয়া যাই, উহারা আর কোন রকম ফন্দি করিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে। তাহার চেয়ে এই ঘর পোড়াইবার সময় উহাদিগকে

ফাকি দিয়া আমরা পলাইয়া যাইব। তাহা হইলে লোকে মনে করিবে, আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। আর এ কথা শুনিলে ভীষ্ম, দ্রোণ ইঁহারাও ইহাদের উপর ভারি রাগিয়া যাইবেন। এখন যদি আমরা খুব শিকার করিয়া বেড়াই তবে পথ ঘাট সব জানিতে পারিব আর পলাইবার সময় কোন মুস্কিল হইবে না। আজই এই ঘরের ভিতরে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া, আমরা তাহার মধ্যে থাকিব ; তাহা হইলে আর আগুনের ভয় থাকিবে না।”

ইহার মধ্যে একদিন একটি লোক চুপি চুপি যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বলিল, “বিদুর মহাশয় আমাকে আপনাদের নিকট পাঠাইলেন। আমি প্রাণ দিয়া আপনাদের উপকার করিব। আপনারা আসিবার সময় তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় আপনাকে কিছু বলেন, তাহার উত্তরে আপনি বলেন যে ‘বুঝিলাম।’ এই কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমি যাথার্থই বিদুরের লোক। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে পুরোচন এই ঘর শুদ্ধ আপনাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার পরামর্শ করিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে বলুন ; আমি খুব গর্ত্ত খুঁড়িতে পারি।”

লোকটিকে দেখিয়াই যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন যে এ ব্যক্তি খুব সরল ও ধার্ম্মিক। তিনি তাহাকে বলিলেন, “আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুমি ভাল লোক, আর কাকা তোমাকে পাঠাইয়াছেন। এখন যাহাতে আমরা এ বিপদে রক্ষা পাই তাহাই কর।”

সেই লোকটি ঘরের মধ্যে নর্দ্দমা কাটিবার ছল করিয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিল। পাঁণ্ডবেরা দিনের বেলায় শিকার করিয়া বেড়াইতেন ; রাত্রিতে সেই গর্ত্তের ভিতরে সাবধানে লুকাইয়া থাকিতেন। গর্ত্তের মুখ এমন ভাবে লুকান ছিল যে, না জানিলে তাহা টের পাওয়া অসম্ভব। উহার কথা খালি পাণ্ডবেরা জানিতেন, আর যে গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিল সে জানিত, আর কেহই জানিত না।

ক্রমে সেই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী উপস্থিত, যে দিন পুরোচন জতুগৃহ অর্থাৎ সেই গালার ঘরে (জতু মানে গালা) আগুন দেওয়া স্থির করিয়াছে। সে দিন কুন্তী অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। একটি নিষাদী, অর্থাৎ ব্যাধ জাতীয় স্ত্রীলোক ও তাহার পাঁচটি পুত্র লইয়া সেখানে খাইতে আসিল। গরীব লোক, ভাল খাবার পাইয়া এতই খাইল যে আর তাহাদের চলিয়া যাইবার শক্তি নাই। কাজেই সে তাহার ছেলে পাঁচটি লইয়া সেইখানে ঘুমাইয়া রহিল।

এ দিকে ক্রমে ঢের রাত হইয়াছে, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর সেই সময়ে খুব বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সুযোগ কি আর হয়? পুরোচন তখনও ঘুমাইতেছে। ভীম সকলের আগে তাড়াতাড়ি তাহারই ঘরের দরজায় আগুন দিলেন। তারপর বাড়ীর চারিদিকে বেশ ভালরূপে আগুন ধরাইয়া, পাঁচ ভাই মায়ের সঙ্গে সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পুরোচন আর পাঁচ পুত্র সমেত সেই নিষাদী পুড়িয়া মারা গেল।

আগুনের শব্দে সহরের লোকের জাগিতে অনেকক্ষণ লাগিল না। তাহারা আসিয়া হায় হায় করিতে করিতে পুরোচন আর দুর্য্যোধনকে গালি দিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই যে দুষ্ট পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় এই ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল, একথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। সেই দুষ্ট নিজেও পুড়িয়া মরিয়াছে দেখিয়া উহারা বলিল, "বেশ হইয়াছে! যেমন কর্ম্ম তেমন ফল!"

এতক্ষণ পাণ্ডবেরা কি করিতেছেন? তাঁহারা প্রাণপণে বনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু চলা কি যায়? একে ভয়ে অস্থির তাহাতে রাত জাগিয়া দুর্ব্বল। অন্ধকার রাত্রি; ঝড় বহিতেছে। তাঁহারা পদে পদে হুঁচট খাইতেছেন, পা আর চলে না। তখন ভীম

আর উপায় না দেখিয়া, মাকে লইলেন কাঁধে, আর নকুল সহদেবকে কোলে। তারপর যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনের হাত ধরিয়া লইয়া ঝড়ের মতন ছুটিয়া চলিলেন।

এ দিকে বিদুর পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য আর একজন খুব পাকা লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি অনেক খুঁজিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া দেখিল যে, তাঁহারা গঙ্গা পার হইবার চেষ্টায় জল মাপিতেছেন। এই লোকটিও পাণ্ডবদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, সেই যে বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে কি বলেন, আর যুধিষ্ঠির "বুঝিলাম" বলিয়া উত্তর দেন, সেই ঘটনার কথা বলিল। তার পর একখানি ভাল নৌকা আনিয়া সে বলিল, "চলুন, আপনাদিগকে পার করিয়া দিই।"

নৌকা বাহিতে বাহিতে সেই লোকটি তাঁহাদিগকে বলিল যে, "বিদুর মহাশয় আপনাদিগকে অনেক আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, আপনাদের কোন ভয় নাই, শেষে আপনাদেরই জয় হইবে।"

পাণ্ডবেরা বলিলেন, "কাকাকে আমাদের প্রণাম জানাইবে।"

এইরূপ কথা বার্ত্তায় নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইলে, লোকটিকে বিদায় দিয়া পাণ্ডবেরা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

এ দিকে সকাল বেলায় বারণাবতের লোকেরা পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে আসিয়া গালার ঘরে ছাইয়ের ভিতরে পুরোচন আর সেই নিষাদী আর তাঁহার পাঁচ ছেলের পোড়া হাড় পাইল। তাহারা নিষাদীর কথা জানিত না, কাজেই এই হাড় কুন্তী আর পাঁচ পাণ্ডবের মনে করিয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চল আমরা দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়া বলি, 'তোমার সাধ পূর্ণ হইয়াছে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছ।'"



ভীম ও বকরাক্ষস। ৪৬ পৃষ্ঠা।

ইহার মধ্যে, সেই যে লোকটি গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি ছাই উল্টাইবার ছল করিয়া সেই গর্ত্ত কখন বুজাইয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহার কথা কেহ জানিতে পারিল না।

ধৃতরাষ্ট্রের ওখানে সংবাদ গেল যে, "পুরোচন আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহের সঙ্গে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন।" ওঃ! ধৃতরাষ্ট্রের যে তাহা শুনিয়া কান্না! যেন যথার্থই পাণ্ডবদের দুঃখে তাঁহার বুক ফট্ করিয়া ফাটিয়া গিয়াছে! তিনি কাঁদেন আর বলেন,

"হায় হায়! শীঘ্র শ্রাদ্ধ কর! হায় হায়! ঢের টাকা খরচ কর! হায় হায়! একটা নদী খোঁড়াও! হায় হায়! পাণ্ডবেরা ভাল করিয়া স্বর্গে যাউক!"

আর একজন লোক এমনি কপট কান্না কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু সে অন্য কারণে। বিদুর ত জানেন যে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছেন, কাজেই তাঁহার কেন দুঃখ হইবে? কিন্তু দেশ শুদ্ধ লোক পাণ্ডবদের জন্য হায় হায় করিয়া কাঁদিতেছে, ইহার মধ্যে তিনি চুপ করিয়া থাকিলে ত ভারী সন্দেহের কথা হয়। কাজেই তিনি আসল কথা জানিয়াও লোকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য একটু কাঁদিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া আবার ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার আর ভয়ঙ্কর বন। পিপাসায়, পরিশ্রমে আর ঘুমে ভীম ছাড়া আর সকলেই নিতান্ত কাতর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীম! ভাই, আর যে পারি না! এখন উপায়?"

ভীম বলিলেন, "ভয় কি দাদা? এই যে আমি আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সকলকে বহিয়া লইয়া ছুট দিলেন।

ভীম সে দিন কি ভয়ানক বেগেই চলিয়াছিলেন। তাঁহার দাপটে

গাছ ভাঙ্গে, মাটি উড়ে, আর যুধিষ্ঠিরেরা ত প্রায় অজ্ঞান! বনের পর বন পার হইয়া যাইতেছেন, তবুও তাঁহার বিশ্রাম নাই। রাত চলিয়া গেল, তারপর সমস্তটা দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একটা বনের ভিতরে আসিয়া ভীম থামিলেন। ক্রমে ঘোর অন্ধকার আসিল, ঝড় উঠিল, চারিদিকে বাঘ ভাল্লুক ডাকিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডবেরা আর কিছুতেই চলিতে পারেন না; কাজেই সেইখানে বিশ্রাম করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

এমন সময় কুন্তী বলিলেন, "আর ত পারি না! পিপাসায় প্রাণ গেল!" মায়ের দুঃখ ভীমের সহ্য হইল না। অথচ সে পোড়া বনে জল বা ফল মূল কিছুই নাই। কাজেই তিনি আবার সকলকে বহিয়া লইয়া আর একটা সুন্দর বনে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলে সকলকে রাখিয়া তিনি বলিলেন,

"এইখানে তোমরা বিশ্রাম কর। ঐ সারসের ডাক শুনা যাইতেছে; জল কাছেই পাইব।"

ভীম সারসের ডাক শুনিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দুই ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নান আর জল পানের পর অন্য সকলের জন্য জল লইয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হায়! রাজরাণী, রাজার ছেলে, তাঁহাদের কি না এই দুর্দ্দশা! রাজ্য গেল, প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতেছিল, তারপর এইরূপে মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন। দুঃখে ভীমের চোখে জল আসিল। আবার তাহার পরেই শত্রুদিগের হিংসার কথা মনে করিয়া তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,

"দুষ্ট দুর্য্যোধন! তোর বড় ভাগ্য যে দাদা আমাকে বলেন না। নহিলে আজই তোদের সকলকে যমের বাড়ী পাঠাইতাম।" বলিতে বলিতে ভীমের ঝড়ের মতন নিশ্বাস বহিতে লাগিল।

এত কষ্টের পর সকলে ঘুমাইয়াছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে জল খাওয়াইবার জন্য জাগাইতে ভীমের ইচ্ছা হইল না। তিনি জল হাতে করিয়া সেই খানে পাহারা দিতে লাগিলেন।

সেই বনের কাছে, এক প্রকাণ্ড শাল গাছের উপরে, হিড়িম্ব নামে একটা বিকট রাক্ষস থাকিত। তাহার গায় ভয়ানক জোর; লাল লাল চোখ; জালার মত মুখ, মুলোর মত দাঁত; তাল গাছের মত শরীর; তামাটে চুল দাড়ি; বেলুনের মত প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আর গাধার মত কান। অনেক দিন মানুষের মাংস খায় নাই, তাই পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাহার মুখে লাল আর ধরে না। সে খালি মাথা চুলকায়, আর হাই তোলে, আর বার বার তাঁহাদিগকে চাহিয়া দেখে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে তাহার বোন হিড়িম্বাকে বলিল,

"বাঃ! কিএ মিঠ্ঠারে গন্ধো! ও বোহিন্, ঝাট কোরে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাবো! আর পেটমে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্চ্বো।"

হিড়িম্বা তাহার দাদার কথায় পাণ্ডবদের কাছে আসিল। কিন্তু রাক্ষসের মেয়ের প্রাণেও দয়া মায়া খুব থাকিতে পারে। পাণ্ডবদিগকে মারিবার কোন চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং সে আসিয়াই ভীমকে সকল কথা জানাইয়া বলিল, "ইহাদিগকে জাগাও। আমি সকলকে রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিতেছি।"

ভীম বলিলেন, "আমি রাক্ষস টাক্ষসকে ভয় করি না। ইঁহারা অনেক পরিশ্রমের পর ঘুমাইয়াছেন, ইঁহাদিগকে কি এখন জাগান যায়? তোমার ইচ্ছা হয় থাক, না হয় তোমার ভাইকে পাঠাইয়া দাও। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।"

এ দিকে রাক্ষসের আর বিলম্ব সহ্য না হওয়াতে, সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে হিড়িম্বা নিতান্ত ভয় পাইয়া বলিল, "শীঘ্র

তোমরা আমার পিঠে উঠ, আমি এখনও তোমাদিগকে লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারি।"

ভীম বলিলেন, "তোমার কিছু ভয় নাই, আমার গায় ঢের জোর আছে। মানুষ বলিয়া আমাকে অবহেলা করিও না।"

হিড়িম্বা বলিল, "ঐ দুষ্ট মানুষকে ধরিয়াই মারিয়া ফেলে, তাই আমি ভয় পাই। তোমাকে অবহেলা করিতেছি না।"

এ সকল কথা শুনিয়া রাক্ষসের কিরূপ রাগ হইল, বুঝিতেই পার। সে ভীমকেই আগে মারিবে, না হিড়িম্বাকেই আগে মারিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না। হাউ মাউ করিয়া সে বন মাথায় করিয়া তুলিল।

ভীম বলিলেন, "মাটি করিল! আরে চুপ্, চুপ্,! হতভাগা। ইঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিবি।"

রাক্ষস ষাঁড়ের মতন শব্দ করিয়া বলিল, "মুহি তো তোদ্দেরবুকে খাবো, ওহারুর্ লোকের ঘুম ভেঙ্গিবেক কেনে?" এই বলিয়া সে দুই হাত ছড়াইয়া ভীমকে ধরিতে গেল।

ভীম তাহার সেই দুটি হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে ষাট সত্তর হাত দূরে লইয়া গেলেন। তাহাতে সেটা আরো রাগিয়া বেজায় চ্যাঁচাইতে লাগিল। কাজেই ভীম দেখিলেন, আরো দূরে যাইতে হইবে।

তখন আর একটু দূরে গিয়া দুজনের বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের চোটে চারিদিকের গাছপালা ভাঙ্গিয়া চুরমার।

এ দিকে উঁহাদের গর্জ্জন শুনিয়া পাণ্ডবেরা উঠিয়া বসিয়াছেন। হিড়িম্বা সেইখানে বসিয়াছিল। কুন্তী তাহাকে দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তুমি কি এই বনের দেবতা, না কোন অপ্সরা? এমন সুন্দর ত আমি কখনও দেখি নাই! তুমি কে, কি জন্য আসিয়াছ?"

হিড়িম্বা বলিল, "মা! আমি রাক্ষসের মেয়ে, আমার নাম হিড়িম্বা। আমার দাদা হিড়িম্ব আর আমি এই বনে থাকি। আপনাদিগকে দেখিয়া আমার দাদা বলিল, 'উহাদিগকে ধরিয়া আন্, খাইব।' আপনারা ঘুমাইতেছিলেন, আর আপনার একটি ছেলে জাগিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া দিলাম। আমি আপনাদের সকলকে পিঠে করিয়া এখান হইতে কোন ভাল জায়গায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। তারপর আমার দেরী দেখিয়া আমার দাদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আপনার সেই ছেলেটিতে আর তাহাতে কেমন যুদ্ধ চলিয়াছে দেখুন!"

এই কথা শুনিবামাত্রই যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব ভীমের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। অর্জ্জুন ভীমকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা! পরিশ্রম হইয়াছে কি? ভয় নাই, আমি তোমার সাহায্য করিতেছি!"

ভীম বলিলেন "ভয় নাই ভাই! হতভাগাকে কাবু করিয়া আনিয়াছি।"

অর্জ্জুন আবার বলিলেন "শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল। নহিলে দুষ্ট আবার ফাকি টাকি দিয়া বসিবে; ইহারা বড়ই ধূর্ত্ত। তুমি না হয় একটু বিশ্রাম কর, আমিই উহাকে মারিতেছি।"

ইহাতে ভীম ঘোরতর রাগের সহিত রাক্ষসকে তুলিয়া সাংঘাতিক এক আছাড় দিলেন। তারপর উহার শরীরটাকে মট করিয়া ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করিতেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। মরিবার সময় রাক্ষসটা এমনি ভয়ানক চ্যাঁচাইতেছিল যে কি বলিব!

এমন ভয়ঙ্কর স্থানে না থাকাই ভাল; আর, বোধ হইল যেন কাছেই নগর আছে। সুতরাং রাক্ষস মরিবার পরেই পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন, "রাক্ষসেরা বড়ই দুষ্ট; উহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। তোর ভাইকে মারিয়াছি, তোকেও মারিয়া ফেলি।"

একথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ছি ভীম! এমন কাজ করিতে নাই। স্ত্রীলোককে মারা বড় পাপ।"

ভীমের রাগ দেখিয়া হিড়িম্বা নিতান্ত দুঃখের সহিত যোড়হাতে কুন্তীকে বলিল "মা! আমার কোন দোষ নাই। আপনার ভীমকে আমি প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি, আর আশা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন। আমাকে রক্ষা করুন।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ঠিক কথা। ভীম! তোমার ইঁহাকে বিবাহ করা উচিত।"

ততক্ষণে ভীমের রাগ চলিয়া গিয়াছে, আর দাদার কথা তিনি কখনও অমান্য করেন না। কাজেই তিনি হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলেন।

ভীম আর হিড়িম্বার ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র হইয়াছিল; তাহার কথা তোমরা আরো শুনিতে পাইবে। ঘটোৎকচ ধার্ম্মিক, বিদ্বান আর অসাধারণ বীর ছিল। জন্মমাত্রেই ঘটোৎকচ বড় মানুষের মতন করিয়া ভীমকে বলিল "বাবা, এখন যাই। দরকার হইলে, যখন ডাকিবেন তখনই আসিব।" এই বলিয়া সে সকলকে প্রণাম করিয়া তাহার মায়ের সহিত উত্তর দিকে চলিয়া গেল।

তারপর পাণ্ডবেরা গাছের ছাল পরিয়া আর মাথায় জটা পাকাইয়া তপস্বীর বেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরিণ শিকার করিয়া খাওয়া, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি পড়া, আর মায়ের সেবা, করা, ইহাই তখন তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল। এইরূপে মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরিয়া শেষে একদিন তাঁহারা ব্যাস

দেবকে দেখিতে পাইলেন। ভীষ্ম যেমন ইঁহাদের ঠাকুরদাদা, ব্যাসও তেমনি। কাজেই পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া ব্যাস অনেক আদর করিলেন, আর বলিলেন, "আমি সব জানি। যদিও আমার কাছে তোমরা আর দুর্য্যোধনেরা, দুইই সমান, তথাপি ইহাদের ব্যবহার দেখিয়া এখন আমি তোমাদিগকেই অধিক ভাল বাসি; আর তোমাদের উপকার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি আবার না আসা পর্য্যন্ত তোমরা ঐ নিকটের নগরটিতে গিয়া বাস কর।"

এই বলিয়া ব্যাস পাণ্ডবদিগকে একচক্রা নামক একটি নগরে পৌঁছাইয়া দিয়া, কুন্তীকে বলিলেন, "মা, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার পুত্রেরা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইবে।"

ব্যাস তাঁহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। একমাস পরে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা রহিল।

সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পাণ্ডবেরা বাস করিতে লাগিলেন। দিনের বেলা পাঁচ ভাই ভিক্ষা করিয়া আর নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান, সন্ধ্যা হইলে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষার জিনিষগুলির সমান দুই ভাগ হয়। ইহার এক ভাগের সমস্তই ভীম খান, অপর ভাগ আর পাঁচ জনে বাঁটিয়া খান। এইরূপে দিন যায়।

ইহার মধ্যে একদিন কি হইল শুন। সে দিন যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ভীমের সে দিন যাওয়া হয় নাই, তিনি মায়ের কাছেই রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর ভিতরে ভয়ানক কান্না উঠিল।

কান্না শুনিয়া কুন্তী ভীমকে বলিলেন, "না জানি ব্রাহ্মণের কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ইনি আমাদিগকে এত স্নেহ করেন, আমরা কি ইঁহার কোন উপকার করিতে পারি না, বাবা?"

ভীম বলিলেন, "মা তুমি জানিয়া আইস, বিষয়টা কি। সাধ্য হইলে অবশ্য ব্রাহ্মণের উপকার করিব।" কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার সেই কান্না। তখন কুন্তী ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ স্ত্রী কন্যা আর পুত্র লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন,

"হায় কেন বাঁচিয়া আছি? বাঁচিয়া থাকায় কি সুখ? আমি আগেই এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম; গিন্নী! তুমিই ত দিলে না! তোমার বাপের বাড়ী বলিয়া এ স্থান ছাড়িতে তোমার কষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে দেখ এখন কি কষ্ট উপস্থিত! হায় হায়! আমি কাহাকে ছাড়িব? আর তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া নিজেই বা কি করিয়া যাইব? তাহার চেয়ে চল আমরা সকলেই এক সঙ্গে মরি।"

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ওগো, তুমি এমন কথা বলিও না! তোমরা থাক, আমি যাই। তুমি গেলে আমরা কেহই বাঁচিব না। কিন্তু আমি গেলে তুমি মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে মানুষ করিতে পারিবে।"

বাপ মায়ের কথা শুনিয়া মেয়েটি বলিল "মা, বাবা, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দেখ বাবা, আমাকে ত আর তোমরা বেশী দিন রাখিতেই পারিবে না; বিবাহ হইলেই ত আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। তাহাই যদি হইল, তবে এখনই কেন আমি যাই না? তোমরা কেহ গেলে ভাইটি কখনই বাঁচিবে না। ভাবিয়া দেখ আমি গেলে সকল দিকই রক্ষা হয়।"

তখন ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিয়া আরো ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোট ছেলেটি ইহার মধ্যে কোথায় একগাছি খড় কুড়াইয়া পাইয়াছে, সেই খড় দেখাইয়া সে সকলকে বলিল, "থি! কাঁদে না! এই

দান্দা দে আমি নাথ্‌চ্ মাল্‌বো!" শিশুর কথায় সেই দুঃখের ভিতরেও সকলের হাসি পাইল।

কুন্তী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। উঁহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন.

"আপনারা কি জন্য কাঁদিতেছেন? আপনাদের কিসের দুঃখ বলুন; আমাদের সাধ্য থাকিলে তাহা দূর করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, আমাদের দুঃখ কি মানুষে দূর করিতে পারে এই নগরের কাছেই বক বলিয়া একটা রাক্ষস থাকে। সে আমাদিগকে বাঘ ভাল্লুক আর শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহার বদলে আমাদিগকে তাহার খাবার যোগাইতে হয়। রোজ এক একজন মানুষ, বিশ খারি ভাত আর দুইটা মহিষ তাহার নিকট যাওয়া চাই। সে সেই ভাত মহিষ আর মানুষ সব খাইয়া শেষ করে। আমাদিগকে পালা করিয়া এক এক দিন এক এক বাড়ী হইতে এ সকল জিনিষ পাঠাইতে হয়। যে না পাঠায়, দুষ্ট তাহার ছেলে পিলে শুদ্ধ সব মারিয়া খায়। এদেশের রাজা আমাদের কোন খবর নেন না, তাই রাক্ষসের হাতে আমাদের এই দুর্দ্দশা। আজ আমার পালা। আমার টাকা নাই যে একজন মানুষ কিনিয়া পাঠাইব। আপনার লোক কাহাকেই বা কেমন করিয়া পাঠাই! তাই মনে করিয়াছি, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার কাছে গিয়া একেবারে সকল দুঃখ দূর করিব।"

কুন্তী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনার কোন চিন্তা নাই। আমার পাঁচ ছেলের একটি রাক্ষসের নিকট যাইবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তাহা কি হয় মা? আপনারা একে ব্রাহ্মণ, *

* পাণ্ডবদিগের কিনা তপস্বীর বেশ ছিল, তাই ব্রাহ্মণ ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছেন। আসলে ইঁহারা যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা ত জানই।

তাহাতে অতিথি। আপনাদিগকে কিছুতেই আমি রাক্ষসের কাছে যাইতে দিব না।"

কুন্তী বলিলেন, "আপনার ভয় কি? রাক্ষস আমার ছেলের কিছুই করিতে পারিবে না। সে আরো বড় বড় রাক্ষস মারিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর! এ কথা কাহাকেও বলিবেন না। তাহা হইলে লোকে খামখা আসিয়া আমার ছেলেদিগকে "কুস্তী" শিখাইবার জন্য বিরক্ত করিবে।"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ত যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কুন্তীর প্রতি তাঁহাদের কি রকম ভক্তি হইল, বুঝিতেই পার। এদিকে কুন্তী আসিয়া ভীমকে সকল কথা বলাতে ভীমও উৎসাহের সহিত রাক্ষসের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

যুধিষ্ঠির ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে এই সংবাদে বড় ভয় পাইলেন। তিনি বলিলেন,—

"মা! তুমি কি পাগল হইয়াছ, যে ভীমকে এমন কাজে পাঠাইতে রাজি হইলে? ভীমের যদি কিছু হয়, তবে আমাদের কি দশা হইবে?"

কুন্তী বলিলেন, "ভীমের গায় দশ হাজার হাতীর জোর। সে যে সকল কাজ করিয়াছে তাহা কি দেখ নাই? এ সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও ব্রাহ্মণের উপকার না করা ভাল বোধ হয় না।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা, তুমি ঠিক বলিয়াছ, ভীমের যাওয়াই উচিত।"

পরদিন ভোরে ভীম ত রাক্ষসের খাবার লইয়া বনে গিয়াছেন সেখানে গিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় হে! বক কাহার নাম?" "ও বক! খাবে নাকি এস গো!" ডাকিতেছেন, আর এদিকে নিজের ভাত খাইয়া শেষ করিতেছেন। ডাক শুনিয়া রাক্ষস দাঁত কড় মড় করিতে করিতে আসিয়া হাজির! কি বিকট চেহারা! এক কান হইতে আর এক কান পর্য্যন্ত তাহার খালি দাঁত!

একেই ত রাগিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আসিয়া দেখে ভীম তাহার ভাত প্রায় শেষ করিয়াছেন। কাজেই বুঝিতেই পার। সে গর্জ্জন করিয়া বলিল,

"মোর ভাতটি খাউছিস ? তোকে যোম ঘর পেঠ্‌ঠাইবোনি ?

কিন্তু তাহার কথা কে শোনে ? ভীম খালি হাসেন আর খান। রাক্ষস হাত তুলিয়া ভয়ানক শব্দে ভীমকে মারিতে চলিল। ভীম তখনও হাসেন আর খান। রাক্ষস দুই হাতে ধাঁই ধাঁই করিয়া প্রাণপণে তাঁহার পিটে চাপড় মারিতে লাগিল। তিনি তবুও খালি হাসেন আর খান। তখন রাক্ষস এক প্রকাণ্ড গাছ তুলিয়া লইয়া ভীমকে মারিতে আসিল। তত ক্ষণে ভীমেরও ভাত কয়টি শেষ হইয়াছে, কাজেই তিনি ধীরে সুস্থে হাত মুখ ধুইয়া হাসিতে হাসিতে রাক্ষসের হাত হইতে গাছ কাড়িয়া লইলেন। এমনি করিয়া ক্রমে দুইজনের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আর গাছ রহিল না, তখন আরম্ভ হইল কুস্তী। দিন গেল, রাত্রিও যায় যায়, তবুও যুদ্ধ চলিয়াছে।

এইরূপে ক্রমে রাক্ষসকে কাবু করিয়া, শেষে ভীম তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পিঠে হাঁটু দিয়া, গলা আর কোমরের কাপড় ধরিয়া এমনি বিষম টান দিলেন যে, সেই টানেই তাহার শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া একেবারে দুইখান! ততক্ষণে চীৎকার আর রক্ত বমি করিতে করিতে রাক্ষসও মরিয়া গেল।

বকের চীৎকারে তাহার লোকজন সব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভীম তাহাদিগকে বলিলেন,—"খবরদার! আর মানুষ খাইতে পাইবি না। তাহা হইলে তোদেরও এমনি দশা করিব।"

তাহারা বলিল, "ওরে ব্বাপ্পো! মোরা আর কোথ্‌খুনু মান্‌সু খাব্বো নি!"

তখন হইতে উহারা, ভদ্রলোক হইয়া গেল, আর মানুষ খায় না।

এদিকে ভীম রাক্ষস মারিয়া চুপি চুপি চলিয়া আসিয়াছেন। সকল বেলা সকলে উঠিয়া দেখিল, রাক্ষস মরিয়া পাহাড়ের মত পড়িয়াছে। সংবাদ পাইয়া একচক্রার ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সকলে ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিল। কিন্তু এমন ভয়ানক কাজ কে করিল? সকলে বলিল দেখ কাল কাহার পালা গিয়াছে।"

কাহার পালা? সেই ব্রাহ্মণের পালা, আর কাহার হইবে,। সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন ত ঠাকুর কি রকম হইয়াছিল।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ঠিক কি রকমটি হইয়াছিল, তাহা ত জানি না। আমরা কান্নাকাটি করিতেছিলাম, এমন সময় এক মহাপুরুষ আসিয়া দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "তোমাদেব কোন ভয় নাই, আমিই রাক্ষসের কাছে যাইব। বোধ হয় সেই মহাপুরুষ রাক্ষস মারিয়া থাকিবেন"

এ কথায় সকলে অতিশয় আহ্লাদের সহিত নিজ নিজ ঘরে গিয়া দেবতার পূজা করিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগের ঘরে আসিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য একটু জায়গা চাহিলেন। ব্রাহ্মণটী অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। পাণ্ডবদিগের যত্নে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সেই সকল দেশের অনেক আশ্চর্য্য কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই পঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ম্বর হইবে।

কৃষ্ণার কথা অতি সুন্দর। দ্রুপদ রাজার কথা ত আগেই শুনিয়াছ; দ্রোণের নিকট তিনি কেমন সাজা পাইয়াছিলেন তাহাও জান। সে সময়ে মুখে তিনি দ্রোণের সহিত বন্ধুতা করেন, কিন্তু

তাঁহার মনের ভিতরে খালি এই চিন্তা হয় যে, "কি করিয়া দ্রোণকে মারা যায়।"

দ্রোণকে মারা যে সহজ কথা নহে, আর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মারা যে একেবারেই অসম্ভব, এ কথা দ্রুপদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাই তিনি স্থির করিলেন যে, কোন মুনিকে ধরিয়া ইহার উপায় করিতে হইবে।

কল্মাষী নদীর ধারে অনেক মু'ন তপস্যা করেন। সেইখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দ্রুপদ যাজ আর উপযাজ নামক দুই ভাই মুনিকে দেখিতে পাইলেন। উঁহারা বড়ই ধার্ম্মিক আর উঁহাদের ক্ষমতাও অসাধারণ দেখিয়া দ্রুপদ মনে করিলেন যে, ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার কাজ হইবে।"

দ্রুপদ অনেক কষ্টে যাজ ও উপযাজকে পাঞ্চাল দেশে আনিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মুনি বলিলেন "এই যজ্ঞে তোমার পুত্রও হইবে এবং কন্যাও হইবে।"

এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত ঢালিবা মাত্রই তাহার ভিতর হইতে, আশ্চর্য্য মুকুট আর বর্ম্ম পরা পরম সুন্দর এক কুমার ঝক্‌ঝকে রথে চড়িয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল; তাহার হাতে ধনুর্ব্বাণ আর ঢাল তলোয়ার। তখন আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই রাজপুত্র দ্রোণকে মারিবে।"

এদিকে আবার যজ্ঞের বেদী হইতে এক কন্যা উঠিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শরীরের রং কালো। কিন্তু এমন অপরূপ সুন্দর কন্যা কেহ কখনও দেখে নাই। কাল কোঁকড়ান চুল; পদ্মফুলের পাপড়ির মত সুন্দর উজ্জ্বল দুটি চক্ষু; ভ্রূ দুটি যেন তুলি দিয়া আঁকা। শরীরে সদ্য ফোটা পদ্মের গন্ধ, এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাতে ছাইয়া গিয়াছে। দেবতা ছাড়া মানুষ কখনও এমন সুন্দর হয় না। কন্যা জন্মিবামাত্র

আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, "এই কন্যা কৌরবদিগের ভয়ের কারণ হইবে।"

ছেলেটির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর মেয়েটির নাম কৃষ্ণা রাখা হইল। কৃষ্ণাকে লোকে দ্রৌপদী অর্থাৎ দ্রুপদের কন্যা বলিয়াই বেশী ডাকিত। এই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া, পাণ্ডবদিগের তাহা দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া কুন্তী বলিলেন, "চল বাবা, আমরা সেইখানে যাই। এখানে আমরা অনেক দিন রহিয়াছি। বেশী দিন এক জায়গায় থাকা ভালনহে।" সুতরাং স্থির হইল, তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিবার জন্য পাঞ্চাল দেশে যাইবেন।

এই সময়ে ব্যাসদেবও আগের কথা মত পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য একচক্রায় আসিলেন। ব্যাসেরও ইচ্ছা, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যান। কাজেই তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় হইয়া মায়ের সঙ্গে পাঞ্চাল যাত্রা করিলেন।

গঙ্গার ধারে সোমাশ্রয়ায়ণ নামে এক তীর্থ আছে। সেইখানে আসিয়া পাণ্ডবদিগের রাত্রি হইল। তখন পথ দেখাইবার জন্য অর্জ্জুন মশাল হাতে আগে আগে চলিলেন।

সেইখানে এক গন্ধর্ব্ব সপরিবারে স্নান করিতে ছিল। সে পাণ্ডব-দিগকে ধমকাইয়া বলিল,—

"এইয়ো! এদিকে আইস! জান আমি কে? আমি কুবেরের বন্ধু অঙ্গারপর্ণ। আমার ক্ষমতা এখনি দেখিতে পাইবে। মানুষ হইয়া এখানে আসিয়াছ, তোমাদের সাহস কেমন?"

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "এই, তোমার বুদ্ধি যেমন! এটা গঙ্গার ধার, তোমার কেনা জায়গা ত নয়। এখান দিয়া সকলেই যাইতে পারে। জোর বুঝি খালি তোমারই আছে, আর আমাদের নাই?"

ইহাতেই ত গন্ধর্ব্ব ভারি চটিয়া একেবারে ধনুক বাগাইয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি হাতের ঢাল আর মশাল ঘুরাইয়া তীর ফিরাইয়া দিলেন। তারপর ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র জুড়িয়া মারিতেই গন্ধর্ব্ব মহাশয়ের রথ পুড়িয়া ছাই, আর তিনি নিজে মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া একেবারে চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান! তখন অর্জ্জুন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এ দিকে গন্ধর্ব্বের স্ত্রী কুম্ভীনসীও যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন, "ভাই, উঁহাকে ছাড়িয়া দাও।"

তখন অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে বলিলেন, "কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাজেই তোমার আর কোন ভয় নাই, নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও।"

তাহা শুনিয়া গন্ধর্ব্ব বলিল, "আমি হার মানিলাম। ইহাতে আমার কোন দুঃখ নাই বরং সুখের কথা। শত্রুকে কাবু করিয়া এমন ভাবে দয়া কি যে সে লোকে করিতে পারে?"

এই বলিয়া গন্ধর্ব্ব অর্জ্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা নামক এক আশ্চর্য্য বিদ্যা শিখাইয়া দিল। ত্রিভুবনের মধ্যে যে বস্তুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে, এই বিদ্যা জানা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পাণ্ডবদিগকে সে একশতটি এমন আশ্চর্য্য ঘোড়া দিল যে, তাহারা কখনও কাহিল বা বুড়া হয় না। তাহাদের কোন অসুখ বা মৃত্যু নাই; তাহাদের সমান ছুটিতেও কিছুতেই পারে না।

অর্জ্জুন এই সকলের বদলে গন্ধর্ব্বকে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন। আর স্থির হইল যে, ঘোড়াগুলি এখন গন্ধর্ব্বের নিকটেই থাকিবে, পাণ্ডবদিগের দরকার হইলে তাঁহাদের নিকট আসিবে।

এইরূপে গন্ধর্ব্ব আর অর্জ্জুনে বন্ধুতা হইয়া গেল। গন্ধর্ব্বের নাম অঙ্গারপর্ণ আর চিত্ররথ, দুইই ছিল। চিত্ররথ বলিলেন, "এখন হইতে আমার চিত্ররথ নাম ঘুচিয়া দগ্ধরথ নাম হউক।"

চিত্ররথ অতিশয় পণ্ডিত লোক। পাণ্ডবেরা তাঁহার নিকট অনেক নূতন কথা শিখিলেন। পাণ্ডবদের একটী পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহারা চিত্ররথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি কাহাকে পুরোহিত করি?"

চিত্ররথ বলিলেন, "ধৌম্যকে পুরোহিত কর, এমন লোক আর পাইবে না। উৎকোচক নামক তীর্থে গেলে তাঁহার দেখা পাইবে।"

সুতরাং পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যের সন্ধানে চলিলেন। তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া তাঁহাদের যে কত উপকার হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন হইতে তাঁহাদের দলে ধৌম্য সমেত সাত জন লোক হইল। সাত জনে মিলিয়া তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দেখিতে চলিলেন।

পথে কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। তাঁহারাও স্বয়ম্বরেরই যাত্রী। তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আজ্ঞে, আমরা একচক্রা হইতে আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে চলুন! আজ পাঞ্চাল দেশে বড় ধুমধাম হইবে, আমরা তাহা দেখিতে চলিয়াছি। সেখানকার রাজা যজ্ঞসেনের * মেয়ের স্বয়ম্বর। সেই মেয়েব গায়ের গন্ধ পদ্মের মতন। এক ক্রোশ দূর হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। কত রাজা, কত পণ্ডিত, কত মুনি সেখানে আসিবেন, তাহার সীমা নাই। গান

---

* দ্রুপদের আসল নাম যজ্ঞসেন।

বাজনা বাজী কুন্তীর কথা আর কি বলিব। পেট ভরিয়া ফলার পাইব; চোখ ভরিয়া তামাসা দেখিব; তারপর পুঁটুলী ভরিয়া দান দক্ষিণা লইয়া ঘরে ফিরিব। চলুন আমরা এক সঙ্গেই যাই। আপনাদিগকে যেমন সুন্দর দেখিতেছি, চাই কি সেই মেয়ে আপনাদের কাহাকেও মালা দিয়া বসিতে পারে!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যে আজ্ঞা! আমরা আপনাদের সঙ্গেই চলিলাম।"

পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবেরা এক কুমারের বাড়ীতে বাসা লইলেন। সেই খানে তাঁহারা থাকেন, আর ভিক্ষা করিয়া খান।

দ্রুপদের ইচ্ছা ছিল, অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। সুতরাং যাহাতে অর্জ্জুন ছাড়া আর কেহ দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে না পারে, তিনি তাহার এক আশ্চর্য্য উপায় স্থির করিলেন।

একটা ভয়ঙ্কর ধনুক, তাহাকে কেহ বাঁকাইতে পারে না। এই ধনুক বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ পরাইতে হইবে। তার পর সেই ধনুকে তীর চড়াইয়া খুব উচুতে ঝুলান একটা জিনিষকে বিঁধিতে হইবে। পথের মাঝখানে আবার একটা কলের মতন আছে, সেইটার ভিতর দিয়া তীর গেলে তবে সেই জিনিষটাতে পৌঁছাইতে পারে।

এতখানি কাজ করিয়া যে লক্ষ্য (অর্থাৎ যে জিনিষটাকে বিঁধিবার কথা, তাহা) বিঁধিতে পারিবে, সে দ্রৌপদীকে পাইবে। দ্রুপদ বুঝিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন ছাড়া আর কাহারও এমন ক্ষমতা নাই। কিন্তু তিনি একথা কাহাকেও বলিলেন না।

স্বয়ম্বরের সংবাদ পাইয়া পৃথিবীর যত রাজা, আর রাজপুত্র, আর যোদ্ধা, আর বড়লোক, সকলেই আসিয়া পাঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কর্ণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কেহই আসিতে বাকি

নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মুনি ঋষিতে পাঞ্চাল দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেবতারা পর্য্যন্ত না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই।

স্বয়ম্বরের স্থানটি যে কি সুন্দর করিয়া করিয়াছে আর সাজাইয়াছে, তাহা না দেখিলে বলা কঠিন। বড় বড় জমকালো ফটক, কাজ করা উঁচু পাঁচিল, রংবিরঙের ঝালর, নিশান, পর্দ্দা আর চাঁদোয়া। এই সকলের একটা খুব ঘটা মনে করিয়া লও। আর মনে কর ইহার চারিধারে খাল; তাহাতে জল টলমল করিতেছে, পদ্মফুল ফুটিয়াছে, হাঁস চরিতেছে আর লাল মাছ খেলিতেছে। রাজা রাজড়ার জন্য উঁচু উঁচু জায়গা হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া তাঁহারা ভাল দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকেরও ভাল করিয়াই দেখিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাদের জন্য আর কে উঁচু জায়গা রাখিবে? কাজেই তাহারা গাছে উঠিয়া রাজাদের চেয়েও ভাল দেখিবার যোগাড় করিল। যাহারা দেখিবার বেশী সুবিধা পাইল না, তাহারা খালি গোলমাল করিয়াই সাধ মিটাইতে লাগিল। উহাদের গলার শব্দই বেশী হইয়াছিল, না বাজনার শব্দই বেশী হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

পোনের দিন খালি গান বাজনাই চলিল। ষোল দিনের দিন দ্রৌপদী স্নানের পর আশ্চর্য্য পোষাক এবং অলঙ্কার পরিয়া সোণার মালা হাতে সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি গোলমাল থামাইয়া, বাজনা থামাইয়া, সারা সভাটি চুপ্ চাপ্।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মাঝখানে আনিয়া গম্ভীর শব্দে বলিতে লাগিলেন,—

"আপনারা সকলে শুনুন! এই ধনুর্ব্বাণ আর ঐ লক্ষ্য আপনারা দেখিতেছেন। আর ঐ যে একটা কলের মতন, তাহাতে ছিদ্র আছে, তাহাও দেখুন। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া পাঁচটি তীর মারিয়া লক্ষ্য

বিঁধিয়া মাটিতে ফেলিতে হইবে। এ কাজ যিনি করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে পাইবেন।”

সভার সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এত রাজা রাজড়ার মধ্যে না জানি কে আজ দ্রৌপদীকে লইয়া যাইবে। সেই সভায় কৃষ্ণ আর বলরামও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বসিয়া আছেন। ইহাতে যার পর নাই আনন্দিত হইয়া তিনি চুপি চুপি বলরামকে একথা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহারা দু ভাই ভিন্ন আর কেহই পাণ্ডবদিগকে চিনিতে পারিল না। তাহারা তামাসা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল।

এ দিকে বাজনা বাজিতেছে, আর রাজাদিগের মধ্য হইতে এক এক জন করিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন। হায় হায়! সে সর্ব্বনেশে ধনুক কাহারও হাতে বাগ মানিতে চাহে না! বরং তাহার ধাক্কায় রাজা মহাশয়েরাই ঠিকরাইয়া পড়েন! বড় বড় রাজা পর্য্যন্ত কেহ চিৎপাৎ হইয়া, কেহ ডিগবাজী খাইয়া, কাহারও পাগড়ী উড়িয়া গিয়া, নাকালের একশেষ। তাঁহাদের মুখে আর কথাটি নাই।

এমন সময় কর্ণ আসিয়া দেখিতে দেখিতে সেই ধনুকে গুণ আর তীর চড়াইয়া লক্ষ্য বিঁধিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবেরা মনে করিলেন “এই বুঝি লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যায়।”

কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, “আমি সারথির ছেলের গলায় মালা দিতে পারিব না।” কাজেই কর্ণকে লক্ষ্য না বিঁধিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইল।

সে দিন রাজা মহাশয়দের যে দুর্দ্দশা! শিশুপালের ত হাঁটুই ভাঙ্গিয়া গেল। জরাসন্ধ গুঁতা খাইয়া চিৎপাৎ! তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেই যে তিনি সেখান হইতে চলিলেন,

আর একেবারে নিজের ঘরে না পৌঁছিয়া থামিলেন না। শল্যেরও প্রায় সেই দশা!

অর্জ্জুন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, রাজা মহাশয়দের দুরবস্থা দেখিয়া এইবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য বিঁধিতে যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাদের বসিবার হরিণের ছাল ঘুরাইয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ যে আবার বিরক্তও না হইলেন এমন নহে। তাঁহারা বলিলেন,

"আরে কর কি ঠাকুর? থামো, থামো! এ ব্যক্তি দেখিতেছি আমাদের সকলকে অপদস্থ করাইবে। বড় বড় রাজারা যাহা পারিল না, সেটা ইহার না করিলেই নয়। বেচারার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে আর কি!"

তাহা শুনিয়া আর অনেকে বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইয়াছ কেন? ইঁহাকে যাইতে দাও। ব্রাহ্মণে না করিতে পারে এমন কাজ আছে? ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। দেখিতেছ না, ইঁহার কেমন চেহারা? ওঃ! গায় কি তেজ! কাঁধ কি চওড়া! হাত কি লম্বা! এমন সুন্দর আর একটা মানুষ এখানে খুঁজিয়া বাহির কর দেখি। ইনি নিশ্চয় পারিবেন। তোমরা চুপ করিয়া দেখ। ঐ তিনি ধনুকে গুণ চড়াইতেছেন।"

অর্জ্জুন ধনুকের কাছে একটু থামিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তারপর তিনি দেবতা স্মরণপূর্ব্বক ধনুকখানি হাতে লইলেন। সে ধনুকে গুণ চড়ান কি আর অর্জ্জুনের কাছে একটা কঠিন কাজ? তিনি চক্ষের পলকে গুণ চড়াইয়া, পাঁচটি তীর হাতে লইলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে পড়িল। সকলে দেখিয়া অবাক্!



অর্জুন লক্ষ্য বিঁধিতেছেন। ৫৬ পৃষ্ঠা।

তখন আকাশ হইতে দেবতারা জয় জয় শব্দে অর্জ্জুনের মাথায় পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর ব্রাহ্মণদিগের কথা কি বলিব। হরিণের ছাল, কুশাসন, চাদর, কোঁচা, কিছুই তাঁহারা ঘুরাইতে বাকি রাখিলেন না। তারপর বাজানদারেরা যে তাহাদের সকল গুলি ঢাক, ঢোল, সানাই, কাড়া আর কাঁসি এক সঙ্গে মিলাইয়া কি একটা কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে।

এই আনন্দের ভিতরে দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে অর্জ্জুনকে মালা দিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এ দিকে কিন্তু রাজা মহাশয়দের মুখ ভার, আর চোখ লাল। তাঁহারা নিজে যে সকলেই সে দিন কি অদ্ভুত বিদ্যা দেখাইয়াছেন, সে কথা আর তাঁহাদের মনে নাই। তাঁহারা থাকিতে "ব্রাহ্মণ কেন মেয়ে লইয়া গেল, তাই তাঁহাদের রাগ! "এমন কথা? আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করিল? অ্যাঁ! বলেন কি মহাশয়?"

"তাই ত! এমন কথা? অপমান করিল? অ্যাঁ!—মার্! মার্! দ্রুপদকে মার আর ঐ হতভাগা মেয়েটাকে পোড়াইয়া ফেল?"

এই বলিয়া সকল রাজা এক যোটে দ্রুপদকে আক্রমণ করিতে আসিল। দ্রুপদ আর উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জ্জুন ইহার পূর্ব্বেই ধনুক বাণ লইয়া প্রস্তুত। ততক্ষণে ভীমও একটা বড়গোছের গাছ উপড়াইয়া ডাল পাতা ঝাড়িয়া বেশ মজবুত একটি লাঠি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন।

এ দিকে এ সকল কাণ্ড দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন, "দাদা, এ ধনুক অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই এমন করিয়া বাগাইতে পারে না। আর এমন করিয়া গাছ ভাঙ্গিয়া লাঠি তয়ের করাও ভীম ছাড়া আর কাহারও কর্ম্ম নহে। আর ঐ তিন জন নিশ্চয় যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব। শুনিয়াছিলাম, পিসীমা (অর্থাৎ কুন্তী; ইনি কৃষ্ণ

বলরামের পিসীমা) আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন দেখিতেছি তাহা সত্য।"

বলরাম বলিলেন, "পিসীমা বাঁচিয়া আছেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।"

রাজারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের বড়ই রাগ হইল। তাঁহারা হরিণের ছাল আর কমণ্ডলু ঘুরাইয়া ভীম অর্জ্জুনকে বলিলেন,--

"তোমাদের কোন ভয় নাই! আমরা তোমাদের হইয়া যুদ্ধ করিব!"

অর্জ্জুন তাহাতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা দাঁড়াইয়া দেখুন, আমরাই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ অর্জ্জুনকে আর শল্য ভীমকে মারিবার জন্য দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ছুটিলেন, আর অন্য সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাড়া করিলেন।

কর্ণও খুব রাগিয়া তীর মারেন, অর্জ্জুনও তেমনি তেজের সহিত তাঁহাকে সাজা দেন। তাহা দেখিয়া কর্ণ বলিলেন, "আপনি কে ঠাকুর? আমার মনে হয় আপনি স্বয়ং ধনুর্ব্বেদ, বা পরশুরাম, বা সূর্য্য, বা বিষ্ণু, মানুষ সাজিয়া আসিয়াছেন। আমি রাগিয়া দাঁড়াইলে ইন্দ্র আর অর্জ্জুন ছাড়া কেহ ত আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি ধনুর্ব্বেদও নহি, পরশুরামও নহি। আমি শাদাসিধা ব্রাহ্মণ, গুরুর কাছে অস্ত্র শিখিয়া তোমাকে সাজা দিতে আসিয়াছি।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনার ব্রাহ্মণের তেজ, আপনার সঙ্গে আমি পারিব কেন?" এই বলিয়া তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে শল্য আর ভীমে বিষম মল্ল যুদ্ধ চলিয়াছে। এক একটা

কীল পড়ে যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রমাগত কেবল ধুপ্ ধাপ্, ঢিপ্ ঢাপ্, ঠকা ঠক্, চটা পট্ ছাড়া আর কথাই নাই। এমন সময় ভীম শল্যকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন, আর তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ভীম শল্যকে এমনি কাবু করিয়াও তাঁহাকে মারিলেন না।

এ সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজা মহাশয়েরা ভয়ে জড়সড়। তাঁহারা আর যুদ্ধ করিবেন কি, এখন কোন মতে ভীম আর অর্জ্জুনের প্রশংসা করিয়া মানে মানে ফিরিতে পারিলে বাঁচেন। কাজেই তাঁহারা বলিলেন,

"বাঃ! ইঁহারা খুব যুদ্ধ করিয়াছেন! যে সে লোক ত কর্ণ আর শল্যকে আঁটিতে পারে না। ইঁহারা ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ হাজার দোষী হইলেও তাঁহাকে মাপ করিতে হয়। ইঁহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, যদিও দরকার হইলে অবশ্য আমরা একটা কাণ্ড কারখানা করিয়া ফেলিতে পারিতাম!"

তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজা মহাশয়েরা ঠিক বলিয়াছেন। ইঁহারা উচিত মতই রাজকন্যাকে পাইয়াছেন, ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের কাজ নাই।"

কাজেই তখন রাজারা চলিয়া গেলেন।

এদিকে কুন্তী সেই কুমারের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন, "পুত্রেরা কেন এখনও ভিক্ষা লইয়া ঘরে ফিরিতেছে না? দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের লোকেরা কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, না রাক্ষসেরা তাহাদের কোন অনিষ্ট করিল?"

এমন সময় ভীম আর অর্জ্জুন আসিয়া বাহির হইতে বলিলেন, "মা! আজ ভিক্ষায় গিয়া বড় সুন্দর জিনিষ আনিয়াছি।"

কুন্তী ভিতরে ছিলেন, দেখিতে পান নাই। তিনি বেশী না ভাবিয়াই বলিলেন,

"যাহা পাইয়াছ, তাহা তোমাদের সকলেরই হউক।"

বলিতে বলিতেই দেখেন,—ওমা! কি সর্ব্বনাশ!—এ ত সাধারণ জিনিষ নহে, এ যে রাজকন্যা!

এখন উপায়? কুন্তী যে 'সকলেরই হউক' বলিয়া বসিয়াছেন, এখন উপায় কি? একথা মিথ্যা হইয়া গেলে কুন্তীর পাপ হয়। সত্য হইতে হইলে পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে হয়।

পাণ্ডবেরা বলিলেন, "তাহাই হউক! দ্রৌপদীকে আমরা সকলে মিলিয়া বিবাহ করিব; তবু মায়ের কথা মিথ্যা হইতে দিব না!"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণ আর বলরাম সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন,

"কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে লুকাইয়া রহিয়াছি, তোমরা আমাদের কথা কি করিয়া জানিলে?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আগুন কি কাপড়ে চাপা থাকিতে পারে? যে কাণ্ড কারখানা আজ হইয়াছে, আপনারা নহিলে আর কে তাহা করিবে? কি ভাগ্য যে আপনারা সেই দুষ্টদের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন!"

এইরূপ খানিক কথাবার্ত্তা কহিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখানকার ঘটনা ত এইরূপ। ওদিকে দ্রুপদ আর তাঁহার লোকেরা না জানি কি করিতেছেন। তাঁহাদের মনে খুবই চিন্তা, তাহাতে আর ভুল কি? দ্রৌপদী কাহার হাতে পড়িলেন, যাহারা তাঁহাকে লইয়া গেল, তাহারা কে, কিরূপ লোক, কিছুই জানা নাই। এমন অবস্থায় আপনার লোকের মন কি স্থির থাকিতে পারে? কাজেই ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকটি লোক লইয়া চুপি চুপি সেই দুটি লোকের (ভীম আর অর্জ্জুনের) পিছু পিছু চলিলেন। চল আমরাও ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই।

ঐ সেই দুজন দ্রৌপদীকে লইয়া চলিয়াছে! ব্রাহ্মণেরা অনেকেই উহাদের সঙ্গে যাইতেছেন। যে লক্ষ্য বিঁধিয়াছিল, দ্রৌপদী যেন খুব আহ্লাদের সহিত তাহার আসনখানি বহিয়া চলিয়াছেন। উহারা কোথায় যায়, দেখিতে হইবে।

তাই ত, উহারা যে কুমারের বাড়ী ঢুকিল! আচ্ছা, দেখা যাউক এর পর কি করে। সেখানে আরো কাহারা আছে। তিন জন পুরুষ মানুষ। ঠিক ইহাদেরই মত তাহাদেরও চেহারা! নিশ্চয় ইহাদের ভাই হইবে। আর ঐ বুড়া স্ত্রীলোকটি কে? তাঁহার শরীরে কেমন তেজ, দেখিয়াছ? খুব বড় ঘরের মেয়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই,—বোধ হয় ইহাদের মা। নহিলে উহারা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে কেন?

দ্রৌপদীকে সেই স্ত্রীলোকটির কাছে রাখিয়া উহারা কোথায় বাহির হইয়া গেল? বোধ হয় ভিক্ষায়।

ঐ তাহারা ভিক্ষা লইয়া ফিরিয়াছে; আর দেখ, ছোট চারিজন তাহাদের ভিক্ষার জিনিষ তাহাদের বড় ভাইটির সামনে আনিয়া রাখিতেছে। উহারা নিশ্চয় খুব ধার্ম্মিক লোক! দেখ না, সকলের আগে ভিক্ষার জিনিষ দেবতাকে দিল। আর দেখ, কেমন দাতা,—উহার ভিতর হইতে আবার ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দিতেছে!

আচ্ছা, উহারা ত সাত জন লোক, কিন্তু ভিক্ষার জিনিষ মোটে দুই ভাগ করিল কেন? ওহ্!—দেখিয়াছ? এক ভাগের তাবতই ঐ ষণ্ডাটি একলা নিল! তা উহার যেমন শরীর, কম খাইলে চলিবে কেন? কম খাইলে কি আর এত বড় গাছ লইয়া রাজা মহাশয়-দিগকে এমন সাজাটা দিতে পারিত? উহার ওটুকু চাই। বাকি অর্দ্ধেকের ছয় ভাগ হইল, আর ছয় জনে খাইবে।

বাঃ! ভিখারীর খাওয়া দাওয়া ত বেশ সহজ! ঐ শেষ হইয়া

ইহারই মধ্যে সব পরিষ্কার। ছোট দুটি ভাই কুশ বিছাইতেছে। বিছানাও বেশ পরিষ্কার, কুশের উপর হরিণের ছাল, বেশ ত! পাঁচ ভাই দক্ষিণ শিয়রী হইয়া শুইল। উহাদের মা উহাদের মাথার কাছে, আর ঐ দেখ, দ্রৌপদী পায়ের কাছে শুইলেন। কিন্তু দেখিলে? পায়ের কাছে শুইয়াই কেমন সুখী?

শোন, শোন! উহারা কি কথাবার্ত্তা বলে। যুদ্ধের কথা, অস্ত্র-শস্ত্রের কথা। কি সুন্দর কথাবার্ত্তা! ইঁহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় আর বড় লোক! চল যাই, রাজাকে বলি গিয়া।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার দলের লোক চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দ্রুপদ যারপর নাই ব্যস্ত হইয়া আছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি দেখিলে, বাবা? আমাদের কৃষ্ণা কাহার হাতে পড়িল? সে লোকটি কি অর্জ্জুন হইবে? আহা! কৃষ্ণা আমার কো। ছোট লোকের হাতে পড়ে নাই ত?"

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "বাবা! কোন চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণা যে সে লোকের হাতে পড়ে নাই। উহারা নিশ্চয় ক্ষত্রিয়, আর খুবই বড় লোক হইবেন, তাহাতে ভুল নাই। শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা নাকি সেই আগুনে পোড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আমার মনে হয়, ইঁহারাই পাণ্ডব!"

আহা! কি আনন্দের কথা! ইঁহারা কি তবে পাণ্ডব? যাহা হউক ইঁহাদিগকে উচিত আদর দেখাইতে হইবে।

তখনই রাজপুরোহিত ছুটিয়া সেই কুমারের বাড়ীতে চলিলেন। সেখানে আসিয়া যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ দেখে কে।

ইহারই মধ্যে রাজবাড়ী হইতে সোণার রথ লইয়া লোক উপস্থিত। সেই রথে চড়িয়া সকলে রাজবাড়ী আসিলেন। সেখানে কত রকম জিনিষ দিয়া যে তাঁহাদিগকে আদর করিল, তাহার সীমা নাই। আর আহারের আয়োজনের কথা কি বলিব? তেমন মিঠাই সন্দেশ আমি কখনও দেখি নাই। পাণ্ডবেরা দামী পোষাক পরিয়া সোণার থালায় করিয়া সেই সকল মিষ্টান্ন আহার করিলেন। যে সকল জিনিষ তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অস্ত্র সস্ত্র ছাড়া আর কিছু তাঁহারা লইলেন না। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে ইঁহারা ক্ষত্রিয়; তথাপি দ্রুপদ তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন,

"আপনারা কে, আমরা তাহা জানি না। আপনারা নিজের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।"

একথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র। কুন্তীদেবী আমাদের মাতা। আমি সকলের বড় আমার নাম যুধিষ্ঠির। ইঁহার নাম ভীম। ইনি অর্জ্জুন, যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন। মা আর দ্রৌপদীর সঙ্গে যে দুটি আছেন, তাঁহারা নকুল, আর সহদেব।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া দ্রুপদ অহ্লাদে কিছুকাল কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর কথাবার্ত্তায় সকল ঘটনা জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন,

"তোমাদের রাজ্য নিশ্চয় তোমাদিগকে লইয়া দিব!"

তারপর বিবাহের কথা। পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন শুনিয়াত সকলে অবাক্। এমন কথা ত কেহ কখনও শুনে নাই, এও কি হয়?

সকলে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,

"তোমরা কেন ব্যস্ত হইয়াছ? এ কাজে কোন মুস্কিলই নাই। দ্রৌপদীর সহিত যে ইঁহাদের বিবাহ হইবে, ইহা ত শিব অনেক দিন আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন। আর এক জন্মে দ্রৌপদী এক মুনির কন্যা ছিলেন। যাহাতে খুব গুণবান লোকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এজন্য সেই কন্যা শিবের তপস্যা করেন। শেষে যখন শিব বর দিতে আসিলেন, তখন কন্যা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত পাঁচ বার বলিলেন, 'সকল গুণ যাহার আছে, এমন লোকের সহিত আমার বিবাহ হউক।' শিব বলিলেন, 'তুমি পাঁচ বার এ কথা বলিলে, কাজেই পাঁচ জনের সহিত তোমার বিবাহ হইবে।' সেই কন্যা এখন দ্রৌপদী হইয়াছেন। আর শিবের আজ্ঞা, কাজেই পাঁচ জনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে।"

তারপর বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কত লোক, কত বাদ্য, কত গান, কত সাজ, কত আলো, কত পূজা, কত আনন্দ। হাতী ঘোড়া, রথ অলঙ্কার, দাস দাসী প্রভৃতি যৌতুকই (অর্থাৎ দ্রুপদ পাণ্ডব দিগকে যাহা দিলেন) বা কত! যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, এত আয়োজন আর এমন সুন্দর বর কন্যা দেখিয়া তাহাদের চক্ষু জুড়াইয়া গেল; আর দামী দামী পোষাক আর অলঙ্কার উপহার পাইয়া তাহাদের মন খুসী হইয়া গেল।

দুর্য্যোধন আর তাঁহার দলের লোকেরা দেখিলেন যে, যে পাণ্ডব-দিগকে তাঁহারা পোড়াইয়া মারিয়াছেন বলিয়া মনে মনে এত সুখ বোধ করিতেছিলেন, সেই পাণ্ডবদিগের সহিতই দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়াছে। যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন তিনি অর্জ্জুন, আর যিনি শল্যকে আছড়াইয়াছিলেন, তিনি ভীম ছাড়া আর কেহ নহেন।

তখন তাঁহাদের যে দুঃখ! তাঁহারা এত চেষ্টা করিলেন, তবুও পাণ্ডবেরা মরিলেন না, কি অন্যায়! সেই পুরোচনটা নিতান্তই গাধা ছিল, তাহারই বুদ্ধির দোষে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া গিয়াছেন!

ক্রমে এই সংবাদ বিদুরের নিকট পৌঁছিল। তাহা শুনিবামাত্রই তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া বলিলেন,

"মহারাজ! স্বয়ম্বরের সভায় কৌরবেরাই জিতিয়াছে।"

অবশ্য, পাণ্ডবেরাও ত কৌরব। কাজেই বিদুর ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর কি সুখের সংবাদই দিলে! শীঘ্র দুর্য্যোধন আর দ্রৌপদীকে এখানে নিয়া আসুক।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে পাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভাল আছেন; আর সেখানে তাঁহাদের অনেক বন্ধু বান্ধব জুটিয়াছে।"

এই সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের মনে খুবই দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি সামলাইয়া গিয়া বলিলেন,

"তা, ভালই হইয়াছে। আমি আমার নিজের ছেলেদের চেয়েও পাণ্ডবদিগকে ভালবাসি। আমার ছেলেগুলি বড় দুষ্ট; উহারা পাণ্ডবদের হাতে খুবই সাজা পাইবে।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, সকল সময়ই যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।"

এই কথাবার্ত্তার কথা জানিতে পারিয়া দুর্য্যোধন আর কর্ণ গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"আপনি বিদুরের কাছে শত্রুর প্রশংসা করিলেন কেন? উহাদিগকে এই বেলা জব্দ না করিতে পারিলে যে শেষে আমাদের বিপদ হইবে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমারও সেই মত। কেবল বিদুরের কাছে মনের কথা লুকাইবার জন্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করি। ও তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সুযোধন! তুমি কি করিতে চাহ, বল।"

সুযোধন কে, বুঝিলে?—দুর্য্যোধন! বাপ কি না ছেলেকে আদর করিয়া মিষ্ট নামে ডাকিয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বলিতেন 'সুযোধন'।

দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে মারিবার জন্য কত রকম উপায়ের কথাই ভাবিয়া রাখিয়াছেন;—

"পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিলে উহারা নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া মরিবে।

দ্রুপদকে ধন দিয়া বশ করিলেও কাজ চলিতে পারে।

গুণ্ডা লাগাইয়া ভীমকে মারিয়া ফেলিতে পারিলেত আর কথাই নাই।

আর কিছু না হয়, তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া এখানে আনিয়া মারিবার ফন্দি করিলেও মন্দ হয়না।"

এ সকল পরামর্শ কর্ণের তত ভাল লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা, এখনই যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বধ করেন।

যাহা হউক, ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাদের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া ভীষ্ম দ্রোণ আর বিদুরকে ডাকাইলেন।

ভীষ্ম আর দ্রোণ দুজনেই বলিলেন, "পাণ্ডব দিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা করা উচিত, নহিলে বিপদ হইবে।" কিন্তু একথা কর্ণের একেবারেই পছন্দ হইল না। রাগের চোটে ভদ্রতা ভুলিয়া গিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,

"মহারাজ! ইঁহারা আপনার টাকা খান, অথচ কি পরামর্শ দিলেন দেখুন। ইঁহারা কেমন লোক, আর আপনার কেমন বন্ধু, ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ! ভাল কথা কেবল বলিলে কি হয়, তাহার মত কাজ হইলে তবে ত উপকার হইবে। ভীষ্ম দ্রোণ ইঁহারা,

এক এক জন কিরূপ মহাপুরুষ, ভাবিয়া দেখুন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ইহারা গোঁয়ার; ইহাদের কথা শুনিয়া চলিলে আপনার সর্ব্বনাশ হইবে, একথা আমি বলিয়া রাখিতেছি।”

কাজেই তখন ধৃতরাষ্ট্র আর কি করেন? তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরের মতেই মত দিয়া বলিলেন,

“বিদুর! তুমি গিয়া ইহাদের সকলকে আদরের সহিত লইয়া আইস।”

বিদুর এই সংবাদ লইয়া পাঞ্চাল দেশে যাইতে আর কিছু মাত্র বিলম্ব করিলেন না। অনেক দিন পরে পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাঁহার যেমন সুখ হইল, পাণ্ডবদেরও তাঁহাকে দেখিয়া তেমনি, বরং তাহার চেয়ে অধিক, সুখ হইল। দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম ইঁহারা বিদুরকে যার পর নাই সম্মান দেখাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ভাল বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা ত বেশ সুখেরই বিষয়। কাজেই পাণ্ডবেরা দ্রুপদের অনুমতি লইয়া বিদুর, কৃষ্ণ আর বলরামের সঙ্গে হস্তিনায় আসিলেন। আহা! নগরের লোকগুলির তাঁহাদিগকে দেখিয়া যে আনন্দ! তাহারা যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইল।

তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, “বাবা যুধিষ্ঠির! তোমরা অর্দ্ধেক রাজ্য লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর; তাহা হইলে আর দুর্য্যোধনের সহিত তোমাদের কোন রূপ ঝগড়া হইবে না।” সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণামপূর্ব্বক পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া অর্দ্ধেক রাজ্য লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

খাণ্ডবপ্রস্থ দেখিতে দেখিতে হস্তিনার চেয়েও বড় আর সুন্দর হইয়া উঠিল। মঠ মন্দির, লোক জন, হাট বাজার, দীঘি পুকুর বাগানে এমন শোভা আর অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়।

এইরূপ সুখে তাঁহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে রাখিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম দ্বারকায় (যেখানে তাঁহাদের বাড়ী) চলিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে কি হইল শুন।

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী, ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহার অতিশয় মিষ্ট ছিল। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁহারা যার পর নাই ভদ্রতা করিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহাদের কোন এক জনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় কখনও আর এক জন গিয়া তাহাতে বাধা দিতেন না। এমন কি, তাঁহাদের নিয়ম ছিল যে, যদি তাঁহাদের কেহ এরূপ অভদ্রতা করেন, তবে তাঁহাকে বার বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে এক দিন এক ব্রাহ্মণের গরু চোরে লইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ত খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া মহা কান্না জুড়িয়াছেন,

"হে পাণ্ডবগণ! আমার গরু চোরে লইয়া গেল! হায় হায়! আমার গরু যে চোরে লইয়া গেল!"

ব্রাহ্মণের কান্না শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "ভয় নাই ঠাকুর! এই আমি চোরকে সাজা দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি অস্ত্র আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে, অস্ত্রের ঘরে দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠির কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তখন অর্জ্জুন ভাবিলেন যে, "এখন গিয়া ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিলে অভদ্রতা হইবে, আর বার বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে বটে, কিন্তু চোখের সামনে ব্রাহ্মণের গরু চোরে লইয়া যাইতেছে, ইহা সহ্য হইবার নহে। বরং বনেই যাইব, তথাপি ব্রাহ্মণের গরু চোরে নিতে দিব না।"

এই মনে করিয়া তিনি অস্ত্র লইয়া চোর ধরিতে বাহির হইলেন। চোরকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গরু আনিয়া দিতে তাঁহার বেশী বিলম্ব

হইল না। ব্রাহ্মণ গরু পাইয়া চীৎকার পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে প্রশংসা আর আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন।

তারপর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, "দাদা, নিয়ম যে ভাঙ্গিল! এখন অনুমতি করুন, বনে যাই।"

যুধিষ্ঠির ত শুনিয়াই অবাক্! তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন,

"সে কি ভাই, তোমার ত কিছু মাত্র অভদ্রতা হয় নাই। আর তুমি ব্রাহ্মণের কাজ করিতে গিয়াছিলে, সুতরাং একটা নিয়ম থাকিলেও তোমার না গেলেই দোষ হইত। আমি ত তোমার দাদা, আমার কথা ত মান্য কর,—আমি বলিতেছি, তোমার বনে যাওয়ার দরকার নাই। লক্ষ্মী ভাই! তুমি কোন চিন্তা করিও না।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "দাদা! আপনিই ত কহিয়াছেন, মিথ্যা বলিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মও করিবে না। নিয়ম করিয়া তাহা ভাঙ্গিলে অন্যায় কাজ করা হইবে; আমি অস্ত্র ছুঁইয়া বলিতেছি, আমি তাহা পারিব না।"

কাজেই যুধিষ্ঠির আর বিদায় না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বার বৎসরের জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন বনে থাকার সময় অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক দিন তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপী তাঁহাকে ধরিয়া জলের ভিতর দিয়া একেবারে তাঁহাদের দেশে (অর্থাৎ পাতালে) নিয়া উপস্থিত করেন। তারপর যতক্ষণ না অর্জ্জুন উলুপীকে বিবাহ করিতে রাজি হন, ততক্ষণ তিনি তাঁহাকে আসিতে দেন নাই।

ইহার কিছু দিন পরে অর্জ্জুন মণিপুর * যান, আর সেখানকার রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

* এই মণিপুর উড়িষ্যার কাছে ছিল।

ইহার পরে অর্জ্জুন গঙ্গার ধারে আসিয়া পাঁচটি তীর্থ দেখিতে পাইলেন। তীর্থগুলি খুব সুন্দর, অথচ তাহাতে লোকজন নাই। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি?" তাহা শুনিয়া কয়েকজন মুনি বলিলেন, "এই পাঁচ তীর্থে পাঁচটা কুমীর আছে, কেহ জলে নামিলেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া খায়। তাই এখানে কেহ স্নান করিতে আসে না।"

একথা শুনিয়া অর্জ্জুন কুমীর দেখিতে চলিলেন। মুনিরা অনেক নিষেধ করিলেও শুনিলেন না।

এই পাঁচ তীর্থের একটাতে গিয়া অর্জ্জুন স্নান করিবার জন্য যেই জলে নামিয়াছেন, অমনি এক প্রকাণ্ড কুমীর আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আর অর্জ্জুনও সেই মুহূর্ত্তেই কুমীরকে ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে ডাঙ্গায় আনিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু একি আশ্চর্য্য! ডাঙ্গায় আসিয়াই কুমীর আর কুমীর নাই; সে পরমা সুন্দরী একটি কন্যা হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন ত দেখিয়া অবাক্! তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অর্থ কি? তুমি কে?"

কন্যা বলিল, "মহাশয়, আমি অপ্সরা। আমার নাম বর্গা। আমার চারিটি সখী আছে, তাহাদের নাম সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা আর লতা। আমরা এক তপস্বীকে অমান্য করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাগিয়া আমাদিগকে কুমীর করিয়া দেন। তপস্বী বলিয়াছিলেন যে কোন মানুষ আমাদিগকে 'জল হইতে টানিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের শাপ দূর হইবে। তাই আমরা পাঁচজন এই পাঁচ তীর্থে বাস করি, আর মানুষ জলে নামিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর কেহ আমাদিগকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারে নাই, কাজেই আমরাও এতদিন কুমীর থাকিয়া গিয়াছি। আজ আপনি

আমাকে রক্ষা করিলেন। এখন আমার সখী চারিটীকে দয়া করিয়া উদ্ধার করুন।"

অর্জ্জুন তখনই আর চারি তীর্থে গিয়া সেখানকার চারিটি কুমীরকে টানিয়া তুলিলেন। পাঁচটি অপ্সরা পাপের দায় হইতে রক্ষা পাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার পর নানা প্রকার তীর্থ দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন ক্রমে প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ কৃষ্ণের রাজ্যের মধ্যে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সংবাদ পাইবা মাত্র সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

বলরাম এবং কৃষ্ণের একটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রার সহিত যেমন করিয়া অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, সে এক আশ্চর্য্য কথা। রূপে গুণে সুভদ্রার মত মেয়ে অতি কমই দেখা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া অর্জ্জুনের বড়ই ভাল লাগিল।

কৃষ্ণ অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁহার মনে অতিশয় আনন্দ হইল; কারণ, অর্জ্জুনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আর জানিতেন যে, সুভদ্রার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এমন গুণবান লোক আর পাওয়া যাইবে না।

এখন এ বিবাহ কিরূপে হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের বিবাহের নানারূপ নিয়ম আছে; কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করা তাহার মধ্যে একটি। কৃষ্ণ বলিলেন, "এ নিয়মটি আমার বেশ লাগে। কেন না, ইহাতে বুঝা যায় যে বর খুব বীর পুরুষ আর কন্যার জন্য সে অনেক বিপদ ও পরিশ্রম সহ্য করিতে প্রস্তুত।"

সুতরাং স্থির হইল যে, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইলে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবেন।

যুধিষ্ঠির এই পরামর্শের কথা শুনিয়া সহজেই তাহাতে সম্মত হইলেন; সুতরাং এখন বিবাহ হইতে আর বাধা রহিল না। এ বিষয়ের সকল কথাই কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন দুজনে ঠিক করিলেন; দ্বারকার আর কেহ জানিতে পারিল না।

ইহার মধ্যে এক দিন সুভদ্রা রৈবতক পর্ব্বতে দেবতার পূজা করিতে গিয়াছেন। অর্জ্জুন দেখিলেন এই তাহার সুযোগ। তিনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধের বেশে অস্ত্র শস্ত্র হাতে সুন্দর রথে চড়িয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুভদ্রার পূজা অর্চ্চনা শেষ হইয়াছে, এখন দ্বারকায় ফিরিতে হইবে, এমন সময় অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া দে ছুট! সঙ্গের লোকেরা তখন মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ দ্বারকায় সংবাদ দিতে যায়, কেহ প্রহরীদিগকে ডাকে, আর সকলে খালি হাউ মাউ আর ছুটা ছুটি করে!

এদিকে দ্বারকার বড় বড় বীরেরা ত রাগিয়া আগুন! "এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদিগকে এমনি করিয়া অপমান করিবে?" এই বলিয়া তাহারা সকলে বর্ম্ম চর্ম্ম লইয়া রথ সাজাইয়া প্রস্তুত! বলরাম ত এতই রাগিয়াছেন যে, সেই দিনেই বা সকল কৌরব মারিয়া শেষ করেন!

এমন সময় কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে চটিয়াছ, বল দেখি অর্জ্জুনের কি দোষ? ক্ষত্রিয়েরা ত এইরূপ বিবাহকেই খুব ভাল বিবাহ মনে করে; অর্জ্জুন তাহাই করিয়াছেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিবেন ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত সুখেরই কথা। আর তিনি বীর পুরুষ, সুতরাং জোর দেখান তাঁহার মত লোকের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। তোমরা যে ইহাতে অপমান মনে করিতেছ, অপমান কিসে হইবে, জান? যদি অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া দেশে চলিয়া যায়, তবেই অপমান। আর সে কেমন বীর, তাহাওত জান। জোর করিয়া

তাহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিবে না। আমার কথা যদি শুন, তবে এই বেলা তাহাকে মিষ্ট কথায় খুসী করিয়া ফিরাও। তাহাকে ঘরে আনিয়া আদর করিয়া বিবাহ দাও ; তাহা হইলে আর অপমানের কথা থাকিবেনা, আনন্দের কথা হইবে।"

কৃষ্ণের কথায় যাদবেরা * তাড়াতড়ি অর্জ্জুনকে মিষ্ট কথায় ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর ধুমধামের সহিত তাঁহার আর সুভদ্রার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে পুষ্কর তীর্থে যান। এইরূপে ক্রমে তাঁহার বার বৎসর বনবাস শেষ হওয়াতে তিনি সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া খাণ্ডব প্রস্থে চলিয়া আসিলেন। সেখানে কয়েক দিন খুব আনন্দেই কাটিল। তারপর কৃষ্ণ ছাড়া যাদব দিগের আর সকলে দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রভৃতিকে লইয়া যমুনার ধারে বেড়াইতে যান। সেখানে সকলেই আমোদ প্রমোদ করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন খানিক দুরে একটি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

এমন সময় জটাচীরধারী (অর্থাৎ মাথায় জটা আর গাছের ছাল পরা) আর পিঙ্গল বর্ণের দাড়ি গোঁফওয়ালা এই লম্বা এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহার রং কাঁচা সোণার মত, আর তেজ প্রভাতের সূর্য্যের মত।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আমার খুব বেশী করিয়া খাওয়া অভ্যাস। আপনাদের নিকট আমি কিছু জলযোগের প্রার্থনা করি।"

* অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন সেই বংশের লোকেরা, ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম ছিল যদু, তাই ইঁহারা সকলে যাদব।

কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন বলিলেন, "আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হয় বলুন, আমরা যোগাড় করিয়া দিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মিঠাই মণ্ডা, ভাত ব্যঞ্জন কিছুই খাই না। আমার ইচ্ছা, খাণ্ডব নামক বনটিকে খাই। আপনারা তাহারই উপায় করিয়া দিন।"

কি অদ্ভুত জলযোগ! আর ব্রাহ্মণটিও কম অদ্ভুত নহেন, তাহা তাঁহার পরিচয় শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,

"আমি অগ্নি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, খাণ্ডব বনটাকে খাই। কিন্তু সেইবনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক নাগ আর তাহার পরিবার থাকাতে, আমি সেখানে গেলেই ইন্দ্র বৃষ্টি দ্বারা আমাকে নিভাইয়া দেন। তাই আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আপনারা যদি বৃষ্টি দুর করিয়া আর বনের জন্তু গুলির পলায়ন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমার কিঞ্চিৎ ভোজন হয়।"

ব্যাপার খানা কি জান? শ্বেতকী বলিয়া এক রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রধান কাজ ছিল কেবল যজ্ঞ করা। সে কি যেমন তেমন যজ্ঞ? তাঁহার যজ্ঞে খাটিয়া খাটিয়া মুনিরা রোগা হইয়া যান, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখে ছানি পড়ে। শেষে আর না পারিয়া তাঁহারা রাজার কাজই ছাড়িয়া দেন।

তখন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শ্বেতকী শিবের তপস্যা আরম্ভ করাতে, শিব বলিলেন,

"তুমি বার বৎসর ক্রমাগত অগ্নিকে ঘী খাওয়াইয়া খুসী কর, তার পর দেখা যাইবে।"

রাজা ক্রমাগত বার বৎসর অগ্নিকে ঘী খাওয়াইলেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা মুনিকে দিয়া তাঁহার যজ্ঞ করাইয়া দিলেন।

রাজার যজ্ঞ হইল বটে, কিন্তু এত ঘী অগ্নির সহ্য হইল না। তাঁহার

খালি পেট ভুট্ ভাট্ করে, আর ক্ষুধা হয় না! বেচারা ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা বলিলেন,

"বার বৎসর খালি ঘী খাইয়াছ, তাই তোমার মন্দাগ্নি হইয়াছে (অর্থাৎ ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে)। এখন খুব খানিকটা মাংস খাও গিয়া, তবেই সারিয়া যাইবে। খাণ্ডব বনে অনেক জন্তু থাকে, সেটাকে পোড়াইতে পার ত তোমার কাজ হয়।"

এই কথা শুনিয়া অগ্নি তখনই খাণ্ডব বনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহার কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছ। তিনি কেবল ইন্দ্রের কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বনের জন্তুরাও তাঁহাকে কম নাকাল করে নাই। সেখানকার হাতীগুলি শুঁড়ে করিয়া এমনি জল আনিয়া ঢালিয়াছিল যে, তাহার ধাক্কা সহিতেই অগ্নি অস্থির। অন্য জন্তুরা যাহা করিয়াছিল, তাহার ত কথাই নাই। এইরূপে ক্রমে সাত বার অগ্নি খাণ্ডব বন পোড়াইতে যান, আর সাত বারই জব্দ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

শেষে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের কাছে যাও; তাঁহারা চেষ্টা করিলে ইন্দ্রকেও আট্কাইতে পারেন, জন্তু-দিগকেও থামাইয়া রাখিতে পারেন।" তারপর কি হইল তোমরা জান।

অগ্নির কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "আমার তেমন ভাল ধনুক বা রথ নাই। আর কৃষ্ণের হাতেও অস্ত্র নাই। আমাদিগকে এ সকল জিনিষ আনিয়া দিলে আমরা আপনার কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই কথা শুনিয়া অগ্নি বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব নামক ধনুক, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ নামক রথ লইয়া অর্জ্জুনকে দিলেন। এই রথের উপরে এক ভয়ঙ্কর বানরের মূর্ত্তি থাকাতে উহার কপিধ্বজ নাম

হয়। রথখানি বিশ্বকর্ম্মার তৈরী; তাহার ঘোড়াগুলি গন্ধর্ব্বের দেশের। উহার গুণ অতি আশ্চর্য্য। আর ধনুকের কথা কি বলিব? নিজে ব্রহ্মা উহা প্রস্তুত করেন। অর্জ্জুন ঐ ধনুকে গুণ চড়াইবার সময় এমনি শব্দ হইল যে, তাহা শুনিয়া সকলে ভয়ে জড়সড়।

অগ্নি অর্জ্জুনকে এই সকল জিনিষ, আর কৃষ্ণকে সুদর্শন নামক একখানি চক্র (অর্থাৎ চাকার ন্যায় অস্ত্র) আর কৌমুদকী নামক একটি গদা দিলেন। এ চক্রকে কিছুতেই আটকাইতে পারে না। যাহাকে মারিবে, তাহার আর রক্ষা নাই। চক্র তাহাকে বধ করিয়া আবার হাতে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। অস্ত্র পাইয়া কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন অগ্নিকে বলিলেন, "আচ্ছা, তবে এখন আপনি গিয়া বন পোড়াইতে থাকুন। আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।"

অমনি খাণ্ডব বনের চারিদিকে ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। খাণ্ডব দহনের (অর্থাৎ খাণ্ডব পোড়ানর) ন্যায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড খুব কমই হইয়াছে। আগুনের শিখা হড় হড় ঘড় ঘড় গর্জ্জনে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতাকার কালো ধোঁয়া উঠিয়া দিনকে অমাবস্যার রাত্রির মত করিয়া দিল। জীব জন্তু সকলে চীৎকার করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াও কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের ভয়ে পলাইতে পারিল না। কৃষ্ণের চক্র এমনি যে, কোন জন্তু বাহিরে দেখা দিতে না দিতেই সে তাহাকে কাটিয়া দুইখান করে। অর্জ্জুনের তীর এমনি যে, ফড়িংটিকে পর্য্যন্ত উড়িয়া পলাইতে দেয় না। তাঁহাদের রথ সে সময়ে নাকি এমনি বেগে সেই বনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল যে, উঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় নাই। কত জন্তু, কত পাখী যে সে দিন পুড়িয়া মরিয়াছিল, তাহার কথা ভাবিয়াও শেষ করা যায় না। খাল বিলের জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল; মাছ, কচ্ছপ আর কুমীর সকলে সিদ্ধ হইয়া গেল।

আগুনের শব্দ আর জন্তুদিগের চীৎকার মিলিয়া ঝড় বজ্রপাত আর সমুদ্রের গর্জ্জন অপেক্ষাও ভয়ানক শুনা গিয়াছিল।

সেই আগুনের তেজে দেবতারা ভয় পাইয়া ইন্দ্রের নিকটে গিয়া বলিলেন,

"হে ইন্দ্র! আজ অগ্নি কি জন্য পৃথিবীকে ভস্ম করিতে গিয়াছেন? আজ কি সৃষ্টির শেষ দিন উপস্থিত?"

একথা শুনিয়া ইন্দ্র তাড়াতাড়ি উনপঞ্চাশ রকম বাতাস আর বর্ষাকালের ঘোরতর কালো মেঘ সকলকে লইয়া আগুন নিভাইতে চলিলেন। কিন্তু সে আগুনের এমনি তেজ! তাহাতে তাঁহার মেঘ বৃষ্টি আকাশেই শুষিয়া গেল। মেঘ হারিল দেখিয়া ইন্দ্র মহামেঘদিগকে ডাকিলেন—যাহারা ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মাণ্ড তল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই সাংঘাতিক মেঘও অর্জ্জুনের বাণে উড়িয়া গেল।

সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সাপের বাড়ী। তক্ষক তখন বাড়ী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্র ছিলেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেনের মাথা আর লেজ পুড়িয়া গেল, অশ্বসেনের মাতা ত পুড়িয়া মারাই গেলেন। ইহার মধ্যে ইন্দ্র একবার ফাকি দিয়া অর্জ্জুনকে অজ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন; তাই রক্ষা, নহিলে অশ্বসেনকেও তাঁহার মায়ের সঙ্গেই যাইতে হইত।

কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ইন্দ্র বৃষ্টি করিয়া, বজ্র মারিয়া, আর পর্ব্বত ছুঁড়িয়াও কিছুতেই তাঁহাদিগকে জব্দ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের পর্ব্বত যখন অর্জ্জুনের বাণে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হয়, তখন বোধ হইয়াছিল, বুঝি আকাশের গ্রহগুলি ছুটিয়া পড়িতেছে।

দেবতাদের বড় খোলা মন। তাই ইন্দ্র যখন দেখিলেন যে কিছুতেই কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনকে আঁটিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে খুসী হইয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলে পর আর খাণ্ডব বন পোড়াইতে কোন বাধাই রহিল না। সেই ভয়ানক আগুনের হাত হইতে কেবল ছয়টি প্রাণী রক্ষা পাইয়াছিল।

এই ছয়টির একটি যে অশ্বসেন, তাহা ত জানই। আর একটি ময় নামক দানব। এই ব্যক্তি হাত যোড় করিয়া অর্জ্জুনকে এমনি মিনতি করিতে লাগিল যে, অর্জ্জুনের তাহাতে বড় দয়া হইল। সুতরাং তিনি আর তাহাকে আটকাইলেন না।

আর চারিটি প্রাণী কাহারা জান? চারিটি বকের ছানা! ইহাদিগকে অগ্নি দয়া করিয়া পোড়ান নাই।

খাণ্ডববন খাইয়া অগ্নির অসুখ সারিয়াছিল কিনা, তাহা মহাভারতে লেখা নাই। সে যাহা হউক, তিনি ভোজন শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর ইন্দ্র যে কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, একথা ত আগেই বলিয়াছি। তিনি বলিলেন,

"তোমরা যাহা করিলে, দেবতারাও তাহা করিতে পারেন না। এক্ষণে তোমরা কি বর চাহ?"

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "আমাকে সকল রকম অস্ত্র দিতে হইবে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি তপস্যা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট কর। তাহা হইলেই আমি অস্ত্র দিব।"

কৃষ্ণ এই বর চাহিলেন যে, "অর্জ্জুনের সহিত আমার বন্ধুতা যেন চিরদিন থাকে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তথাস্তু।" (অর্থাৎ "তাহাই হউক"।)

তার পর অগ্নি কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; আর কৃষ্ণ অর্জ্জুন এবং ময়দানব যমুনার ধারে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

সভা পর্ব



গ্নি আর ইন্দ্র চলিয়া যাওয়ার পরে ময়দানব হাত যোড় করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন,

"আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন ; অনুমতি করুন, আমি আপনার কি উপকার করিব ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "তুমি যে সন্তুষ্ট হইয়াছ, ইহাই আমার উপকার। আর কিছু করিতে হইবে না।"

কিন্তু ময় ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সে যে সে লোক নহে। দেবতাদের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা যেমন সকল রকম কারিকুরির ওস্তাদ, আর অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক, দানবদিগের মধ্যে ময়ও সেইরূপ। তাহার নিতান্তই ইচ্ছা যে অর্জ্জুনের জন্য সে বড় রকমের কোন কাজ করে। তাহার মিনতি দেখিয়া, শেষে অর্জ্জুন বলিলেন,

"তুমি কৃষ্ণের কোন কাজ করিয়া দাও, তবেই আমার উপকার হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটা সভা ঘর করিয়া দাও যে আর কেহ তেমন করিতে না পারে।"

ময় সন্তোষের সহিত এ কথায় রাজি হইল।

তারপর কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন তাহাকে সঙ্গে করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে অবশ্য তাহার আদর যত্নের কোন ক্রুটি হইল না।

তার পর সভা-গৃহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সভাটি যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা একটি কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে যে, উহা ৫০০০ হাত লম্বা।

ময়দানব অর্জ্জুনকে বলিল, "এখন আমাকে ছুটি দিন, সভার জন্য জিনিষ আনিতে যাইব।"

এমন সভার জিনিষ যেখানে সেখানে কোথায় পাইব? এ দেশে সে সকল জিনিষ জন্মায়ই না। বহুকাল পূর্ব্বে দানবরাজ বৃষপর্ব্বা যজ্ঞের জন্য কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে এই ময়কে দিয়াই এক অতি আশ্চর্য্য সভা প্রস্তুত করান। যুধিষ্ঠিরের সভার জন্য ময় সেই সভার মণি মুক্তা আর স্ফটিক আনিতে চলিল। সেখানে বিন্দু সরোবর নামে এক সরোবরও আছে। সেই সরোবরে বৃষপর্ব্বা তাঁহার সোণার গদা আর বরুণ তাঁহার দেবদত্ত নামক বিশাল শঙ্খ রাখিয়া দেন।

ময় অল্পদিনের ভিতরেই সেই মণি মুক্তা আর স্ফটিক লইয়া ফিরিয়া আসিল। আর তাহার সঙ্গে ভীমের জন্য বৃষপর্ব্বার সেই গদা আর অর্জ্জুনের জন্য বরুণের সেই দেবদত্ত শঙ্খও আনিতে ভুলিল না।

চৌদ্দ মাসে ময় সভাঘরের কাজ শেষ করিল। সে সভা কিরূপ সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আমি কি বলিব? ইটের বদলে তাহা স্ফটিক দিয়া গাঁথা। সেই স্ফটিকের উপরে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া কেমন ঝক্ ঝক্ করিত, তাহা কি বলিয়া বুঝান যায়? সেখানে বাগান ত ছিলই, কিন্তু তাহার গাছপালা সোণার; ফুল ফল মণি মাণিকের। আর ভিতরের সাজ কাজ, সে যে কি আশ্চর্য্য রকমের ছিল, তাহা

বুঝাইব কি, আমিই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি ত গরীব মানুষ, বড় বড় রাজাদেরই তাহাতে ধোকা লাগিয়া গিয়াছিল। স্ফটিকের পুকুর দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে পুকুর বলিয়াই বুঝিতে পারেন নাই,—তাঁহারা নিশ্চিন্তে তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে গিয়াছিলেন! তারপর একটা হাসির কাণ্ড হইয়া গেলে তবে বুঝিলেন যে উহা জল!

এমনি সুন্দর বাড়ী, এমনি সুন্দর বাগান। আর তাহাতে তেমনি সুন্দর মাছের খেলা, ফুলের গন্ধ আর পাখীর গান। বুঝিয়া লও, সভাটি কেমন ছিল। আট হাজার ভয়ঙ্কর রাক্ষস সেই সভায় পাহারা দিত।

সভা দেখিয়া পাণ্ডবেরা খুসী হইবেন তাহা আশ্চর্য্য কি? তেমন সভা খানি স্বর্গেই আছে, পৃথিবীতে তেমন আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর রাজা রাজড়া, মুনি ঋষি, ইঁহারা সকলেই সে সভা দেখিতে আসিলেন। স্বর্গ হইতে নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি দেবর্ষিরা পর্য্যন্ত সভা দেখিতে আসিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের আর ব্রহ্মার সভার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য সংবাদ শুনাইলেন। ইহা ছাড়া মহারাজ পাণ্ডুর নিকট হইতেও দু একটি সংবাদ ছিল। স্বর্গ হইতে আসিবার সময় পাণ্ডুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। তখন পাণ্ডু তাঁহাকে বলেন,

"মহর্ষি! আপনি পৃথিবীতে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, যেন রাজসূয় যজ্ঞ করে। রাজসূয় যজ্ঞের গুণে রাজা হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্রের সভায় কত সুখে বাস করিতেছেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিলে আমিও সেইরূপ সুখে সেখানে থাকিতে পাইব।"

নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজসূয় বড় কঠিন যজ্ঞ। পৃথিবীর তাবৎ রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহা দ্বারা এই যজ্ঞ করিতে হয়। সুতরাং এই

যজ্ঞে বাধা দিতে অন্য রাজারা বিধিমতে চেষ্টা করে। নিজের বল বুদ্ধি আর বন্ধু বান্ধব খুব বেশী রকম না থাকিলে ইহা করা সম্ভবই হয় না। কাজেই রাজসূয়ের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। এমন যজ্ঞ না করিলেই নয়, অথচ কি করিয়া করা যাইবে?—কাজটি যে বড়ই কঠিন।

বলবুদ্ধি পাণ্ডবদের যথেষ্ট, বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। যুধিষ্ঠির এমন ধার্ম্মিক যে, সকল লোকে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসে। ভীম অর্জ্জুনের সাহস আর ক্ষমতায় প্রজার সকল ভয় দূর হইয়াছে, শত্রুরা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। নকুলের ন্যায় বিচার আর সহদেবের মিষ্ট ব্যবহারে সকলে একেবারে মোহিত। সুতরাং এ সকল বিষয়ে পাণ্ডবদের বেশ ভরসার কথাই ছিল। মন্ত্রীরা এক বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ সকল পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দূর হইল না। পরামর্শ দিবার একটি লোক আছেন,—কৃষ্ণ! তিনি বলিলে তবে এ কাজে হাত দেওয়া যায়। এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আনাইলেন।

কৃষ্ণ আসিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তুমি কি বল? আর সকলে ত খুবই উৎসাহ দিতেছে, কিন্তু ইহাদের কথায় আমার ভরসা হয় না। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি বুঝিব ঠিক।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ! আপনি রাজসূয় করিবার উপযুক্ত লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়ের একটা কথা আছে। মগধের রাজা জরাসন্ধের এখন অসাধারণ ক্ষমতা। পৃথিবীর সকল রাজাকে সে পরাজয় করিয়াছে। শিশুপাল উহার সেনাপতি, সেও এক জন অসাধারণ যোদ্ধা। তারপর বক্র, ভগদত্ত, শল্য, পৌণ্ড্রক, ভীষ্মক, প্রভৃতি অনেক বড় বড় যোদ্ধা উহার বন্ধু। উহার

ভয়ে কত শত রাজা যে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এমন কি, আমরা নিজে উহার ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতেছি। এই দুষ্ট রাজাদিগকে ধরিয়া আনিয়া দুর্গের ভিতরে আটকাইয়া রাখিয়াছে। এ ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার রাজসূয় হওয়া অসম্ভব মনে হয়। ইহাকে আগে মারিয়া বন্দী রাজাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করুন, নহিলে রাজসূয় করিতে পারিবেন না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এই জরাসন্ধকে লইয়া ত তবে বড় মুস্কিল দেখিতেছি। তুমি নিজে উহাকে এত ভঁয় কর, আমাদের সাহস কিসে হইবে? তুমি, বলরাম, ভীম, আর অর্জ্জুন, এই চারিজনের কেহ কি উহাকে মারিতে পার না?"

ইহা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "কৃষ্ণের বুদ্ধি আছে, আমার বল আছে, আর অর্জ্জুনের ভরসা আছে। আমরা তিনজনে মিলিয়া জরাসন্ধকে বধ করিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "জরাসন্ধ ছিয়াশীটি বড় বড় রাজাকে আনিয়া ছাগলের মতন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর চৌদ্দটিকে আনিতে পারিলেই এক শতটি হয়, তখন উহাদিগকে বলি দিবে। এই সকল রাজাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। যে জরাসন্ধকে মারিয়া এ কাজ করিতে পারিবে, সে সম্রাট্ হইতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি সম্রাট্ হওয়ার লোভে তোমাদিগকে এমন বিপদে ফেলিতে পারিব না। আমার রাজসূয়ে কাজ নাই।"

এই সময়ে অর্জ্জুন সেখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা ভাল ভাল অস্ত্র পাইয়াছি, আমাদের বলও যথেষ্ট আছে। এ সমস্ত থাকিতেও শত্রুর সামনে চুপ করিয়া থাকা ভাল নহে। আমরা যুদ্ধ করিব।"

জরাসন্ধ মগধ দেশের রাজা এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জরাসন্ধের পিতার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের দুই রাণী ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইঁহাদের ছেলে পিলে না হওয়ায় ইঁহাদের মনে বড়ই দুঃখ ছিল। ইহার মধ্যে এক দিন সংবাদ আসিল যে, চণ্ডকৌশিক মুনি রাজার বাড়ীর কাছে এক আম গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। একথা শুনিবামাত্র রাজা তাড়াতাড়ি মুনির নিকটে গিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিলেন, আর নিজের দুঃখের কথা জানাইলেন! রাজার দুঃখের কথা শুনিয়া মুনি ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গাছ হইতে একটি সুন্দর আম তাঁহার কোলের উপর পড়িল। সেই আমটি রাজাকে দিয়া মুনি বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা নাই, রাণীরা এই আম খাইলেই তোমার পুত্র হইবে।"

দুই রাণী সেই আমটিকে দুইভাগ করিয়া খাইলেন। ইহাতে তাঁহাদের দুজনের দুটি ছেলে হইল বটে, কিন্তু সে অতি অদ্ভুত রকমের ছেলে। তাহাদিগকে মানুষ বলা যায় না, আধখানা মানুষ বলিতে হয়। একখানা করিয়া পা, একটি মাত্র হাত, একটি চোখ, একটি কান, আধখানি মাথা, আধখানি শরীর। এমন ছেলে দিয়া কি হইবে? কাজেই তাহাদিগকে কাপড়ে মুড়িয়া চৌমাথায় ফেলিয়া দেওয়া হইল।

জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুইখানি অর্দ্ধেক ছেলে কুড়াইয়া পায়। রাক্ষসী ভাবিল, দুইটি অর্দ্ধেক এক সঙ্গে জড়াইয়া লইলে বহিবার সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া যাই সে দুই অর্দ্ধেক একত্র করিয়াছে, অমনি তাহা যুড়িয়া একটি ছেলে হইয়া গেল! বজ্রের মত শক্ত প্রকাণ্ড খোকা, রাক্ষসী তাহাকে কি সহজে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? সে খোকা আস্ত হইয়াই হাতের মুঠি মুখে ঢুকাইয়া ষাঁড়ের মত চাঁচাইতে আরম্ভ করিল।

খোকার সেই ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী, লোক জন সকলে সেখানে ছুটিয়া আসিল। রাক্ষসীও ছেলেটি অমনি রাজাকে দিয়া বলিল, "এই তোমার ছেলে, ইহাকে নাও।"

সেই ছেলে জরাসন্ধ (অর্থাৎ জরা যাহাকে যুড়িয়াছিল)। বড় হইয়া সে কি ভয়ঙ্কর লোক হইয়াছে তাহা শুনিয়াছ। হংস আর ডিম্ভক নামক দুইজন বীর তাহার বন্ধু ছিল। জরাসন্ধ হংস আর ডিম্ভক একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারিত।

হংস আর ডিম্ভকের ভালবাসার কথা বড় সুন্দর। হংস নামক আর এক জন লোকের মৃত্যুর কথা শুনিয়া ডিম্ভক মনে করিল বুঝি তাহার বন্ধু মরিয়া গিয়াছে। এই মনে করিয়া সে যমুনায় ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। হংস একথা শুনিতে পাইয়া সেও যমুনায় ডুবিয়া মারা গেল। ইহাদের মৃত্যুতে জরাসন্ধের বল যে অনেক কমিয়া গেল, তাহা বুঝিতেই পার।

কিন্তু তাহার একেলার ক্ষমতাও কম নহে। একবার সে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড গদা নিরান্নব্বুই বার ঘুরাইয়া মগধ হইতে ছুঁড়িয়া মারে। সেই গদা মথুরার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল।

মগধের চারিধারে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে উচু উচু পাঁচটি পর্ব্বত থাকাতে সৈন্য লইয়া সে দেশ জয় করা একেবারে অসম্ভব। তাহার উপরে আবার জরাসন্ধ নিজে এমন বীর আর তাহার এত বন্ধু বান্ধব। বাস্তবিক সৈন্য সামন্ত লইয়া উহাকে সোজাসুজি যুদ্ধে জয় করা বড়ই কঠিন কাজ। এই জন্য কৃষ্ণ বলিলেন যে, "উহাকে অন্য উপায়ে মারিতে হইবে।" কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জ্জুন এই তিন জন সাধারণ লোকের মত মগধ দেশে গেলে জরাসন্ধের সহিত সহজেই তাঁহাদের দেখা হইতে পারে। তখন ভীম তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মারিবেন।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া তিন জনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ক্রমে কুরুজাঙ্গল দেশে, তারপর গণ্ডকী, সরযূ প্রভৃতি নদী পার হইয়া পূর্ব্ব কোশলায়, সেখান হইতে মিথিলায়, মিথিলা হইতে মালয়, তারপর চর্ম্মণ্বতী গঙ্গা আর শোণ পার হইয়া শেষে মগধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নগরের সিংহদ্বারের নিকটেই একটি সুন্দর চৈত্য (জয় স্তম্ভ) আর তিনটা বিশাল দুন্দুভি (ডঙ্কা) ছিল। তিন জনে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়াই আর কথাবার্ত্তা নাই,—চৈত্যটিকে ভাঙ্গিয়া, দুন্দুভি তিনটিকে গুঁড়া করিয়া, তবে তাঁহারা মনে করিলেন যে "যা' হো'ক একটা কাজ হইল।" তখন তাঁহারা বেশ খুসী হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপথের দুধারে ময়রা, সওদাগর, মালাকার প্রভৃতির দোকান। তাঁহারা জোর করিয়া মালা লইয়া গলায় পরিলেন! তাঁহাদের চাল চলন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, "না জানি ইহারা কে!"

এইরূপে ক্রমে তাঁহারা জরাসন্ধের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ মনে করিয়া অনেক আদর যত্ন করিলেন। কিন্তু ভীম আর অর্জ্জুন তাহার কোন উত্তর দিলেন না। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহাদের নিয়ম আছে, 'এখন কথা কহিবেন না। দুই প্রহর রাত্রির সময় আপনার সহিত ইঁহাদের কথাবার্ত্তা হইবে।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় জরাসন্ধের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে জরাসন্ধ বলিলেন,

"আপনাদের পোষাক স্নাতক ব্রাহ্মণের মতন, কিন্তু স্নাতক ব্রাহ্মণেরা ত এমন সময়ে মালা চন্দন পরেন না। আপনাদের হাতে ধনুর্গুণের দাগ দেখিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হয়। অথচ আপনারা ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছেন, আবার চৈত্যটি ভাঙ্গিয়াছেন! আমি

আদর যত্ন করিলাম তাহারও আপনারা ভাল করিয়া উত্তর দেন নাই। যাহা হউক, আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "স্নাতক ত ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যেরাও হইতে পারে, আমাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিবার প্রয়োজন কি? মালা পরিলে দেখায় ভাল, তাই আমরা মালা পরিয়াছি। গায়ের জোর দেখান ক্ষত্রিয়ের উচিত কাজ, তাই কিছু দেখাইয়াছি; আপনার দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে আজই আরো ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন। শত্রুর ঘরে আসিয়া তাহার নিকট হইতে আদর লওয়া আমরা ভাল মনে করি না, তাই আপনার আদর যত্নের উত্তর দেই নাই।"

এ কথায় জরাসন্ধ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি করিয়া আপনাদের শত্রু হইলাম, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! আপনাদের বোধ হয় ভুল হইয়া থাকিবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ধরিয়া বলি দিতে আনিয়াছ, সুতরাং তুমি সকল ক্ষত্রিয়ের শত্রু। তাই আমরা তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছি। আমরা ব্রাহ্মণ নহি। আমি বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, আর ইঁহারা দুইজন মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। এখন, হয় এই সকল রাজাদিগকে ছাড়িয়া দাও, না হয় আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যমের বাড়ী যাও।"

জরাসন্ধ বলিলেন, "আমি যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছি তাহাদিগকে লইয়া আমার যাহা খুসী করিব। আমি কাহাকেও ভয় করি না। আমি একেলা দুই তিন মহারথীর (খুব বড় বীরের) সহিত যুদ্ধ করিতে পারি।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আমাদের কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে?"

জরাসন্ধ ভীমকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইহার সহিত!"

তারপর পুরোহিত আসিয়া স্বস্ত্যয়ন (জরাসন্ধের মঙ্গলের জন্য

দেবতার পূজা) করিলে, জরাসন্ধ বর্ম্ম আঁটিয়া, চুল বাঁধিয়া বলিলেন, "আইস ভীম! যুদ্ধ করি।"

তারপর দুজনে কি ভয়ানক যুদ্ধই হইতে লাগিল! যত রকম কুস্তীর প্যাঁচ আছে, সমস্তই দুজনে দুজনের উপর খাটাইলেন। তখন ইঞ্জিনের মতন করিয়া তাঁহাদের নিশ্বাস বহিয়া ছিল। কপালে কপালে ঠেকিয়া আগুন বাহির হইয়াছিল।

এইরূপে তের দিন যুদ্ধের পর চৌদ্দ দিনের রাত্রিতে জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "আহা। বড় কাহিল হইয়া পড়িয়াছে! ভীম, আর মারিও না, তাহা হইলে মরিয়া যাইবে!"

আসল কথা ভীমকে জানাইয়া দেওয়া যে জরাসন্ধ কাহিল হইয়াছেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া ভীম বলিলেন, "হতভাগা এমনি কাপড় জড়াইয়াছে যে উহাকে বধ করা কঠিন দেখিতেছি।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার জোর একবার ভাল করিয়া দেখাও না।"

তখন ভীম আগে জরাসন্ধকে শূন্যে তুলিয়া একশত পাক ঘুরাইলেন। তারপর হাঁটু দিয়া তাঁহার পিঠ ভাঙ্গিলেন। শেষে দুই পা ধরিয়া তাঁহাকে দুই ভাগে চিরিয়া ফেলিলেন। সে সময়ে জরাসন্ধের চীৎকার শুনিয়া অতি অল্প লোকেই স্থির থাকিতে পারিয়াছিল।

আহা, সেই বন্দী রাজাদের কি সৌভাগ্য! তাঁহারা দারুণ অপমান আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা কৃষ্ণের, ভীমের আর অর্জ্জুনের অশেষ প্রশংসা স্তুতি করিয়া শেষে জোড় হাতে বলিলেন, "এখন আপনাদের এই ভৃত্যেরা কি করিয়া আপনাদের সেবা করিবে, অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে চাহেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহাতে সাহায্য করিবেন।"

ইহাতে যে রাজারা আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন, তাহা আমি না

বলিলেও বুঝিতে পার। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কৃষ্ণ আর ভীমার্জ্জুনকে বিস্তর ধনরত্ন উপহার দিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আমিও যজ্ঞে সাহায্য করিব।" তাঁহারা তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন।

তার পর যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হইল। রাজাদিগের নিকট হইতে কর আনাই প্রথম কাজ। এজন্য মহাবীর চারি ভাই অসংখ্য সৈন্য লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিলেন। অর্জ্জুন উত্তরে, ভীম পূর্ব্বদিকে, সহদেব দক্ষিণে, নকুল পশ্চিমে। চারি ভাই চারিদিকে কিরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া পৃথিবী জয় করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

অর্জ্জুন ক্রমে কুলিন্দ, কালকূট, আনর্ত্ত, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরপারী সৈন্য লইয়া আট দিন তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তারপর অর্জ্জুনের ক্ষমতা আর সাহসে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,

"আমি ইন্দ্রের বন্ধু; লোকে বলে, আমার ইন্দ্রের সমান ক্ষমতা। কিন্তু তবুও ত তোমাকে কিছুতেই আঁটিতে পারিতেছি না! তুমি কি চাহ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আপনি ইন্দ্রের বন্ধু, সুতরাং আমার গুরু লোক। আপনাকে কি আমি কিছু বলিতে পারি? আপনি স্নেহ করিয়া কিছু কর দিন।"

ভগদত্ত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "কর ত দিবই। আর কি করিতে হইবে বল!"

এইরূপে ভগদত্তকে বশ করিয়া, অর্জ্জুন আবার উত্তর দিকে চলিলেন। অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি, উলূক, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত্ত, দারু,

কোকনদ, বাহ্লিক, দরদ, কাম্বোজ, লোহ, পরম, ঋষিক প্রভৃতি কত দেশ জয় হইল; করই বা কত রকম আদায় হইল। হিমালয় পর্ব্বতের ওপারে কিম্পুরুষবর্ষ, হাটক, প্রভৃতি কোন দেশ হইতেই কর না লইয়া ছাড়া হইল না। তারপর অর্জ্জুন উত্তর কুরুদেশে উপস্থিত হইলেন। সে অতি অদ্ভুত দেশ, সেখানে কোথায় কি আছে, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং যুদ্ধ কি করিয়া হইবে? সেখানে তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র, পর্ব্বত প্রমাণ দরোয়ান সকল আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিল,

"আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে আপনি সামান্য মানুষ নহেন। ইহাতেই আপনার এদেশ জয় করা হইয়াছে। এখন আপনার কি চাই বলুন, আমরা তাহাই দিতেছি।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমাকে কিছু কর দিলেই হইবে, আমি আর কিছু চাহি না।"

এই কথা বলিবা মাত্র উহারা নানারূপ আশ্চর্য্য কাপড় আর হরিণের ছাল প্রভৃতি অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত করিল। এইরূপে ক্রমে সমস্ত উত্তর দিক জয় করিয়া অর্জ্জুন কত ধন রত্ন যে দেশে আনিলেন, তাহার লেখা জোখা নাই।

ভীম পূর্ব্বদিকে গিয়া, পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্দ, চেদী, কুমার, কোশল, অযোধ্যা, গোপালকক্ষ, মল্ল প্রভৃতি দেশ অল্পদিনের ভিতরেই জয় করিয়া ফেলিলেন।

ক্রমাগত দেশের নাম করিয়া বিশেষ ফল নাই। ভল্লাট, শক্তিমান্, বৎসদেশ, ভর্গ প্রভৃতি আরো কত দেশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বশে আসিল। কর্ণকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কর আনিতে বাকি রহিল না।

এইরূপে মণি, মুক্তা, চন্দন, কাপড়, কম্বল, সোণা, রূপ

প্রভৃতি নানারূপ জিনিষ আনিয়া ভীম ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া ফেলিলেন।

সহদেবও এইরূপে দক্ষিণ দিক সমস্ত জয় করিয়া কর আনিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানরদিগের সহিত তাঁহার ক্রমাগত সাতদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল; তথাপি বানরেরা হটে নাই বা ভয় পায় নাই। কিন্তু সহদেবের যুদ্ধ দেখিয়া তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। আর, সহদেবকে অনেক ধনরত্ন দিয়া বলিল,

"এ সব লইয়া তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার ভাল হউক"

দক্ষিণে যাইতে যাইতে সহদেব শেষে সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হন। সেইখানে লঙ্কা; বিভীষণ তখনও সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে কোনরূপ যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই; কারণ, বিভীষণ সংবাদ পাইবা মাত্র আহ্লাদের সহিত বোঝায় বোঝায় মহামূল্য মণি মুক্তা দিয়া সহদেবকে বিদায় করিলেন।

নকুলও পশ্চিম দিক হইতে কম কর আনেন নাই। হাজার হাতী সে সকল ধন অতি কষ্টে বহিয়া আনিয়াছিল।

যজ্ঞের সময় ক্রমে যতই কাছে আসিল, ততই নানা দেশের রাজারা, মুনিরা আর ব্রাহ্মণেরা দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বেই আসিয়া, সকল রকম আয়োজন আরম্ভ করাইয়াছেন। রাজাদিগের নিকট নিমন্ত্রণ গিয়াছে; পুরোহিত সকল প্রস্তুত হইয়াছেন; যজ্ঞের জন্য চমৎকার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে; ভোজনের ঘটা লাগিয়া গিয়াছে।

নকুল হস্তিনায় গিয়া যোড় হাতে, মিষ্ট কথায়, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও আনন্দের সহিত যজ্ঞে আসিয়া উপস্থিত। অন্য রাজা রাজড়া কত

আসিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। ইঁহাদের জন্য সুন্দর বাগানে ঘেরা, মণি মুক্তার কাজ করা, সোণার দরজা জানালা দেওয়া বিশাল বিশাল পুরী পূর্ব্বেই বহুমূল্য আসন, গালিচা পালঙ্ক প্রভৃতি দিয়া সাজান ছিল। মিঠাই মণ্ডার ত কথাই নাই। আর সুগন্ধের কথা কি বলিব! ফুলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, লুচি সন্দেশের গন্ধ!

এক এক জন এক একটা কাজে বিশেষ মজবুত; তাঁহার উপরে সেই সেই কাজের ভার পড়িল। দুঃশাসনের উপর খাবার জিনিষ দেখা শুনার ভার; অশ্বত্থামার উপর ব্রাহ্মণদিগের আদর যত্নের ভার; সঞ্জয়ের উপর রাজাদিগের সেবার ভার। ভীষ্ম দ্রোণ কাজের হুকুম দিবেন; কৃপাচার্য্য ধনরত্ন রক্ষা করিবেন, উপহার আসিলে দুর্য্যোধন লইবেন; আর নিজে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পা ধোওয়ার ব্যবস্থা করিবেন!

ক্রমে যজ্ঞের পূজা অর্চ্চনার কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

তার পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "রাজাদিগকে, এবং যাঁহারা অর্ঘ (মান্য দেখাইবার জন্য উপহার) পাইবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে এক একটী করিয়া অর্ঘ আনিয়া দাও। তারপর এখানে যিনি সকলের চেয়ে বড় তাঁহাকে আর একটি অর্ঘ দিতে হইবে"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সকলের বড় বলিয়া অর্ঘ কাহাকে দিব?"

ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সকলের চেয়ে বড়। তাঁহার সমান মান্য লোক এখানে আর কেহই উপস্থিত নাই।"

তারপর ভীষ্মের কথায় সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ আনিয়া দিলেন। কিন্তু চেদীর রাজা শিশুপালের ইহা কিছুতেই সহ্য হইল না। তিনি যুধিষ্ঠিরকেই বা কত বকিলেন, ভীষ্মেরই বা কত নিন্দা করিলেন, আর কৃষ্ণকেই বা কত অপমানের কথা বলিলেন। তারপর আর আর

রাজাদিগকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেও ছাড়িলেন না।

রাজাদের মধ্যে অনেকে শিশুপালের সঙ্গে যুটিয়া যজ্ঞ ভাঙ্গিবার আর কৃষ্ণকে মারিবার জন্য পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, ইঁহারা শিশুপালকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিলেন না, তাহাতে সহদেব রাগিয়া বলিলেন যে, "যে কৃষ্ণের সম্মান সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহার মাথায় পা তুলিয়া দিই।"

এইরূপে তর্ক আরম্ভ হইয়া ক্রমে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের উপর শিশুপালের অনেক দিন হইতেই রাগ ছিল, আর তিনি নানা রকমে তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কৃষ্ণ এত দিন তাহা সহ্য করিয়া থাকিবার কারণ এই যে, তিনি শিশুপালের মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "আপনার পুত্রের একশত অপরাধ ক্ষমা করিব।"

শিশুপালের এক শত অপরাধ ইহার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর তাঁহাকে ক্ষমা করিবার কোন কারণ নাই।

শিশুপাল ভয়ানক অপমানের কথা বলিয়া কৃষ্ণকে গালি দিতে দিতে শেষে বলিলেন, "আইস! আজ তোমাকে আর পাণ্ডবদিগকে যমের বাড়ী পাঠাইতেছি।"

তখন কৃষ্ণ সভার সকলকে বলিলেন, "আমি অনেক সহিয়াছি; কিন্তু এতগুলি রাজার সম্মুখে এমন অপমান আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না।"

তাহা শুনিয়া শিশুপাল হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে আরো বেশী অভদ্র ভাবে কৃষ্ণকে গালি দিতে লাগিলেন।

এমন সময় চাকার মতন একটা অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল! কৃষ্ণ তাহাকে হাতে করিয়া লইলেন। ইহা

কৃষ্ণের সেই সুদর্শন চক্র নামক অস্ত্র ; কৃষ্ণ তাহাকে মনে মনে ডাকাতে অমনি ছুটিয়া আসিয়াছে। আজ আর শিশুপালের রক্ষা নাই।

চক্র হাতে লইয়া কৃষ্ণ সকলকে বলিলেন, "এই দুষ্টের এক শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, আর ক্ষমা করিব না। এই দেখুন, ইহাকে বধ করিলাম "

একথা বলিবামাত্রই চক্র ছুটিয়া গিয়া শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিল। সভার সকল লোক পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল ; কাহারও মুখে কথাটি নাই।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইল। তারপর রাজারা দেশে চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গিয়াছেন, দুর্য্যোধন আর শকুনি তখনও যান নাই, তাঁহারা সভা দেখিতেছেন। এমন সভা দুর্য্যোধন আর কখনও দেখেন নাই। যত দেখেন, ততই তাঁহার ধাঁধা লাগিয়া যায়। ইহারই মধ্যে কয়েকবার তিনি স্ফটিকের মেঝেকে জল মনে করিয়া কাপড় গুটাইয়াছেন ; আবার জলকে স্ফটিক ভাবাতে, কাপড় চোপড় শুদ্ধ তাহাতে ডুব খাইয়া সকলকে হাসাইতেও বাকি থাকে নাই। যুধিষ্ঠিরের কথায় চাকরেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অন্য কাপড় আনিয়া দিয়াছে।

স্ফটিকের দেওয়াল, তাহাকে দুর্য্যোধন মনে করিলেন, বুঝি দরজা। তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইতে গিয়া মাথায় ঠকাস্ করিয়া এমনি লাগিল যে একেবারে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার গতিক! তারপর বেচারার আর ভাল করিয়া চলিতেই ভরসা হয় না, খালি 'কাণা মাছি ভোঁ ভোঁ'র মতন হওয়ায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পা বাড়াইতেছেন। এমনি করিয়া শেষে একবার একেবারে বাহিরে গিয়া ধপাস্! তারপর দরজা দেখিলেই আগে থাকিতে থমকিয়া দাড়ান!

এমন করিয়া নাকাল হইলে কাহার না রাগ হয়! অথচ সে রাগ

দেখাইবার যো নাই, কারণ তাহাতে লোকে আরো হাসিবে। কাজেই দুর্য্যোধন জিব ঠোঁট কামড়াইয়া রাগ হজম করিয়া কোন মতে সেখান হইতে বিদায় হইলেন। এদিকে কিন্তু হিংসায় তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন। পথে শকুনি তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছেন, তিনি কিছু-রই উত্তর দেন নাই। শেষে শকুনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইয়াছে, দুর্য্যোধন? কথা কহিতেছ না যে?"

দুর্য্যোধন বলিলেল, "মামা! কথা কহিব কোন লজ্জায়? আমার কি আর বাঁচিয়া লাভ আছে? যে শত্রুকে মারিতে এত চেষ্টা করিলাম, তাহারই কিনা শেষে এত বাড়াবাড়ি!"

শকুনি বলিলেন, "সে কি কথা দুর্য্যোধন? উহারা নিজের গুণে বড় হইয়াছে, তাহাতে তোমার দুঃখ কেন? ইচ্ছা করিলে তুমিও ত ঐরূপ করিতে পার।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "মামা! যুদ্ধ করিয়া উহাদের সভা আর আর রাজ্য কাড়িয়া লই।

শকুনি বলিলেন, "কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহাদিগকে দেবতারাও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন না। তুমি কি করিয়া করিবে? ইহাদিগকে জব্দ করিবার অন্য উপায় আছে।

দুর্য্যোধন বলিলেন, "কি উপায়, মামা?"

শকুনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার বড় সখ, অথচ তিনি ভাল খেলিতে জানেন না। আবার, পাশা খেলায় ডাকিলে তাঁহার 'না' বলিবারও যো থাকিবে না। একটি বার আনিয়া তাঁহাকে খেলিতে বসাইতে পারিলে, আমি ফাঁকি দিয়া তাঁহার রাজ্য পাট সব জিতিয়া লইতে পারি। আমার মত পাশা পৃথিবীতে কেহ খেলিতে জানে না। আগে তুমি তোমার বাবাকে বলিয়া খেলার অনুমতি লও, তারপর আমি সব ঠিক করিয়া দিব।"

দুর্য্যোধন বলিলেন,—"আমার বাবাকে বলিতে সাহস হয় না আপনি বলুন।"

শকুনি বাড়ী আসিয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে, "দুর্য্যোধন ত বড়ই রোগা হইয়া যাইতেছে! আপনি যে খবর নেন না?"

একথা শুনিবা মাত্রই ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "আহা! বাছার আমার ত তবে বড়ই অসুখ হইয়াছে! কি অসুখ তোমার বাবা?"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "বাবা! আমার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে! আপনার চেয়ে পাণ্ডবেরা বড় হইয়া গেল, একথা ভাবিলে কি আর আমি ভাল থাকিতে পারি? উহাদের বাড়ীতে রোজ দশহাজার লোক সোণার থালায় পোলাও খায়। উহাদের মত এত ধন ইন্দ্রেরও নাই, যমেরও নাই, বরুণেরও নাই, কুবেরেরও নাই। কাজেই আমার যার পর নাই ভয়ানক অসুখ হইয়াছে।"

তখন শকুনি বলিলেন, "আমি পাশা খেলিয়া উহাদের সব ধন জিতিয়া দিতে পারি। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে বা পাশায় ডাকিলে তাহার 'না' বলিবার যো থাকে না। যুধিষ্ঠিরকে আমরা পাশায় ডাকিলে তাহার আসিতেই হইবে। অথচ সে খেলিতে জানে না, কাজেই আমি ফাঁকি দিয়া তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিব।"

একথায় ধৃতরাষ্ট্র সহজে রাজি হন নাই। তাঁহার নিজেরও এ কাজটা ভাল লাগিল না, তারপর বিদুরকে ডাকিলে, তিনিও বার বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের পীড়াপীড়িতে ধৃতরাষ্ট্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আর, তাঁহার নিজের মনেও পাণ্ডবদের প্রতি যথেষ্ট হিংসা ছিল। কাজেই তিনি শেষে বলিলেন,

"হাজার থাম আর একশত দুয়ারওয়ালা একটা খুব জমকাল সভা প্রস্তুত করাও।"

সভা অল্পদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন,

"বিদুর! শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।"

বিদুর বলিলেন, "মহারাজ! ইহা ত ভাল কথা হইল না। পাশা খেলা বড় অন্যায়। উহাতে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "কি হইবে? আমরা ত থাকিব! তুমি শীঘ্র যাও।"

বিদুর আর কি করেন? তিনি কাজেই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

"ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে পাশা খেলিতে ডাকিয়াছেন, তুমি চল।"

একথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কাকা! পাশা খেলা কি ভাল? আপনি কি অনুমতি করেন?"

বিদুর বলিলেন, "আমি অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি আমাকে পাঠাইলেন। এখন তোমার যাহা ভাল মনে হয়, কর।"

যুধিষ্ঠির অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমাকে যখন পাশা খেলিতে ডাকিয়াছে, তখন আর না গিয়া উপায় নাই। কিন্তু উহারা বড় ধূর্ত্ত; খেলিবার সময় ফাঁকি দেয়। না যাইবার উপায় থাকিলে আমি কখনই যাইতাম না।"

পরদিন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের সঙ্গে হস্তিনায় আসিলেন। ইহার পরের দিন পাশা খেলা হইবে।

এই খেলা পণ অর্থাৎ বাজি রাখিয়া হয়। অর্থাৎ খেলিবার পূর্ব্বে এমন একটা কথা থাকে যে 'আমি হারিলে তোমাকে এই এই জিনিষ দিব, আর তুমি হারিলে আমাকে এই জিনিষ দিবে।'

পরদিন সকালে খেলা আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা দেখিবার জন্য সভায় লোকের বড়ই ভিড় হইয়াছে। অনেক রাজা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সাধারণ লোক সেখানে উপস্থিত। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই সভার মাঝখানে বসিয়াছেন, তাঁহাদের সামনেই শকুনিকে সর্দ্দার করিয়া দুর্য্যোধনের দল। শকুনি বলিলেন,

"যুধিষ্ঠির, সকলে বসিয়া আছেন, খেলা আরম্ভ কর।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমরা সরলভাবে খেলা করিও, ফাঁকি দিও না যেন।"

শকুনি বলিলেন, "যাঁহার বেশী বুদ্ধি, সেই ফাঁকি দেয়। ইহাতে দোষের কথা কি হইল? তোমার যদি ভয় থাকে, তবে না হয় খেলিও না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ডাকিয়াছ যখন, তখন খেলিতেই হইবে। কাহার সহিত খেলিব, বল।"

এ কথায় দুর্য্যোধন বলিলেন, "পণের জিনিষ সব আমি দিব, কিন্তু আমার হইয়া মামা খেলিবেন।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এক জনের হইয়া আর এক জনের খেলা অন্যায়। যাহা হউক, খেলা আরম্ভ কর।"

খেলা আরম্ভ হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র সভায় আসিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিও দুঃখিত ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "আমার এই গলার হার পণ রাখিলাম, তুমি কি রাখিলে?"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমারও ধন রত্ন অনেক আছে। এখন তুমি বাজি জিতিলেই হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতেই অমনি শকুনি পাশা ফেলিয়া বলিলেন, "এই দেখ, জিতিলাম।" সকলে দেখিল, বাস্তবিকই শকুনির জিত।

ইহাতে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আইস, আবার খেলিতেছি। এবারে একলক্ষ আট হাজার সোণার কুম্ভ, আর ভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্ন পণ রহিল।"

বলিতে বলিতেই শকুনি "এই জিতিলাম" বলিয়া সমস্ত ধন রত্ন জিতিয়া লইলেন। তাঁহার ফাঁকি কেহ ধরিতে পারিল না।

হায় হায়! পাশায় কি সর্ব্বনাশ হইল! যুধিষ্ঠির যত হারেন, ততই তাঁহার জেদ চড়িয়া যায়, আর ততই তিনি বলেন, "আরো খেলিব!" ধূর্ত্ত শকুনির জুয়াচুরি কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই। পণ রাখিবামাত্রই তিনি "এই জিতিলাম" বলিয়া পাশা ফেলেন, আর যুধিষ্ঠির হারিয়া যান।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার দাসী গেল, চাকর গেল, হাতী গেল, ঘোড়া গেল, রথ গেল, সৈন্য গেল,—সব গেল।

সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! মরিবার সময় রোগী ঔষধ খাইতে চাহে না, আমার কথাও হয় ত আপনার ভাল লাগিবে না। দুর্য্যোধন যে মারা যাইবার যোগাড় করিতেছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? পাণ্ডবেরা একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে ছেলে পিলে চাকর বাকর শুদ্ধ যমের বাড়ী যাইতে হইবে। এই বেলা দুর্য্যোধনকে সাজা দিয়া পাণ্ডবদিগকে তুষ্ট করুন। একে ত পাশা খেলায় এত দোষ, তাহাতে শকুনি এমন জুয়াচোর; উহাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলুন।"

এই কথায় দুর্য্যোধন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বিদুরকে গালি দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বিদুর বলিলেন, "তোমাদের ভালর জন্যই দুটা কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি তাহা তোমার পছন্দ হয় নাই। কাজ কি বাপু! তোমার যাহা খুসী তাহাই কর। তোমাকে নমস্কার!"

কাজেই আবার খেলা চলিল। যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতন

বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আর ধার্ম্মিক এই পৃথিবীতে ছিল না, সেই যুধিষ্ঠির পাশার ধাঁধায় পড়িয়া শেষে অবোধ মাতালের মত কাজ করিতে লাগিলেন।

ধন গেলে গাই বাছুর; তারপর লোকজন, তারপর রাজ্য। এইরূপে সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফকির হইয়াও চৈতন্য নাই। শেষে একটি একটি করিয়া ভাইদিগকে হারিতে লাগিলেন।

কি দুর্দ্দশা! শেষে শকুনিই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পাশা খেলিতে গিয়া লোকে এমন পাগলামী করিতে পারে, এ কথা ত স্বপ্নেও জানিতাম না।"

কিন্তু ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের দুর্গতির শেষ হয় নাই। ভাইদিগকে হারিয়া শেষে নিজেকে পর্য্যন্ত পণ রাখিলেন। তথাপি তাঁহার জেদ থামে না!

ভাবিতেও দুঃখ আর লজ্জা হয়;—যখন আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন ধর্ম্ম, দয়া, ভদ্রতা, সকল ভুলিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন,

"এবার দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।"

একথা শুনিবা মাত্র সভার লোক 'ছি! ছি!' করিয়া উঠিল; রাজাগণের চোখে জল আসিল; লাজে দুঃখে আর অপমানে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপের শরীর ঘামিয়া গেল; বিদুর হেট মুখে বসিয়া সাপের মতন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ভাল লোকদের মনে এইরূপ কষ্ট, আর নির্লজ্জ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে অস্থির হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

"জয় হইল নাকি? জয় হইল নাকি?"

ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ ব্যবহার। কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি তখন কিরূপ আনন্দ করিতেছিলেন তাহা ইহাতেই বুঝিতে পার।

যখন ধূর্ত্ত শকুনি পাশা ফেলিয়া দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত জিতিয়া লইলেন, তখন দুর্য্যোধন বিদুরকে বলিলেন,

"শীঘ্র দ্রৌপদীকে লইয়া আইস। হতভাগী আমাদের চাকরাণীদের সঙ্গে গিয়া ঘর ঝাঁট দি'ক।"

বিদুর বলিলেন, "মূর্খ! তোমার যে মরিবার গতিক হইয়াছে, একথা না বুঝিতে পারিয়াই তুমি এরূপ বলিতেছ। এমন কথা নিতান্ত নীচ লোক ছাড়া আর কেহ বলে না।"

তখন দুর্য্যোধন বিদুরকে গালি দিয়া একটা দরোয়ানকে বলিলেন, "তুই দ্রৌপদীকে লইয়া আয়! তোর কোন ভয় নাই।"

দরোয়ান দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, "যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় আপনাকে দুর্য্যোধনের নিকট হারিয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ধৃতরাষ্ট্রের ঘর ঝাঁট দিতে হইবে।"

একথা শুনিয়া দ্রৌপদী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুই এ কি পাগলের মত কথা কহিতেছিস্! রাজারা কি স্ত্রীকে পণ রাখিয়া খেলা করে? যুধিষ্ঠিরের কি আর জিনিষ ছিল না?"

দরোয়ান বলিল, "যুধিষ্ঠির আগে ধন দৌলত, তারপর ভাইদিগকে, তারপর নিজেকে হারিয়া, শেষে আপনাকে হারিয়াছেন।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "তুই সভায় গিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি আগে নিজেকে, কি আমাকে হারিয়াছেন।"

দরোয়ান আবার সভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল, "দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনি কাহাকে আগে পাশায় হারিয়াছেন? আপনার নিজেকে, না দ্রৌপদীকে?"

যুধিষ্ঠির চুপ করিয়া রহিলেন, এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন দুর্য্যোধন বলিলেন,

"দ্রৌপদীর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করুক।"

দরোয়ান নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আবার দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল

"মা! এবারে দেখিতেছি কৌরবদের সর্ব্বনাশ হইবে। দুষ্ট দুর্য্যোধন আপনাকে সভায় ডাকিতেছে।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "বাছা, ভগবানই সব করেন। যাহাতে ধর্ম্ম হয় আমি তাহাই করিব। তুমি আর একটিবার সভায় গিয়া ধার্ম্মিক গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমার কি করা উচিত? তাঁহারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।"

দরোয়ান সভায় আসিয়া দ্রৌপদীর কথা বলিলে, সকলে মাথা হেট করিয়া রহিলেন। দুর্য্যোধনের ভয়ে কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সেই দুষ্ট আবার বলিলেন,

"তুই দ্রৌপদীকে এখানে লইয়া আয়।"

দরোয়ান দুর্য্যোধনের চাকর, তথাপি সে তাঁহার কথায় কান না দিয়া আবার সকলকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আমি দ্রৌপদীকে কি বলিব?"

ইহাতে দুর্য্যোধন বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"এ বেটা দেখিতেছি বড়ই ভীতু! দুঃশাসন, তুমি গিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া আইস।"

বলিবা মাত্র সেই দুষ্ট দুই চোখ লাল করিয়া দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল,

"আমরা তোমাকে জিতিয়া লইয়াছি। চল! সভায় চল!"

দুঃশাসনের ভাব গতিক দেখিয়া দ্রৌপদী ভয়ে তাড়াতাড়ী গান্ধারী প্রভৃতির নিকট আশ্রয় লইতে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দুরাত্মা তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে সভায় লইয়া চলিল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কত মিনতি করিয়া বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি আমাকে এমন করিয়া সভায় লইয়া যাইও না!" কিন্তু হায়! সে দুষ্টের মনে কিছুতেই দয়া হইল না। সে

দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল, "তোকে জিতিয়া লইয়াছি! এখন ত তুই আমাদের দাসী! চল্!" এই বলিয়া দুরাত্মা আরো নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

হায় হায়! তখন কেহই সেই দুরাত্মার মাথা কাটিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিল না! দ্রৌপদী "হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন!" বলিয়া যত কাঁদিলেন, সকলই বৃথা হইল।

এইরূপে দুঃশাসন তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করিলেও কেহই তাহাকে নিষেধ করিলেন না। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম, আমার স্বামী তাহার মতনই কাজ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ কি? কিন্তু এই দুরাত্মা আমাকে অপমান করিতেছে দেখিয়াও যখন সভার সকলে চুপ করিয়া আছেন, তখন বুঝিলাম যে কুরুবংশের লোকেরা ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে,—ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ইঁহাদের আর কিছুমাত্র তেজ নাই!"

দ্রৌপদীর দুঃখ দেখিয়া পাণ্ডবেরা রাগে কাঁপিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখে কথা নাই। এদিকে সেই পাষণ্ড দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে প্রায় অজ্ঞানের মত করিয়া 'দাসী! দাসী!' বলিয়া হাসিতেছে। তাহা দেখিয়া কর্ণ আর শকুনি বলিতেছেন 'বেশ! বেশ!'

ভীষ্ম দ্রৌপদীকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ রাখিয়া খেলিতে পারেন কি না, একথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক, কখনও অধর্ম্মের কাজ করেন নাই। তিনি নিজেই শকুনির সহিত খেলিতে আসিয়াছেন, আর তোমার অপমান দেখিয়াও চুপ করিয়া আছেন। কাজেই আমি বুঝিতেছি না, কি বলিব।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "উঁহাকে দুষ্টেরা ডাকিয়া আনিল, তথাপি কি করিয়া বলিতেছেন যে উনি নিজেই খেলিতে আসিয়াছেন? আর

তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া হারাইয়াছে। আপনাদের অনেকেরই পুত্র আর পুত্রবধূ আছেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আমার কথার বিচার করুন।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া দুঃশাসন তাঁহাকে আরো অপমান করিতে লাগিল!

তখন ভীম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন "দেখ যুধিষ্ঠির! তোমার দোষেই দ্রৌপদীর এত অপমান হইল। যে হাতে তুমি পাশা খেলিয়াছ, তাহা আজ পোড়াইয়া ফেলিব! সহদেব! শীঘ্র আগুন আন!"

তখন অর্জ্জুন ভীমকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কর কি দাদা! চুপ চুপ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাখিতে গিয়াই উনি এরূপ করিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না? ধর্ম্মের দিকে চাও।"

ভীম বলিলেন, "ধর্ম্ম রাখিতে গিয়াছিলেন বলিয়াইত এতক্ষণ উঁহার হাত পোড়াই নাই।"

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ বলিলেন, "আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন? দ্রৌপদীর কথার বিচার করুন। আমার ত বোধ হয় যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে ওরূপ করিয়া পণ রাখার কোন ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তিনি হারিলেও দ্রৌপদীর তাহা মানিয়া চলার কথা নহে।"

এ কথায় সভার লোক চীৎকার করিয়া বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল।

কিন্তু কর্ণ বিকর্ণকে অনেক বকিয়া, দুঃশাসনকে বলিলেন, "দুঃশাসন, তুমি ইহাদের সকলের গায়ের কাপড় কাড়িয়া লও।"

একথা বলিবামাত্র পাণ্ডবেরা নিজ নিজ চাদর কয়খানি ছাড়িয়া দিলেন। দ্রৌপদীর গায়ের কাপড় দুঃশাসন নিজেই কাড়িয়া লইতে গিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেবতার কৃপায় সে সময় তাঁহার

গায় এতই কাপড় হইল যে, দুঃশাসন প্রাণপণে টানিয়াও তাহা শেষ করিতে পারে না। সে যত টানে, ততই লাল, নীল, হল্‌দে, সোণালী, নানা রঙ্গের হইয়া কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।

এদিকে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সভায় ঘোরতর কলরব উপস্থিত হইয়াছে। রাজাগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে করিতে দুঃশাসনকে গালি দিতেছেন, আর ভীম রাগে অস্থির হইয়া কাঁপিতেছেন। তারপর সভার সকলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলে শোন! আমি যুদ্ধের সময় এই দুরাত্মা দুঃশাসনের বুক চিরিয়া তাহার রক্ত খাইব, তবে ছাড়িব। যদি না খাই, তবে যেন আমার স্বর্গ লাভ না হয়।"

এমন সময় বিদুর দু হাত তুলিয়া সকলকে থামাইয়া বলিলেন, "দ্রৌপদী এমন করিয়া কাঁদিতেছেন, তবুও আপনারা কথা কহিতেছেন না, এ কাজটা কি ভাল হইল? শীঘ্র ইঁহার বিচার করুন।"

এ কথা শুনিয়াও সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন কর্ণের কথায় আবার দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা দ্রৌপদীকে কত অপমান, আর পাণ্ডবদিগকে কত প্রকার বিদ্রূপ করিল, তাহা বলিয়া আর তোমাদিগকে কষ্ট দিব না। যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব সমস্তই চুপ করিয়া সহ্য করিলেন। কিন্তু ভীম রাগী লোক, তিনি তাহা সহিতে পারিবেন কেন? যখন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করিয়াও দুর্য্যোধনের মন উঠিল না, তিনি হাসিতে হাসিতে আবার দ্রৌপদীকে পা দেখাইলেন—আবার তাহা দেখিয়া কর্ণ হাসিতে লাগিলেন,—তখন ভীম আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভয়ঙ্কর শব্দে সভা কাঁপাইয়া বলিলেন,

"আমি যদি গদা দিয়া এই দুষ্টের উরু না ভাঙ্গি, তবে যেন আমার স্বর্গে যাওয়া না হয়!"

এতক্ষণে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই সকল ঘটনার ফল বড়ই ভয়ঙ্কর হইবে। তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রাণের ভয়ে আর নিন্দার ভয়ে দুর্য্যোধনকে খুব গালি দিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন,

"মা! তুমি আমার বধূদিগের মধ্যে সকলের বড়। বল, তুমি কি চাহ।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ, বল।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "ভীম, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেবকে তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র শুদ্ধ ছাড়িয়া দিন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইবে। তুমি আর কি চাহ, বল।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাহি না। ইঁহারা মুক্তি পাইলেই আমার সব পাওয়া হইল।"

তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! এখন আমাদিগকে কি করিতে অনুমতি করেন?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক। তুমি তোমার সমস্ত ধন আর রাজ্য লইয়া গিয়া সুখে রাজত্ব কর।"

এইরূপে যুধিষ্ঠির সেখান হইতে বিদায় হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন, কর্ণ, আর শকুনির ইহা সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা বলিলেন, "এত কষ্ট করিয়া যাহা জিতিলাম, এত সহজেই তাহা লইয়া যাইবে? এ কখনই হইতে পারে না।"

দুষ্ট লোকে না করিতে পারে, এমন কাজই নাই। তিন দুষ্ট একত্র হইয়া দেখিতে দেখিতে আবার ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইয়া ফেলিলেন।

স্থির হইল, আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশায় ডাকিতে হইবে। এবারের পণ বনবাস। অর্থাৎ যে হারিবে, সে হরিণের ছাল পরিয়া তের বৎসর বনবাস করিবে। এই তের বৎসরের শেষ বৎসর অজ্ঞাত বাস, অর্থাৎ এমন ভাবে লুকাইয়া থাকিতে হইবে, যেন কেহ তাহার সন্ধান না পায়। সন্ধান পাইলে আবার বার বৎসর বনবাস। বনবাসের পরে অবশ্য আবার আসিয়া রাজ্য পাইবার কথা রহিল। কিন্তু দুর্য্যোধন স্থির করিয়া রাখিলেন যে, একবার পাণ্ডবদিগকে তাড়াইতে পারিলে আর তাঁহাদিগকে রাজ্যে ঢুকিতে দিবেন না।

ডাকিলেই যখন না আসিয়া উপায় নাই, তখন সহজেই বুঝিতে পারি যে যুধিষ্ঠিরকে আবার আসিয়া খেলিতে হইল, আর সেই ধূর্ত্ত পাষণ্ড শকুনির ফাঁকিতে হারিয়া তের বৎসরের জন্য বনেও যাইতে হইল। যাইবার সময় দুরাত্মারা সকলে মিলিয়া পাণ্ডবদিগকে বিদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। পাণ্ডবেরা চলিতেছেন, আর দুর্য্যোধন নানারূপ ভঙ্গী করিয়া তাহার নকল করিতেছেন।

তাহা দেখিয়া ভীম বলিলেন, "মুর্খ! তোমার বিদ্রূপে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। আমি আবার বলিতেছি, যুদ্ধের সময় তোমাকে বধ করিব, আর দুঃশাসনের বুক ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইব।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি কর্ণকে মারিব। হিমালয়ও যদি নড়িয়া যায়, সূর্য্যও যদি নিভিয়া যায়, তথাপি আমার একথা মিথ্যা হইবে না।"

সহদেব শকুনিকে বলিলেন, "দুষ্ট! তুই নিশ্চয় জানিস, আমি তোকে বধ করিব।"

যুধিষ্ঠির সকলের নিকট, এমন কি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিকটেও বিনয়ের সহিত বিদায় চাহিয়া বলিলেন, "আবার আসিয়া আপনাদের সহিত দেখা করিব।" লজ্জায় কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না! কিন্তু মনে মনে সকলেই তাঁহাকে অনেক আশীর্ব্বাদ

করিলেন। বিদুর বলিলেন, "কুন্তী বনে গেলে বড় ক্লেশ পাইবেন, তাঁহাকে আমার নিকটে রাখিয়া যাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের পিতা নাই, আপনিই আমাদের পিতার মতন। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হউক। আমাদিগকে আর কি উপদেশ দেন?"

বিদুর বলিলেন, "তোমাদের মতন ধার্ম্মিক লোককে আর বেশী উপদেশ কি দিব? আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের ভাল হউক।"

কুন্তীর নিকট বিদায় হইবার সময় সকলেরই নিতান্ত কষ্ট হইয়াছিল, বিশেষতঃ কুন্তীর। তিনি কি দুঃখ করিয়া যে কাঁদিয়াছিলেন তাহা মনে করিলেও চোখের জল আসে।

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় হইয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত বনবাসে যাত্রা করিলেন।

দুষ্ট দুঃশাসনের টানে দ্রৌপদীর মাথার বেণী খুলিয়া গিয়াছিল, সে বেণী আর তিনি বাঁধেন নাই;—প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই সকল দুরাত্মার উচিত শাস্তি হওয়া পর্য্যন্ত তাহা আর বাঁধিবেন না।

পাণ্ডবেরা চলিয়া গিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর প্রভৃতিকে লইয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন; এমন সময় হঠাৎ নারদ অন্যান্য অনেক মুনির সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

আজ হইতে তের বৎসর পরে, চতুর্দ্দশ বৎসরে, দুর্য্যোধনের দোষে, ভীমার্জ্জুনের হাতে কৌরবদের সকলের মৃত্যু হইবে।"

এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, আর ধৃতরাষ্ট্র বসিয়া বসিয়া নিজের দুর্ব্বুদ্ধির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

বনপর্ব্ব



ণ্ডবেরা সকলের নিকট বিদায় হইয়া, অস্ত্র হাতে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন চাকর এবং তাহাদের স্ত্রীগণও গাড়ী চড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। অনেক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন প্রভৃতির উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই দুরাত্মাদিগের রাজ্যে বাস করা উচিত নহে, আমরাও পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যাইব।"

এই সকল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দও হইল, কষ্টও হইল। নিজদের এইরূপ অবস্থা, কি খাইবেন তাহার ঠিক নাই, তাহার মধ্যে রোজ এতগুলি ব্রাহ্মণের আহার যোগান ত সহজ কথা নহে; তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন,

"আপনারা আমাদিগকে এত স্নেহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু বনের ভিতরে আপনাদিগকে কি দিয়া খাওয়াইব, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইতেছি। আমাদের সঙ্গে আসিলে আপনাদের ক্লেশ হইবে, আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান।"

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহারাজ, আমরা আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের আহারের জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই, আমরা নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে বলিলেন, "ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার শক্তি আমার নাই, অথচ ইঁহাদিগকে ছাড়িতেও পারিতেছি না। এখন উপায় কি, বলুন।"

ধৌম্য বলিলেন, "মহারাজ, সূর্য্যের পূজা করুন; ইহার উপায় হইবে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সূর্য্যের পূজা আরম্ভ করিলে, সূর্য্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

"মহারাজ, আমি তোমার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া এই থালীখানা আনিয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদে, এবং এই থালীর গুণে বার বৎসর তোমার অন্নের চিন্তা থাকিবে না। প্রতিদিন, দ্রৌপদী যতক্ষণ না আহার করিবেন, ততক্ষণ এই থালীর নিকট ফল, ফুলুরি, মাংস, মিঠাই যত চাও ততই পাইবে। তের বৎসর পরে তোমার রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।" এই বলিয়া তিনি আকশে মিলাইয়া গেলেন।

এই আশ্চর্য্য থালা পাইয়া যুধিষ্ঠিরের আর কোন চিন্তা রহিল না। বার বৎসর পর্য্যন্ত, যতক্ষণ দ্রৌপদীর খাওয়া না হইত, ততক্ষণ উহা নানারূপ খাবার জিনিষে পরিপূর্ণ থাকিত। যত লোকই আসুক না কেন, উহা শেষ করিতে পারিত না। কিন্তু দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই সব ফুরাইয়া যাইত।

পাণ্ডবেরা প্রথমে যে বনে বাস করেন, তাহার নাম কাম্যক বন। সেইখানে একদিন বিদুর আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বিদুরকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইয়াছিল, বুঝি আবার পাশা খেলিবার ডাক আসে। কিন্তু বিদুর সেজন্য আসেন নাই।

পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বলাতে, ধৃতরাষ্ট্র রাগিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। খালি পাণ্ডবদের হইয়া কথা বল, তোমার মন বড় কুটিল।" তাই বিদুর পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে কাম্যক বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এদিকে বিদুর চলিয়া আসাতেই ধৃতরাষ্ট্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বিদুরকে তিনি ভাল বাসিতেন। তাহা ছাড়া বিদুরের মতন একজন বুদ্ধিমান লোক পাণ্ডবদের দলে গেলে তাঁহাদের বল খুবই বাড়িয়া যাইবে, এ কথা মনে করিয়া তাঁহার যথেষ্ট হিংসাও হইল। সুতরাং তিনি সঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "সঞ্জয়! শীঘ্র বিদুরকে ফিরাইয়া আন, নহিলে আমি বাঁচিব না।"

কাজেই আবার বিদুরকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন, "ঐ দেখ আপদ আবার আসিয়াছে। বন্ধু সকল! শীঘ্র একটা কিছু কর, নহিলে এ কখন বাবাকে দিয়া পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনে তাহার ঠিক কি!"

কিন্তু কর্ণের এ কথা পছন্দ হইল না। তাঁহার ইচ্ছা, পাণ্ডবদিগকে এখনই গিয়া মারিয়া আইসেন। কারণ, এখন তাঁহাদের দুঃখের অবস্থা, সাহায্য করিবার লোক নাই, আর মনের কষ্টে নিজেদেরও তেজ কমিয়া গিয়াছে,—এই বেলা ইঁহাদিগকে মারিবার বেশ সুবিধা।

এ কথায় সকলেই যার পর নাই উৎসাহের সহিত রথ সাজাইয়া পাণ্ডবদিগকে মারিতে চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে হঠাৎ ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন।

এ দিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কিরূপে দিন যাইতেছে, তাহা বলি শুন। এ বনটা বড় ভয়ানক স্থান। রাক্ষসের ভয়ে মুনি ঋষিরা সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়াই

দেখিলেন, ভয়ানক একটা রাক্ষস হাঁ করিয়া তাঁহাদের পথ আগলাইয়া গর্জ্জন করিতেছে। দ্রৌপদী ত তাহাকে দেখিয়াই চক্ষু বুঝিয়া প্রায় অজ্ঞান।

যুধিষ্ঠির রাক্ষসটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমার কি কাজ করিতে হইবে বল।"

রাক্ষস বলিল, "আর্‌র্‌রে মুহি কিড়্‌মিঢ়্‌ঢ়্ রে! মোর নাম কিড়্‌মিঢ়্‌ঢ়্ আছে!—বগ্‌গের ভাই। তোহরা কে বটেক্? তোদ্ধের্‌র্‌কে মুহি মজ্জাসে খাবো!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কীর্ম্মির! আমরা পাণ্ডুর পুত্র। আমাদের নাম যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব।" ভীমের নাম শুনিয়াই রাক্ষস বলিল, হঁ—অ—অঃ? ব্‌ভীম্? কোন বেট্টা ব্‌ভীম্ রে? ওহার্‌র্‌কেই তো মুহি আগ্‌গেমে খাবো। বেটা মোর ভাইটাকে মারিলেক্।"

ভীমের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোন কথাই নাই। তিনি ইহার পূর্ব্বেই একটা গাছ লইয়া প্রস্তুত আছেন। তারপর যুদ্ধটাও খুব জমাট রকমই হইল, তাহার কথা আর বাড়াইয়া বলিবার দরকার দেখি না। এ রাক্ষসটা খুব জোয়ান, হাত দিয়া, দাঁত দিয়া, নখ দিয়া, পাথর ছুঁড়িয়া, সে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল। শেষে ভীম তাহার হাত পা মোচড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বন্ বন্ শব্দে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে, সে চ্যাচাইতে চ্যাচাইতে অজ্ঞান হইয়া গেল। তারপর তাহার গলায় ভীমের হাতের দুই টিপ পড়িতেই কর্ম্ম শেষ।

পাণ্ডবদের বনবাসের কথা শুনিয়া সকলে কিরূপ দুঃখিত হইলেন, তাহা কি বলিব। কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যদুবংশের আর পাঞ্চাল দেশের আত্মীয়েরা এবং আরো অনেকে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া অনেক দুঃখ করিলেন, আর ধৃতরাষ্ট্রের লোকদিগকে গালিও দিলেন। উঁহারা

সকলেই বলিলেন যে, "এই দুষ্টদিগকে মারিয়া আমরা আবার যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।"

মুনি ঋষিরা সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসিতেন। সাধারণ লোকেরাও দলে দলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বনেই থাকিয়া যাইত!

কাম্যক বনেই যে তাঁহারা আগাগোড়া ছিলেন, তাহা নহে। কখনও কাম্যক বনে, কখনও দ্বৈতবনে, কখনও বা নানান্ তীর্থে, এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা সময় কাটাইতেন। এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে ফল মূল মিলান কঠিন হয়, শিকারও ফুরাইয়া যায়; কাজেই ঘুরিয়া বেড়াইবার বিশেষ দরকার ছিল।

বনে থাকায় খুবই কষ্ট তাহাতে সন্দেহ কি? আর শত্রুদিগকে সাজা দিবার ইচ্ছাও সকলেরই হয়। সুতরাং দ্রৌপদী যে পাণ্ডবদিগের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইবেন, আর শত্রুদিগকে তাড়াইয়া নিজের রাজ্য লইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে বারবার পীড়াপীড়ি করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। এ সকল সময়ে ভীম সর্ব্বদাই দ্রৌপদীর কথায় সায় দিতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে ব্যস্ত না হইয়া, মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, উহারা অন্যায় কাজ করিয়াছে বলিয়া পাণ্ডবদিগেরও তাহা করা উচিত নহে। ক্ষমা করাই যথার্থ ধর্ম্ম; রাগের বশ হইয়া কাজ করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

তাহা ছাড়া, যুধিষ্ঠির বেশ জানিতেন যে, দুর্য্যোধনের পক্ষে কর্ণ প্রভৃতি বড় বড় যে সকল বীর আছেন, তাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই হারাইয়া দেওয়া যায় না; ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন চাই। তাই তিনি ভীমকে বলিতেন,

"ভাই! কর্ণ যে কত বড় যোদ্ধা, এ কথা ভাবিয়া আমার ঘুম হয় না।"

এ কথার উত্তর দেওয়া ভীমের পক্ষেও সহজ ছিল না, তাই তিনি মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

এই সময়ে ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগকে দেখিতে আসেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

"তোমাকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি। এই বিদ্যা তুমি অর্জ্জুনকে শিখাইবে। ইহার গুণে মহাদেব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতিকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া বড় বড় অস্ত্র লাভ করিতে অর্জ্জুনের কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।"

এই বিদ্যা পাইয়া পাণ্ডবদের মনে খুব আশা হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহা শিখিয়া লইয়া, অর্জ্জুন তপস্যায় বাহির হইতে আর বিলম্ব করিলেন না। কবচ বর্ম্ম আর গোসাপের চামড়ার আঙ্গুল-পোষ পরিয়া, গাণ্ডীব আর অক্ষয় তূণ লইয়া যাত্রা করিবার সময় সকলে তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে,

"তুমি যাহা চাও, নিশ্চয় তাহা শীঘ্রই পাইবে।"

অর্জ্জুন অল্প সময়ের মধ্যেই হিমালয় আর গন্ধমাদন পর্ব্বত পার হইয়া ইন্দ্রকীল নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় কোথা হইতে এক ছিপ্‌ছিপে তপস্বী আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"কেহে তুমি, ধনুর্ব্বাণ লইয়া এখানে আসিয়াছ? এখানে ধনুর্ব্বাণ দিয়া কি করিবে? উহা ফেলিয়া দাও!"

অর্জ্জুন ইহাতে ধনুক বাণ ফেলিলেন না দেখিয়া তপস্বী সন্তোষের সহিত বলিলেন,

"বাছা! বর লও। আমি ইন্দ্র।"

অর্জ্জুন যোড়হাতে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে সেইরূপ বর দিন্।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আগে শিবকে সন্তুষ্ট কর, তারপর অস্ত্র পাইবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এ দিকে অর্জ্জুন হিমালয়ের নিকটে আসিয়া শিবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন ক্রমাগত চারিমাস অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রথম মাসে তিন দিন অন্তর আহার করিতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয় দিন অন্তর, তৃতীয় মাসে পোনের দিন অন্তর। চতুর্থ মাসে কেবল বাতাস ভিন্ন আর কিছুই খাইলেন না; পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মাত্র ভর করিয়া, হাত তুলিয়া, সারাটি মাস দাঁড়াইয়া, কেবলই তপস্যা করিলেন।

এ দিকে সেখানকার মুনি ঋষিগণের মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত! অর্জ্জুন এমনই ভয়ানক তপস্যা করিতেছেন যে, তাহার তেজে ইহারই মধ্যে চারিদিক ধোঁয়ার মত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই তাঁহারা সকলে ব্যস্ত হইয়া শিবের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে প্রভো! আমরা অর্জ্জুনের তপস্যার তেজ সহিতে পারিতেছি না। ইঁহাকে শীঘ্র থামাইয়া দিন।"

মহাদেব বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি আজই অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতেছি।" এ কথায় মুনিরা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে শিব এক কিরাত, অর্থাৎ, ব্যাধের বেশ ধরিয়া অর্জ্জুনের তপস্যার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শিব হইয়াছেন ব্যাধ, দুর্গা হইয়াছেন তাহার স্ত্রী। ভূতগুলিও নানান্ সাজ ধরিয়া সঙ্গে চলিয়াছে।

ইহার মধ্যে আবার একটা দানব শূয়র সাজিয়া অর্জ্জুনকে মারিবার জন্য ক্ষেপিয়াছে; অর্জ্জুনও গাণ্ডীবে বাণ যুড়িয়া তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত। এমন সময় সেই ব্যাধের বেশে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,

"আরে থামো, ঠাকুর! আমি আগে নিশানা করিয়াছি (ধনুক উঠাইয়াছি)।"

সামান্য ব্যাধের কথা অর্জ্জুনের গ্রাহ্যই হইল না। তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া শূয়রের উপর তীর ছুঁড়িলেন। ব্যাধও ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এক তীর ছুঁড়িল। এখন এই কথা লইয়া দুজনে ভয়ানক তর্ক উপস্থিত।

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমার শীকারে তুমি কেন তীর ছুঁড়িতে গেলে? দাঁড়াও, তোমাকে সাজা দিতেছি।"

ব্যাধ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি আগে নিশানা করিয়াছিলাম, আমার তীরেই শূয়র মরিয়াছে। তুমি দেখিতেছি বড় বেয়াদব! দাঁড়াও, তোমাকে সাজা দিতেছি।"

এ কথায় অর্জ্জুন ত ভয়ানক রাগিয়া ব্যাধের উপরে বাণ মারিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কিরাত বাণ খাইয়া খালি হাসে, আর বলে, "আরো মার্! দেখি তোর কত অস্ত্র আছে!"

অর্জ্জুনের যত বড় বড় বাণ, ভয়ানক ভয়ানক অস্ত্র ছিল, তিনি তাহার কোনটাই ছুঁড়িতে বাকি রাখিলেন না। ব্যাধ বাণ খায়, আর কেবলই হাসে। অর্জ্জুনের এমন যে অক্ষয় তূণ, ক্রমে তাহাও খালি হইয়া গেল। কিরাত তাহার সকল বাণ গিলিয়া খাইয়া তখনও হাসিতেছে! বাণ ফুরাইলে অর্জ্জুন গাণ্ডীব দিয়াই কিরাতকে মারিতে গেলেন, সে সর্ব্বনেশে মানুষ তাহাও কাড়িয়া লইল! তারপর খড়্গ লইয়া দু হাতে কিরাতের মাথায় মারিলেন,—খড়্গ দুখান হইয়া গেল! সকল অস্ত্র শেষ হইলে গাছ পাথর ছুঁড়িতে লাগিলেন, তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শেষে ভয়ানক রাগের ভরে কিরাতকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে, সে তাঁহাকে ধরিয়া এমনি চাপিয়া দিল যে, তাহাতে তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।



জ্ঞান হইলে অর্জ্জুন মাটির শিব গড়িয়া, ফুলের মালা দিয়া তাহার পূজা করিতে বসিলেন। সেই ফুলের মালা অর্জ্জুনের গড়া শিবে না পড়িয়া, একেবারে সেই কিরাতের মাথায় গিয়া উপস্থিত! তাহা দেখিয়া অর্জ্জুনও তাড়াতাড়ি তাহার পায় গিয়া পড়িলেন। কারণ, তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, 'এ ব্যাধ নয়, স্বয়ং শিব।' অর্জ্জুন বলিলেন, "প্রভো না জানিয়া যুদ্ধ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করুন।"

মহাদেব বলিলেন, "অর্জ্জুন! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই লও, তোমার গাণ্ডীব। তোমার তূণও আবার অক্ষয় হইল। তুমি যথার্থ বীর পুরুষ, এখন বর লও।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "দয়া করিয়া আমাকে আপনার পাশুপত নামক অস্ত্র দান করুন।"

তখন মহাদেব তাঁহাকে সেই অস্ত্র দিয়া, তাহা ছাড়িবার এবং থামাইবার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন! সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রের তেজে তখন ভূমিকম্প আর বজ্রপাতের মত শব্দ হইয়াছিল।

অর্জ্জুনকে অস্ত্র দিয়া মহাদেব চলিয়া গেলে পর, বরুণ, কুবের, যম, আর ইন্দ্রও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ অস্ত্র দিলেন। যমের দণ্ড, বরুণের পাশ, প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্র। এ সকল অস্ত্র ত অর্জ্জুন পাইলেনই। তারপর স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের নিকটে কত আদর, কত মান্য, কত শিক্ষা পাইলেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইন্দ্রের নিকট যে সকল আশ্চর্য্য অস্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা অর্জ্জুন নিবাত কবচ নামক দৈত্যদিগকে বধ করেন; তাহাতে দেবতাদের অনেক উপকার হয়। ইহা ছাড়া চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের নিকট শিক্ষা করিয়া, তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন; আর ইহাতে তাঁহার কত

উপকার হইয়াছিল, তাহা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। এইরূপে স্বর্গে তাঁহার পাঁচ বৎসর পরম সুখে কাটিয়া যায়।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত দুঃখিত ভাবে দিন কাটাইতেছেন। অর্জ্জুন কত দিনে ফিরিবেন, তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন, কিছুই তাঁহাদের জানা নাই, সুতরাং দুঃখ হইবারই কথা। মাঝে মাঝে কোন ধার্ম্মিক মুনি ঋষি আসিলে, তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তায় কয়েক দিন তাঁহাদের মন একটু ভাল থাকে। একবার বৃহদশ্ব মুনি আসিয়া তাঁহাদের নিকট কিছুদিন রহিলেন। ইনি আশ্চর্য্য রকম পাশা খেলা জানিতেন। এই সুযোগে তাঁহার নিকট খুব ভাল করিয়া সেই খেলা শিখিয়া লওয়ায়, যুধিষ্ঠিরের অনেক উপকার হইল।

ইহার কিছুদিন পরে লোমশ মুনি স্বর্গ হইতে অর্জ্জুনের সংবাদ লইয়া কাম্যক বনে আসেন। তাঁহার নিকটে সকল কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের সম্বন্ধে পাণ্ডবদের ভয় দূর হইল।

লোমশ বলিলেন যে অর্জ্জুন পাণ্ডবদিগকে নানারূপ তীর্থ দেখিয়া বেড়াইতে বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা লোমশ মুনির সঙ্গেই তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতবর্ষের প্রায় কোন তীর্থই তাঁহারা দেখিতে বাকি রাখিলেন না। প্রভাস নামক তীর্থে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সেই সময়ে যদুবংশের সকলে পাণ্ডবদিগের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত শীঘ্র পারেন, তাঁহারা কৌরবদিগকে মারিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজা করিবেন। তাঁহারা তখনই যুদ্ধ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কৃষ্ণ অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। কারণ, পাণ্ডবেরা নিজের কথা মত বনবাস শেষ না করিয়া কিছুতেই রাজ্য লইতে সম্মত হইতেন না।

এইরূপে তীর্থ দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সকল স্থান অতি ভয়ানক। একে ত পর্ব্বতের উপর দিয়া চলাই খুব কঠিন, তাহাতে আবাব যক্ষ রাক্ষসেরা ক্রমাগত সেখানে পাহারা দেয়। সুতরাং ভয়ের কথাই বটে। এই সময়ে ভীম সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? চলিতে না পারিলে আমি পিঠে করিয়া লইব।"

পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্ব্বতে উঠিবা মাত্র ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইল। ঘোরতর গর্জ্জনে হাওয়া চলিয়াছে, পাথর ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক অন্ধকার, প্রাণ থাকে কি যায়। ভীম অনেক কষ্টে দ্রৌপদীকে লইয়া একটা গাছ ধরিয়া রহিলেন। অন্যেরাও কেহ গাছ ধরিয়া, কেহ উই ঢিপি আঁকড়াইয়া, কেহ বা গুহার ভিতরে, এইরূপ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। ইহার পরে দেখা গেল যে, কষ্টে আর পরিশ্রমে দ্রৌপদী একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছেন। দ্রৌপদীর এইরূপ অবস্থা, আর তাহাতে অন্য সকলকেও নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া ভীম মনে মনে ঘটোৎকচকে ডাকিলেন। ডাকিবা মাত্র ঘটোৎকচ আসিয়া বলিল,

"বাবা! কেন ডাকিয়াছ? কি করিতে হইবে?"

ভীম বলিলেন, "বাছা! দ্রৌপদী চলিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে বহিয়া লইয়া চল।"

ঘটোৎকচ তখনই দ্রৌপদীকে কাঁধে করিয়া লইল। তাহার সঙ্গে আরো অনেক রাক্ষস আসিয়াছিল, তাহারা পাণ্ডবদিগকে আর সঙ্গের অন্য সকলকে লইয়া চলিল। ঘটোৎকচ আর তাহার রাক্ষসগণের সাহায্য না পাইলে ইঁহাদের খুবই কষ্ট হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহারা তাঁহাদিগকে অনেক কঠিন স্থান পার করিয়া বদরী নামক তীর্থে পৌঁছাইয়া দিল। এই স্থানের নিকট হইতেই

অর্জ্জুন স্বর্গে গিয়াছিলেন, আর এইখানেই তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। সুতরাং পাণ্ডবেরা এইখানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন কোথা হইতে এক আশ্চর্য্য পদ্ম ফুল আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট পড়িল। সে ফুলের এমনি চমৎকার গন্ধ যে, তাহা নাকে ঢুকিবামাত্র প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দ্রৌপদী ফুলটি পাইয়া ভীমকে বলিলেন,

"কি চমৎকার ফুল! আমাকে এইরূপ আরো অনেকগুলি ফুল আনিয়া দিতে হইবে। আমি কাম্যক বনে লইয়া যাইব।"

এ কথায় ভীম আহ্লাদের সহিত তখনই ফুল আনিতে চলিলেন। ফুলটি ঈশান কোণ (অর্থাৎ উত্তর পূর্ব্ব কোণ) হইতে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়াছিল, সুতরাং ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ দিকে গেলে আরো ফুল পাওয়া যাইবে। সেই দিকে অনেক দূর গিয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরে উপস্থিত হইলেন। সেই সরোবরে স্নান করিয়া তিনি আবার ফুলের খোঁজে চলিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে মস্ত একটা বানর তাঁহার পথের উপরে শুইয়া আছে।

বানরটাকে তাড়াইবার জন্য ভীম সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বানর তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করিল না। সে খালি একটু মিটি মিটি চাহিয়া বলিল,

"আহা! অমন চ্যাঁচাইও না; একটু ঘুমাইতে দাও! আমার অসুখ করিয়াছে।"

ভীম বলিলেন, "আমি পাণ্ডুর পুত্র। লোকে আমাকে পবনের পুত্রও বলে। আমার নাম ভীম। তুমি কে?"

বানর একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বানর!"

ভীম বলিলেন, "পথ ছাড়! নহিলে সাজা পাইবে।"

বানর বলিল, "বড় অসুখ করিয়াছে ; উঠিতে পারি না! আমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যাও।"

ভীম বলিলেন, "সকল প্রাণীর শরীরেই ভগবান্ আছেন; তোমাকে ডিঙ্গাইলে তাঁহার অমান্য করা হইবে। আমি তাহা পারিব না।"

বানর বলিল, "বুড়া হইয়াছি, উঠিতে পারি না। আমার লেজটা সরাইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যাও।"

ভীম মনে মনে বলিলেন, "বটে! আচ্ছা দাঁড়াও এই লেজ ধরিয়া তোমাকে ধোপার কাপড় কাছা দেখাইতেছি!"

এই মনে করিয়া তিনি বাঁ হাতে বানরের লেজ ধরিলেন,—কিন্তু তাহা নাড়িতে পারিলেন না! তারপর দু হাতে ধরিয়া টানিলেন,—তবুও নাড়িতে পারিলেন না! প্রাণপণ করিয়া টানিলেন,—তাঁহার চোখ বাহির হইয়া আসিবার গতিক হইল, ভ্রূ আর কপাল ভয়ানক কোঁচকাইয়া গেল, মুখ কালো হইয়া উঠিল, গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—তবুও লেজ নড়িল না। তখন তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যোড় হাতে বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে?"

বানর বলিল, "আমি পবনের পুত্র। আমার নাম হনুমান্।"

তখন ভীম তাড়াতাড়ি হনুমানের পায়ের ধূলা লইতে পারিলে বাঁচেন। হনুমান বড় ভাই, ভীম ছোট ভাই, কাজেই দুজনে দুজনকে দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। ভীম বলিলেন, "দাদা, শুনিয়াছি সমুদ্র পার হইবার সময় আপনার বড় ভয়ঙ্কর চেহারা হইয়াছিল। সেই চেহারাটি আমি একবার দেখিতে চাই।"

হনুমান বলিলেন, "ভাই, ও চেহারা দেখিয়া কাজ নাই; তুমি ভয় পাইবে।"

কিন্তু ভীম ছাড়িবেন কেন? তাঁহার যে বীর বলিয়া বেশ একটু

অহঙ্কার আছে! কাজেই শেষটা হনুমানকে সেই চেহারা দেখাইতে হইল।

কি ভয়ঙ্কর বিশাল চেহারা! কোথায় বা তাহার মাথা, কোথায় বা তাহার লেজ। সে শরীর বন ছাড়াইয়া, পর্ব্বত ছাড়াইয়া, আকাশ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। জ্বলন্ত সোনার মত তাহার তেজে ভীমের চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া হনুমান্ বলিলেন,

"আর কাজ নাই, তাহা হইলে ভয় পাইবে।"

ভীম বলিলেন, "সত্যি দাদা! আমি আর তাকাইতে পারিতেছি না। এখন ওটাকে গুটাইয়া লউন।"

তখন হনুমান্ তাঁহার শরীর ছোট করিয়া, ভীমের সহিত কোলাকুলি করিলেন। তারপর বলিলেন,

"ভাই! এখন ঘরে যাও। দরকার হইলে আমাকে ডাকিও; অমনি উপস্থিত হইব। তুমি যখন যুদ্ধের ভিতরে সিংহনাদ করিবে, তখন আমি তাহা বাড়াইয়া দিব; আর অর্জ্জুনের রথের চূড়ায় বসিয়া এমনি চীৎকার করিব যে, তাহাতেই শত্রু আধমরা হইয়া যাইবে।"

হনুমান্ ভীমকে এই কথা বলিয়া, আর তাঁহাকে পদ্ম ফুলের সন্ধান বলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্ব্বতের উপরে কুবেরের সরোবরে এই ফুল ফোটে। ফুলগুলি সোনার, তাহার বোঁটা বৈদূর্য্য মণির; আর তাহার গন্ধের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কুবেরের চাকর শত শত রাক্ষস সরোবরে পাহারা দেয়। ইহারা ভীমকে নিষেধ করিয়া বলিল,

"হারে, ই কিমন্ লোক বটেক? কুবেরুর্ মহারাজ্জ্কু বলিলেক্ নি, পুছ্ছিলেক্ নি, আউ ফুল লেবেকে চলিলেক্!"

ভীম বলিলেন, "কোথায় তোদের কুবের মহারাজ, যে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? আমার নাম ভীম, পাণ্ডুর পুত্র। আমরা

ক্ষত্রিয়, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করি না। পাহাড়ের উপরে ফুল ফুটিয়াছে, তাহা তোদের কুবেরের যেমন, আমারও তেমনি; জিজ্ঞাসা আবার কাহাকে করিব!

এই বলিয়া ভীম জলে নামিলেন। আর রাক্ষসেরাও অমনি "ধর্! মার্! কাট্! বাঁধ! খা!" বলিতে বলিতে তোমর পট্টিশ হাতে দাঁত কড়মড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ভীমের গদা যে কেমন জিনিষ, তাহা তাহারা জানিত না! সেই গদা ঘুরাইয়া ভীম যখন নিমেষের মধ্যে একশটা রাক্ষসের মাথা ফাটাইয়া ফেলিলেন, তখন আরগুলি অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে দে ছুট! একেবারে কুবেরের কাছে না গিয়া আর তাহারা থামিল না। কুবের তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,

"আমি জানি, ভীম দ্রৌপদীর জন্য ফুল নিতে আসিয়াছেন। উহার যত ইচ্ছা ফুল লইয়া যাইতে দাও।"

সুতরাং রাক্ষসেরা আর ভীমকে বাধা দিল না, তিনি অনেক ফুল লইলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা ভীমের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘটোৎকচের সাহায্যে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুবেরের কথায় কিছু দিন তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে হইল। তারপর সেখান হইতে বিদায় হইয়া আবার বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহারা অর্জ্জুনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভীম আর একটা রাক্ষস মারেন। এটার নাম জটাসুর। হতভাগা এমনি চমৎকার ব্রাহ্মণ সাজিয়া আসিয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা তাহাকে রাক্ষস বলিয়া চিনিতেই পারেন নাই। তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আদরের সহিত সঙ্গে রাখিয়াছেন, আর ইহার মধ্যে দুষ্ট কোন্ সুযোগে একদিন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব আর

দ্রৌপদীকে লইয়া ছুট দিয়াছে! তাহার সাজাটাও ভীমের হাতে সে তেমনি করিয়া পাইল।

তারপর ক্রমে অর্জ্জুনের ফিরিবার সময় কাছে আসিলে, পাণ্ডবেরা আবার গন্ধমাদন পর্ব্বতে যান। ইহার কিছু দিন পরেই ইন্দ্রের রথে চড়িয়া অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুনকে পাইয়া পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর মনে কিরূপ সুখ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পার।

ইহার পরে আবার পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় অবশ্য পথে অনেক ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। কেবল, ভীম একটা সাপের মুখে পড়িয়া কিরূপ নাকাল হইয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে একটু শুনাইব।

ফিরিবার সময় বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া কিছুদিন পরে পাণ্ডবেরা সুবাহু নামক এক কিরাত রাজার দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে যামুন নামক একটা পর্ব্বত আছে, তাহার কাছে বনের ভিতরে নানারকম শিকার মিলে। ভীম খুবই উৎসাহের সহিত শিকার করিয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে একদিন এক ভয়ঙ্কর সাপ তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছে। ধরিবামাত্রই ভীমের বল সাহস সব কোথায় যেন চলিয়া গেল; তিনি কিছুতেই সাপের বাঁধন এড়াতেই পারিলেন না।

সাপটা আবার মানুষের মত কথা কয়। পাণ্ডবদেরই বংশে বহুকাল পূর্ব্বে নহুষ নামে এক রাজা ছিলেন। সাপ বলিল যে সে সেই নহুষ, অগস্ত্য মুনির শাপে এরূপ হইয়াছে। ভীমের পরিচয় পাইয়া সে বলিল, "দেখিতেছি, তুমি আমারই বংশের লোক। কিন্তু তথাপি তোমাকে না খাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

ভীমের বড় ভাগ্য যে, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমের দশা দেখিয়া ত তিনি একেবারে অবাক্! তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্ম সাপকে অনেক মিনতি করিলেন, কিন্তু সে তাহাতে রাজি হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইলে তুমি ভীমকে ছাড়িতে পার?

সাপ বলিল "আমার কথার উত্তর দিতে পার ত ইহাকে ছাড়িয়া দিই, কেন না তাহা হইলে আমার শাপ দূর হইবে।"

যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিন্তু সে সর্ব্বনেশে সাপ আবার এমনি ভয়ানক পণ্ডিত যে, ব্রহ্মাণ্ডের যত উৎকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সে যুধিষ্ঠিরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল! যাহা হউক, সে তাঁহাকে ঠকাইতে পারিল না! শেষে খুসী হইয়া বলিল,

"তোমার বিদ্যা দেখিয়া আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার ভাইকে খাইব না।"

বাস্তবিক যুধিষ্ঠির না আসিলে সে দিন সাপের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় ভীমের প্রাণ যাইত।

পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে গিয়া একটি সুন্দর সরোবরের ধারে এক কুঁড়ে ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কি এক ঘটনা হইল, শুন। দুষ্ট লোকেরা সাধুদিগকে কেবল ক্লেশ দিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, ক্লেশটা কেমন হইতেছে, তাহা আবার দেখিতে চাহে। পাণ্ডবেরা নিতান্ত কষ্টে বনবাস করিতেছেন, একথা দুর্য্যোধন প্রভৃতিরা যতই শোনেন, ততই তাঁহাদের খালি দুঃখ হয়, "আহা! উহারা কেমন কষ্ট পাইতেছে, তাহার তামাসাটা একবার দেখিতে পাইলাম না; আর আমাদের জাঁক জমকটাও উহাদিগকে দেখাইতে পারিলাম না!" যতই তাঁহারা একথা ভাবেন, ততই তাঁহাদের মনে হয়

যে, একাজটা না করিলেই চলিতেছে না। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র যে সহজে তাঁহাদিগকে দ্বৈত বনে যাইতে দিবেন, সে বিষয়ে খুব সন্দেহ।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে তাঁহারা ইহার এক উপায় স্থির করিলেন। দ্বৈত বনে দুর্য্যোধনের প্রজা অনেক গোয়ালা বাস করে, রাজার গরু বাছুর রাখার ভার তাহাদের উপরে। এ সকল গরুর খবর নেওয়া রাজার একটা কাজ, সুতরাং এই কাজের ছল করিয়া দুর্য্যোধন দ্বৈত বনে যাইতে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রের অমত হইবে না।

এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বলিলেন যে, "ওখানে গিয়া কাজ নাই। ওখানে পাণ্ডবেরা আছেন; কি জানি, যদি কোন কথায় তাঁহাদের সহিত ঝগড়া হয়।

একথায় শকুনি বলিলেন, "রাম রাম! আমরা কি তাঁহাদের কাছে যাইব? আমরা গরু দেখিয়া আর দূরে দূরে একটু শিকার করিয়াই চলিয়া আসিব, উঁহাদের সঙ্গে আমাদের দেখাই হইবে না।"

কাজেই ধৃতরাষ্ট্র শেষটা রাজি হইলেন। হুকুম পাওয়া মাত্র হাতী ঘোড়া, লোক জন, সৈন্য সামন্ত সাজিয়া প্রস্তুত। এক লক্ষ গরু দেখিতে হইবে, তাহার জন্য দশ লক্ষ লোক পৃথিবী কাঁপাইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিল। রাজপুত্রেরা নিজে গিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, আবার পরিবারদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

গরু দেখার কাজ দেখিতে দেখিতেই শেষ হইয়া গেল; শিকারেও খুব বেশী সময় লাগিল না। তারপর ক্রমে তাঁহারা সেই সরোবরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যাহার ধারে পাণ্ডবদিগের আশ্রম। সে সময়ে সেই সরোবরে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের মেয়েদের স্নানের সুবিধার জন্য সরোবরটিকে বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল।

গন্ধর্ব্বের দরোয়ানেরা দুর্য্যোধনের লোকদিগকে সরোবরে যাইতে নিষেধ করে। দুর্য্যোধন আবার তাহা শুনিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে তাড়াইয়া দিবার হুকুম দেন। এইরূপে ক্রমে দুই দলে গালাগালি হইয়া শেষে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কৌরবদের সাহস খুব ছিল, আর কর্ণ দুর্য্যোধন ইঁহারা যোদ্ধাও কম ছিলেন না; কাজেই প্রথমে তাঁহারা গন্ধর্ব্বের লোকদিগকে বেশ একটু জব্দই করিয়া তোলেন। কিন্তু তারপর যখন চিত্রসেন নিজে অসংখ্য গন্ধর্ব্ব লইয়া রাগের ভরে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন কৌরবদের আর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। সৈন্যেরা ত প্রাণপণে তাহাদের মা বাপের নাম লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলই; এমন যে কর্ণ, তিনি পর্য্যন্ত শেষে আর দুর্য্যোধনের দিকে না চাহিয়াই তাহাদের পিছু পিছু পলায়ন করিলেন।

আর দুর্য্যোধন? সে লজ্জার কথা আর কি বলিব? গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে আর তাঁহার ভাইদিগকে তাঁহাদের সমস্ত জাঁক জমক শুদ্ধ সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া চলিল!

এদিকে, যাহারা পলাইয়াছিল, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগের নিকট আসিয়া দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশার কথা জানাইল। তাহাদের কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন,

"বাঃ! আমরা অনেক কষ্টে যাহা করিতাম, গন্ধর্ব্বেরাই আজ আমাদের সে কাজ করিয়া দিল। যেমন দুষ্ট, তাহাদের তেমনি সাজা হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির তখন একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন। ভীমের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ছি, ভীম! এমন সময়ে কি এরূপ কথা বলিতে আছে? উহাদের অপমান হইলে ত আমাদেরই বংশের অপমান। তাহা ছাড়া উহারা এখন আমাদের আশ্রয় চাহিতেছে। তুমি, অর্জ্জুন, নকুল আর

সহদেব শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া আন। আমি যজ্ঞে ব্যস্ত আছি, নহিলে আমি নিজে যাইতাম।” কাজেই তখন অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব ছুটিয়া চলিলেন।

তাঁহারা প্রথমে মিষ্ট কথায় গন্ধর্ব্বদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। গন্ধর্ব্বেরা তাহা না শুনাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আর অর্জ্জুনের সহিত খানিক যুদ্ধ করিয়াই তাহাদের দুর্দ্দশারও একশেষ হইল! এখন বেচারাদের আর টিকিবারও সাধ্য নাই, পালাইবারও পথ নাই! মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিয়াও স্থির হইবার যো নাই!

ইহা দেখিয়া তাহাদের রাজা রাগের সহিত বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের কাছে তাঁহারও জব্দ হইতে বেশী সময় লাগিল না। খানিক বাদেই তিনি আর টিকিতে না পারিয়া বলিলেন,

“অর্জ্জুন! আমি যে তোমার বন্ধু চিত্রসেন!”

অর্জ্জুন তখন দেখিলেন, সত্যই ত! এ যে চিত্রসেন,—সেই স্বর্গে যাঁহার নিকট গান বাজনা শিখিয়াছিলেন! তখন তাড়াতাড়ি যুদ্ধ ছাড়িয়া দুই বন্ধুতে কোলাকুলি।

তারপর অর্জ্জুন বলিলেন, “একি, বন্ধু! কৌরবদিগকে কেন বাঁধিয়া আনিলে?”

চিত্রসেন বলিলেন, “হতভাগারা তোমাদিগকে অপমান করিতে আসিয়াছিল, তাই ইন্দ্রের কথায় ইহাদিগকে বাঁধিয়া নিয়া যাইতেছি।”

অর্জ্জুন বলিলেন, “তাহা হইবে না! দুর্য্যোধন আমাদের ভাই; যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত ইচ্ছা, ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।”

চিত্রসেন বলিলেন, “এমন দুষ্টকে কখনই ছাড়া উচিত নহে। চল, আমরা গিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলি; তারপর তিনি যাহা বলেন, তাহাই হইবে।

যুধিষ্ঠির যে উঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বোধ হয় আর না

বলিলেও চলে। তাঁহাদের দুষ্ট বুদ্ধির কথা শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন, "ভাই, আর কখনও এমন সাহস করিও না। এখন সুখে বাড়ী চলিয়া যাও।"

হায় রে মহারাজ দুর্য্যোধন! যে পাণ্ডবদিগকে জব্দ করিবার জন্য এত জাঁক জমকের সহিত আসিয়াছিলেন, এখন সেই পাণ্ডবদের কৃপায় প্রাণ লইয়া তিনি চোরের মতন ঘরে ফিরিতেছেন। আর ঘরে ফিরিবেনই বা কোন্ মুখে? তাহার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই বরং তাঁহার ভাল বোধ হইল। সঙ্গের লোকদিগকে তিনি বলিলেন, "আমার আর বাঁচিয়া কাজ কি? তোমরা ঘরে যাও, দুঃশাসন রাজা হউক;— আমি এই খানেই পড়িয়া মরিব।"

দুঃশাসন তাঁহার পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কর্ণ আর শকুনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "সে কি দুর্য্যোধন, তোমার কিসের লজ্জা? পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যে বাস করে, কাজেই তাহারা তোমার প্রজা,—সুতরাং আপদ বিপদে তোমাকে রক্ষা করা ত তাহাদের কাজই হইল! ইহাতে তাহাদেরই বা বাহাদুরী কি, আর তোমারই বা লজ্জার কথা কি?"

তবুও সহজে দুর্য্যোধন শান্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে বুঝাইতে দুটি দিন লাগিয়াছিল।

দুষ্ট লোকের সাজা হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার শিক্ষা হয় না। দুর্য্যোধন কোথায় ইহার পর হইতে পাণ্ডবদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করিবেন, না তাঁহার হিংসা আরো বাড়িয়া চলিল।

ইহার মধ্যে এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি দশ হাজার শিষ্য সমেত হস্তিনায় আসিলেন। এমন বিষম বদরাগী সর্ব্বনেশে মানুষ এই পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। কথায় কথায় তিনি যাহাকে তাহাকে শাপ দিয়া বসেন! রাত দুপুর হউক না কেন, 'খাইব' বলিতেই

খাবার আনিয়া উপস্থিত করিতে না পারিলে নিশ্চয় শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন। আবার তাড়াতাড়ি আনিতে পারিলে হয়ত বলিবেন 'খাইব না'। সঙ্গে সঙ্গে দুটা গালি দেওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

দুর্য্যোধন প্রাণপণে এই দুর্ব্বাসা মুনির সেবা করিয়া তাঁহাকে যার পর নাই খুসী করিয়া ফেলিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি চাহ?"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করিয়া একটি বার দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইবার পরে, আপনার এই দশহাজার শিষ্য লইয়া, পাণ্ডবদিগের আশ্রমে আহার করিতে যান, তবেই আমার ঢের হয়, আমি আর কিছু চাহি না।"

দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি অবশ্য যাইব।"

এই বলিয়া দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলেন; আর দুর্য্যোধনও এই মনে করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন যে, 'দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইলে আর পাণ্ডবেরা দুর্ব্বাসাকে খাইতে দিতে পারিবে না, আর দুর্ব্বাসাও তাহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।'

ইহার পর এক দিন সত্য সত্যই দুর্ব্বাসা গিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, থালায় আর খাবার নাই। সে যাত্রা কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদের বড়ই বিপদ হইত। একজনেরও ভাত নাই, অথচ দশ হাজার শিষ্য লইয়া মুনি উপস্থিত; এখন উপায়? যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে স্নান আহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন; আর দ্রৌপদী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায় হায়! স্নান করিয়া আসিলে ইঁহাদিগকে কি খাওয়াইব?"

উপায় না দেখিয়া দ্রৌপদী মনে মনে কৃষ্ণকে ডাকিলেন। কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি দেবতা; কাজেই দ্রৌপদীর দুঃখের কথা

জানিতে পারিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ আসিয়াই বলিলেন "দ্রৌপদী, বড় ক্ষুধা হইয়াছে, কিছু খাইতে দাও।"

দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "থালায় ত কিছুই নাই, কি খাইতে দিব ?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "অবশ্য কিছু আছে, থালা খানি আন ত।"

কাজেই দ্রৌপদী থালা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহার এক-পাশে তখনও এক কণা শাক ভাত লাগিয়াছিল। কৃষ্ণ সেই এক বিন্দু শাক ভাত মুখে দিয়া বলিলেন, "ইহাতেই বিশ্বাত্মা তুষ্ট হউন।" তারপর ভীমকে বলিলেন, "মুনিদিগকে ডাক।"

এ সকল কথা বলিতে যত সময় লাগিল, কাজেও তাহার চেয়ে বড় বেশী লাগে নাই। মুনিরা ততক্ষণে সবে স্নান শেষ করিয়াছেন। এদিকে কিন্তু তাঁহাদের পেট ভরিয়া গিয়াছে! সকলে আশ্চর্য্য হইয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। পেটে আর একটি হজমি গুলিরও স্থান নাই। যুধিষ্ঠির হয় ত কত পরিশ্রম করিয়া আহারের আয়োজন করিয়াছেন, এখন তাঁহার নিকট গিয়া কি করিয়া মুখ দেখাইবেন ? ভাবিয়া চিন্তিয়া দুর্ব্বাসা বলিলেন, "এ যাত্রা আমরা বড়ই বেল্লিক হইয়া গেলাম। এখন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতে অতিশয় লজ্জা বোধ হইতেছে, চল এখান, হইতেই পলায়ন করি।" কাজেই বিপদ কাটিয়া গেল।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন। সেখানে আর একটা ঘটনা হয়, তাহার কথা এখন বলিতেছি।

দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে যে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার নাম জয়দ্রথ। এই হতভাগা এক দিন অনেক সৈন্য আর বন্ধু বান্ধব লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমের নিকট দিয়া যাইতেছিল। পাণ্ডবেরা তখন শিকার করিতে গিয়াছেন, দ্রৌপদীর নিকট এক ধৌম্য ছাড়া

আর কেহই নাই। দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র জয়দ্রথ 'কেমন আছ ? সব ভাল ত ?' বলিয়া তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল।

একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে আসিলে তাহার আদর যত্ন না করিলে নয়। কাজেই দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বসিবার জায়গা আর পা ধুইবার জল দিয়া বলিলেন, "জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করুন, পাণ্ডবেরা শীঘ্রই আসিবেন।" কিন্তু জয়দ্রথ বসিবার জন্য আসে নাই। দুষ্ট ভাবিয়াছে, পাণ্ডবেরা আসিবার পূর্ব্বেই দ্রৌপদীকে লইয়া প্রাস্থান করিবে।

সে প্রথমে দ্রৌপদীকে অনেক মিনতি করিল, তার পর লোভ দেখাইল, শেষে ভয় দেখাইতেও ছাড়িল না। দ্রৌপদী রাগে, ভয়ে, ঘৃণায়, তাহাকে গালি দিতে দিতে ধৌম্যকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরাত্মা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্রৌপদীকে টানিয়া লইয়া চলিল। দ্রৌপদী তাঁহার গায় হাত দিতে বার বার নিষেধ করিলেন। তাহা শুনিল না দেখিয়া, ভয়ানক রাগের ভরে তাহাকে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়াও দিলেন। কিন্তু সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করা কি তাঁহার কাজ ? পাপিষ্ঠ ধৌম্যের সম্মুখেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিল।

ধৌম্য পুরুত মানুষ, তিনি আর কি করিবেন ? তিনি তাহাকে গালি দিতে দিতে রথের পিছু পিছু চলিলেন।

এদিকে পাণ্ডবদিগের আর শিকার ভাল লাগিতেছে না ; আর তাঁহাদের মনেও যেন কেমন একটা ভয় আসিয়াছে—যেন তাঁহাদের কোন বিপদ উপস্থিত। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, দাসী ধাত্রেয়িকা কাঁদিতেছে। দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে সকল কথাই জানাইল। পাঁচ ভাই তাহা শুনিয়া আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না।

কোথায় সে দুরাত্মা ? আজ তাহার মাথাটা না জানি কয় টুকরা হয়! ঐ দেখ পাঁচ ভাই গর্জ্জন করিতে করিতে রথ হাঁকাইয়া

চলিয়াছেন! কোথায় সে দুরাত্মা? ঐ ধূলা উড়িতেছে! ঐ পথে দুষ্ট পলায়ন করিয়াছে! ঐ শুন ধৌম্যের গলার শব্দ! মার্, মার্! কাট্, কাট্! হতভাগ্যদের একটারও বুঝি আজ মাথা থাকিবে না। ইহারই মধ্যে কত সৈন্য কাটা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। একটা ভয়ঙ্কর হাতী শুঁড় উঠাইয়া নকুলকে মারিতে চলিয়াছিল, নকুল খড়্গ দিয়া তাহার দাঁত শুদ্ধ শুঁড় কাটিয়া ফেলিয়াছেন। উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ!

কিন্তু সেই দুরাত্মা জয়দ্রথ কোথায়? ঐ দেখ, পাষণ্ড দ্রৌপদীকে ফেলিয়া পলাইতেছে! যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ধৌম্য আর নকুলকে রথে তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সেই দুরাত্মা পলাইয়া গেল নাকি? কোথায় যাইবে? ভীম আর অর্জ্জুন যাহার পিছু ছুটিয়াছেন, তাহার কি আর পলাইবার যো আছে? এখনই তাঁহারা পাপিষ্ঠের চুলের মুঠি ধরিবেন! আর তাহাকে কি আস্ত রাখিবেন?

যুধিষ্ঠিরও ভাবিতেছেন যে ভীমার্জ্জুনের হাতে পড়িলে আর হতভাগা আস্ত থাকিবে না। তাই তিনি বলিতেছেন, "উহাকে মারিও না যেন, তাহা হইলে দুঃশলার আর জ্যাঠাইমার বড়ই কষ্ট হইবে।"

কিন্তু সে দুরাত্মা গেল কোথায়? দুষ্ট বনের ভিতরে গিয়া লুকাইয়া ছিল। সেই খানে গিয়া ভীম তাহার চুলের মুঠি ধরিয়াছেন; আর, ঐ দেখ, সেই চুলের মুঠি ধরিয়াই তাহাকে কি আছড়ান আছড়াইতেছেন। আছাড় খাইয়া যাই উঠিল, অমনি দেখ তাহার মাথায় কি প্রচণ্ড লাথি! তারপর বুকে হাঁটু দিয়া, উঃ! কি ভয়ানক সাজা! হতভাগা কেমন চ্যাঁচাইতেছে শুনিয়াছ? তারপর আর চ্যাঁচানি নাই; এবারে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

অর্জ্জুন দেখিলেন যে জয়দ্রথ মারাই যায়, তাই তিনি ভীমকে তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করাইয়া দিলেন। তখন ভীম

তাহাকে আর মারিলেন না বটে, কিন্তু অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দিয়া তাহার মাথার খানিক মুড়াইয়া আর পাঁচ জায়গায় পাঁচটি ঝুঁটি রাখিয়া তাহাকে এমনি উৎকট সং সাজাইলেন যে, তাহা দেখিলে বুঝিতে! তারপর তাহাকে দুই ধমক দিয়া বলিলেন, "খবরদার! ভুলিস্ না যেন ;—সকলের কাছে বলিবি, তুই আমাদের গোলাম!"

জয়দ্রথ কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাতেই রাজি!

এই রকম অবস্থায় ত তাহাকে আনিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত করা হইল। তাহার চেহারা দেখিয়া কি আর কেহ হাসি থামাইয়া রাখিতে পারে? যুধিষ্ঠির অবধি হাসিয়া অস্থির! ভীম বলিলেন,

"মহারাজ, এই হতভাগা আমাদের গোলাম হইয়াছে! এখন ইহাকে ছাড়িব কি না, দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সাজাটা যে ভাল রকমই হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই। কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই মত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন,

"যাও, আর এমন কাজ করিও না।"

সেখান হইতে বিদায় হইয়া জয়দ্রথ শিবের তপস্যা আরম্ভ করিল। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যখন শিব বর দিতে আসিলেন, তখন সে বলিল, "আমি পাঁচ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব!"

শিব বলিলেন, "তুমি চারি জনকে পরাজয় করিবে, কিন্তু অর্জ্জুনকে পারিবে না। অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার শক্তি দেবতাদিগেরও নাই।" এই বলিয়া শিব চলিয়া গেলেন, জয়দ্রথও বাড়ী ফিরিল।

এই সময়ে আর একটা ঘটনা হইয়াছিল। কর্ণ কেমন বীর ছিলেন, তাহা শুনিয়াছ। কর্ণ কানে অতি আশ্চর্য্য কুণ্ডল আর শরীরে কবচ (বর্ম্ম) লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুণ্ডল আর কবচ শরীরে থাকিতে তাঁহাকে মারিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। অর্জ্জুনকে ইন্দ্র বিশেষ স্নেহ করিতেন, সুতরাং কর্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার বড়ই

বিপদ হইতে পারে, একথা ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ হইত। এই জন্য তিনি মনে করিলেন, "এই কুণ্ডল আর কবচ লইয়া আসিব।"

কর্ণ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্য্যের স্তব করিতেন। সে সময়ে তাঁহার কাছে যে যাহা চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই দিতেন, এমনি তাঁহার নিয়ম ছিল। ইন্দ্র এক দিন, ঠিক এইরূপ সময়ে, এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র যে কর্ণকে ফাঁকি দিয়া কুণ্ডল আর কবচ আনিতে যাইবেন, একথা সূর্য্যদেব পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া, কর্ণকে সাবধান করিয়া দেন, আর উহা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্ণ কখন নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না, কাজেই তিনি বলিলেন যে, "আমার যখন নিয়ম আছে, তখন না দিয়া পারিব না।"

এ কথায় সূর্য্য বলিলেন যে, "তাহাই যদি হয়, তবে কুণ্ডল আর কবচের বদলে ইন্দ্রের নিকট হইতে 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' নামক শক্তি চাহিয়া লইবে।"

কর্ণ প্রথমে ইন্দ্রকে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, আপনার কি চাই?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমার ঐ কুণ্ডল আর কবচ আমাকে দাও।"

কর্ণ কুণ্ডল আর কবচের বদলে কত কিছু দিতে চাহিলেন,—ধন রত্ন, গরু বাছুর, এমন কি রাজ্যের কথা পর্য্যন্ত বাকি রাখিলেন না—কিন্তু ব্রাহ্মণের কিছুতেই মন উঠে না। তিনি কেবলই বলেন, "আমার ঐ কুণ্ডল আর কবচ চাই।"

তখন কর্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ যে সে ব্রাহ্মণ নহে, স্বয়ং ইন্দ্র। কাজেই তিনি বলিলেন যে, "আমি যদি কুণ্ডল আর কবচ দেই, তাহা হইলে আমাকে আপনার 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি দিতে হইবে।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক! এই আমার 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি তোমাকে দিতেছি। কিন্তু ইহার একটা নিয়ম আছে। যেখানে আর কোন অস্ত্রেই কাজ হইবার নহে, এই অস্ত্র না ছুঁড়িলে নিশ্চয় মরিতে হইবে, কেবল এইরূপ স্থলেই এই অস্ত্র ছুঁড়িতে পার। যেখানে সেখানে ছুঁড়িয়া বসিলে উহা তোমারই গায় পড়িবে। এ অস্ত্রে এক জনের বেশী লোক মরে না। এই এক জন শত্রু যত বড় যোদ্ধাই হউক, তাহাকে মারিয়া আমার শক্তি আমার নিকট চলিয়া আসিবে।"

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি লইলেন, আর নিজের কুণ্ডল আর কবচ তাঁহাকে খুলিয়া দিলেন।

ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল আর কবচ লইয়া গিয়াছেন, একথা যখন দুর্য্যোধনের দলের লোকেরা জানিতে পারিল, তখন আর তাহাদের দুঃখের সীমা রহিল না। আর পাণ্ডবেরা যে এই সংবাদে যার পর নাই খুসী হইলেন, তাহা বুঝিতেই পার।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈতবনে চলিয়া আসেন। ইহার কিছু দিন পরে একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল।

কাঠে কাঠে ঘসিলে আগুন বাহির হয়। এই উপায়ে পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিরা অনেক সময় আগুন জ্বালিতেন। যাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ অগ্নির পূজা হইত, তাঁহাদের যখন তখন আগুন জ্বালিবার একটা ব্যবস্থা না রাখিলেই চলিত না। তাঁহাদের সকলেরই 'অরণী' নামক দুখানি কাঠ থাকিত। এই কাঠ দুখানি ঘষিয়া তাঁহারা আগুন জ্বালিতেন।

যাহা বলিতে যাইতেছিলাম। দ্বৈতবনের এক তপস্বী ব্রাহ্মণ একটা গাছে তাঁহার অরণী ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটা হরিণের গায় চুলকানী ধরাতে সে আসিয়া সেই গাছে গা ঘষিতে আরম্ভ করিল। ঘষিতে ঘষিতে ব্রাহ্মণের অরণী খানি কেমন

করিয়া তাহার শিঙে আটকাইয়া যায়; তাহাতে হরিণও ভয় পাইয়া সেই অরণী শুদ্ধ বেগে পলায়ন করে।

ইহাতে ব্রাহ্মণ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অরণী আনিয়া দিতে বলায়, তাঁহারা পাঁচ ভাই মিলিয়া সেই হরিণের পিছু পিছু তাড়া করিলেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে বা মারিতে পারিলেন না; লাভের মধ্যে কেবল সেই হতভাগা জানোয়ারের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইল। তখন তাঁহারা বিশ্রামের জন্য একটা গাছের তলায় বসিয়া নকুলকে জল আনিতে পাঠাইলেন।

নিকটেই একটি জলাশয় ছিল। নকুল তাহাতে নামিয়া জল খাইতে যাইতেছেন, এমন সময় এক যক্ষ আকাশ হইতে তাঁহাকে বলিল, "বাছা নকুল! ও জল আগে আমি দখল করিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া, তবে জল খাও।"

কিন্তু নকুল সে কথা গ্রাহ্য না করিয়াই জল তুলিয়া মুখে দিলেন। সে জল পান করিবা মাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল।

এ দিকে যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া, সহদেবকে বলিলেন, "নকুলের কেন এত বিলম্ব হইতেছে? তুমি শীঘ্র তাহার অনুসন্ধান কর।"

সহদেব নকুলকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মৃত দেহ দেখিবা মাত্র কাঁদিয়া অস্থির হইলেন; তারপর ভয়ানক পিপাসা হওয়াতে, তিনিও জলাশয়ে নামিয়া জল খাইতে গেলেন। তখন সেই যক্ষ তাঁহাকেও বাধা দিয়া বলিল, "আগে আমার কথার উত্তর দাও, তারপর জল খাইতে পাইবে।"

যক্ষের সে কথা অমান্য করিয়া সহদেব যেই জল খাইলেন, অমনি তাঁহারও মৃত্যু হইল।

এইরূপে ক্রমে সহদেবকে খুঁজিতে আসিয়া অর্জ্জুন, এবং অর্জ্জুনকে খুঁজিতে আসিয়া ভীম, সেই যক্ষের নিষেধ অমান্য করতঃ জলাশয়ের জল পান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন।

শেষে যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলকে খুঁজিতে আসিয়া, সেই জলাশয়ের ধারে তাঁহাদের মৃত শরীর দেখিতে পাইলেন। এই সকল মৃত শরীর লইয়া অনেক দুঃখ করার পর, তিনি যেই জলে নামিতে যাইবেন, অমনি একটা বক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "বাছা যুধিষ্ঠির! আমিই তোমার ভাইদিগকে মারিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া তবে জল খাও।"

বকের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এ সকল মহাবীরকে বধ করা ত পাখীর কর্ম্ম নহে! আপনি কে?"

বক তখন তালগাছের মতন উঁচু ভয়ঙ্কর যক্ষের মূর্ত্তি ধরিয়া বলিল, "আমি যক্ষ। তোমার ভ্রাতারা আমার কথা অবহেলা করিয়া জল পান করাতে, তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তুমি আগে আমার কথার উত্তর দিয়া, তারপর জল খাও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনার প্রশ্ন কি, বলুন, যথা সাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।"

এ কথায় যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করিল, যুধিষ্ঠির তাহার সকল গুলিরই উত্তর দিলেন। সকল প্রশ্নের কথা লিখিবার স্থান আমার পুস্তকে নাই; দু একটির কথা মাত্র বলিতেছি।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "পৃথিবীর চেয়ে ভারী কে? স্বর্গের চেয়ে উঁচু কে? বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী কে? তৃণের চেয়েও কাহার সংখ্যা বেশী?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা পৃথিবীর চেয়ে ভারী, পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু, মন বাতাসের চেয়েও দ্রুতগামী, আর চিন্তার সংখ্যা তৃণের চেয়েও বেশী।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ঘুমাইলে চোখ বোঁজে না? কে জন্মিয়া নড়ে চড়ে না? কাহার হৃদয় নাই? কে নিজের বেগেতেই বড় হয়?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাছ ঘুমাইলে চোখ বোজে না, ডিম জন্মিয়া নড়ে চড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী নিজের বেগের দ্বারা বড় হয়।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? সংবাদ কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "যাহার ঋণ নাই, আর নিজের ঘরে থাকিয়া দিনের শেষে চারিটি শাক ভাত খাইতে পায়, সেই সুখী। প্রতিদিন জীবের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি যে লোকে চিরদিন বাঁচিতে চায়, ইহাই আশ্চর্য্য। মহাপুরুষেরা যে পথে যান, তাহাই পথ। সময় যেন পাচক, সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে, ইহাই সংবাদ।"

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলিল, "তোমার ইচ্ছামত একটি ভাইকে তুমি বাঁচাইয়া লইতে পার।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে দয়া করিয়া নকুলকে বাঁচাইয়া দিন।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, "ভীম আর অর্জ্জুনকে ছাড়িয়া তুমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিলে, ইহার কারণ কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতা কুন্তীর এক পুত্র আমি জীবিত রহিয়াছি, এখন নকুল বাঁচিলে মাতা মাদ্রীরও একটি পুত্র থাকে; এইজন্য আমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিয়াছি।"

এ কথায় যক্ষ অতিশয় তুষ্ট হইয়া, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, চারি জনকেই বাঁচাইয়া দিল। তারপর সে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল,

"বাছা! আমি ধর্ম্ম। তোমার মহত্ত্ব দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি বর লও।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে সেই ব্রাহ্মণের অরণী খানি যাহাতে তিনি পান তাহা করুন।"

ধর্ম্ম বলিলেন, "তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমিই হরিণ সাজিয়া অরণী হরণ করিয়াছিলাম; ব্রাহ্মণ তাহা পাইবেন। এক্ষণে তুমি অন্য বর চাহ।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বনবাসের বার বৎসর শেষ হইয়াছে, ইহার পরে আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। সে সময়ে যেন কেহ আমাদিগকে চিনিতে না পারে, দয়া করিয়া এই বর দিন।"

ধর্ম্ম বলিলেন, "বাছা! তোমরা ছদ্মবেশ না করিয়াও যদি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি তোমাদিগকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এখন আর একটি বর চাহ।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার যেন পাপে মতি না হয়, সর্ব্বদা যেন ধর্ম্মের পথে চলিতে পারি।"

ধর্ম্ম বলিলেন, "এ সকল ত তোমার আছেই; এখন তাহা আরও বেশী করিয়া হইবে।" এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন। তাহার পূর্ব্বে অবশ্য ব্রাহ্মণের অরণী খানি ফিরাইয়া দিতে ভুলিলেন না।

এইরূপে পাণ্ডবদিগের বনবাসের বার বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি বৎসর ভালয় ভালয় কাটিলেই তাঁহাদের দুঃখের শেষ হয়। কিন্তু এই শেষের বৎসরটি অতি ভয়ানক বৎসর। এই সময়টুকু এমন ভাবে কাটাইতে হইবে, যেন কেহই তাঁহাদের খবর জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে আবার বার বৎসর বনবাস। এ সময়ে দুর্য্যোধনের লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এই সকল ধূর্ত্তকে ফাঁকি দিয়া, একটা বৎসর কিরূপে কাটান যায়, সকলে মিলিয়া সাবধানে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বিরাট পর্ব্ব।



অজ্ঞাত বাসের সময় উপস্থিত। এ সময়ে কেহ পাণ্ডবদিগের সন্ধান পাইলে, তাঁহাদিগকে আবার বার বৎসর বনবাস করিতে হইবে। সুতরাং এই একটি বৎসর বড়ই বিপদের সময়। কোন্ দেশে কি ভাবে থাকিলে এই বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়, এখন সকলের আগে তাহাই ভাবিয়া দেখা আবশ্যক হইল।

পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, সুরাষ্ট্র, অবন্তি প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল দেশ আছে। ইহার মধ্যে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট অতিশয় ধার্ম্মিক লোক। ধার্ম্মিকেরা ধার্ম্মিকের আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় থাকিবে? কাজেই পাণ্ডবেরা বিরাটের আশ্রয়েই কোনরূপ কাজ লইয়া থাকা স্থির করিলেন।

যুধিষ্ঠির সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কি কাজ করিতে পারিবে বল ত?"

এই কথার উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন, "আপনি কি কাজ করিবেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ সাজিয়া বিরাটের সভাসদ (অর্থাৎ সভার লোক) হইব। বলিব, "আমার নাম কঙ্ক, খুব পাশা খেলিতে জানি।" আরো জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, 'আমি যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম।' এখন ভীম বল দেখি, তুমি কেমন করিবে ?"

ভীম বলিলেন, "আমি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ সাজিয়া যাইব। পরিচয় চাহিলে বলিব, 'আমার নাম বল্লব, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম ; একটু আধটু পালোয়ানীও জানি।' বিরাট রাজার রাঁধুনীরা যাহা রাঁধে, আমি তাহার চেয়ে ঢের ভাল ব্যঞ্জন খাওয়াইয়া, আর এই বড় বড় কাঠের বোঝা বহিয়া আনিয়া, তাঁহাকে খুসী করিব। আর, হুকুম পাইলে, দু একটা পালোয়ান বা খ্যাপা হাতীকেও ঠাঙ্গাইতে রাজি আছি ”

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আচ্ছা, অর্জ্জুন কি করিবে ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি রাজবাড়ীর মেয়েদের সঙ্গীতের শিক্ষক হইয়া থাকিব। এইরূপ লোকেরা স্ত্রীলোকের পোষাক পরে, আমিও তাহাই করিব। ধনুকের গুণের ঘষায় হাতে যে দাগ হইয়াছে, বালা পরিয়া তাহা ঢাকিব। স্ত্রীলোকের মতন কাপড় পরিব, মাথায় বেণী রাখিব, কাণে কুণ্ডল থাকিবে, কথা বার্ত্তাও স্ত্রীলোকের মতন করিয়া কহিব। তাহা হইলেই আর কেহই আমাকে চিনিতে পারিবে না। পরিচয় চাহিলে বলিব, "আমার নাম বৃহন্নলা, আমি দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।"

তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নকুল ! তুমি কি করিবে ?"

নকুল বলিলেন, "আমি বলিব আমার নাম গ্রন্থিক ; মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াশালের কর্ত্তা ছিলাম। ঘোড়ার কথা আমার মতন কেহই জানে না।"

তারপর যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহদেব কি করিবে ?"

সহদেব বলিলেন, "আমি গরু দেখা শোনার কাজ লইব। বলিব, আমার নাম তন্ত্রিপাল। আমি গরুর সম্বন্ধে সকল রকম কাজ খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছি।"

সকলের শেষে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রৌপদী ত কখনও কোন ক্লেশের কাজ করেন নাই, তিনি এই এক বৎসর কি করিয়া কাটাইবেন ?

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমি বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণার নিকট কাজ লইব। জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, "আমি সৈরিন্ধ্রী (অর্থাৎ যে চুল বাঁধা, মালা গাঁথা ইত্যাদি কাজ করে), মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাড়ীতে দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।"

এইরূপে সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পাণ্ডবেরা সঙ্গের লোকদিগকে বিদায় দিলেন। চাকরদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দ্বারকায় চলিয়া যাও।' ধৌম্যকে বলিলেন, 'সারথি, পাচকগণ, আর দ্রৌপদীর দাসীকে লইয়া আপনি দ্রুপদ রাজার বাড়ী গিয়া থাকুন।'

তারপর তাঁহারা উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও মুনিদিগের আশীর্ব্বাদ লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

অবশ্য আমরা জানি, তাঁহারা মৎস্যদেশে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম প্রভৃতি ছিল।

পাহাড়ের আড়াল দিয়া, বনের ভিতর দিয়া, অনেক কষ্টে, অতি সাবধানে, পাণ্ডবেরা বিরাট নগরের দিকে যাত্রা করিলেন; এবং এইরূপে দশার্ণ, পাঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি দেশ পার হইয়া, শেষে তাঁহারা বিরাট নগরের কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মনে এই

চিন্তা হইল যে, "এই সকল অস্ত্র লইয়া নগরের ভিতরে গেলে, লোকে আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে, সুতরাং এগুলিকে একটা ভাল জায়গায় লুকাইয়া রাখা আবশ্যক।"

সেই খানে একটা পাহাড়ের পাশে শ্মশান, আর উপরে প্রকাণ্ড শমী গাছ ছিল। অর্জ্জুন সেই গাছ দেখাইয়া বলিলেন, "এই গাছে অস্ত্রশস্ত্র রাখিলে কেহই জানিতে পারিবে না।"

সেই শমী গাছে উঠিয়া, নকুল তাঁহাদের সকলের ধনুক, তূণ, শঙ্খ, বর্ম্ম, খড়্গ প্রভৃতি বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। তারপর শ্মশান হইতে একটা মড়া আনিয়া, তাহাও ঐ গাছে বাঁধিলেন। মড়া বাঁধিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে গন্ধে, আর ভূতের ভয়ে, কেহ আর সেই গাছের নিকট আসিবে না।

তারপর তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেকের আরো এক একটি করিয়া নাম রাখিলেন। যুধিষ্ঠির, 'জয়'; ভীম, 'জয়ন্ত'; অর্জ্জুন, 'বিজয়'; নকুল, 'জয়ৎসেন', সহদেব, 'জয়দ্বল'। এগুলি হইল তাঁহাদের গোপনীয় নাম, অর্থাৎ এ সকল নামের কথা আর কেহ জানিতে পারিল না। কাজেই ইহার কোন একটা নাম লইলে কেহ বুঝিয়া ফেলিবারও ভয় রহিল না।

মহারাজ বিরাট পাত্রমিত্র সমেত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বেশে, পাশা হাতে, ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া, বিরাট সভার লোক-দিগকে বলিলেন, "উনি কে আসিতেছেন? গরীবের মতন পোষাক বটে, কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয় যেন কোন রাজা হইবেন।"

যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক! দুঃখে পড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে বড় উপকার হয়।"

বিরাট বলিলেন, "তুমি কে, বাপু? কোথা হইতে আসিতেছ? কি কাজ করিতে পার?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ; আমার নাম কঙ্ক। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম। আমি পাশা খেলা খুব ভাল জানি।"

বিরাট যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তাঁহার নিজের পাশা খেলার খুব সখ। কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আদর করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন যে, "ইঁনি আমার বন্ধু হইলেন; তোমরা আমাকে যেমন মান্য কর, ইঁহাকে তেমনি মান্য করিবে।"

তারপর রসুয়ে বামনের সাজে ভীম আসিয়া উপস্থিত; হাতা বেড়ী হাতে, সিংহের মতন চেহারা। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই বিরাট ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। রাজার হুকুমে কয়েকজন লোক ছুটিয়া ভীমের পরিচয় লইতে গেল; ভীম তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া, একেবারে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার নাম বল্লব। আমি পাচক, অতি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারি, আমাকে রাখিতে আজ্ঞা হউক!"

বিরাট কহিলেন, "তোমার চেহারা দেখিয়া ত তোমাকে রাঁধুনি বলিয়া মনে হয় না!"

ভীম বলিলেন, "মহারাজ! আমি রাঁধুনিই বটে; আপনার চাকর। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রধান পাচক ছিলাম। অল্প অল্প পালোয়ানীও জানি। মহারাজ আমার কাজ দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন।"

এইরূপে ভীম বিরাট রাজার রসুই মহলের কর্ত্তা হইয়া, পরম সুখে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া সৈরিন্ধ্রীর বেশে রাজপথ দিয়া চলিয়াছেন। পথের লোক এমন সুন্দর মানুষ আর

কখনও দেখে নাই। তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন, "আমি সৈরিন্ধ্রী; কাজ খুঁজিতেছি।" কিন্তু তাঁহার এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

রাণী সুদেষ্ণাও ছাত হইতে দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমার স্বামী পাঁচ জন গন্ধর্ব্ব। কোন কারণে তাঁহারা এখন বড়ই দুঃখে পড়িয়াছেন, আর আমি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতেছি। আগে আমি সত্যভামা আর দ্রৌপদীর নিকট কাজ করিয়াছিলাম। এখন আপনার নিকট আসিয়াছি; দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে এখানে থাকিব।"

সুদেষ্ণা আহ্লাদের সহিত দ্রৌপদীকে সৈরিন্ধ্রীর কাজে নিযুক্ত করিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, "মা, আমি কখনও উচ্ছিষ্ট ছুঁইনা, বা কোন নীচ কাজ করি না। আমার গন্ধর্ব্ব স্বামীরা যদিও দুঃখে পড়িয়াছেন, তবুও তাঁহারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। কেহ আমার অপমান করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন।"

এইরূপে ক্রমে অর্জ্জুন, সহদেব আর নকুলও এক একজন করিয়া বিরাট রাজার নিকট কাজ লইলেন। অর্জ্জুন হইলেন রাজকুমারী উত্তরার গানের শিক্ষক। সহদেব আর নকুল হইলেন গোশাল এবং ঘোড়াশালের কর্ত্তা। অর্জ্জুন এখন স্ত্রীলোকের মত পোষাক পরেন, আর বাড়ীর ভিতরেই থাকেন। ভীমও তাঁহার কাজ সারিয়া রান্নার মহলের বাহিরে আসিবার অবসর পান না। কাজেই তাঁহাদের কথা কেহ জানিতেও পারিল না।

এইরূপে দিন যায়। পাণ্ডবদের কাজ দেখিয়া বিরাট তাঁহাদের সকলের উপরেই বিশেষ সন্তুষ্ট। ভীম ইহার মধ্যেই জীমূত নামক একটা পালোয়ানকে হারাইয়া রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পাইয়া-

ছেন। সুতরাং মোটের উপরে তাঁহারা সুখেই আছেন বলিতে হইবে।

কিন্তু হায়! দ্রৌপদীর সময় নিতান্তই কষ্টে কাটিতে লাগিল। সুদেষ্ণা তাঁহাকে খুব স্নেহই করিতেন, কিন্তু সুদেষ্ণার ভাই কীচক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অপমান করিত। দ্রৌপদী তাহা সহিতে না পারিয়া তাহাকে কত গালি দিতেন, কত মিনতি করিতেন, কত ভয় দেখাইতেন। দুরাত্মা তথাপি আরো বেশী করিয়া তাঁহাকে অপমান করিত।

এক দিন সুদেষ্ণা কিছু খাবার আনিবার জন্য দ্রৌপদীকে কীচকের বাড়ীতে পাঠান। সে দিন তাঁহার প্রতি সে এত অভদ্রতা করে যে, তিনি রাগ থামাইতে না পারিয়া, তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন। তার পর ভয়ে তিনি ছুটিয়া একেবারে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন।

পাপিষ্ঠ সেইখানে তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া, তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার গায় লাথি মারিল। সেইখানে যুধিষ্ঠির আর ভীম উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মনে ইহাতে কি ভয়ানক ক্লেশ হইল বুঝিতে পার। ভীম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমাগত একটা গাছের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ভীম হয় ত এখনি ঐ গাছ লইয়া সভার সকলকে গুঁড়া করিবেন। তাই তিনি ভীমকে শান্ত হইতে ইসারা করিয়া বলিলেন, "কি পাচক ঠাকুর, কাঠের জন্য গাছের দিকে তাকাইতেছ? কাঠের গাছ বাহিরে গিয়া খোঁজ।"

সভার লোকেরা কীচকের অনেক নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তাহাকে কিছুই বলিলেন না। কীচককে তিনি বড়ই ভয় করিতেন। সে তাঁহার সেনাপতি ছিল; আর তাহার জোরেই তিনি

রাজ্য করিতেন। বাস্তবিক বিরাট কেবল নামেই সে দেশের রাজা ছিলেন, দেশ শাসন করিত কীচক।

দ্রৌপদীর কষ্ট দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সৈরিন্ধ্রী! ঘরে যাও, তোমার গন্ধর্ব্ব স্বামীরা সময় বুঝিয়া হয় ত ইহার বিচার করিবেন।"

একথায় দ্রৌপদী চোখের জল মুছিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। সেখানে সুদেষ্ণা তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যদি বল, তবে দুষ্টকে এখনই কাটিয়া ফেলি।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আমার যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই তাহাকে বধ করিবেন।"

রাত্রিতে দ্রৌপদী চুপি চুপি ভীমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম ত আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন! এতক্ষণ যে কীচককে মারেন নাই, সে কেবল লোকে জানিতে পারার ভয়ে; নির্জ্জন স্থানে তাহাকে একবার পাইলে আর তিনি এক মুহূর্ত্তও দেরী করিতেন না।

রাজবাড়ীর মেয়েদের সঙ্গীতের ঘরটি ঠিক এইরূপ নিরিবিলি স্থানে ছিল। সেই স্থানে দিনের বেলায় মেয়েরা নাচ গান করিত, রাত্রিতে কেহ সেখানে থাকিত না। ভীম জানিতে পারিলেন যে কোন কারণে সেদিন ভোর রাত্রে কীচক একেলা সেই ঘরে যাইবে। একথা জানিতে পারিয়া তিনি কীচক সেখানে যাইবার আগেই চুপি চুপি সেই ঘরে গিয়া, চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে কীচক সেখানে আসিয়াছে। অন্ধকারে ভীমকে দেখিয়া সে মনে করিল, বুঝি দ্রৌপদীই সেখানে শুইয়া আছেন। তাই সে দুষ্ট তাঁহার সঙ্গে তামাসা আরম্ভ করিল। সে বলিল, "বাড়ীর লোকে বলে, আমার মতন সুন্দর মানুষ আর নাই।"

তাহা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "আর আমার এই হাত খানির মত মোলায়েম হাত ও আর কো-থা-ও নাই !!"

এই কথা বলিয়াই তিনি সেই দুষ্টের চুলের মুঠি ধরিলেন। তার পর কি হইল, বুঝিয়া লও।

কীচকও যেমন তেমন বীর ছিল না,সে খানিকক্ষণ খুব যুদ্ধ করিল। কিন্তু ভীমের কাছে তাহার বড়াই কতক্ষণ খাটিবে ? সেই 'মোলায়েম হাতের' চড় ভাল করিয়া খাইয়া, আর তাহার বেশী কথা কহিতে হইল না। তারপর দুষ্টকে ধরিয়া ভীম তাহার এমনি সাজা করিলেন যে, তাহার হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া, হাত পা আর মাথা পেটের ভিতর ঢুকিয়া, একতাল মাংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। আজও কেহ কাহাকে এমনি ভয়ানক সাজা দিলে, লোকে বলে 'কীচক বধ করিয়াছে'—অর্থাৎ ভীম কীচকের যেমন দশা করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াছে।

তারপর দ্রৌপদীকে ডাকিয়া, কীচকের দশা দেখাইয়া, ভীম চুপি চুপি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন ! লোকে দ্রৌপদীর নিকট জানিতে পাইল যে, তাঁহার গন্ধর্ব্ব স্বামীগণের হাতেই কীচকের উচিত সাজা হইয়াছে।

এই ঘটনার সংবাদে কীচকের ভাইয়েরা সেখানে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে পোড়াইবার আয়োজন করিল। তাহারা তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য যাই ঘরের বাহির করিয়াছে, অমনি দেখিতে পাইল যে দ্রৌপদী সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র দুষ্টেরা বলিয়া উঠিল,"এই হতভাগীর জন্যই ত আমাদের দাদা মারা গিয়াছেন। চল কীচকের সঙ্গে ইহাকেও শ্মশানে নিয়া পোড়াই। এই বলিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি বিরাটের নিকট গিয়া বলিল, "যাহার জন্য কীচক মরিয়াছেন, সেই হতভাগী সৈরিন্ধ্রীকেও আমরা তাঁহার সঙ্গে পোড়াইতে চাহি।"

বিরাট এই সকল দুষ্ট লোককে বড়ই ভয় করিতেন। সুতরাং তিনি ভয়ে উহাদের কথায় রাজি হইলেন।

হায় হায়! যাঁহার পায়ের ধূলা পাইলে লোকে আপনাকে ধন্য মনে করিত, দেবতারা পর্য্যন্ত যাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন, সেই দ্রৌপদী দেবীর কপালে কিনা এতই দুঃখ আর অপমান ছিল। দুরাত্মারা তাঁহাকে কীচকের সঙ্গে শ্মশানে লইয়া চলিল, একটি লোকও তাহাদিগকে বারণ করিল না। দ্রৌপদী কেবল এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে, "জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল, তোমরা কোথায়? আমাকে রক্ষা কর!"

ভীম তাঁহার ভয়ানক কার্য্য শেষ করিয়া সবে গিয়া একটু নিদ্রার আয়োজন করিয়াছেন, এমন সময় দ্রৌপদীর সেই কান্না তাঁহার কর্ণে গেল! তিনি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি পোষাক বদলাইয়া একটা গোপনীয় পথে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দশ ব্যাম (৩৫ হাত। সাড়ে তিন হাতে এক ব্যাম) লম্বা প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল; সেই গাছ তুলিয়া লইয়া তিনি যখন ঘোরতর গর্জ্জনে সেই দুরাত্মাদিগকে তাড়া করিলেন, তখন তাঁহাকে নিতান্তই ভয়ঙ্কর দেখা গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই "বাবা গো! ঐ গন্ধর্ব্ব আসিতেছে!" বলিয়া দ্রৌপদীকে ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পলাইয়া আর কতদূর যাইবে? ভীম সেই গাছ দিয়া দেখিতে দেখিতে তাহাদের মাথা গুঁড়া করিয়া দিলেন। উহারা একশত পাঁচ জন ছিল; তাহার একটিও প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিতে পাইল না।

তারপর দ্রৌপদীকে শান্ত করিয়া ভীম পুনরায় ঘরে চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দেশের সকল লোক গন্ধর্ব্বের ভয়ে নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া

উঠিল। নিজে রাজা আসিয়া রাণীকে বলিলেন, “এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকিলে ত বড় ভয়ের কথা দেখিতেছি। ইহাকে বল, সে অন্যত্র চলিয়া যাউক।”

দ্রৌপদী ঘরে ফিরিবামাত্রই সুদেষ্ণা তাঁহাকে একথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া দ্রৌপদী বলিলেন,

“মা, আর তেরটি দিন দয়া করিয়া অপেক্ষা করুন, তারপর আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। এই সময়ের মধ্যেই আমার স্বামীগণের দুঃখ দূর হইবে।”

দুঃখ দূর হওয়ার অর্থ বোধ হয় বুঝিয়াছ। অর্থাৎ আর তের দিন গেলেই অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর শেষ হইবে!

অজ্ঞাতবাসের সময় ফুরাইয়া আসিল! এতদিন দুর্য্যোধনের দলের লোকেরা কি করিতেছিলেন? তাঁহারা দেশ বিদেশে লোক পাঠাইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবদিগকে খুঁজিয়াছেন, কিন্তু কোন মতেই তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারেন নাই। দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া খালি এক কথাই বলে,—“মহারাজ, কত খুঁজিলাম, কোথাও পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলাম না।”

দূতগণের কথা শুনিয়া কৌরবেরা যার পর নাই চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, দূতেরা এই একটা ভাল সংবাদ আনিল যে, বিরাটের সেনাপতি কীচক মারা গিয়াছে। এই কীচকের জন্য সকল রাজাই বিরাটকে ভয় করিয়া চলিতেন। দুর্য্যোধনের সভায় তখন ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা সুশর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। বিরাট কীচকের সাহায্যে এই সুশর্ম্মাকে বার বার পরাজয় করাতে, ইঁহার মনে বিরাটের উপরে চিরকালই ভারি রাগ ছিল। এখন কীচক মারা যাওয়াতে সুশর্ম্মা দেখিলেন যে, সেই সকল পরাজয়ের শোধ লওয়ার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি, এই বেলা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া

তাঁহার ধন রত্ন ও গরু বাছুর কাড়িয়া লইবার জন্য, কৌরবদিগকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিলেন।

কৌরবদিগের মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতির মত লোক থাকিতে কি আর অন্যায় কাজের জন্য তাঁহাদিগকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিতে বেশী সময় লাগে? সুশর্ম্মা কথাটা পাড়িতে না পাড়িতেই স্থির হইল যে, তিনি তখনই বিরাটের গোয়ালাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার গরু চুরি করিতে যাইবেন। তাহার পরের দিনই কৌরবদেরও দলবল লইয়া সেই সৎকার্য্যের সাহায্য করিতে যাইবার কথা রহিল। এমন সুযোগ পাইয়া সুশর্ম্মা যে আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না, তাহা বুঝিতেই পার।

বিরাট সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গোয়ালা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে আসিয়া সংবাদ দিল,

"মহারাজ! ত্রিগর্ত্ত দেশের লোকেরা আমাদিগকে পরাজয় করিয়া হাজার হাজার গরু লইয়া গিয়াছে!"

যাই এ সংবাদ দেওয়া, আর অমনি রাজ্যময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। চারিদিকে কেবলই 'সাজ, সাজ!' 'ধর ধর!' 'মার মার!' শব্দ। সিপাহী, সৈন্য, রথ, হাতী, ঘোড়া, সব সাজিয়া প্রস্তুত হইল। মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। নিশান উড়িতে লাগিল। তাহার সহিত অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ আর ঝিকিমিকি মিশিয়া গেল।

যোদ্ধারা বর্ম্ম আঁটিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত। নিজে বিরাট সাজিয়াছেন; তাঁহার ভাই শতানিক সাজিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্খও সাজিয়াছেন। আর আর যোদ্ধাদের ত কথাই নাই। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, আর সহদেবকেও, রাজা যুদ্ধের পোষাক পরাইয়া, উত্তম উত্তম অস্ত্র দিয়া, চমৎকার রথে চড়াইয়া সঙ্গে লইয়াছেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্ধকারের সহিত সেই যুদ্ধ আরো ঘনাইয়া আসিল।

দুঃখের বিষয়, আয়োজনের ঘটা যেমন হইয়াছিল, আসল যুদ্ধটা তেমন ভাল করিয়া হইতে পারে নাই। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা খুবই যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরেই দেখা গেল যে, সুশর্ম্মা বিরাটের সারথিকে সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাহা দেখিয়া বিরাটের সৈন্যগণ রণস্থল ছাড়িয়া, যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল।

এদিকে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিতেছেন, "ভীম, দেখিতেছ কি? বিরাটকে ত লইয়া গেল! শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া আন! এতদিন যাঁহার আশ্রয়ে সুখে বাস করিলাম, এ সময়ে তাঁহার উপকার করা আমাদের উচিত।"

ভীম বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়! এই দেখুন না, আমি এই গাছ দিয়া—"

গাছের নাম শুনিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না! গাছ লইয়া নয়! তাহা হইলেই তোমাকে চিনিয়া ফেলিবে। তুমি সাধারণ লোকের মত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাও। নকুল তোমার সঙ্গে যাউক।"

ভীম তাহাতেই রাজি হইয়া চলিয়া গেলেন। হাতে গাছ না থাকিলেই কি? ভীম ত! বিরাট রাজাকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই!" তাহা শুনিয়া সুশর্ম্মা পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা কি অদ্ভুত মানুষ ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে সেই অদ্ভুত মানুষ গদার ঘায় তাঁহার হাতী, ঘোড়া, সিপাহী প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল!

সুশর্ম্মা আর উপায় না দেখিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আর করিবেন কি, তাহার পূর্ব্বেই ভীমের গদার ঘায় তাঁহার

রথের ঘোড়া আর সারথি চুরমার হইয়া গিয়াছে! ততক্ষণে সহদেব প্রভৃতিও ভীমের সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত; নিজে বিরাটও সাহস পাইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

সুশর্ম্মা ভাবিলেন, "বড় বিপদ! এই বেলা পলাই!"

কিন্তু হায়! যুদ্ধের সময় ভীমের সম্মুখ হইতে পলাইবার যেমন দরকার হয়, কাজটি তেমনি কঠিন হইয়া উঠে! সুশর্ম্মা কয়েক পা যাইতে না যাইতেই ভীম তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া বসিলেন। তারপর আছাড়, কীল, চড় প্রভৃতি কোন সাজাই বাকি রহিল না—বাকি রহিল খালি প্রাণ বাহির করিয়া দেওয়া।

তারপর বিরাটের গরু ও সুশর্ম্মাকে লইয়া, সকলে এক জায়গায় আসিয়া মিলিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামত সুশর্ম্মাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় বিরাট যে পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্তই সন্তুষ্ট হইলেন, একথা বলাই বেশীর ভাগ। তিনি বলিলেন,

"আপনাদের কৃপায় আজ আমার প্রাণ মান সবই বজায় রহিল। এখন বলুন, আপনাদিগকে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব?"

এ কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ যে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। আপনি সুখে থাকুন।"

তারপর যুদ্ধ জয়ের সংবাদ লইয়া দূতেরা বিরাট নগরের দিকে ছুটিয়া চলিল। অন্য সকলে সে রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইয়া, পরদিন বাড়ী ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিরাট নগরে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটিতেছিল। বিরাট দলবল লইয়া ত্রিগর্ত্ত দেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, বাড়ীতে রাজপুত্র উত্তর আর কয়েক জন কর্ম্মচারী ছাড়া আর কেহ নাই। ইহার মধ্যে

দুর্য্যোধন অসংখ্য সৈন্য আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বড় বড় বীর সমেত আসিয়া মৎস্য দেশে উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়াই, বিরাটের গোয়ালাদিগকে ঠেঙ্গাইয়া, একেবারে ষাট হাজার গরু লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোয়ালারা মার খাইয়া চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে আসিয়া রাজবাড়ীতে খবর দিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন রাজবাড়ীতে আর যোদ্ধা ছিল না; ছিলেন কেবল রাজপুত্র উত্তর। তিনি বাড়ীর ভিতর হইতে এই সংবাদ শুনিয়া, স্ত্রীলোকদিগের সামনে বাহাদুরী লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "কি করিব, একজন সারথি নাই! ভাল একটি সারথি পাইলে, আমি ভীষ্ম টিষ্মকে মারিয়া, এখনই গরু ছাড়াইয়া আনিতে পারি। কৌরবেরা দেশ খালি পাইয়া গরু চুরি করিয়া নিতেছে; আমি সেখানে থাকিলে দেখিতাম, কেমন করিয়া নেয়!"

একথা শুনিয়া অর্জ্জুন চুপি চুপি দ্রৌপদীকে কি যেন শিখাইয়া দিলেন, তারপর দ্রৌপদী আসিয়া উত্তরকে বলিলেন,

"রাজপুত্র, আপনাদের বৃহন্নলা নামক ঐ হাতী হেন সুশ্রী ওস্তাদটি আগে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন, উনি তাঁহারই শিষ্য, আর যুদ্ধেও তাঁহার চেয়ে বড় কম নহেন। পাণ্ডবদের ওখানে থাকার সময় তাঁহার কথা আমি বেশ করিয়া জানিয়াছি। এমন সারথি আর কোথাও নাই।"

উত্তর বলিলেন, "তাহা ত বুঝিলাম; কিন্তু আমি নিজে উহাকে কেমন করিয়া আমার সারথি হইতে বলি?"

দ্রৌপদী বলিলেন, "আপনার ভগ্নী উত্তরা বলিলে, উনি নিশ্চয় রাজি হইবেন। আর উঁহাকে সঙ্গে নিলে, আপনারও যুদ্ধে জিতিয়া আসা নিশ্চিত।"

উত্তরাকে অর্জ্জুন নিজের সন্তানের মত স্নেহ করিতেন; তাঁহার

আব্দার তিনি কিছুতেই না রাখিয়া পারিতেন না। উত্তরের কথায় রাজকুমারী যখন অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া, মধুর স্নেহ আর আদরের সহিত, তাঁহাকে সারথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন আর তাঁহার 'না' বলিবার উপায় রহিল না। আর তাঁহার 'না' বলিবার ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তিনি উত্তরার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্রের নিকট চলিলেন। উত্তর তাঁহাকে বলিলেন,

"বৃহন্নলা! আমি কৌরবের হাত হইতে গরু ছাড়াইয়া আনিতে যাইব। তুমি আমার সারথি হইবে?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, সারথি ফারথি হওয়া কি আমার কাজ? নাচিতে বলিলে বরং চেষ্টা করিতে পারি!"

উত্তর বলিলেন, "আগে ত সারথির কাজটা চালাইয়া দাও, শেষে নাচিবে এখন।"

এইরূপে হাসি তামাসার ভিতরে অর্জ্জুন সারথির সাজ পরিতে লাগিলেন। ভঙ্গীর আর সীমা নাই। যেন কতই আনাড়ি, জন্মেও যেন বর্ম্ম চোখে দেখেন নাই; সেটাকে উল্টা করিয়াই পরিয়া বসিলেন! মেয়েরা ত তাহা দেখিয়া হাসিয়া কুটিপাটি।

যাহা হউক, শেষে ত সাজগোছ করিয়া দুজনেই রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময় উত্তরা বলিলেন,

"ভীষ্ম, দ্রোণ, এদের পোষাকগুলি কিন্তু আনা চাই; আমরা পুতুল সাজাইব।"

তাহাতে অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দাদা যদি উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারেন, তবে আনিব।"

এইরূপে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। উত্তরের উৎসাহ আর ধরে না; তিনি ক্রমাগতই বলিতেছেন,

"কোথায় গেল কৌরবেরা? বৃহন্নলা, শীঘ্র চল! এখনই গরু ছাড়াইয়া আনিব!"

অর্জ্জুন রথ চালাইতে কিছুমাত্র ক্রুটি করিলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা সেই শ্মশানের আর শমী গাছের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কৌরবদিগের সৈন্য দেখা যাইতে লাগিল,—যেন সসাগরের জল, পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে!

সেই সৈন্যের দল দেখিয়াই ভয়ে উত্তরের মুখ শুখাইয়া গেল! তিনি বলিলেন,

"ও বৃহন্নলা! আমাকে এ কোথায় আনিলে? আমি ছেলে মানুষ, এত এত সৈন্য আর ভয়ানক বীরের সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? ওমা! আমার কি হইবে? আমাকে ঘরে নিয়া চল!"

অর্জ্জুন বলিলেন, "সে কি রাজপুত্র! এত বড়াই করিয়াছিলেন, সে সব এখন কোথায় গেল? এখন খালি হাতে ফিরিলে লোকে বলিবে কি? আমি ত গোরু না লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিব না!"

উত্তর বলিলেন, "গরু যায়, সেও ভাল! গালি খাই, সেও ভাল! আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।"

এই বলিয়া রাজপুত্র রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দে ছুট!

কি বিপদ! বুঝি বেচারা সবই মাটি করে! কাজেই অর্জ্জুনকেও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে হইল। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার মাথার লম্বা বেণী এলাইয়া গেল; গায়ের চাদর হাওয়ায় উড়িতে লাগিল!

এদিকে কৌরবের লোকেরা এ সকল ঘটনার অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। উত্তরকে পলাইতে আর অর্জ্জুনকে ছুটিতে দেখিয়া, প্রথমে কেহ কেহ হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে,

"এ ব্যক্তি কে? স্ত্রীলোকের মত কতকটা চেহারা বটে, কিন্তু

আবার পুরুষের মতও দেখিতেছি। মাথা, ঘাড়, আর হাত ঠিক অর্জ্জুনের মত। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অর্জ্জুন ; নহিলে এমন তেজীয়ান চেহারা কাহার ? আর এমন সাহসই বা কাহার, যে একেলা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে ?”

এ দিকে অর্জ্জুন এক শত পা গিয়াই উত্তরের চুল ধরিয়াছেন ; তখন যে উত্তরের কান্না !—

“ও বৃহন্নলা ! শীঘ্র ঘরে চল ! তোমাকে মোহর দিব, হীরা দিব, ঘোড়া দিব, রথ দিব, হাতী দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও !”

অর্জ্জুন তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি যুদ্ধ করিতে না চাহ, আমার সারথি হও। আমি যুদ্ধ করিয়া গরু ছাড়াইব।”

এইরূপে উত্তরকে শান্ত করিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে দ্রোণ ভীষ্মকে বলিতেছেন, “ভীষ্ম ! আজ কিন্তু অর্জ্জুনের হাতে আমাদের রক্ষা নাই। যুদ্ধে শিবকে খুসী করিয়াছে, তারপর এত দিন ক্লেশ পাইয়া রাগিয়া আছে ; ও কি আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে ?”

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, “আমার আর দুর্য্যোধনের যে ক্ষমতা, অর্জ্জুনের তাহার এক আনাও নাই !”

দুর্য্যোধন বলিলেন, “এ যদি অর্জ্জুন হয়, তবে ত ভালই হইল। অজ্ঞাত বাস শেষ না হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই আবার বার বৎসর উহাদিগকে বনবাস করিতে হইবে।

ইঁহাদের এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিয়াছে। ততক্ষণে অর্জ্জুন উত্তরকে লইয়া সেই শমীগাছের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। শমীগাছের তলায় আসিয়া তিনি বলিলেন, “রাজপুত্র, গাছে উঠিয়া ঐ অস্ত্রগুলি নামাও।”

এ কথায় উত্তর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ও গাছে ত মড়া বাঁধা রহিয়াছে ; ছুঁইলে অশুচি হইবে যে!"

অর্জ্জুন বলিলেন, "উহা মড়া নহে, অস্ত্র! মড়া ছুঁইতে আমি তোমাকে কেন বলিব ?"

উত্তর তখন গাছে উঠিয়া অস্ত্র নামাইলেন। তারপর তাহাদের বাঁধন খুলিয়া, তাহাদের চেহারা দেখিয়া, তিনি ত একেবারে অবাক্। এমন অস্ত্র তিনি আর কখনও দেখেন নাই, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বৃহন্নলা, এ সকল কাহার অস্ত্র ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "এসব অস্ত্র পাণ্ডবদিগের।"

পাণ্ডবদিগের নাম শুনিয়া উত্তর আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,

"এ সব যদি পাণ্ডবদিগের অস্ত্র হয়, তবে তাঁহারা এখন কোথায় ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "তাঁহারা তোমাদের বাড়ীতেই আছেন। আমি অর্জ্জুন ; তোমার পিতার যে কঙ্ক নামে সভাসদ আছেন, তিনি যুধিষ্ঠির ; বল্লব নামক ঐ ষণ্ডা পাচকটি ভীম ; গ্রন্থিক নামক যে লোকটি ঘোড়াশালে কাজ করে, সে নকুল ; আর গোশালার কর্ত্তা তন্ত্রিপাল সহদেব ; তোমাদের বাড়ীতে যিনি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করেন, তিনি দ্রৌপদী।"

উত্তরের নিকট এ সকল কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের ন্যায় মহাপুরুষেরা তাঁহাদের বাড়ীতে সামান্য চাকরের মত বাস করিতেছেন, একথা কি সহজে বিশ্বাস হয় ? কাজেই উত্তর অর্জ্জুনের কথা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,

"শুনিয়াছি, অর্জ্জুনের দশটি নাম আছে, আপনি যদি সেই অর্জ্জুন হ'ন, তবে সেই দশটি নাম আর তাহাদের অর্থ বলুন দেখি।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "অর্জ্জুন মানে শাদা,—নির্ম্মল। আমি নির্ম্মল

কাজ করি, এই জন্য আমার নাম 'অৰ্জ্জুন'। দেশ জয় করিয়া ধন আনি, তাই আমার নাম 'ধনঞ্জয়'। যুদ্ধে আমি সর্ব্বদাই জয়লাভ করি, তাই আমার নাম 'বিজয়'। আমার রথের ঘোড়াগুলি শাদা, তাই আমি 'শ্বেতবাহন'। জন্মের দিন উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র ছিল, তাই আমার নাম 'ফাল্গুন'। দৈত্যদিগকে হারাইয়া ইন্দ্রের নিকট কিরীট, অর্থাৎ মুকুট, পুরস্কার পাইয়াছিলাম, সেই জন্য আমার আর একটি নাম 'কিরীটী'। যুদ্ধের সময় আমি 'বীভৎস' অর্থাৎ নিষ্ঠুর কাজ করি না, তাই আমার নাম 'বীভৎসু'। আমি সব্য অর্থাৎ বাম হাতেও ডান হাতের ন্যায় তীর ছুঁড়িতে পারি, এই জন্য আমার নাম 'সব্যসাচী'। ভয়ানক শত্রুকেও আমি জয় করিয়া থাকি, তাই আমি 'জিষ্ণু'। আর রং কাল বলিয়া আমার নাম 'কৃষ্ণ'।"

তখন উত্তর যোড়হাতে অর্জ্জুনকে নমস্কার করিয়া, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মহাশয়! আমি না জানিয়া আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি ; আমাকে ক্ষমা করুন।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি তোমার উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই। ভয় পাইও না ; অস্ত্রগুলি রথে তোল, তোমার গরু ছাড়াইয়া দিতেছি।"

এতক্ষণে উত্তরের খুবই সাহস হইয়াছে ; কারণ, অর্জ্জুন সঙ্গে থাকিতে আর কিসের ভয়? এর পর আর সারথির কাজ করিতে তিনি কিছু মাত্র আপত্তি করিলেন না।

তারপর অর্জ্জুন হাত হইতে বালার গোছা খুলিয়া, ঝক্‌ঝকে সোনালী কবচ আঁটিয়া পরিলেন। শাদা কাপড় দিয়া মাথার বেণী বেশ করিয়া বাঁধিলেন। শেষে সেই সুন্দর রথে চড়িয়া, নানা রূপ অস্ত্রকে মনে মনে ডাকিবা মাত্র, তাহারা উপস্থিত হইয়া যোড় হাতে বলিল, "আমরা আসিয়াছি, কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।

অর্জ্জুন বলিলেন, "তোমরা যুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার কাজ করিবে।"

এইরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া, অর্জ্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার ও তাঁহার বিশাল শঙ্খে ফু দিবামাত্র, উত্তর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রথের ভিতরে বসিয়া পড়িলেন!

তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "কি হইয়াছে? ভয় পাইতেছ কেন?"

উত্তর বলিলেন, "উ! আমার কান ফাটিয়া গেল! মাথা ঝন্ ঝন্ করিতেছে! শঙ্খের আর ধনুকের শব্দ এমন ভয়ানক হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না!"

যাহা হউক, শেষে উত্তরের ভয় গেল!

এ দিকে সেই ধনুকের টঙ্কার আর শঙ্খের শব্দ শুনিয়া, কৌরবদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, উহা অর্জ্জুনেরই ধনুক আর শঙ্খ। দুর্য্যোধনের ত তখন ভারি আনন্দ। তিনি মনে করিলেন যে অর্জ্জুন সময় ফুরাইবার পূর্ব্বেই যখন দেখা দিয়াছেন, তখন পাণ্ডবদিগকে আবার বার বৎসর বনবাস করিতে হইবে।

কর্ণেরও খুবই উৎসাহ। তিনি বলিলেন যে, আজ অর্জ্জুনকে মারিয়া একটা নিতান্তই বাহাদুরীর কাণ্ড করিবেন।

যাঁহারা একটু শান্ত আর ধার্ম্মিক, তাঁহারা বলিলেন যে, "আজ অর্জ্জুনের হাতে বড়ই বিপদ দেখা যাইতেছে, সকলে সাবধানে থাকুন?"

এইরূপ নানারকম কথাবার্ত্তা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, "অজ্ঞাতবাসের এখনও বাকি আছে।" কেহ বলিতেছেন, "না, বাকি নাই; তাহা হইলে অর্জ্জুন কখনই এমন করিয়া আসিতেন না।" শেষে ভীষ্ম ভাল মতে হিসাব করিয়া বলিলেন যে, "আমি দেখিতেছি

পাণ্ডবদের তের বৎসর পূর্ণ হইয়া, পাঁচ মাস ছয় দিন বেশী হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের যাহা করার কথা ছিল, তাহা ভাল করিয়াই করিয়াছেন তাহাতে ভুল নাই।”

তারপর ভীষ্মের কথায় সৈন্যদিগকে চারি ভাগ করিয়া, এক ভাগের সহিত দুর্য্যোধন, নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। আর এক ভাগ গরু লইয়া চলিল। আর দুই ভাগ লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অর্জ্জুনকে আটকাইতে প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময়ে অর্জ্জুনের দুটি বাণ আসিয়া দ্রোণের পায়ের কাছে পড়িল। আর দুটি বাণ তাঁহার কানের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। দ্রোণ হইলেন অর্জ্জুনের গুরু। এতদিন পরে দেখা হইল, প্রণাম করিয়া দুটি কুশল মঙ্গল ত জিজ্ঞাসা করা চাই। এত দূরে থাকিয়া এ কাজ আর কি করিয়া হইবে? তাই অর্জ্জুন গুরুর পায়ের কাছে বাণ ফেলিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন, আর কানের কাছে বাণ পাঠাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আর এই সকল কাজের অর্থ বুঝিতে পারিয়া দ্রোণের মনেও বিশেষ আনন্দ হইল।

এদিকে অর্জ্জুন যখন দেখিলেন যে দুর্য্যোধনের পলায়ন করিবার চেষ্টা, তখন তিনি উত্তরকে বলিলেন, “আগে ঐ হতভাগার কাছে চল।”

অর্জ্জুনের রথকে দুর্য্যোধনের দিকে ছুটিতে দেখিয়া কৃপ দ্রোণকে বলিলেন,

“আর গরু টরুর ভাবনা ভাবিয়া কাজ নাই। ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের এখন বড়ই বেগতিক।”

অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের দিকে চলিয়াছেন, তাঁহাকে আটকাইবার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। কিন্তু অর্জ্জুনকে আটকায় কাহার সাধ্য? যে তাঁহার সাম্‌নে আসিতেছে, তাহারই তিনি দুর্দ্দশার একশেষ

করিতেছেন। কেহ পলাইতেছে, কেহ মারা যাইতেছে। অনেকে ভ্যাবা চেকা লাগিয়া খালি মারই খাইতেছে।

অর্জ্জুনকে আটকাইতে আসিয়া কর্ণের এক ভাই মরিয়া গেল। কর্ণ তাহাতে বিষম রাগের সহিত আসিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দুজনে কিছু কাল এমনি ভয়ানক যুদ্ধ হইল যে, তাহার আর তুলনা নাই। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে, কর্ণ মহাশয় হাতে, মাথায়, উরুতে, কপালে আর ঘাড়ে, বিষম বাণের ঘা খাইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কবিতেছেন।

এইরূপে একে একে সকলেই অর্জ্জুনের হাতে নাকাল হইতে লাগিলেন। কর্ণ পলাইলে কৃপ আসিলেন; কৃপ পলাইলে দ্রোণ। দ্রোণকে অর্জ্জুন কিছুতেই আগে অস্ত্র মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দ্রোণ নিজে যখন তাঁহার গায় বাণ মারিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কাজেই তাঁহাকেও যুদ্ধ করিতে হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে শেষ দ্রোণকেও অর্জ্জুন ফাঁপরে ফেলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই অশ্বত্থামা আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করাতে, সেই ফাঁকে দ্রোণ সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া রক্ষা পাইলেন।

তার পর কর্ণ আবার আসিয়াছিলেন, আর তাঁহার তেমনি সাজাও হইয়াছিল। এবারে বুকে সাঙ্ঘাতিক বাণ খাইয়া তিনি রণস্থলেই অজ্ঞান হইয়া যান। তার পর কোন মতে উঠিয়া পলায়ন করেন।

এইরূপে কত লোক অর্জ্জুনের কাছে জব্দ হইল, তাহা কত বলিব? সকলে এক সঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। নিজে ভীষ্ম অজ্ঞান হইয়া গেলেন, আর তাঁহার সারথি তাঁহার রথ হাকাইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্য্যোধন দু বার অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন। প্রথম বারে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে অর্জ্জুন অনেক ঠাট্টা করায় রাগের

ভরে আবার আসেন। এবারে ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যখন অর্জ্জুনের উপরে বাণ মারিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন এক অতি চমৎকার উপায়ে তাঁহাদিগকে জব্দ করেন।

এবারে কাহাকেও মারিবার চেষ্টা না করিয়া, অর্জ্জুন 'সম্মোহন' নামক অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। এই আশ্চর্য্য অস্ত্র ছাড়িয়া শঙ্খে ফূ দিবামাত্রই, সকলে অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। তখন তিনি, উত্তরার সেই কথা মনে করিয়া, উত্তরকে বলিলেন,

"তুমি শীঘ্র গিয়া দ্রোণ,কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা আর দুর্য্যোধনের গায়ের কাপড়গুলি লইয়া আইস। সাবধান, ভীষ্মের কাছে যাইও না। তিনি এই অস্ত্র থামাইবার সঙ্কেত জানেন ; হয় ত তিনি অজ্ঞান হন নাই।"

অর্জ্জুনের কথা যে ঠিক, তাহার পরিচয় হাতে হাতেই পাওয়া গেল। কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতির কাপড় আনিয়া, উত্তর ভাল করিয়া রথে বসিতে না বসিতেই, ভীষ্ম উঠিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন! কিন্তু অর্জ্জুনের দশ বাণ খাইয়াই বুড়া অস্থির ; আর তাঁহার যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে দুর্য্যোধন জাগিয়া উঠিয়াই ভারি চোটপাট আরম্ভ করিয়াছেন,—

"আপনারা কি জন্য অর্জ্জুনকে এত সহজে ছাড়িয়া দিতেছেন? শীঘ্র উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিন!"

এ কথায় ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধন, এতক্ষণ তোমার বুদ্ধি কোথায় ছিল? অজ্ঞান হইয়া যখন গড়াগড়ি যাইতেছিলে, তখন অর্জ্জুন ইচ্ছা করিলেই ত তোমাদের কর্ম্ম শেষ করিয়া দিতে পারিত! সে ধার্ম্মিক লোক, তাই দয়া করিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাই ফের ; এখন প্রাণ থাকিতে ঘরে ফিরিয়া চল।"

আর কি দুর্য্যোধনের মুখে কথা আছে! তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে, লম্বা নিশ্বাস বহিতেছে। এদিকে অর্জ্জুন বাণের দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া, আর এক বাণে দুর্য্যোধনের মুকুটটি দুই খান করিয়া, গরু লইয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ঘরে ফিরিলেন।

ফিরিবার সময় পথে অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন, "সাবধান! ঘরে ফিরিয়া কিন্তু আমার নাম করিও না! আমরা যে তোমাদের এখানে আছি, তাহা যেন তোমাদের লোকেরা না জানিতে পারে!"

তারপর সেই শমী গাছের নিকটে আসিয়া, অর্জ্জুন আবার, বৃহন্নলার বেশে, রাজপুত্রের সারথি হইয়া বসিলেন! গোয়ালারা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বসাইয়া, তাড়াতাড়ি নগরে সংবাদ পাঠাইল যে, 'যুদ্ধ জিতিয়া গরু ছাড়ান হইয়াছে।"

এদিকে রাজা বিরাট দেশে ফিরিয়া, মেয়েদিগের নিকট শুনিলেন যে, উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া, কৌরবদিগের নিকট হইতে গরু ছাড়াইয়া আনিতে গিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার মনে কিরূপ চিন্তা ও ভয় হইল, তাহা বুঝিতেই পার। তিনি তাড়াতাড়ি সৈন্যদিগকে বলিলেন,—

"তোমরা শীঘ্র তাহাকে খুঁজিতে যাও। হায় হায়! একে ছেলেমানুষ, তাহাতে বৃহন্নলা সারথি;—সে কি আর এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে?"

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, কোন ভয় নাই। বৃহন্নলা যখন সারথি, তখন দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও রাজকুমারের কিছু করিতে পারিবে না।"

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, "যুদ্ধ জিতিয়া গরু ছাড়ান হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার ত জয় হইবেই।"

বিরাট ত এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে আনন্দে অস্থির। তিনি, দূতদিগকে পুরস্কার দিয়া, নগরে একটা ভারি ধুমধামের বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর সৈরিন্ধ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,

"পাশা আন, আমি কঙ্কের সহিত পাশা খেলিব।"

পাশা আসিল; খেলা আরম্ভ হইল। রাজার মন আজ আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পাশা খেলিতে খেলিতে বলিলেন,

"কঙ্ক! আজ আমার পুত্র কৌরবদিগকে হারাইয়া দিয়াছে!" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ! বৃহন্নলা সারথি, হারাইবেন না ত কি?"

এ কথায় রাজা ত একেবারে চটিয়া লাল!—"কি? আমার পুত্র কি উহাদিগকে হারাইতে পারে না, তুমি যে বার বার কেবল 'বৃহন্নলা' 'বৃহন্নলা' করিতেছ? খবরদার! প্রাণের মায়া থাকে ত আর এমন বেয়াদবি করিও না!"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এ সকল বীরকে কি বৃহন্নলা ছাড়া আর কেহ হারাইতে পারে?"

ইহার পর রাজা আর রাগ থামাইতে না পারিয়া, যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা ছুঁড়িয়া মারিলেন। পাশার ঘায় যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়া দর দর ধারে রক্ত পড়িয়া, তাঁহার অঞ্জলি ভরিয়া গেল। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি সোনার গামলায় জল আনিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই সময় দ্বারী আসিয়া বলিল, "রাজকুমার বৃহন্নলার সহিত দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন "শীঘ্র তাহাদিগকে এখানে লইয়া আইস।"

যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত; অর্জ্জুন আসিয়া যুধিষ্ঠিরের সেই অবস্থা দেখিলে, আর তিনি বিরাটকে আস্ত রাখিবেন না। কাজেই যুধিষ্ঠির দ্বারীর কানে কানে বলিয়া দিলেন যে, "বৃহন্নলা যেন এখন এখানে আসে না।" সুতরাং উত্তর একাই সেখানে আসিলেন।

উত্তর যুধিষ্ঠিরের মুখে রক্ত দেখিয়াই ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এমন অন্যায় কাজ কে করিল? ইঁহাকে কে আঘাত করিল?"

রাজা বলিলেন, "আমি করিয়াছি! আমি যতই তোমার প্রশংসা করি, ততই এ বামুন খালি বৃহন্নলার কথা বলে। কাজেই শেষে আমি উহাকে মারিয়াছি।"

উত্তর বলিলেন, "ব্রাহ্মণ রাগিলে সর্ব্বনাশ হইবে। শীঘ্র ইঁহাকে সন্তুষ্ট করুন।"

এ কথায় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, আমি ইহার পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠিরের রক্ত পরিষ্কার হইলে, বৃহন্নলা সেখানে আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজা বৃহন্নলার সামনেই উত্তরকে বলিতে লাগিলেন,

"বাবা, তুমি আমার নাম রাখিয়াছ। তোমার মতন পুত্র কি আর কাহারও হয়! এত গুলি মহা মহা বীরের সহিত না জানি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলে!"

উত্তর বলিলেন, "বাবা! আমার কিছুই করিতে হয় নাই। এক দেবপুত্র আসিয়া আমার হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তিনিই কৌরব-দিগকে তাড়াইয়া গরু ছাড়াইয়া আনিয়াছেন।"

একথা শুনিয়া বিরাট বলিলেন, "তবে ত সেই দেবপুত্রের পূজা করিতে হয়! তিনি কোথায়?"

উত্তর বলিলেন, "তিনি কাল পরশু আবার আসিবেন।"

যুদ্ধের সংবাদে সকলেই খুব খুসী হইল। আর রাজকুমারী উত্তরা সেই কাপড়গুলি পাইয়া যে কত খুসী হইলেন, তাহা আর লিখিয়া কি বুঝাইব?

এইরূপে অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। পাঁচ ভাই উত্তরকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আর দু দিন পরে তাঁহারা নিজের পরিচয়

দিবেন। কিরূপ করিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহাও স্থির হইল।

যে দিন পরিচয় দিবার কথা, সে দিন পাণ্ডবেরা স্নানের পর সুন্দর শাদা পোষাক আর নানারূপ অলঙ্কার পরিয়া,বিরাটের সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। বিরাট সভায় আসিয়া দেখেন, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সভাসদ কঙ্ক সাজ গোছ করিয়া তাহার সিংহাসনে বসিয়া আছেন!

বিরাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি, কঙ্ক! আমার সিংহাসনে কেন বসিতে গেলে?"

এ কথায় অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সিংহাসনেও বসিতে পারেন। আপনার সিংহাসনে বসিতে তাঁহার অন্যায় কি হইল?"

বিরাট বলিলেন, "ইনিই যদি রাজা যুধিষ্ঠির হন, তবে তাঁহার ভাই সব আর দ্রৌপদী দেবী কোথায়?"

এ প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন একে একে সকলেরই পরিচয় দিলেন। তারপর উত্তর অর্জ্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "যে দেবপুত্র কৌরবদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া গরু ছাড়াইয়া ছিলেন, তিনি এই অর্জ্জুন।"

সকল কথা শুনিয়া বিরাটের যেমন আশ্চর্য্য বোধ হইল, তেমনি তিনি আনন্দিতও হইলেন। পাণ্ডবদিগকে যত রকমে আদর দেখান সম্ভব মনে হইল, তাহার তিনি কিছুই বাকি রাখিলেন না। তিনি খালি বলিতে লাগিলেন, "আমার কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!" বিশেষতঃ, অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ স্নেহ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, নিজের কন্যা উত্তরার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু এ কথায় অর্জ্জুন রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন,

"আমি উত্তরার গুরু; তাঁহাকে সর্ব্বদা আমার কন্যার মতন ভাবিয়া স্নেহ করিয়াছি। তিনিও আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছেন। তাঁহার সহিত কি আমার বিবাহের কথা হইতে পারে? আমার পুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হউক।"

এই প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। অভিমন্যুর মতন রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, এমন সুপাত্র আর হয় না। কাজেই, একটি সুন্দর দিন দেখিয়া, মহা সমারোহে অভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে নানা দেশ হইতে বিরাট এবং পাণ্ডবদিগের আত্মীয় স্বজন আর রাজা রাজড়ারা আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কেহই আসিতে বাকি ছিল না।

উদ্যোগ পর্ব



ভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহের পরে, বিরাটের বাড়ীতে রাজা এবং যোদ্ধাদিগের মস্ত এক সভা হইল। বিবাহে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বড় বড় বীর, এবং সকলেই পাণ্ডবদিগকে ভাল বাসেন। ইঁহারা মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কি করিয়া পাণ্ডবেরা তাঁহাদের রাজ্য ফিরিয়া পাইতে পারেন। সেই কপট পাশা খেলায় হারিয়া, পাণ্ডবেরা বার বৎসর বনবাস আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞা তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তথাপি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দল এখন বলিতেছে যে, তের বৎসর না যাইতেই তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছে। আসলে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তাই পাণ্ডবদিগের বন্ধুগণ স্থির করিলেন যে, যদি সহজে উহারা রাজ্য ছাড়িয়া না দেয়, তবে যুদ্ধ করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে।

এদিকে দুর্য্যোধন প্রভৃতিও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। পাণ্ডবেরা যে তাঁহাদের রাজ্য সহজে ছাড়িবেন না, এ কথা তাঁহারা বেশ জানিতেন।

সুতরাং দুই দলেই যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিকে যেমন সৈন্য সামন্ত এবং অস্ত্র শস্ত্রের যোগাড় হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি বড় বড় বীরদিগকে ডাকিয়া নিজেদের দলে আনিবার চেষ্টারও ত্রুটি হইল না।

কৃষ্ণের সাহায্য পাওয়া একটা মস্ত কথা। সেজন্য দুর্য্যোধন আর অর্জ্জুন প্রায় এক সময়েই দ্বারকায় যাত্রা করেন, একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রায়। দুর্য্যোধন প্রথমে তাঁহার শয়ন ঘরে গিয়া, তাঁহার মাথার কাছে একখানি বড় আসনে বসিলেন। তারপর অর্জ্জুন সেখানে গিয়া বিনীত ভাবে, কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে প্রথমে পায়ের দিকেই চোখ পড়ে। কাজেই কৃষ্ণ জাগিয়া আগে দেখিলেন অর্জ্জুনকে, তারপর দেখিলেন দুর্য্যোধনকে। দুজনকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি জন্য আসিয়াছ?"

দুর্য্যোধন হাসিমুখে বলিলেন, "যুদ্ধে আপনার সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি। আর, আমি আগে আসিয়াছি, কাজেই আমার কথাই আপনাকে রাখিতে হইবে।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি আগে আসিয়াছেন, সত্য। আর আমি আগে অর্জ্জুনকে দেখিয়াছি; এ কথাও সত্য। কাজেই আমি দুজনকেই সাহায্য করিব।"

একদিকে 'নারায়ণ সৈন্য' নামক আমার অতিশয় যোদ্ধা এক অর্ব্বুদ সৈন্য থাকিবে; আর একদিকে আমি নিজে শুধু হাতে থাকিব; কিন্তু যুদ্ধ করিব না। এই দুয়ের মধ্যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা নিতে পারেন। অর্জ্জুন বয়সে ছোট, সুতরাং তাঁহাকেই আগে জিজ্ঞাসা করিতেছি। "অর্জ্জুন, বল ত, ইহার কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয়?"

অর্জ্জুন বলিলেন, “আমি সৈন্য চাহি না, আপনাকেই চাহি।”

কাজেই অর্জ্জুন পাইলেন কৃষ্ণকে, আর দুর্য্যোধন পাইলেন এক অর্ব্বুদ সৈন্য। আর দু জনেই মনে করিলেন, “আমি খুব জিতিয়াছি।”

সেখান হইতে দুর্য্যোধন বলরামের নিকট গেলেন। কিন্তু বলরাম বলিলেন, “আমি তোমাদের কাহাকেও সাহায্য করিব না, তোমরা প্রস্থান কর।”

এদিকে কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইবেন।”

শল্য কি করিয়াছিলেন শুনিবে? তাহা হাসির কথা। শল্য পাণ্ডবদিগের মাতুল; মাদ্রীর ভাই। তিনি, পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিবার জন্য, বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্য মদ্র দেশ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে দুর্য্যোধন. তাঁহাকে হাত করিবার জন্য, তাঁহার এতই আদর যত্ন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দেবতারও মন ভুলিয়া যায়। যেখানেই শল্য বিশ্রাম করিবেন, সেইখানেই দুর্য্যোধন চমৎকার এক বৈঠকখানা করিয়া রাখিয়াছেন। সে সকল বৈঠকখানা দেখিয়া শল্য মনে করিলেন, “বাঃ! পাণ্ডবেরা আমার কতই যত্ন করিতেছে!” এ সকল যে দুর্য্যোধনের চাতুরী, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। একটা বৈঠকখানার কারুকার্য্য তাঁহার এতই ভাল লাগিল যে, তিনি তাহার কারিগরকে বকৃশিস দিতে চাহিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া, নিজে দুর্য্যোধন কারিগর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত! শল্য তাঁহাকে বলিলেন,

“কারিগর, বল, তুমি কি পুরস্কার চাও? আমি তাহাই দিতেছি।”

দুর্য্যোধন বলিলেন, “মামা! আপনার কথা যেন মিথ্যা না হয়! আমি এই চাই যে, আপনি আমার দলে আসিয়া সেনাপতি হউন!”

সে সকল লোক কথায় বড়ই খাঁটি ছিলেন। শল্যের আর পাণ্ডব-

দিগের সাহায্য করা হইল না। দুর্য্যোধনকে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা করিয়া আসিতেছি।"

যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা হইলে, শল্য তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে "তোমাদের দুঃখের শেষ হইয়াছে, এখন তোমাদের শত্রু-দিগকে মারিয়া সুখে রাজ্য কর।" তারপর, পথে দুর্য্যোধনের ফাকিতে পড়িয়া যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। সে কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন,

"মামা! আপনি আপনার কথা রাখিয়া ভালই করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের একটি উপকার করিতে হইবে। কর্ণ আর অর্জ্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আপনি কর্ণের সারথি হইয়া, এমন উপায় করিবেন, যাহাতে তাহার তেজ কমিয়া যায়।"

শল্য বলিলেন, "সে বিষয়ে তোমরা কোন চিন্তা করিও না। আমার যতদূর সাধ্য, তোমাদের উপকার নিশ্চয় করিব।"

এইরূপ করিয়া বড় বড় বীরগণ ক্রমে দুই দলের সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবদিগের দলে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি শুন। প্রথমে আসিলেন সাত্যকি। ইনি অসাধারণ যোদ্ধা, কৃষ্ণের আত্মীয় এবং অর্জ্জুনের ছাত্র ও বন্ধু। ইঁহার সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী *

*	১হাতী	১রথ	৩ঘোড়া	৫পদাতি লইয়া এক	'পত্তি।
৩ পত্তি অর্থাৎ	৩ হাতী	৩ রথ	৯ ঘোড়া	১৫ পদাতিতে এক	'সেনামুখ'
৩ সেনামুখ ,,	৯ ,,	৯ ,,	২৭ ,, *	৪৫ ,,	'গুল্ম'
৩ গুল্ম ,,	২৭ ,,	২৭ ,,	৮১ ,,	১৩৫ ,, ,,	'গণ'
৩ গণ ,,	৮১ ,,	৮১ ,,	২৪৩ ,,	৪০৫ ,, ,,	'বাহিনী'
৩ বাহিনী ,,	২৪৩ ,,	২৪৩ ,,	৭২৯ ,,	১২১৫ ,, ,,	'পৃতনা
পৃতনা ,,	৭২৯ ,,	৭২৯ ,,	২১৮৭ ,,	৩৬৪৫ ,, ,,	'চমূ'
৩ চমূ ,,	২১৮৭ ,,	২১৮৭ ,,	৬৫৬১ ,,	১০৯৩৫ ,, ,,	'অনিকীনী
১০ অনীকিনী	২১৮৭০	২১৮৭০ ,,	৬৫৬১০ ,,	১০৯৩৫০ ,, ,,	'অক্ষৌহিণী'

সৈন্য আসিল। তারপর চেদি দেশের রাজা মহাবীর ধৃষ্টকেতু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মগধের রাজা জরাসন্ধের পুত্র জয়ৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মহাবীর পাণ্ড্য এক অক্ষোহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন।

তারপর দ্রুপদ, বিরাট ইঁহারাও অনেক লক্ষ যোদ্ধা আর সৈন্যের যোগাড় করিলেন! এইরূপে পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

দুর্য্যোধনেয় দলে,—

ভগদত্তের এক অক্ষৌহিণী, ভূরিশ্রবার এক অক্ষৌহিণী, শল্যের এক অক্ষৌহিণী, কৃতবর্ম্মার এক অক্ষৌহিণী, জয়দ্রথের দলের এক অক্ষৌহিণী, কাম্বোজের রাজা সুদক্ষিণের এক অক্ষৌহিণী, ইহা ছাড়া দক্ষিণাপথ, অবন্তি, প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আরো পাঁচ অক্ষৌহিণী, সব শুদ্ধ এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

এইরূপে দুই দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই ভয়ঙ্কর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইবে, রক্তে দেশ ভাসিয়া যাইবে, ঘরে ঘরে কান্না উঠিবে। দেশে যত ক্ষত্রিয় বীর ছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। হায়! আর অল্প দিন পরেই হয়ত ইহাদের কেহ বাঁচিয়া থাকিবে না।

যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর কাজ, আর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি কঠিন! মানুষকে মারিয়া মানুষ মনে করিবে যে 'ধর্ম্ম করিলাম'। কয়েক জন লোক একটা রাজ্য লইয়া ঝগড়া করিতেছে, তাহার জন্য দেশশুদ্ধ লোক কাটাকাটি করিয়া মরিবে।

এমন যুদ্ধ কে সহজে করিতে চায়? পাণ্ডবেরা ত তাহা চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমাদের সমুদায় রাজ্য না দেয়, কেবল আমরা নিজ হাতে যে টুকু জয় করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাই

দিউক্। তাহাও যদি না দেয়, পাঁচ জনকে পাঁচ খানি গ্রাম মাত্র দিলেও আমরা সন্তুষ্ট হই।”

কিন্তু দুষ্ট লোক লোভে পড়িলে কি আর তাহার ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে? কত লোক দুর্য্যোধনকে বুঝাইল, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া শুনিবে না, তাহার কাছে কথা বলিয়া কি ফল? কর্ণ শকুনি প্রভৃতিরা, দুর্য্যোধনকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ দিয়া, এমন করিয়া তুলিয়াছেন যে, তিনি আর কাহারও কথায় কান দিতে চাহেন না।

ধৃতরাষ্ট্র মুখে দুর্য্যোধনের নিন্দা করিয়াছিলেন, আর পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বার বার বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সরল ভাবে কথা বলেন নাই, কাজেই তাঁহার কথায় কোনও ফলও হয় নাই।

সকলের শেষে কৃষ্ণ এই যুদ্ধ থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার কথা শুনা দূরে থাকুক, দুর্য্যোধন তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। রাজ্য দিবার কথায় রাজি করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের নিকট পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচ খানি গ্রাম মাত্র চাহিলেন। তাহার উত্তরে দুর্য্যোধন বলিলেন কি যে, “খুব ধারাল ছুঁচের আগায় যত টুকু জায়গা বিঁধে, তাহার অর্দ্ধেকও বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া দিব না!”

ইহার উপরে আবার বুদ্ধিমানেরা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন! কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া, আর কাজে তাহা করিতে সাহস হয় নাই। তিনি ধমকের চোটে দুষ্টদিগকে জব্দ করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া আসেন।

আসিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ কর্ণকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,

“কর্ণ! তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ? জান কি, যে

পাণ্ডবেরা তোমার ছোট ভাই ? তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল, তোমার ভাইদের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিই। পাণ্ডবেরা তোমাকে চিনিতে পারিলে, তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবেন। তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে তুমি, আর পাণ্ডবদের প্রধান কাজ হইবে, তোমার সেবা করা, আর তোমার আজ্ঞা পালন করা। তুমি আর অর্জ্জুন, দু ভাই মিলিয়া এই পৃথিবীতে কত বড় বড় কাজ করিবে আর তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।”

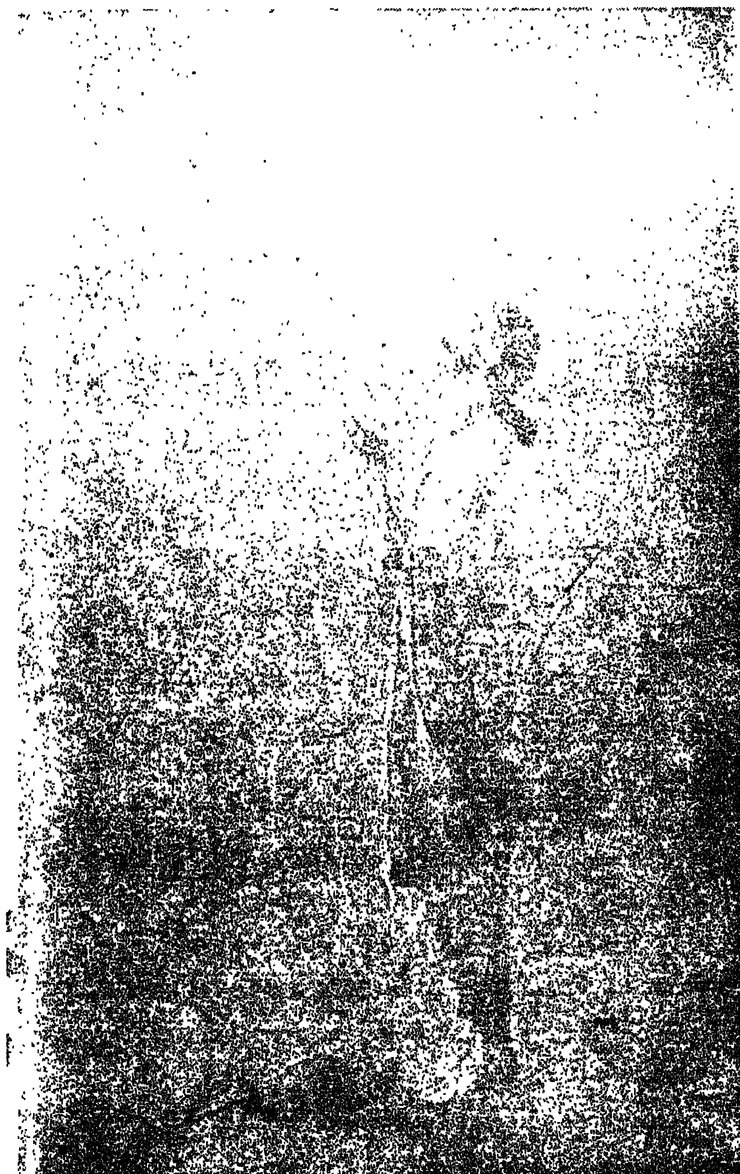
কর্ণ বলিলেন, “কৃষ্ণ! তোমার সকল কথাই সত্য। কিন্তু তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছ ? দুর্য্যোধনের অনুগ্রহে আমি রাজ্য পাইয়া সুখে বাস করিতেছি। এই দুর্য্যোধনকে আমার ভরসায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া, আমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইব ? আমাদ্বারা তাহা কখনই হইবে না। পাণ্ডবেরা আমার ভাই হইলেই কি ? লোকে ত জানে, আমি অধিরথ সারথির পুত্র। এখন যুদ্ধের আরম্ভেই যদি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিতে যাই, তবে সকলে বলিবে, আমি কাপুরুষ! না, কৃষ্ণ! তোমার কথা আমি রাখিতে পারিব না!”

কাজেই কৃষ্ণ তখন চলিয়া আসিলেন।

বনবাসে যাইবার সময় কুন্তীকে পাণ্ডবেরা বিদুরের বাড়ীতে রাখিয়া যান। কৃষ্ণও যুদ্ধ থামাইবার চেষ্টায় আসিয়া এবারে বিদুরের বাড়ীতেই ছিলেন। কাজেই তাঁহার নিকট কুন্তীর কোন কথাই জানিতে বাকি থাকে নাই।

কৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পরে, যুদ্ধের কথা ভাবিয়া কুন্তীর প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। পুত্রগণ যুদ্ধ করিয়া এক জন আর এক জনকে মারিবেন, মার প্রাণে এ কথা কি সহ্য হইতে পারে ? তাই তিনি মনে করিলেন, তিনি নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

কর্ণ রোজ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্য্যের স্তব করিতেন। স্নানের



সময় কুন্তী গঙ্গার ধারে গিয়া, এই স্তবের শব্দে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এবং তাঁহারই ছায়ায় বসিয়া, স্তব শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্তবের শেষে কর্ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যোড় হাতে কহিলেন,

"হে দেবি, আমি অধিরথ এবং রাধার পুত্র কর্ণ; আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনার কি চাহি ?"

কুন্তী বলিলেন, "বাছা, তুমি আমারই পুত্র। রাধার পুত্র তুমি কখনই নহ; সারথির ঘরে তোমার জন্মও হয় নাই। নিজের ভাই-দিগকে না চিনিতে পারিয়া, কেন বাবা তুমি দুর্য্যোধনের সেবা করি-তেছ ? তোমার ভাইদের কাছে তুমি আইস। যেমন কৃষ্ণ বলরাম দু ভাই, তেমনি আমার কর্ণ আর অর্জ্জুন হউক ! পাঁচ ভাইয়ের প্রভু হইয়া সুখে রাজ্য কর। সারথির পুত্র বলিয়া যেন দুর্ণাম না থাকে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আপনার কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। জন্মকালে আপনি আমাকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন; মায়ের কাজ আমার প্রতি কিছুই করেন নাই। এখন যে আমাকে স্নেহ দেখাই-তেছেন, তাহাও কেবল আপনার পুত্রদিগের উপকারের জন্য। এমন অবস্থায়, আমি আপনার কথায় দুর্য্যোধনকে ছাড়িতে যাইব কেন ? তবে, আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাই এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ইহাদের কাহারও আমি কোন অনিষ্ট করিব না। কিন্তু অর্জ্জুনকে ছাড়িতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি। যুদ্ধে হয় আমি তাহাকে মারিব, না হয় সে আমাকে মারিবে। আপনার পাঁচ পুত্রই লোকে জানে, তাহার অধিক পুত্র আপনার থাকা ভাল নহে।"

এই বলিয়া কর্ণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কুন্তীও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

যুদ্ধ আর কিছুতেই থামিল না। সুতরাং তাহার আয়োজন বিধি-মতেই হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড মাঠের ভিতর দিয়া হিরণ্বতী নদী বহিতেছে। সেই নদীর ধারে যুধিষ্ঠির তাঁহার সৈন্য সাজাইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের লোকেরাও তাহারই সামনে আসিয়া শিবির প্রস্তুত করিল। দেখিতে দেখিতে সেই মাঠের চেহারা এমনি বদলাইয়া গেল যে, তাহাকে চেনা ভার। খাল, পুকুর, রাস্তা, তাঁবু ইত্যাদিতে সে মাঠ নগরের মতন হইয়া গেল। তাহার ভিতরে মিস্ত্রী, মজুর, ডাক্তার, কবিরাজ, কিছুরই অভাব নাই। আটা ঘী, ডাল চাউল, ঔষধ পত্র, কাঠ কয়লা ইত্যাদি কোন দরকারী জিনিষই সেখানে আনিতে বাকি রহিল না।

আর অস্ত্রের কথা কি বলিব? মানুষের বুদ্ধিতে মানুষকে মারিবার যত রকম উৎকট উপায় হইতে পারে, সকলই প্রস্তুত। রাশি রাশি তোমর (লোহার কাঁটা পরান ডাণ্ডা) আছে; ইহার ঘায় হাড় গুঁড়া এবং বুক ফুটা এক সঙ্গেই হইতে পারে। ভাল মতে এ পিঠ ও পিঠ করিয়া ফুড়িতে হইলে তাহার জন্য শক্তির (লোহার বল্লমের) আয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। পাশ (ফাঁস) আছে আঁটি আঁটি। এ জিনিষ শত্রুর গলায় লাগাইয়া টানিলে,—বুঝিতেই পার। আর যদি শত্রুর চুলে ধরিয়া টানিয়া তাহাকে চিৎপাত করিতে হয়, তাহার জন্য অসংখ্য 'কচ-গ্রহ-বিক্ষেপ' (লম্বা লাঠির আগায় সাংঘাতিক আঠা) রহিয়াছে। কিম্বা যদি আঁকশী লাগাইয়া তাহাকে টানিবার দরকার পড়ে, সে আঁকশীরও ঐ পর্ব্বতাকার ঢিপি আছে দেখ! এ অস্ত্রের নাম 'কর-গ্রহ-বিক্ষেপ'। এত এত বালি, তৈল, আর ঝোলা গুড় দিয়া কি হইবে, জান? এ সব জিনিষ গরম করিয়া, শত্রুর গায় ঢালিয়া দিতে হইবে; তাহার জন্য দেখ না, কি প্রকাণ্ড হাতা সব রহিয়াছে। ঐ সকল মুখ-বাঁধা হাঁড়ির ভিতরে ভয়ানক সব সাপ আছে। শত্রুর ভিড়ের মধ্যে

এই সকল হাঁড়ি ফেলিয়া দিতে পারিলে বেশ কাজ দেয়! ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া ফেলিলেও নিতান্ত মন্দ হয় না; তাই ঐ সব ধূপ ধূনার ঢিপি। কুল কাঁটার মতন বাঁকান কাঁটা পরান ঐ ভয়ঙ্কর বল্লম গুলির নাম জান? এ গুলি 'অঙ্কুশ তোমর'; শত্রুর পেটে বিঁধাইয়া টানিলে, পেটের ভিতরের জিনিষও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসে।

ইহা ছাড়া, ঢাল, তলোয়ার, খাঁড়া, বর্শা, লাঠি, গদা, তীর, ধনুক প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র যে কত আছে, তাহার ত হিসাবই হইতে পারে না। দা, কুড়াল, খুন্তি, কোদাল, এমন কি, লাঙ্গল পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই।

এ সকল অস্ত্র বোধ হয় সাধারণ সৈন্যদের জন্য। বড় বড় ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা এ সকল অস্ত্রের কোন কোনটা ব্যবহার করিতেন না, এমন নহে; কিন্তু মোটের উপরে তাঁহাদের যুদ্ধের কৌশল ইহা অপেক্ষা অনেক উঁচু দরের। আর তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্রও যে অতি আশ্চর্য্য রকমের, তাহাও আমাদের দেখিতে বাকি নাই।

সকল আয়োজন শেষ হইলে দুর্য্যোধন যোড় হাতে ভীষ্মকে বলিলেন,

"হে পিতামহ! আপনি যুদ্ধ বিদ্যায় শুক্রের সমান পণ্ডিত, আপনি আমাদের সেনাপতি হউন। আপনার পশ্চাতে আমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে যাইব।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হউক। তোমাকে কথা দিয়াছি, সুতরাং তোমার হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমার কাছে তোমরা যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। এই জন্য আমি কখনও তাহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। তোমার অপর শত্রু আমি রোজ হাজার হাজার মারিব।"

কর্ণের বড়ই লম্বা চওড়া কথা কহিবার অভ্যাস, এই জন্য তিনি য়র নিকট অনেক বকুনি খান, কাজেই দু জনের মধ্যে একটু

চটাচটি আছে। তাহার উপরে আবার, দুর্য্যোধনের দলের রথী এবং মহারথীদিগের নাম করিতে গিয়া, ভীষ্ম কর্ণকে অর্দ্ধরথ (অর্থাৎ আধখানা রথী) বলাতে এই চটাচটি আরও বাড়িয়া গেল। তাহার ফল এই হইল যে, কর্ণ থাকিতে ভীষ্ম যুদ্ধ ইচ্ছা করেন না, আর কর্ণও ভীষ্ম থাকিতে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন। ভীষ্ম বলিলেন,

"কর্ণ আমার সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করে, আমি তাহার সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "আমিও ভীষ্ম বাঁচিয়া থাকিতে এ যুদ্ধে হাত দিতেছি না। উনি মারা যাউন, তারপর আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।"

এইরূপে দুর্য্যোধনের পক্ষে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া, অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহার কথামত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের পক্ষে দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী, ও জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, এই সাত জনকে সেনাপতি করা হইল। ইহাদের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইলেন প্রধান সেনাপতি, ইঁহাদের উপরে আবার অর্জ্জুন হইলেন বড় সেনাপতি।

এই সময়ে দুর্য্যোধন এক দিন উলূক নামক এক দূতকে বলিলেন,

"তুমি পাণ্ডবদিগকে, আর কৃষ্ণকে, খুব করিয়া গালি দিয়া আইস।"

কিরূপ গালি দিতে হইবে, তাহাও দুর্য্যোধন অবশ্য বলিয়া দিলেন; তত কথা লিখিবার স্থান নাই। আর থাকিলেই বা তাহা লিখিয়া দরকার কি? ভাল কথা হইত, তবে না হয় লিখিতাম। দুর্য্যোধনের হুকুম পাওয়া মাত্র, উলূক পাণ্ডবদিগের নিকট গিয়া, তাঁহার কথাগুলি অবিকল মুখস্থ বলিয়া দিল।

এই সকল গালির উত্তরে পাণ্ডবেরা বলিলেন, "উলূক! দুর্য্যোধনকে

বলিবে যে, তাঁহার উচিত সাজা পাওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর বেশী বিলম্ব নাই।"

উলূক চলিয়া গেলে পাণ্ডবেরা সৈন্য ভাগ করিয়া গুছাইতে লাগিলেন। বড় বড় সেনাপতিগণ কে কোন্ কোন্ দলের কর্ত্তা হইবেন, এ সকল ঠিক করাই সকলের প্রথম কাজ। এ কাজ শেষ হইয়া গেলে আর আয়োজনের কিছুই বাকি রহিল না; এখন শত্রু আসিলেই হয়।

দুর্য্যোধনের দলেও অবশ্য এইরূপ আয়োজন চলিতেছিল। দুই পক্ষের যোদ্ধাদিগের কে কেমন বীর, ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে তাহা সুন্দর-রূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,

"তোমার জন্য আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কৃষ্ণই হউন, আর অর্জ্জুনই হউন, কাহাকেই আমি সহজে ছাড়িব না। উহাদের মধ্যে কেবল শিখণ্ডীর গায় আমি অস্ত্র মারিতে প্রস্তুত নহি, আর সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব।"

এ কথায় দুর্য্যোধন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? শিখণ্ডীর গায় আপনি যে অস্ত্র মারিবেন না, তাহার কারণ কি?"

ভীষ্ম বলিলেন, "স্ত্রীলোকের গায় অস্ত্র মারিতে নাই, তাই মারিব না।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "শিখণ্ডী ত দ্রুপদের পুত্র। সে স্ত্রীলোক হইল কিরূপে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "শিখণ্ডীর কথা তবে বলি, শুন। আমার ভাই বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য, আমি কাশী রাজার তিনটি মেয়েকে স্বয়ম্বরের সভা হইতে জোর করিয়া লইয়া আসি। ইহাদের বড়টির নাম অম্বা। অম্বা বলিল, 'আমি শাল্ব রাজাকে মনে মনে

বিবাহ করিয়াছি।' কাজেই আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আর দুটি মেয়ের সহিত ভাইয়ের বিবাহ দিলাম।"

অম্বা শাল্বের কাছে গেল, কিন্তু আমি তাহাকে জোর করিয়া আনায় অপমান মনে করিয়া, আর হয় ত কতকটা আমার ভয়েও, সে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। এইরূপে সেই কন্যা নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া ভাবিল, 'এখন কোথায় যাই? শাল্ব অপমান করিল, পিতার ঘরে গেলেও তাহারা আমাকে ঘৃণা করিবে। হায়! ভীষ্মই আমার এই দুঃখের কারণ। এই ভীষ্মকে শাস্তি দিতে পারিলে আমার মন শান্ত হয়।' এই মনে করিয়া সে কত দেশ ঘুরিল, কত মুনি ঋষির নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিল। শেষে আমার গুরু পরশুরাম, তাহার প্রতি দয়া করিয়া, আমাকে শাস্তি দিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে হারাইতে না পারিয়া, অম্বাকে বলিলেন, "আমি ত অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু ভীষ্ম আমাকে হারাইয়া দিল। আমার আর ক্ষমতা নাই, তুমি চলিয়া যাও।"

"তার পর অম্বা, অনেক তপস্যা করিয়া, আমাকে মারিবার জন্য শিবের নিকট বরলাভ করে। সেই বরের জোরে সে এখন শিখণ্ডী হইয়া জন্মিয়াছে। আমি জানি, এ সেই অম্বা,—এ পুরুষ মানুষ নহে। কাজেই আমি ইহার গায় অস্ত্র মারিতে পারিব না।"

যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একেলা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলে, কত সময়ের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারেন?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিলে এক মাসে পাণ্ডবদের সকল সৈন্য মারিতে পারি।"

এই কথা একে একে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে, দ্রোণ বলিলেন, "আমিও এক মাসে পারি।"

কৃপ বলিলেন, "আমার দুমাস লাগে।"

অশ্বত্থামা বলিলেন, "আমার দশ দিন লাগে।"

কর্ণ বলিলেন, "আমি পাঁচ দিনেই উহাদের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারি।"

কর্ণের কথা শুনিয়া ভীষ্ম হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"অর্জ্জুনের সঙ্গে কি না এখনও দেখা হয় নাই, তাই তুমি এমন কথা বলিতেছ!"

যুধিষ্ঠিরের চরেরা ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির এই সকল কথা শুনিয়া তাহা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলাতে, তিনি অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"অর্জ্জুন, তুমি কতক্ষণে কৌরবদিগের সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পার?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "কৃষ্ণ সহায় থাকিলে, আমি এক নিমেষে সকল শেষ করিয়া দিতে পারি। শিব আমাকে পাশুপত নামক যে মহা অস্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট আছে। ইহা দিয়া তিনি প্রলয়ের সময় সকল সৃষ্টি নাশ করেন। এ অস্ত্রের সঙ্কেত ভীষ্মও জানেন না, দ্রোণও জানেন না, কৃপ, অশ্বত্থামা বা কর্ণও জানেন না। এ সকল বড় বড় অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধে ব্যবহার করিতে নাই। আমরা সাদা সিধা যুদ্ধ করিয়াই জয়লাভ করিব।"

যুদ্ধের দিনের পরিষ্কার প্রভাতে, দুর্য্যোধনের দলের সকলে স্নান করিয়া, মালা আর শাদা কাপড় পরিয়া, পরম উৎসাহের সহিত পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে

তাঁহাদের জন্য শিবির প্রস্তুত ছিল, সেইখানে আসিয়া তাঁহারা সকলে দাঁড়াইলেন।

মাঠের পূর্ব্বভাগে, পশ্চিমমুখ হইয়া যুধিষ্ঠিরের দল দাঁড়াইলেন। তাঁহারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। হাজার হাজার ঢাক আর অযুত অযুত শঙ্খ বাজিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বাড়াইয়া দিতেছে।

ভীষ্ম পর্ব্ব।



যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই-রূপ নিয়ম হইল যে,—

যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, যে আশ্রয় চাহিতেছে, আর যে অন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, এরূপ লোককে কেহ বধ করিবে না। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় দুই দলের লোকেই বন্ধুর মত ব্যবহার করিবে। গালির উত্তরে শুধু গালিই দিবে, অস্ত্রাঘাত করিবে না। যুদ্ধের স্থান হইতে কেহ বাহির হইয়া গেলে, আর তাহাকে মারিবে না। রথী রথীর সহিত, হাতী হাতীর সহিত, ঘোড়া ঘোড়ার সহিত, পদাতি পদাতির সহিত ; এইরূপ করিয়া যুদ্ধ হইবে। মারিবার সময় বলিয়া মারিবে। অচেতন লোককে, আর সারথি, সহিস, অস্ত্রবাহক, বাজানদার, ইহাদিগকে কখনও প্রহার করিবে না।

এই সময়ে, ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া, ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে আসিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের তখন নিতান্তই দুঃখের অবস্থা। পুত্রদিগের ব্যবহারের কথা, আর যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ফলের কথা ভাবিয়া,

আর তিনি কূল কিনারা পাইতেছেন না। এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইবেই; তুমি দুঃখ করিও না। যদি যুদ্ধ দেখিতে চাও, আমি তোমাকে চক্ষু দিতে পারি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আত্মীয়দিগের মৃত্যু দেখিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনার কৃপায় যুদ্ধের সকল সংবাদ যেন শুনিতে পাই!"

এ কথায় ব্যাস সঞ্জয়কে দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার এই সঞ্জয়ের নিকট তুমি সকল কথাই শুনিতে পাইবে। আমার বরে, যুদ্ধের কোন সংবাদই ইহার অজানা থাকিবে না। দেখা হউক, অদেখা হউক, সকল ঘটনাই, এমন কি লোকের মনের কথা পর্য্যন্ত, সে জানিতে পারিয়া তোমাকে শুনাইবে। যুদ্ধের ভিতর গিয়াও সে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, অস্ত্রে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না!"

এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "এ কাজটা ভাল হইতেছে না; তুমি ইহাদিগকে বারণ কর। তোমার রাজ্যের এতই কি প্রয়োজন, যে তাহার জন্য এমন পাপ করিতে যাইতেছ? পাণ্ডবদের রাজ্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমি ত যাহাতে ধর্ম্ম হয় তাহাই চাই, কিন্তু উহারা যে আমার কথা শুনে না!"

এইরূপ কথাবার্ত্তার খানিক পরে ব্যাসদেব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে পাণ্ডব এবং কৌরবদিগের সৈন্য সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সামনা সামনি ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে; যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই।

'ব্যূহ' বাঁধা কাহাকে বলে জান? সৈন্যেরা ত যুদ্ধের সময় তাহাদের

ইচ্ছামত এলোমেলো ভাবে দাঁড়াইতে পায় না; তাহাদিগকে কোন একটা বিশেষ নিয়মে, বেশ জমাটরূপে গুছাইয়া দাঁড় করাইতে হয়। এইরূপ কায়দা করিয়া দাঁড়ানর নাম 'ব্যূহ'। এক এক রকম ব্যূহের কায়দার এক এক রকম নাম; যেমন 'চক্র' ব্যূহ, 'গরুড়' ব্যূহ ইত্যাদি।

পাণ্ডবদিগের ব্যূহ দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, "গুরুদেব! দেখুন, পাণ্ডবদের কত সৈন্য; ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহাদের দলে খুব বড় বড় বীর আছে; তেমনি আমাদেরও তাহার চেয়ে বেশী আছে। তাহা ছাড়া, আমাদের সৈন্য ঢের, উহাদের সৈন্য কম। আমাদের ব্যূহের মাঝখানে ভীষ্ম রহিয়াছেন; তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যূহে ঢুকিবার পথে পথে আপনারা সকলে আছেন।"

এ কথা শুনিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ পূর্ব্বক তাঁহার শঙ্খে ফুঁ দিলেন। সেই শঙ্খের সঙ্গে সঙ্গে, হাজার হাজার শঙ্খ শিঙ্গা ঢাক প্রভৃতি বাজিয়া রণস্থলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল।

ইহার উত্তরে, পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইতে, কৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য', অর্জ্জুনের 'দেবদত্ত', ভীমের 'পৌণ্ড্র', যুধিষ্ঠিরের 'অনন্তবিজয়', নকুলের 'সুঘোষ', আর সহদেবের 'মণিপুষ্পক' নামক মহাশঙ্খের ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত, দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি সকলের শঙ্খের শব্দ মিলিয়া, আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া, কৌরবদিগের আতঙ্ক জন্মাইয়া দিল।

তখন অর্জ্জুন, গাণ্ডীব হাতে করিয়া, কৃষ্ণকে বলিলেন, "একবার দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া চলুন, কে কে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া লই।"

এ কথায় কৃষ্ণ দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া গেলে, অর্জ্জুন দেখিলেন যে, খুড়া, জ্যাঠা, মামা, ভাই, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি যত

ভক্তি, মান্য, স্নেহ এবং ভালবাসার পাত্র, সকলেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত;—রাজ্যের জন্য সকলেই কাটা কাটি করিয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে বলিলেন, "হায়! আমি কাহাকে মারিয়া রাজ্য লইতে আসিয়াছি? এমন রাজ্য পাইয়া ফল কি? এইরূপ ভয়ানক পাপ করার চেয়ে, শত্রুর হাতে মারা যাওয়াই ভাল।"

এই বলিয়া তিনি গাণ্ডীব ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সে দিন কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে না থাকিলে, আর কি অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা হইত? তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিয়া, তাঁহাদ্বারা যুদ্ধ করাইতে, কৃষ্ণকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহাতে 'ভগবদ্গীতা' নামক একখানি উঁচু দরের পুস্তকই হইয়া গিয়াছে; বড় হইয়া তোমরা তাহা পড়িবে। যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুনের মন শান্ত হওয়াতে, আবার তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ আসিল।

এমন সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির, বর্ম্ম আর অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে নামিয়া, কিসের জন্য ভীষ্মের রথের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছেন? তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর অন্যান্য বীরেরাও তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের কেহই যুধিষ্ঠিরের কার্য্যের অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, আর সহদেব বলিলেন, "দাদা! যুদ্ধ আরম্ভ হইতে চলিয়াছে, এমন সময় আপনি আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছেন?"

যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন,

"উনি যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে চলিয়াছেন। ইহাতে উঁহার জয়লাভ হইবে।"

এদিকে কৌরবপক্ষের লোকেরাও, যুধিষ্ঠিরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া, নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলিল 'কাপুরুষ! ভয় পাইয়াছে!' কেহ বলিল, 'তাই ভীষ্মের পায়ে ধরিতে চলিয়াছে!' কেহ বলিল, 'এমন সব ভাই থাকিতে এত ভয়! ছিঃ!'

যাহা হউক, যুধিষ্ঠির ততক্ষণে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পায় ধরিয়া বলিলেন, "দাদা মহাশয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, অনুমতি দিন আর আশীর্ব্বাদ করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি ভাই, তোমার জয় হউক! তুমি না আসিলে হয় ত আমার রাগ থাকিত, কিন্তু তুমি আসাতে বড়ই সুখী হইলাম। বল, তোমার আর কি চাই। ভাই, মানুষ টাকার দাস। দুর্য্যোধনের টাকায় আমি আটকা পড়িয়াছি, কাজেই তোমার হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না। আর যাহা চাও তাহাই দিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনাকে কি করিয়া পরাজয় করিব, দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমাকে পরাজয় করার সাধ্য কাহারও নাই, আর এখন আমার মরিবারও সময় উপস্থিত হয় নাই। তুমি আবার আমার নিকট আসিও।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া দ্রোণের নিকট গেলেন। দ্রোণের সহিতও তাঁহার ঠিক ঐরূপ কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহাকে পরাজয় করিবার উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, দ্রোণ বলিলেন,

"আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না; আমাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর। সত্যবাদী ব্যক্তির মুখে নিতান্ত

অপ্রিয় সংবাদ শুনিলেই, আমি অস্ত্র ছাড়িয়া দিব। এমনি সময় আমাকে মারিবার সুযোগ।"

সেখান হইতে যুধিষ্ঠির কৃপের নিকট গেলেন। সেখানেও ঐরূপই কথাবার্ত্তা হইল। কৃপ বলিলেন, "আমি অমর, কাজেই আমাকে মারা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তথাপি নিশ্চয় তোমার জয় হইবে; আমি সর্ব্বদা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

কৃপের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির শল্যের নিকট গেলেন, এবং যুদ্ধের সময় কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শল্য বলিলেন, "আমি তাহা নিশ্চয় করিব। নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, তোমার জয় অবশ্য হইবে।"

ইহার মধ্যে কৃষ্ণ কর্ণকে বলিলেন, "কর্ণ, ভীষ্ম থাকিতে ত তুমি আর এ পক্ষে যুদ্ধ করিতেছ না, তত দিন আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর না কেন?"

একথার উত্তরে কর্ণ বলিলেন যে, "আমি কিছুতেই দুর্য্যোধনের অনিষ্ট করিতে পারিব না।"

ফিরিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে কৌরবদিগকে বলিলেন, "এখানে যদি আমার বন্ধু কেহ থাকেন, তবে তিনি আসুন; আমরা তাঁহাকে আদর করিয়া আমাদের দলে লইব।"

একথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "মহারাজ। আমি আপনার হইয়া যুদ্ধ করিব"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এস ভাই! তুমি আমাদের হইলে।"

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যে কি ভয়ানক যুদ্ধ, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সে যুদ্ধে বৃষ্টির ধারার ন্যায় ক্রমাগত বাণ পড়িয়াছিল; ঝড়ের সময় যেমন গাছের ফল পড়ে, সেইরূপ করিয়া লোকের মাথা কাটিয়া পাড়িয়াছিল, কাটা মানুষের পাহাড় হইতে

রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছিল। তখনকার ভয়ানক শব্দের কথা আর কি বলিব? তেমন শব্দ আর কখনও হয় নাই।

সে সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা দেখিয়া, দেবতারা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যান। অনেক বারই তাঁহাদিগকে একথা মানিতে হইয়াছে যে, 'এমন অদ্ভুত কাজ আমরাও করিতে পারি কি না সন্দেহ।' ইঁহাদের এক এক জনে যখন রাগিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন শত যোদ্ধা মিলিয়াও তাঁহাকে আটকাইতে পারে নাই। হাজার হাজার লোক মারিয়া তবে তাঁহারা থামিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ বা অর্জ্জুনের এক এক বাণে, অথবা ভীমের এক এক গদার বাড়ীতে, এক একটা হাতী তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইতে ক্রমাগতই দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডবদের পুত্রেরাই * কি কম যুদ্ধ করিয়াছিলেন? অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিয়া ভীষ্ম প্রভৃতিরা বার বার বলিয়াছেন, "ঠিক যেন অর্জ্জুন!" ভীষ্মের সহিত তাঁহার খুবই যুদ্ধ হয়। তখন ভীষ্ম অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। অভিমন্যু তাঁহার সমুদয় বাণ কাটিয়া তাঁহার রথের ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

আহা! উত্তরের কথা মনে করিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। বেচারা সে দিন ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই শল্যের হাতে মারা গেলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড হাতীতে চড়িয়া শল্যকে আক্রমণ করেন। হাতী শল্যের রথের ঘোড়াগুলিকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু শল্য তাহার পরেই উত্তরকে এমন ভয়ঙ্কর একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা তাঁহার বর্ম্ম ভেদ করিয়া, একেবারে তাঁহার

---

* দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম, প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক, আর শ্রুতসেন। সুভদ্রার এক পুত্র, তাঁহার নাম অভিমন্যু।

শরীরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। সেই শক্তির ঘায়ই উত্তর হাতী হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উত্তরের দাদা শ্বেত ইহাতে অসহ্য শোক পাইয়া, রাগের সহিত কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলেন। খানিক যুদ্ধের পর একটা ভয়ানক বাণের ঘায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলে, তাঁহার সারথি তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু অল্প ক্ষণের ভিতরেই তিনি আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এবারে তিনি শল্যকে এমনি তেজের সহিত আক্রমণ করিলেন যে, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরেরা আসিয়া সাহায্য না করিলে, শল্যের প্রাণ রক্ষা করাই কঠিন হইত। ভীষ্মের দল আসাতে শল্যও বাঁচিয়া গেলেন, আর যুদ্ধও আবার খুব ভয়ানকরূপে আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে ভীষ্ম কত লোককে যে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

শ্বেতও সেই সময়ে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীষ্মের নিকট গিয়া আশ্রয় লয়। ভীষ্ম ছাড়া আর কেহই শ্বেতের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারেন নাই। এমন কি, ভীষ্মও এক একবার শ্বেতের হাতে রীতিমত জব্দ হইতে লাগিলেন। এক বার ত সকলে মনে করিল, বুঝিবা শ্বেতের হাতে তাঁহার মৃত্যুই হয়।

তখন ভীষ্ম যার পর নাই রাগের সহিত শ্বেতকে অনেকগুলি বাণ মারিলেন; শ্বেতও তাঁহার সব আটকাইয়া, ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অমনি আর এক ধনুক লইয়া, শ্বেতের রথের ঘোড়া ধ্বজ আর সারথিকে মারিয়া ফেলাতে, কাজেই তাঁহাকে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইল। তখন তিনি ধনুক রাখিয়া ভীষ্মকে একটা ভয়ঙ্কর শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন, কিন্তু তাহা ভীষ্মের বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। শক্তি বৃথা হওয়ায়, শ্বেত গদা লইয়া যেই ভীষ্মের উপরে তাহা ছুঁড়িতে যাইবেন, অমনি ভীষ্ম তাহা এড়াইবার জন্য রথ-

হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সে গদা রথের উপরে পড়িলে আর রথ, ঘোড়া, সারথি, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

এদিকে দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি যোদ্ধারা ভীষ্মের সাহায্যের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; ভীষ্মেরও নূতন রথ আসিয়াছে। শ্বেতের পক্ষেও সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং কিছু কাল সকলে মিলিয়া আবার যুদ্ধ চলিল। এমন সময় ভীষ্ম কি যে এক সাংঘাতিক বাণ ছুঁড়িয়া বসিলেন, শ্বেতের তাহা বারণ করিবার কোন ক্ষমতাই হইল না, সে বাণ তাঁহার বর্ম্ম ও শরীর ভেদ করিয়া, মাটির ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

শ্বেতের মৃত্যুর পর সে দিন আর পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ করিতে উৎসাহ রহিল না। এ দিকে ভীষ্ম শ্বেতকে মারিয়া, এতই তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, মনে হইল, বুঝি এখনই তিনি সকলকে মারিয়া শেষ করেন। তখন সন্ধ্যাও হইয়াছিল, কাজেই যুধিষ্ঠির সে দিনের মতন যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া, দুঃখের সহিত শিবিরে ফিরিলেন।

সে রাত্রিতে যুধিষ্ঠিরের মনে বড়ই চিন্তা হইতে লাগিল। তিনি সকলকে বলিলেন যে, "এমন করিয়া বন্ধুবান্ধবকে মরিতে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কাল হইতে তোমরা আরো ভাল করিয়া যুদ্ধ কর।"

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হওয়ায়, পরদিনের যুদ্ধের পরামর্শ আরম্ভ হইল। তখন যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,

"এবারে 'ক্রৌঞ্চারুণ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইবে।"

পরদিন ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ করিয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য সাজান হইল। কৌরবেরাও তাঁহাদের সৈন্য দিয়া অনুরূপ এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। সে দিনকার যুদ্ধও নিতান্তই ভয়ানক হইয়াছিল।

সে দিন অর্জ্জুনের যুদ্ধে কৌরবেরা বড়ই অস্থির হইয়া উঠে। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদা মহাশয়! আপনারা থাকিতেই কি অর্জ্জুন সব সৈন্য মারিয়া শেষ করিবে? একটু ভাল করিয়া যুদ্ধ করুন।"

তখন অর্জ্জুন আর ভীষ্মে এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল যে, তেমন যুদ্ধ আর হয় নাই। সে যুদ্ধ দেখিয়া অন্য সকলেরও উৎসাহ বাড়িয়া যাওয়াতে, তাহারা পাগলের মতন হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রোণেও সে দিন কম যুদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ঘোড়া আর ধনুক কাটা গেল। তখন তিনি ভাবিলেন যে গদা লইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবেন, কিন্তু রথ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই দ্রোণ সেই মহাগদা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল তলোয়ার লইয়া দ্রোণকে মারিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার বাণের সামনে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য? ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল দিয়া বাণ আটকাইতেই ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহার আর যুদ্ধ করা হইল না।

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্য করিবার জন্য ভীম আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর তিনি যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইলেন, তাহার কথা আর কি বলিব। কলিঙ্গ আর তাঁহার পুত্র শক্রদেব কিছুকাল তাঁহার সঙ্গে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহাদের ভয়ে ভীমের সঙ্গে চেদি দেশীয় সৈন্যগুলি তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেও ত্রুটি করে নাই। শক্রদেব ভীমের ঘোড়া পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহার পরেই ভীম এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে শক্রদেব আর তাঁহার সারথির শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভানুমানের সহিত ভীমের যুদ্ধ হয়। ভানুমান ছিলেন হাতীর উপরে, আর ভীম মাটির উপরে। ভীম খড়্গ হাতে এক লাফে

সেই হাতীর উপরে উঠিয়া, ভানুমান এবং হাতী উভয়কেই কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীম হাতী, ঘোড়া, রথ, যাহা সম্মুখে পান, তাহাই খড়্গা দিয়া খণ্ড খণ্ড করেন। লাথির চোটে কত মানুষ পুঁতিয়া গেল। হাঁটুর গুঁতায় কত যোদ্ধা ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল! এ সকল কাণ্ড দেখিয়া কে কোথায় পলাইবে, তাহার ঠিক নাই।

তারপর ভীম কলিঙ্গ আর কেতুমানকে মারিয়া, দুই হাজার সাত শত কলিঙ্গ সেনা বধ করিলেন।

আর এক জায়গায় দুর্য্যোধন অনেকগুলি যোদ্ধা লইয়া অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছেন। অভিমন্যুর তাহাতে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই; কিন্তু অর্জ্জুন যখন দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রকে দুরাত্মারা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর তিনি তাঁহার কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এ দিকে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বড় বড় বীরেরা অর্জ্জুনকে আটকাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তখন অর্জ্জুন এমনি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাকে আটকান দূরে থাকুক, উঁহাদের নিজের প্রাণ বাঁচানই ভার হইল। চারি দিকে খালি যোদ্ধাদের মাথা কাটিয়া পড়িতেছে, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, ভীষ্ম তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "ঐ দেখ, অর্জ্জুন কি আরম্ভ করিয়াছে! আজ আর উহার সঙ্গে পারা যাইবে না। বেলাও শেষ হইয়াছে; শীঘ্র যুদ্ধ থামাইয়া দাও।"

কাজেই তখন যুদ্ধ থামাইবার শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল; কৌরব সৈন্যেরাও বলিল, "আঃ! বাঁচিলাম।"

পর দিন কৌরবেরা 'গারুড়,' ও পাণ্ডবেরা 'অর্দ্ধচন্দ্র' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। সে দিন ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ভীম, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই খুব যুদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠির আর ধৃষ্টদ্যুম্ন এমনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম

আর দ্রোণ দুজনে মিলিয়াও তাঁহাদিগকে বারণ করিতে পারেন নাই। কৌরব সৈন্যেরা ভীষ্ম দ্রোণের কথা না শুনিয়া, তাঁহাদের সম্মুখেই পলাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, "সৈন্য সব মারা যাইতেছে, আর আপনারা চুপ করিয়া আছেন! তাহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবদের উপকার করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। এমন জানিলে আমি কখনই যুদ্ধ করিতে আসিতাম না।"

এ কথায় ভীষ্ম বলিলেন, "পাণ্ডবেরা যে কত বড় বীর, তাহা তোমাকে বার বার বলিয়াছি। আমি বুড়া হইয়াছি, তথাপি আমার যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, দেখ।"

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম রাগের ভরে এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কাহার সাধ্য তাঁহার সামনে দাঁড়ায়! চারিদিকে কেবল 'হায় হায়?', 'রক্ষা কর!' 'বাবা গো!' 'মাগো!' এইরূপ শব্দ। পাণ্ডবপক্ষের এক এক যোদ্ধার নাম করিয়া তিনি বলেন, "এই তোমাকে কাটিলাম!" আর অমনি তাহার মাথা কাটিয়া পড়ে। সেই বুড়া মানুষ তখন এমনি বেগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, তাঁহার বাণই কেবল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "অর্জ্জুন! এই ত সময়। তুমি বলিয়াছিলে ভীষ্ম দ্রোণ সকলকে মারিবে; এখন তোমার কথা রাখ।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "শীঘ্র ভীষ্মের নিকট রথ লইয়া চলুন!"

কিন্তু অর্জ্জুন অনেক যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। বুড়া বাণে বাণে কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু ভীষ্মের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, চুপ করিয়া থাকিলে

বা তিনি এখনই পাণ্ডবদিগের সকলকে মারিয়া শেষ করেন। কাজেই তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "আজই আমি কৌরবদিগের সকলকে মারিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।"

এই বলিয়া তিনি, তাঁহার সেই সুদর্শন চক্র নামক আশ্চর্য্য অস্ত্র হাতে, ভীষ্মকে মারিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। ভীষ্মের তাহাতে কিছু মাত্র ভয় বা দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতে মরিলে ত আমি অমনি স্বর্গে চলিয়া যাইব। এখনই আমাকে কাট!"

এমন সময় অর্জ্জুন, নিতান্ত লজ্জিত ও কাতর ভাবে আসিয়া, কৃষ্ণের পায় ধরিয়া বলিলেন,

"আপনি শান্ত হউন, আমি আর যুদ্ধে অবহেলা করিব না।"

এ কথায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া, আবার আসিয়া ঘোড়ার রাস হাতে লইলেন। ইহার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অর্জ্জুন যে কি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিলেন, তাহা কি বলিব! তাঁহার গাণ্ডীব হইতে আশ্চর্য্য ইন্দ্র অস্ত্র, এবং আগুনের মতন উজ্জ্বল আরো অসংখ্য বাণ ছুটিয়া গিয়া, ধান কাটিবার মতন করিয়া কৌরবদিগকে কাটিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক প্রভৃতি সকলে হারিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া কৌরব সৈন্যেরা সেই যে রণস্থল হইতে ছুটিয়া পলাইল, আর শিবিরের ভিতরে না গিয়া তাহারা থামিল না।

পরদিন আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে ভীষ্ম, অর্জ্জুন, আর অভিমন্যু প্রভৃতি খুব যুদ্ধ করেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন কিছুকাল সাংযমনির পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, গদার ঘায় তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন।

কিন্তু সেদিনকার যুদ্ধে বাস্তবিক ভয়ানক কাণ্ড যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে তাহা ভীম। ভীম গদা হাতে হাতী, ঘোড়া, রথী,

পদাতি, সকলকে পিষিতে আরম্ভ করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে মারিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সেই সকল সৈন্য মারা গেলে, কিছু কাল ভীম, আর অলম্বুষের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ চলে। তারপর দুর্য্যোধনের সহিত ভীমের দেখা হইল। সেই সময়ে দুর্য্যোধন একবার বাণ মারিয়া ভীমকে অজ্ঞান করিয়া দেন। কিন্তু খানিক পরে ভীম আবার উঠিয়া বসিয়া দুর্য্যোধনকে আট, আর শল্যকে পঁচিশ বাণ মারিলে, শল্য বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিলেন।

তখন সেনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, আলোপুল, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট এবং সম নামক দুর্য্যোধনের চৌদ্দ ভাই এক সঙ্গে আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীমের তাহাতে সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষের কোন কারণ ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে হাতের কাছে পাইয়া, মনের সুখে এক একটি করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। প্রথমে সেনানী, তারপর জলসন্ধ, তারপর সুষেণ, তারপর উগ্র, বীরবাহু, ভীমরথ, সুলোচন,—দেখিতে দেখিতে সাতটি ভাইয়ের কর্ম্ম শেষ! ইহার পর আর বাকি সাতটির কি যুদ্ধ করিবার উৎসাহ থাকিতে পারে? তাঁহারা সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া, ভীষ্ম কৌরবদিগকে কহিলেন, "ঐ দেখ, ভীম বোকাগুলিকে পাইয়া একেবারে সংহার করিল! তোমরা শীঘ্র যাও!"

তখন ভগদত্ত ভীমকে আক্রমণ করিয়া, খানিক যুদ্ধের পর, একবার তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। যেই ভীমের অজ্ঞান হওয়া, অমনি ঘটোৎকচ, বিশাল হাতী সব রাক্ষসে বোঝাই করিয়া, ভয়ঙ্কর বেগে সেখানে আসিয়া উপস্থিত! কৌরবেরা তখন ভগদত্তকে বাঁচাইতেই ব্যস্ত। ততক্ষণে সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং ভীষ্ম তাড়াতাড়ি

যুদ্ধ শেষ করিয়া, সেদিনকার মতন কৌরবদিগকে ঘটোৎকচের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেরা 'মকর' ব্যূহ ও পাণ্ডবেরা 'শ্যেন' ব্যূহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

প্রথমে ভীম আর অর্জ্জুন ভীষ্মের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধ করেন। তারপর দ্রোণ, আর সাত্যকির যুদ্ধ হয়। সাত্যকি দ্রোণের হাতে একটু জব্দ হইয়া আসিলে, ভীম দ্রোণকে অনেক বাণ মারিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন। ইহাতে ভীষ্ম দ্রোণ আর শল্য রাগের সহিত ভীমকে আক্রমণ করিলেন। তাহা দেখিয়া অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণকে লইয়া ভীমের সাহায্য করিতে আসিলেন।

এমন সময় শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ হাতে ভীষ্ম ও দ্রোণকে আক্রমণ করিলেন। ভীষ্ম পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবেন না। কাজেই তাঁহার বাণ খাইয়াও, তিনি তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া রহিলেন। ততক্ষণে দ্রোণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিখণ্ডীর আর সেখানে থাকিতে কিছুমাত্র ভরসা হইল না।

তারপর সকলে যুদ্ধে মাতিয়া, রণস্থলে ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করিলেন। বেলা শেষ হইতে চলিল, তথাপি সে যুদ্ধের বিরাম নাই। সাত্যকি সে দিন দুর্য্যোধনের অনেক সৈন্য মারেন। তাহাতে দুর্য্যোধন দশ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে বারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই দশ হাজার সৈন্যও সাত্যকির হাতে মারা গেল।

তখন ভূরিশ্রবা আসিয়া সাত্যকিকে ঘোরতরভাবে আক্রমণ করাতে, তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করে। তাহাতে সাত্যকির দশ পুত্র তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু ভূরিশ্রবার বজ্রের মতন বাণের আঘাতে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর বেলা আর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল।

কিন্তু এই অল্প সময়ের ভিতরেই, অর্জ্জুন পঁচিশ হাজার মহারথী মারিয়া শেষ করিলেন। এইরূপে সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইল।

পরদিন পাণ্ডবদের 'মকর' বূ্যহ এবং কৌরবদের 'ক্রৌঞ্চ' বূ্যহ করিয়া সৈন্য সাজান হইল। এই দিনের যুদ্ধে ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের যে বীরত্ব দেখা গিয়াছিল, তাহার তুলনা দেওয়া কঠিন। ভীমকে দেখিতে পাইয়াই দুঃশাসন তাঁহার আর বারটি ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস ভাই সকল! আজ ইহাকে মারিব!"

তখন হাজার হাজার রথী লইয়া তের বীর ভীমকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভীমের তাহা গ্রাহ্যই হইল না। তিনি ভাবিলেন, 'আগে রথীগুলিকে শেষ করিয়া লই!' এই মনে করিয়া তিনি গদা হাতে রথ হইতে নামিয়া, এক দিক হইতে কৌরব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া দেখেন, ভীমের খালি রথ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হায় হায়! শুধু রথ দেখিতেছি কেন? ভীম কোথায় গেলেন!"

সারথি বলিল, "তিনি কৌরব মারিবার জন্য গদা হাতে নামিয়া গিয়াছেন।"

ভীম যে পথে গিয়াছেন, গদার ঘায় ক্রমাগত হাতী মারিয়া গিয়াছেন। সেই সকল হাতী দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী ক্ষণ লাগিল না। ভীম ততক্ষণে ছোট খাট সৈন্যদিগকে শেষ করিয়া রাজা মারিতে ব্যস্ত! তখন তাঁহারা দুজনে মিলিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দুর্য্যোধনের কতকগুলি ভাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন সংমোহন অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া ফেলাতে, বেচারারা যুদ্ধ করিতে পাইল না।

ইহার পর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। পাণ্ডবগণ কিছুতেই তখন তাঁহাকে বারণ করিতে পারেন নাই। তার পর ভীষ্ম আর অর্জ্জুনে কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এইরূপে সমস্ত দিনই নানা স্থানে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কোন বিশেষ বড় ঘটনা সে দিন হয় নাই।

সে দিনকার যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিষ্ঠির ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আদর করিয়া, আহ্লাদের সহিত শিবিরে গেলেন।

পর দিন কৌরবদিগের 'মণ্ডপ' ব্যূহ, আর পাণ্ডবদের 'বজ্র' ব্যূহ হইল। সে দিন প্রথম বেলায় বিরাটের পুত্র শঙ্খ দ্রোণের হাতে মারা যান।

সাত্যকি আর অলম্বুষে সে দিন খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। অলম্বুষ রাক্ষস; নানা রকম মায়া জানে। তাই প্রথমে সে মায়া দ্বারা সাত্যকিকে ভুলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সাত্যকি ও অর্জ্জুনের ছাত্র, তাঁহার নিকট ইন্দ্র-অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তিনি রাক্ষসের সমস্ত মায়া উড়াইয়া দিলেন। তখন আর রাক্ষসের পুত্রের পলায়ন ভিন্ন উপায় রহিল না।

অর্জ্জুনের পুত্র ইরাবান্, বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ভগদত্ত অসাধারণ যোদ্ধা; তাঁহার যুদ্ধ কেহ সহিতে পারে না। ঘটোৎকচ কিছুকাল তাঁহার সহিত খুব তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া, শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

শল্য সে দিন নকুল ও সহদেবকে আক্রমণ করিতে গিয়া, বেশ একটু অপ্রস্তুত হন। মেঘ যেমন সূর্য্যকে ঢাকে, সহদেব তেমনি করিয়া বাণের দ্বারা শল্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলেন। শল্য সহদেবের মামা; কাজেই তাঁহার বাণে আচ্ছন্ন হইয়াও তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

খানিক যুদ্ধ খুব জোরের সহিতই চলিয়াছিল। তার পর সহদেবের এক বাণ খাইয়া শল্য আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সারথি দেখিল, মদ্ররাজ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা দুই প্রহরের সময় যুধিষ্ঠিরের সহিত শ্রুতায়ুর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে শ্রুতায়ুও যুধিষ্ঠিরের বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করেন।

সে দিন ভীষ্ম, দ্রোণ, আর অর্জ্জুন অল্প সৈন্য বধ করেন নাই।

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইলে, সকলে যুদ্ধ থামাইয়া শিবিরে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে কৌরবেরা সাগরের মত ভয়ানক এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন যে, "তুমি 'শৃঙ্গাটক' ব্যূহ রচনা কর।"

সে দিন সকাল বেলায় ভীষ্ম অসাধারণ তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে এক ভীম ছাড়া আর এমন কেহ উপস্থিত ছিল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীম ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন; আর তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন আর তাঁহার ভ্রাতাগণ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমের প্রথম কাজই হইল, ভীষ্মের সারথিটিকে সংহার করা। সারথি নাই, ঘোড়া কে থামাইবে? তাহারা রথ লইয়া রণস্থলময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই ফাঁকে ভীম দুর্যোধনের ভাই সুনাভের মাথাটি কাটিয়া বসিয়া আছেন! সুনাভের মৃত্যু দেখিয়া আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ নামক দুর্য্যোধনের আর সাত ভাই ক্ষেপিয়া ভীমকে মারিতে আসিল। ভীমও তাহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া আর সংহার করিতে বিলম্ব করিলেন না।

তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদা

মহাশয়! ভীম ত ভাইগুলিকে মারিয়া ফেলিল! আপনার যুদ্ধে উৎসাহ নাই!”

ভীষ্ম বলিলেন, “আগে কথা শুন নাই! ভীম কি তোমাদিগকে পাইলে ছাড়িবে? আমি আর দ্রোণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, করিবও।”

অর্জ্জুনের পুত্র ইরাবান্ সে দিন অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। শকুনি আর তাঁহার ছয় ভাই মিলিয়া ইরাবান্‌কে আক্রমণ করেন। সাত জনে মিলিয়া চারি দিক হইতে মারে, কাজেই ইরাবান্ প্রথমে তাহাদিগের কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল।

তখন ইরাবান্ অসিচর্ম্ম (খড়্গ ও ঢাল) হাতে রথ হইতে নামিলেন। শত্রুরা এই সুযোগে তাঁহাকে মারিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহারা তাঁহার আর কোন অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই, ইরাবান্ শকুনি ছাড়া তাহাদের আর সকলকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন।

ভাইদিগের মৃত্যুতে শকুনি পলায়ন করিলে, দুর্য্যোধন ইরাবান্‌কে মারিবার নিমিত্ত আর্য্যশৃঙ্গ নামক এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিলেন। দুরাত্মা যুদ্ধ করিতে আসিয়াই মায়া দ্বারা দুই হাজার অশ্বারোহী রাক্ষস আনিয়া ফেলিল! রাক্ষসের দল আসিয়াই মারামারি আরম্ভ করিয়াছে, আর সেই অবসরে আর্য্যশৃঙ্গ মায়া করিয়া আকাশে উঠিয়া গিয়াছে! কিন্তু ইরাবান্‌ও মায়া জানিতেন, কাজেই আকাশে উঠিয়াও দুরাত্মা তাঁহাকে জব্দ করিতে পারিল না; ইরাবান্ খড়্গ দিয়া তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ইরাবান্ নাগের দেশের লোক। নাগেরা যুদ্ধের কথা জানিতে পারিয়া দলে দলে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসও তখন গরুড় হইয়া সেই সকল সাপ গিলিতে আরম্ভ করিল!

হায়! ইহাতে কি সর্ব্বনাশ হইল! এই ব্যাপার দেখিয়া ইরাবান

এমন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে, যুদ্ধের কথা আর তাঁহার একেবারেই মনে নাই! রাক্ষস ইহাতে সুযোগ পাইয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল।

অর্জ্জুন অন্য দিকে ভয়ানক যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, ইরাবানের মৃত্যুর কথা তিনি তখন জানিতে পারিলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম, দ্রুপদ প্রভৃতিও তখন প্রত্যেকে হাজার হাজার করিয়া সৈন্য মারিতেছিলেন। সে সময়ের অবস্থা কি ভয়ানকই হইয়াছিল! যোদ্ধাদিগের রাগ দেখিয়া তখন বোধ হইতেছিল, যেন সকলকে ভূতে পাইয়াছে। ঘটোৎকচ, ভীম, দ্রোণ, ভগদত্ত ইঁহারা সকলেই তখন আশ্চর্য্যরূপে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। ঘটোৎকচের কথা আর কি বলিব। সে দিন বিকাল বেলার অর্দ্ধেক যুদ্ধ সে একেলাই করিয়াছিল। তখন তাহার ভয় বা ক্লান্তি কিছুই দেখা যায় নাই।

ভীমকে মারিবার জন্য দুর্য্যোধনের ভ্রাতারা দ্রোণকে সহায় করিয়া খুবই তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু ভীম যখন দ্রোণের সাম্‌নেই তাঁহাদের এক একটি করিয়া ক্রমাগত বূঢ়োরস্ক, কুণ্ডলী, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজ,—এই নয় জনকে বধ করিলেন, তখন অপর কয়টি তাঁহাকে সাক্ষাৎ যমের মতন মনে করিয়া, আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকিতে ভরসা পাইলেন না।

ইঁহারা পলাইয়া গেলে, ভীম আর আর বড় যোদ্ধাদিগকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, কৃপ ইঁহাদের সাধ্য হইল না যে তাঁহাকে বারণ করেন।

রাত্রি হইল, তথাপি যুদ্ধের শেষ নাই। ঘোর অন্ধকার হইলে, তবে সে দিন সকলে শিবিরে গেলেন।

রাত্রিতে দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনিকে বলিলেন, "পাণ্ডবদিগকে

কেহই মারিতে পারিতেছে না, ইহার কারণ কি? আমার মনে বড়ই ভয় হইয়াছে।"

এ কথায় কর্ণ বলিলেন, "ভীষ্ম কেবল বড়াই করেন; আসলে তাঁহার ক্ষমতা নাই। উহাঁকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলুন, দেখিবেন, আমি দু দিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন তখনই ভীষ্মের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন,

"দাদা মহাশয়! পাণ্ডবদিগকে মারিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন? আপনার যদি তাহাদিগকে মারিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে না হয় একবার কর্ণকে বলিয়া দেখুন না। তিনি পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবেন।"

এমন অপমানের কথায় ভীষ্মের মনে নিতান্তই ক্লেশ হইবে, তাহা আশ্চর্য্য কি? তিনি খানিক চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; তার পর বলিলেন,

"আমি প্রাণপণে তোমার উপকার করিতেছি, তবুও তুমি কেন আমাকে এমন কঠিন কথা বলিতেছ? যে পাণ্ডবেরা খাণ্ডবদাহ করিয়াছিল, নিবাত কবচগণকে মারিয়াছিল, তোমাকে গন্ধর্ব্বের হাত হইতে বাঁচাইয়াছিল, বিরাট নগরে তোমাদিগকে পরাজয় করিয়া গরু ছাড়াইয়া ছিল, আর তোমাদের পোষাক লইয়া উত্তরাকে পুতুল খেলিতে দিয়াছিল, তাহারা যে অসাধারণ বীর, তাহাতে সন্দেহ কি? যাহা হউক, কাল আমি এমন যুদ্ধ করিব যে লোকে চিরদিন সেই যুদ্ধের কথা বলিবে।"

পরদিন যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক হইল। সকাল বেলায়, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আর অভিমন্যুকে মারিতে আসিয়া, রাক্ষস অলম্বুষ খুব জব্দ হয়। তারপর দ্রোণ, অর্জ্জুন, সাত্যকি, অশ্বত্থামা প্রভৃতি অনেকক্ষণ

যুদ্ধ করেন। বেলা দুই প্রহরের সময় হইতে যুদ্ধ ক্রমেই ভয়ানক হইয়া উঠিতে লাগিল। অর্জ্জুন তখন এমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে কৌরব সৈন্যেরা পলাইবার পথ পায় নাই।

কিন্তু শেষ বেলায় একেলা ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। কাহারই এমন ক্ষমতা হইল না যে তাঁহাকে আটকায়। সে সময়ে ভীষ্মের ধনুষ্টঙ্কার অন্য সকল শব্দের উপরে শুনা গিয়াছিল। তাঁহার বাণ যাহার গায় লাগিল, তাহাকে ভেদ না করিয়া ছাড়িল না। পাণ্ডব সৈন্যেরা অস্ত্র ফেলিয়া এলো চুলে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল; কাহার সাধ্য তাহাদিগকে ফিরায়। কৃষ্ণ ক্রমাগত অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন, "অর্জ্জুন, কি দেখিতেছ? ভীষ্মকে মার!"

তাহাতে অর্জ্জুন বলিলেন, "রাজ্যের জন্য যদি এমন কাজই করিতে হয়, তবে আর বনে গিয়া ক্লেশ পাইলাম কেন? অচ্ছা, চলুন; আপনার কথাই রাখিতেছি।"

কিন্তু অর্জ্জুন কিছুতেই ভীষ্মকে বারণ করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ চাবুক হাতে নিজেই ভীষ্মকে মারিতে চলিলেন। ইহাতে অর্জ্জুন লজ্জিত হইয়া আরও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভীষ্মের তেজ কমা দূরে থাকুক, বোধ হইল যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আগুন লাগিলে উলুবনের যেমন দশা হয়, ভীষ্মের হাতে পড়িয়া পাণ্ডব সৈন্যেদেরও প্রায় তেমনি হইল।

যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ ভীষ্ম এইরূপ করিয়া যুদ্ধ করেন। তারপর অন্ধকার আসিয়া সৈন্যদিগকে বাঁচাইয়া দিল।

সে রাত্রে পাণ্ডবেরা ভীষ্মের নিকট গিয়া, তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কাতর ভাবে বলিলেন,

"দাদা মহাশয়! আমরা ত কিছুতেই আপনার সঙ্গে পারিয়া

উঠিতেছি না। আমাদের রাজ্য পাওয়ার কি উপায় হইবে? আর এত লোক যে মরিতেছে, তাহাই বা কিরূপে বারণ হইবে? আপনাকে বধ করিবার উপায় বলিয়া দিন।"

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "আমার হাতে অস্ত্র থাকিলে দেবতারাও আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলেই আমাকে মারা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং এক উপায় বলিয়া দিই। শিখণ্ডীকে দেখিলে আমি অস্ত্র ত্যাগ করি অর্জ্জুন এই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া আমার গায় বাণ মারুক। এই আমার বধের উপায়; আমি অনুমতি দিতেছি, তোমরা মনের সুখে আমায় প্রহার কর। আমার এই কথা মত কাজ করিলে, নিশ্চয় তোমাদের জয়লাভ হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর পাণ্ডবেরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। শিবিরে আসিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, "ছেলে বেলায়, খেলা করিতে করিতে, ধুলা শুদ্ধ দাদা মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার গায় ধুলা মাখাইয়া দিতাম। কোলে উঠিয়া ডাকিতাম, "বাবা!" তিনি বলিতেন 'আমি তোমার বাবা নই, তোমার বাবার বাবা!' সেই দাদা মহাশয়কে কি করিয়া মারিব? আমি তাহা পারিব না। মরি সেও ভাল।"

যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুনের মনের এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। ভীষ্মকে না মারিলে জয় নাই; কাজেই, যে উপায়েই হউক, তাঁহাকে মারিতে হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইলে পাণ্ডবেরা রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আজ শিখণ্ডীকে সকলের আগে, অপর যোদ্ধাদিগের স্থান তাঁহার পশ্চাতে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র, ভীষ্ম পূর্ব্বদিনের ন্যায় একধার হইতে পাণ্ডব সৈন্য শেষ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী তাঁহাকে বারণ করিবার

জন্য ক্রমাগত বাণ মারিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। শিখণ্ডীর বাণ খাইয়া তিনি হাসেন আর বলেন, "তোমার যাহা খুসী কর, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

শিখণ্ডী তাহার উত্তরে বলিলেন, "তুমি যুদ্ধ কর আর না কর, আমার হাতে আজ তোমার রক্ষা নাই।"

এইরূপে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতেছেন, আর ভীষ্ম তাহার দিকে না তাকাইয়া ক্রমাগত পাণ্ডবদিগের সৈন্য মারিতেছেন; পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কোন মতেই বারণ করিতে পারিতেছেন না। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন রাগের ভরে কৌরব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্য্যোধনের নিজের এমন ক্ষমতা নাই যে তিনি অর্জ্জুনকে আট-কান, কাজেই তিনি ভীষ্মকে বলিলেন, "দাদা মহাশয়! অর্জ্জুন ত সব মারিয়া শেষ করিল, আপনি ভাল করিয়া যুদ্ধ করুন!"

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, রোজ দশ হাজার সৈন্য মারিব। তাহার মতে আমি রোজ দশ হাজার সৈন্য মারিয়াছি। আজ যুদ্ধে প্রাণ দিয়া, তুমি যে এত দিন আমাকে অন্ন দিয়াছ, সেই ঋণ শোধ করিব।"

এই বলিয়া তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এদিকে শিখণ্ডীর বাণের বিরাম্ নাই। অর্জ্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই! দাদা মহাশয়কে আক্রমণ কর! আমি বাণ মারিয়া তাঁহাকে বধ করিব।"

অর্জ্জুনকে বারণ করিবার জন্য দুঃশাসন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে-ছেন। কিন্তু খানিক যুদ্ধের পরেই অর্জ্জুনের বাণ সহিতে না পারিয়া, ভীষ্মের রথে গিয়া তাঁহাকে আশ্রয় নিতে হইয়াছে।

আর একদিকে ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, বিন্দ, অনুবিন্দ, জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ দুর্ম্মর্ষণ, ইঁহারা সকলে মিলিয়া ভীষ্মকে

আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হাজার হাজার বাণ সহ্য করিয়া ভীম তাঁহাদের সকলকে বাণে বাণে অস্থির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় অর্জ্জুন আসিয়া ভীমের সহিত মিলিলেন। তখন কৌরবদেরও ভীষ্ম, দুর্য্যোধন, বৃহদ্বল প্রভৃতি সকলে সেখানে আসিলে, যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠিল। শিখণ্ডী এই গোলমালের ভিতরে তাঁহার নিজের কাজ ভুলিতেছেন না। সুযোগ পাইলেই তিনি ভীষ্মের গায় বাণ মারিতেছেন।

যুধিষ্ঠির এই সময়ে ভীষ্মের খুব কাছে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভীষ্ম বলিলেন,

"যুধিষ্ঠির! অনেক প্রাণী বধ করিয়াছি, আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। আমাকে যদি সুখী করিতে চাহ, তবে শীঘ্র অর্জ্জুনকে লইয়া আমাকে বধ কর।"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র আইস। আজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে।"

ইহার পর হইতে, শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া, পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌরবেরাও সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোনরূপ আয়োজনই করিতে বাকি রাখিলেন না। তখন যে কিরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিবার শক্তি আমার আর নাই।

আর ভীষ্মের কথা কি বলিব? 'আজ মরিতে হইবে,' এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। যেমন করিয়া মরিলে ক্ষত্রিয় স্বর্গে যায়, সেইরূপ করিয়া মরিতে হইবে। রণস্থলে ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রু সংহার করিতে করিতে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা, ক্ষত্রিয়ের আর গৌরবের কথা হইতে পারে না।

ভীষ্মের ন্যায় মহাবীর আর মহাপুরুষ আজ সেই গৌরবের সুযোগ পাইয়া, আর তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাই তিনি আজ মরিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডবদের দলের সোমক নামক সৈন্যগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে শেষ হইয়া গেল। ঐ শুন, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার ধনুকের শব্দ অবিরাম শুনা যাইতেছে। কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন আর শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই সে ধনুকের সম্মুখে টিকিতে পারিতেছে না।

শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে দশ বাণ মারিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অর্জ্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে বলিতেছেন, "মার! মার!" শিখণ্ডী উৎসাহ পাইয়া বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাপুরুষ, সে সকল বাণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একদিকে অর্জ্জুনকে নিবারণ, আর এক দিকে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিতেই ব্যস্ত।

এই সময়ে দুঃশাসন একা পাণ্ডবদিগের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতে এক মুহূর্ত্তও অবহেলা করিতেছেন না। ভীষ্ম হাসিতে হাসিতে তাঁহার সকল বাণ অগ্রাহ্য করিয়া, ক্রমাগত পাণ্ডব সৈন্য বধ করিতেছেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে প্রাণপণে ভীষ্মের সাহায্যের জন্য ব্যস্ত; কিন্তু অর্জ্জুনের তেজে তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে ক্রমাগত হাজার হাজার বাণ আসিয়া, কৌরব সৈন্যদের আর বুঝি কিছুই অবশিষ্ট রাখিল না। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ বিংশতি, সকলেই পলাইয়া গেলেন। মরা মানুষে রণস্থল ছাইয়া গেল।

কিন্তু ভীষ্ম একাই যে অদ্ভুত কাজ করিতেছিলেন, অন্যেরা পলাইয়া যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না।

অর্জ্জুনের কাছে পাণ্ডব পক্ষের যে সকল রাজা ছিলেন, ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই মারিয়া শেষ করেন। দশ হাজার হাতী সোয়ার, সাত জন মহারথ, চৌদ্দ হাজার পদাতি, এক হাজার হাতী, দশ হাজার ঘোড়া, তাহা ছাড়া বিরাটের ভাই শতানীক প্রভৃতি হাজার হাজার যোদ্ধা সেদিন তাঁহার হাতে মারা যান।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "অর্জ্জুন, তুমি শীঘ্র ভীষ্মকে বারণ কর। উঁহাকে মারিতে পারিলেই জয় হইবে।"

তখন অর্জ্জুন বাণ মারিয়া ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও সে সকল বাণ খণ্ড খণ্ড করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তারপর ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, সাত্যকি, ঘটোৎকচ প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষের সকলে তাঁহার বাণে অস্থির হইয়া উঠিলে, অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

শিখণ্ডীর বিশ্রাম নাই, আবার অর্জ্জুন তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও তাঁহাকে বাণ মারিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তথাপি ভীষ্ম কিছুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহার যুদ্ধ তেমনি চলিয়াছে!

এমন সময় অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত মিলিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে যাওয়ায়, সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ঘটোৎকচ আর অভিমন্যু অর্জ্জুনের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

এ দিকে শিখণ্ডী বাণ বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। ভীষ্ম ধনুক হাতে লইলেই, অর্জ্জুন তাহা কাটিয়া ফেলিতেছেন। তাহাতে

ভীষ্ম এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাও তিনি কাটিতে বাকি রাখেন নাই।

তখন ভীষ্ম মনে মনে বলিলেন, "কৃষ্ণ না থাকিলে এখনও আমি এক বাণেই পাণ্ডবদিগকে মারিতে পারি। কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগকেও মারিব না, শিখণ্ডীর সহিতও যুদ্ধ করিব না। এই আমার মরিবার সুযোগ।"

ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, অপর বসুগণ আকাশ হইতে বলিলেন,

"তাহাই ঠিক, ভীষ্ম! আর যুদ্ধে কাজ নাই!"

এই কথায় স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেবতারা ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর এই সময় হইতে ভীষ্ম অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন। এতক্ষণ শিখণ্ডী তাঁহাকে যে সকল বাণ মারিতেছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রাহ্যই হয় নাই। এখন হইতে অর্জ্জুন গাণ্ডীব লইয়া তাঁহার গায় ভয়ঙ্কর বাণ সকল মারিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম তখনও অন্যান্য যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে জর্জ্জরিত হইয়াও, তিনি তাঁহাকে আর আঘাত করিলেন না। অর্জ্জুন অবসর পাইয়া ক্রমাগত তাঁহার ধনুক কাটিয়া তাঁহার উপর বাণ মারিতে লাগিলেন।

এই সময় দুঃশাসন ভীষ্মের কাছে ছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, "দুঃশাসন! এ সকল ত শিখণ্ডীর বাণ নয়, এগুলি নিশ্চয় অর্জ্জুনের। দেখ আমার বর্ম্ম ভেদ করিয়া বাণগুলি শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনের প্রতি একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, অর্জ্জুন তিন বাণে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তার পর ভীষ্ম ঢাল আর খড়্গ হাতে লইয়া মনে করিলেন, 'হয় মরিব, না হয় সকলকে,

মারিব।' কিন্তু তিনি খড়্গ চর্ম্ম হাতে রথ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই তাহাও অর্জ্জুন কাটিয়া শত খণ্ড করিলেন।

এদিকে কৌরবেরা ভীষ্মের রক্ষার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে কিছুই করিবার অবসর দিতেছেন না। অর্জ্জুনের বাণে ভীষ্মের শরীর এরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে যে, আর দু আঙ্গুল স্থানও অবশিষ্ট নাই। এইরূপে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, ভীষ্ম রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। 'হায় হায়!' 'হায় হায়!' শব্দে দেবতারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 'হায় হায়!' 'হায় হায়!' শব্দে যোদ্ধাগণ কাঁদিতে লাগিল। শরীরে এত বাণ বিঁধিয়া ছিল যে, রথ হইতে পড়িয়াও ভীষ্ম শূন্যেই রহিয়া গেলেন; তাঁহার শরীর মাটি ছুঁইতে পাইল না। লোকে মৃত্যুর সময় কোমল বিছানায় শয়ন করে; কিন্তু ভীষ্মের হইল 'শরশয্যা,' অর্থাৎ বাণের বিছানা।

সেই মহাবীর শর-শয্যায় শুইয়া স্বর্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হে মহাবীর! হে মহাপুরুষ! সূর্য্য এখনও আকাশের দক্ষিণ ভাগে রহিয়াছেন। মহাপুরুষের মৃত্যুর ইহা সময় নহে। তুমি কি এমন সময়ে প্রাণত্যাগ করিবে?"

ভীষ্ম বলিলেন, "আমি ত প্রাণত্যাগ করি নাই!"

মানস সরোবরবাসী হংসগণ আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা বলিল,

"এখনও সূর্য্যদেব আকাশের দক্ষিণ ভাগেই রহিয়াছেন; মহাত্মা ভীষ্ম কি এ সময় প্রাণত্যাগ করিবেন?"

ভীষ্মদেব সেই সকল হংসকে দেখিয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। উহারা তাঁহার মাতা গঙ্গা দেবীর প্রেরিত হংসরূপী মহাঋষি।

তাই তিনি বলিলেন,

"হে হংসগণ! পিতার বরে আমি মৃত্যুকে বশ করিয়াছি! সত্য কহিতেছি, সূর্য্যদেব আকাশের উত্তর ভাগে না গমন করিলে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব না।"

ভীষ্ম রথ হইতে পড়িবামাত্র যুদ্ধ থামিয়া গেল। পাণ্ডবদের দলে মহা শঙ্খ বাজিয়া উঠিল; ভীম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দ্রোণ এই সংবাদ শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলেন।

তার পর যোদ্ধাগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া হেঁট মুখে, যোড় হাতে, সেই মহাবীরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ভীষ্ম বলিলেন,

"হে মহারথগণ! তোমাদের মঙ্গল ত? তোমাদিগকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। দেখ, আমার মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বালিশ দাও।"

রাজা মহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ রাশি রাশি মোলায়েম রেশমী বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন,

"এ সকল বালিশ ত এ বিছানার উপযুক্ত নয়। বৎস অর্জ্জুন, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

অর্জ্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা মহাশয়! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "বৎস! তুমি ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, আর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে শিক্ষিত। মাথা ঝুলিতেছে, উপযুক্ত বালিশ দাও।"

তখন অর্জ্জুন, ভীষ্মের পদধূলি লইয়া, তিন বাণে তাঁহার মাথা উঁচু করিয়া দিলেন। তাহাতে ভীষ্ম পরম সন্তোষের সহিত অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলকে বলিলেন,

"এই দেখ, অর্জ্জুন আমার উপযুক্ত বালিশ দিয়াছেন।"

তারপর ভীষ্ম আবার বলিলেন, "যত দিন না সূর্য্যদেব আকাশের

উত্তর ভাগে যাইবেন, ততদিন আমি এই ভাবেই থাকিব ; সূর্য্যদেব আকাশের উত্তর ভাগে আসিলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া (অর্থাৎ খাল কাটিয়া) দাও। আর তোমরা শত্রুতা ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হও !”

তারপর দুর্য্যোধন ভাল ভাল চিকিৎসক ও ঔষধ লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম বলিলেন,

“উহা দিয়া আমার কি হইবে? এখন আমার চিকিৎসার সময় নহে, আমাকে পোড়াইবার সময় !”

সুতরাং চিকিৎসকেরা তাহাদের ঔষধ লইয়া ফিরিয়া গেল। তার পর রাত্রি হইলে সে স্থানে প্রহরী রাখিয়া, সকলে শিবিরে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, পুনরায় সকলে ভীষ্মের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ক্রমে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, সকলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আসিতে লাগিল। কন্যাগণ তাঁহার উপরে ফুলের মালা, চন্দনের চূর্ণ ও খই ছড়াইতে লাগিল। গায়ক নর্ত্তক ও বাদ্যকরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারা বিনীত ভাবে তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সেখানকার শোভা হইল যেন স্বর্গের শোভা।

এমন সময় ভীষ্ম বলিলেন, “জল দাও।”

অমনি সকলে ব্যস্ত হইয়া নানারূপ মিষ্টান্ন এবং সুশীতল জল আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম কহিলেন,

“এই পৃথিবী হইতে আমি বিদায় লইয়াছি ; সুতরাং এখানকার মানুষেরা যে জল খায় আমি আর তাহা খাইব না। অর্জ্জুন কোথায়?”

অর্জ্জুন যোড় হাতে বলিলেন, “কি করিতে হইবে, দাদা মহাশয়?”

ভীষ্ম বলিলেন, “দাদা! বিছানা দিয়াছ, বালিশ দিয়াছ; এখন তাহার উপযুক্ত জল দাও!”

অর্জ্জুন ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, গাণ্ডীবে পর্জ্জন্যাস্ত্র যুড়িলেন। সেই অস্ত্র ভীষ্মের ডান পাশের মাটিতে ছুঁড়িবা মাত্রই, সেখান হইতে নির্ম্মল জলের ফোয়ারা উঠিতে লাগিল। আহা, কি সুগন্ধ! কি শীতল জল! সে জল পান করিয়া ভীষ্মের প্রাণ শীতল হইল। তিনি অর্জ্জুনকে বার বার আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,

“তোমার সমান ধনুর্দ্ধর এ জগতে আর নাই। দুর্য্যোধন আমাদের কথা শুনিল না; সুতরাং সে নিশ্চয় মারা যাইবে।”

দুর্য্যোধন কাছেই ছিলেন, আর ভীষ্মের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভীষ্ম বলিলেন,

“দুর্য্যোধন! অর্জ্জুন যাহা করিল, দেখিলে ত? এমন কাজ আর কেহই করিতে পারে না। এই পৃথিবীতে অর্জ্জুন আর কৃষ্ণ ভিন্ন আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়বা, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, পারমেষ্ট, প্রাজাপাত্য, ধাত্র, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্র সকলের কথা জানে না। তুমি এই বেলা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর, আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধের শেষ হউক। আমি সত্য কহিতেছি, আমার কথা না শুনিলে নষ্ট হইবে।”

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম চুপ করিলেন; তাহা দেখিয়া সকলে শিবিরে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে কর্ণ সেখানে আসিয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,

“হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া আপনাকে বিরক্ত করিত, আমি সেই রাধেয় (রাধার পুত্র)।”

ভীষ্ম কষ্টে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে অপর

লোক নাই, কেবল প্রহরীরা আছে। তখন প্রহরীদিগকে সরাইয়া দিয়া এক হাতে কর্ণকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন,

"কর্ণ! তুমি আসিয়া ভাল করিয়াছ। আমি নারদ আর ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি রাধার পুত্র নহ, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি দুষ্টের দলে জুটিয়া পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিতে, তাই আমি তোমাকে কঠিন কথা কহিতাম; কিন্তু আমি কখনও তোমার মন্দ ভাবি নাই। তোমার মতন ধার্ম্মিক, দাতা, আর বীর এই পৃথিবীতে নাই, একথা আমি জানি। এখন তুমি তোমার ভাইদিগের সহিত মিলিয়া থাক; আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাউক।"

কিন্তু এ কথায় কর্ণের মন ফিরিল না। তিনি বলিলেন,

"পাণ্ডবদের সহিত আমার শত্রুতা কিছুতেই দূর হইবার নহে। আপনি অনুমতি করুন, আমি যুদ্ধ করিব। আর, আপনার নিকট যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করুন।"

ভীষ্ম বলিলেন, "যদি যুদ্ধ করিবেই, তবে রাগ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ কর। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাও।

দ্রোণ পর্ব্ব।



ষ্মের পতন হইলে কর্ণ আসিয়া কৌরবপক্ষের সহিত যোগ দিলেন। কর্ণকে পাইয়া তাঁহাদের উৎসাহের আর সীমা রহিল না। অনেকে বলিল, "ভীষ্ম ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগকে মারেন নাই, কিন্তু কর্ণ উহাদিগকে অবশ্য বধ করিবেন।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "কর্ণ! একজন সেনাপতি স্থির কর।" কর্ণ বলিলেন, "দ্রোণ থাকিতে আর কাহাকে সেনাপতি করিবেন? দ্রোণই সকলের চেয়ে এ কাজের উপযুক্ত।"

একথায় দুর্য্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, "গুরুদেব! এখন আপনি সেনাপতি হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

দ্রোণ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সেনাপতি হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব না। সে আমাকে মারিবার জন্যই জন্মিয়াছে।"

দ্রোণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবদের মনে আবার খুব উৎসাহ হইল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, "এইবার পাণ্ডবদের পরাজয়

নিশ্চিত! দ্রোণ দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি আমি তোমার জন্য কি করিব?"

দুর্য্যোধন বলিলেন "আপনি যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরিয়া দিন্!"

দ্রোণ ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরই ধন্য; তাঁহার শত্রু কোথাও নাই। তুমিও তাঁহাকে মারিতে না চাহিয়া, কেবল ধরিয়া আনিতে চাহিতেছ।"

ভাল লোকে ভাল ভাবেই কথা নেয়। দ্রোণ মনে করিলেন যে দুর্য্যোধন বুঝি যুধিষ্ঠিরকে ভাল বাসিয়াই তাঁহাকে মারিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু দুর্য্যোধনের পেটে যে বাঁকা বুদ্ধি, তাহা তাঁহার কথায়ই ধরা পড়িল। তিনি বলিলেন,—

"যুধিষ্ঠিরকে মারিলে কি অর্জ্জুন আর আমাদিগকে রাখিবে? তাহার চেয়ে তাহাকে জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে, আবার পাশা খেলিয়া তাহাকে বনে পাঠাইতে পারিব!"

একথা শুনিয়া দ্রোণ বলিলেন, "অর্জ্জুন থাকিতে যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনার সাধ্য দেবতাদেরও নাই। অর্জ্জুনকে যদি সরাইতে পার, তবে যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয় আজ ধরিয়া আনিতে পারিব।"

চরেরা এই সংবাদ যুধিষ্ঠিরের নিকট দিলে তিনি অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আজ আমার নিকটে থাকিয়া যুদ্ধ কর। আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।"

একথায় অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। দেবতারা আসিয়া তাহাদের সাহায্য করিলেও, কৌরবেরা আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।"

তার পর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবং প্রথম হইতেই দ্রোণের তেজে পাণ্ডবেরা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন! সৈন্য যে কত মরিল, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণকে আক্রমণ করায়, যুদ্ধ আরো ভয়ানক হইয়া উঠিল।

হার্দ্দিক্য অভিমন্যুকে আক্রমণ করিতে গিয়া বড়ই জব্দ হইলেন। প্রথমে ধনুর্ব্বাণ লইয়া তিনি মন্দ যুদ্ধ করেন নাই; এমন কি, তিনি অভিমন্যুর ধনুক পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলেন। তারপর অভিমন্যু খড়্গ চর্ম্ম হাতে তাঁহার রথে উঠিয়া তাঁহার চুলের মুঠি ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক লাথিতে সারথিকে সংহার করিয়া, খড়্গ দিয়া রথের ধ্বজা কাটিতেও বাকি রাখিলেন না। তারপর হার্দ্দিক্যকে তাঁহার সেই চুল ধরিয়াই ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

হার্দ্দিক্যের দশা দেখিয়া আসিলেন জয়দ্রথ। কিন্তু তাঁহারও পরাজয় হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তারপর আসিলেন শল্য; অভিমন্যু তাঁহারও সারথিকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে শল্য রাগের ভরে গদা লইয়া মারিতে আসিলে, অভিমন্যুও বজ্রের মতন এক মহাগদা লইয়া বলিলেন, "আইস!"

এমন সময় ভীম আসিয়া অভিমন্যুকে থামাইয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সে অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ :হইয়াছিল। গদায় গদায় ঠোকাঠুকি হওয়াতে এমনি আগুনের ফিন্‌কি ছুটিয়াছিল যে, কামারের দোকানেও তেমন হয় না। শেষে দুজনার গদার বাড়ীতে দুজনেই ঠিকরাইয়া পড়িলেন। ভীম তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শল্যের জ্ঞান ছিল না, কাজেই তিনি আর উঠিবেন কি করিয়া।

তারপর ভীম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ইঁহারা অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ করিলেন। এই সময়ে কৌরব সৈন্যদিগকে ক্ষত বিক্ষত শরীরে পলায়ন করিতে দেখিয়া, দ্রোণ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই!"

এই কথা বলিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। শিখণ্ডী

উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব, প্রভৃতি কোন যোদ্ধাই এবারে তাঁহার বাণের হাত এড়াইতে পারিলেন না। ইঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া দ্রোণ ভাবিলেন 'এখন যুধিষ্ঠির কোথায়? এই বেলা তাঁহাকে ধরিতে হইবে।'

এই মনে করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবামাত্র বিরাট, দ্রুপদ, কৈকেয়গণ, সাত্যকি, শিবি, ব্যাঘ্রদত্ত, সিংহসেন প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পথ আটকাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের বাণে দ্রোণের কি হইবে? তিনি দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রদত্ত আর সিংহসেনের মাথা কাটিয়া, একেবারে যুধিষ্ঠিরের রথের কাছে গিয়া উপস্থিত! তাহা দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যেরা "মহারাজকে মারিল!" বলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল, আর কৌরবসৈন্যেরা "এইবারে ধরিয়া আনিবে" বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় অর্জ্জুন শত্রু সৈন্য কাটিতে কাটিতে সেইখানে আসিয়া দেখা দিলেন। তারপর আর কি কেহ ধনুক ধরিতে পাইল? তাহারা ভয়েই অস্থির, আর যুদ্ধ করিবে কে? অর্জ্জুন সে সময়ে অসংখ্য অসংখ্য বাণ মারিয়া, চারিদিক একেবারে অন্ধকার করিয়া দিলেন। তখন আর এইটুকুও বুঝিবার সাধ্য রহিল না যে, 'এই পৃথিবী, ঐ আকাশ'।

আর তখন সন্ধ্যাও হইতেছিল। কাজেই দ্রোণ তাড়াতাড়ি যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। সে দিন আর তাঁহার যুধিষ্ঠিরকে ধরা হইল না।

দ্রোণের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা বটে; আর অর্জ্জুন থাকিতে এ লজ্জা দূর করাও অতিশয় কঠিন। এই জন্য পরামর্শ হইল যে, পরদিন কৌশলে অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সরাইয়া, আর একবার চেষ্টা করিতে হইবে। দ্রোণ বলিলেন,

"অর্জ্জুনকে কেহ যুদ্ধ করিতে ডাকিয়া অন্য স্থানে লইয়া যাউক। এইরূপ করিয়া কেহ যুদ্ধে আহ্বান করিলে, তাহাকে পরাজয় না

করিয়া অর্জ্জুন কখনই ফিরিবে না! সেই অবসরে আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনিব।"

একথা শুনিয়া সুশর্ম্মা, সত্যরথ, সত্যধর্ম্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু, সত্যকর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ, পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমেত, তখনই অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,

"কাল আমরা অর্জ্জুনকে না মারিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরিব না। যদি ফিরি তাহা হইলে, যত রকম মহাপাপ আছে, তাহার শাস্তি যেন আমরা পাই!"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা যে করে, তাহাকে বলে 'সংশপ্তক'। পর দিন যুদ্ধের সময় এই সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিল, "আইস অর্জ্জুন! যুদ্ধ করি!"

তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "দাদা! আমাকে যখন ডাকিতেছে, তখন ত আমি না গিয়া পারি না।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রোণ যে আমাকে ধরিয়া নিতে আসিবেন, তাহার কি হইবে?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আপনার কাছে সত্যজিৎকে রাখিয়া যাইতেছি। ইনি জীবিত থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। সত্যজিৎ মরিলে আপনারা কেহই রণস্থলে থাকিবেন না।"

সে দিন সংশপ্তকেরা মিলিয়া কি অর্জ্জুনকে কম ব্যস্ত করিয়াছিল? দলে দলে তাহারা আসিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক এক দলকে শেষ করিয়া অর্জ্জুন যাই যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরিতে যান, অমনি আর এক দল আসিয়া বলে, "কোথায় যাও? এই যে আমরা আছি!"

আর তাহারা যুদ্ধও এমনি ভয়ানক করিয়াছিল যে, কি বলিব। ইহার মধ্যে আবার নারায়ণী সেনারা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া

তুলিল। তখন অর্জ্জুন 'ত্বাষ্ট্র' অস্ত্র ছুঁড়িলেন। সে অদ্ভুত অস্ত্রের কি আশ্চর্য্য গুণ! উহা ছুঁড়িবামাত্র শত্রুদিগের মাথায় গোল লাগিয়া গেল! তখন তাহারা নিজ নিজ সঙ্গীকেই মনে করিতে লাগিল যে, 'এই অর্জ্জুন! কাট ইহাকে!' তার পরেই দেখা গেল যে, তাহারা নিজেরাই নিজের দলকে কাটিয়া শেষ করিয়াছে।

তথাপি সে যুদ্ধের শেষ নাই। দেখিতে দেখিতে ললিত্থ, মালব, মাবেল্লক প্রভৃতি যোদ্ধাগণ আসিয়া, বাণে বাণে চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন! তুমি কি বাঁচিয়া আছ? আমি ত তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না।" এ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি বায়ব্যাস্ত্রে শত্রুদিগের অস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। শুধু অস্ত্র নহে, বায়ব্যাস্ত্রের তেজে তখন এমনি ঘূর্ণী বাতাস বহিল যে, হাতী ঘোড়া সংশপ্তক সব উড়িয়া অস্থির,—যেন শুক্‌নো পাতা!

এদিকে দ্রোণাচার্য্য তাঁহার কাজ ভুলেন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে গিয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ তাঁহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিতেছে না। দ্রোণের হাতে পাণ্ডবপক্ষের বৃক মরিয়াছেন, সত্যজিৎ মরিয়াছেন, দৃঢ়সেন, ক্ষেম, বসুদান, ইঁহারাও মরিয়াছেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, বড়ই বিপদ, দ্রোণ সকলকে পরাজিত করিয়া এখন তাঁহারই দিকে ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি অবিলম্বে ঘোড়া হাঁকাইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে দুর্য্যোধন অনেক হাতী লইয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীম ক্ষণকালের মধ্যেই সে সকল হাতী মারিয়া ফেলাতে, অঙ্গদেশের ম্লেচ্ছ রাজা হাতী চড়িয়া দুর্য্যোধনের সাহায্য করিতে আসেন। ইনি মরিলে আসেন ভগদত্ত।

ভগদত্ত ইন্দ্রের বন্ধু, এবং অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। আর তিনি

যে একটা হাতীতে চড়িয়া আসিয়া ছিলেন, সেটা বড়ই বিষম হাতী। ভীম এত হাতী মারিয়াছেন, কিন্তু এ হাতীকে মারা দূরে থাকুক, বরং হাতীই তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া, পায়ের তলায় ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিল। অনেক কষ্টে শুঁড় ছাড়াইয়া ভীম হাতীর পেটের তলায় গিয়া লুকাইয়া ছিলেন, তাই রক্ষা। আর সকলে ত মনে করিয়াছিল যে, তাঁহাকে বুঝি মারিয়াই ফেলিয়াছে।

এ দিকে ভীমকে বাঁচাইবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অন্যান্য লোকের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশার্ণের রাজা ভগদত্তের হাতে মারা গেলেন। ভগদত্তের হাতী সাত্যকির রথ খানিকে শুঁড়ে জড়াইয়া ছুঁড়িয়া মারিলে সাত্যকির ও তাঁহার সারথি তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। তারপর হাতীটি রাজামহাশয়দিগকে লইয়া লুফালুফি করিতে লাগিল।

তখন কিরূপ কাণ্ড হইয়াছিল, আর সকলে কিরূপ চীৎকার করিয়া ছিল, একবার ভাবিয়া দেখ। সেই চীৎকার অর্জ্জুনের কানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন,

"ঐ বুঝি ভগদত্ত তাঁহার হাতী লইয়া সকলকে শেষ করিবার যোগাড় করিয়াছেন! শীঘ্রই ওখানে চলুন।"

কিন্তু এ দিকে আবার চৌদ্দ হাজার সংশপ্তক আসিয়া উপস্থিত! অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে শেষ করিয়া ফিরিবার আয়োজন করিয়াছেন, এমন সময় আবার সুশর্ম্মা তাঁহার ছয় ভাই লইয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক সুশর্ম্মার ছয় ভাইকে মারিয়া, এবং সুশর্ম্মাকে অজ্ঞান করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া আসিতে অর্জ্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

এদিকে ভগদত্ত তাঁহার হাতী লইয়া পাণ্ডব সৈন্য শেষ করিতে

ব্যস্ত, এমন সময় অর্জ্জুন কৌরব সেনা মারিতে মারিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দুজনে, উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধই হইল! ভগদত্ত হাতীর উপরে, অর্জ্জুন রথের উপরে। অর্জ্জুনের রথ ত আর যুদ্ধ করিতে জানে না, কিন্তু ভগদত্তের হাতী হতভাগাটা এক একবার ক্ষেপিয়া, রথ গুঁড়া করিয়া দিতে আসে,—কৃষ্ণ তখন অনেক কৌশলে পাশ কাটিয়া তাহাকে এড়ান।

এমন সময় অর্জ্জুন ভগদত্তের ধনুক আর তূণ কাটিয়া, তাঁহার গায় সত্তরটি বাণ বিঁধাইয়া দিলেন। তখন ভগদত্তও রাগে অস্থির হইয়া, বৈষ্ণব অঙ্কুশ অস্ত্র অর্জ্জুনের বুকের দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। ইহা অতি ভয়ানক অস্ত্র। বিষ্ণু ইহা নরকাসুরকে দেন, নরকাসুর ভগদত্তকে দেয়। এই অস্ত্রের ঘা খাইলে ইন্দ্রেরও প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

একমাত্র বিষ্ণু ইহা সহ্য করিতে পারেন। তাই সেই অস্ত্রকে অর্জ্জুনের দিকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ (যিনি নিজেই বিষ্ণু) তাহা নিজের বুক পাতিয়া লইলেন। কৃষ্ণের বুকে পড়িয়া তাহা একটি সুন্দর মালা হইয়া গেল।

ইহাতে অর্জ্জুন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে যোগ দিবেন না। এখন সে প্রতিজ্ঞা কি জন্য ভাঙ্গিলেন? আমি কি ও অস্ত্র বারণ করিতে পারিতাম না?”

কৃষ্ণ তাঁহাকে ঐ অস্ত্রের কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন,

“এখন ভগদত্তের হাত হইতে এ অস্ত্র গিয়াছে, এখন তুমি উহাকে মার।”

ইহার অল্পক্ষণ পরেই অর্জ্জুন আগে ভগদত্তের হাতীকে মারিয়া, তার পর অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তকে বধ করিলেন।

তারপর অর্জ্জুন অচল ও বৃষক নামক শকুনির দুই ভাইকে মারিয়া, শকুনির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

শকুনি নানারূপ মায়া জানিতেন। প্রথমে তিনি এমন এক কৌশল করিলেন যে, তাহাতে নানারূপ ভয়ঙ্কর অস্ত্র, কোথা হইতে আসিয়া, অর্জ্জুন আর কৃষ্ণের গায় পড়িতে লাগিল; আর ভয়ঙ্কর জানোয়ার এবং রাক্ষসগণ তাঁহাদিগকে মারিতে আসিল। কিন্তু অর্জ্জুনের বাণের সম্মুখে এ সকল অস্ত্র বা জন্তু এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারিল না।

তাহা দেখিয়া শকুনি হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে সে অন্ধকার দূর করিলে, সেই ধূর্ত্ত কোথা হইতে জলের বন্যা আনিয়া, সকলকে ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিলেন। অর্জ্জুনের আদিত্যাস্ত্রে জল সহজেই দূর হইল। তারপর আর শকুনির মায়ায় কুলাইল না; তিনি অর্জ্জুনের বাণ খাইয়া পলায়ন করিলেন।

এইরূপে অর্জ্জুন ক্রমে কৌরব সৈন্যদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তোলায়, তাহারা আর রণস্থলে টিকিয়া থাকিতে পারিল না।

পাণ্ডব সৈন্যগণ ইহাতে উৎসাহ পাইয়া, ক্রমে দ্রোণকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিল। তখন যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই সাংঘাতিক। একদিকে দ্রোণ রাগের ভরে হাজার হাজার সৈন্য মারিতেছেন, অপরদিকে অশ্বত্থামা নীলকে সংহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার একদল সংশপ্তক আসিয়া, অর্জ্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক সে সময়ে পাণ্ডব সৈন্যদের একটু বিপদই হইয়াছিল। তারপর ভীম আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলে, আবার দেখা গেল যে তাহাদের খুব উৎসাহ হইয়াছে। ততক্ষণে অর্জ্জুনও, সেই সংশপ্তক-দিগকে মারিয়া, আবার সেখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তার পর কৌরবেরা তাঁহার বাণে এতই অস্থির হইল যে, তাহারা কর্ণ! কর্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

ডাক শুনিয়া কর্ণও আর আসিতে বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার তিন ভাইও আসিলেন। ভাই তিনটি ত আসিয়াই অর্জ্জুনের হাতে মারা গেলেন। নিজে কর্ণও বুকে আর হাতে সাত্যকির বাণ খাইয়া কম জব্দ হন নাই। দুর্য্যোধন, দ্রোণ, আর জয়দ্রথ আসিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন, তাই রক্ষা।

তারপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ থামাইয়া সকলে শিবিরে আসিলেন।

সে দিনও যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে না পারায়, দুর্য্যোধনের নিকট লজ্জা পাইয়া, দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন 'চক্র' ব্যূহ নামক অতি ভয়ঙ্কর ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া তিনি পাণ্ডব পক্ষের একজন মহারথকে বধ করিবেন।

সেদিন প্রভাত হইবা মাত্রই সংশপ্তকেরা আসিয়া অর্জ্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এই অবসরে দ্রোণ সেই সাংঘাতিক চক্র ব্যূহ রচনা করিয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরা তখন এমনই বিপদে পড়িলেন যে কি বলিব। অর্জ্জুনকে ত সংশপ্তকেরাই ডাকিয়া নিয়াছে। তারপর এক অভিমন্যু ব্যতীত তাঁহাদের কেহই সে ব্যূহে প্রবেশ করিতে জানেন না। সুতরাং দ্রোণ সুবিধা পাইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন!

যুধিষ্ঠির আর উপায় না দেখিয়া, অভিমন্যুকেই বলিলেন যে, "বাবা! আমরা ত এই ব্যূহে প্রবেশ করিবার কোন উপায় জানি না। এখন, অর্জ্জুন আসিয়া যাহাতে আমাদের নিন্দা না করেন, তাহা কর।"

অভিমন্যু বলিলেন, "আমি এ ব্যূহে প্রবেশ করিতে ভয় পাই। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন, তখন অবশ্যই যাইব।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির আর ভীম বলিলেন,

"তুমি কেবল পথ টুকু করিয়া দাও। তারপর তোমার পিছু পিছু আমরা ঢুকিয়া বাকি যাহা করিবার তাহা করিব।"

এ কথায় অভিমন্যু তাঁহার সারথি সুমিত্রকে চক্রব্যূহের দিকে—রথ চালাইতে বলিলে, সুমিত্র বিনয় করিয়া বলিল, "কুমার। বড়ই কঠিন এবং ভয়ঙ্কর কাজে হাত দিতেছেন ; একবার ভাবিয়া দেখুন !"

অভিমন্যু বলিলেন, "তুমি চল। নিজে ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া আসিলেও, আজ আমি যুদ্ধ করিব।"

সুতরাং সারথি আর বিলম্ব না করিয়া রথ চালাইয়া দিল। আর অমনি, হরিণের ছানা পাইলে বাঘ যেমন করিয়া আসে, সেইরূপ করিয়া কৌরব যোদ্ধাগণ বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বয়সে বালক হইলে কি হয় ? সেই আঠার বৎসরের ছেলে দ্রোণের সাম্‌নেই ব্যূহ ভেদ করিয়া, বড় বড় কৌরবদিগকে একধার হইতে বাণের ঘায় অচল করিতে লাগিলেন। কত লোক মরিল, কত পলাইয়া গেল, তাহার লেখা জোখা নাই। অশ্মকেশর মরিলেন, কর্ণ অজ্ঞান হইলেন, শল্য অজ্ঞান হইলেন, শল্যের ভাই মারা গেলেন,—ছোট খাট যোদ্ধার কথা ত ছাড়িয়াই দিলাম।

অভিমন্যুর বীরত্ব দেখিয়া দ্রোণ কৃপকে বলিলেন, "ইহার মত যোদ্ধা বোধ হয় আর কোথাও নাই। এ ইচ্ছা করিলে আমাদের সকলকে মারিয়া শেষ করিতে পারে।"

এ কথা কিন্তু দুর্য্যোধনের সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন; "অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়া দ্রোণ ইচ্ছা করিয়াই ইহাকে মারিতেছেন না ; তাই এই মূর্খের এত আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। চল, আমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বধ করি।"

দুঃশাসন বলিলেন, "ইহাকে মারিলে, অর্জ্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে আপনিই মরিয়া যাইবে। অর্জ্জুন মরিলে পাণ্ডবেরাও মরিবে। সুতরাং

আমি এখনই ইহাকে মারিয়া আপনার সকল আপদ দূর করিয়া দিতেছি।”

দুঃশাসন এইরূপ গর্ব্ব করিয়া অভিমন্যুকে মারিতে গেলেন, আর তাহার খানিক ক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, তিনি চিৎ হইয়া রথে পড়িয়া খাবি খাইতেছেন, আর সারথি সেই রথ হাঁকাইয়া বায়ু বেগে পলায়ন করিতেছে !

কর্ণ আবার আসিয়া যুদ্ধ করেন, আবার জব্দ হন। তাঁহার এক ভাই আসিয়া মারাই যান। তারপর আবার নিজে কর্ণ আসিয়া, অভিমন্যুর বাণের ভয়ে পলায়ন করেন।

কিন্তু হায়! যাঁহারা এত উৎসাহ দিয়া অভিমন্যুকে ব্যূহের ভিতরে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহার সঙ্গে ব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একা জয়দ্রথ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। তিন বাণে সাত্যকি, আট বাণে ভীম, ষাট বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দশ বাণে বিরাট, পাঁচ বাণে দ্রুপদ, দশ বাণে শিখণ্ডী, সত্তর বাণে যুধিষ্ঠির, এইরূপে সকলকেই তাঁহার নিকট পরাজিত হইতে হইল। দ্বৈতবনে ভীমের হাতে মার খাইয়া জয়দ্রথ শিবের তপস্যা করেন। তখন শিব তাঁহাকে বর দেন যে ‘তুমি অর্জ্জুন ভিন্ন আর চারি পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে’, সেই বরের জোরে আজ জয়দ্রথের এত পরাক্রম।

এ দিকে অভিমন্যু বৃষসেনকে পরাজয় পূর্ব্বক বসাতীকে মারিয়াছেন। তারপর কৌরব পক্ষের অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তাঁহাদিগকেও কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন; শল্যের পুত্র রুক্মরথকে মারিয়া, গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে অনেক যোদ্ধাকে অজ্ঞান করতঃ, তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন।

বাস্তবিক কেহই তাঁহার নিকট হইতে আস্ত শরীরে ফিরিয়া যাইতে পায় নাই। দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয়

জনে এক সঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া ছয় জনই পরাজিত হইলেন। ক্রাথের পুত্র তারপর আসিয়া ত বেচারা মারাই গেল। তারপর আবার সেই দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি ছয় জনের পরাজয়; তারপর বৃন্দারক এবং বৃহদ্বলের মৃত্যু। আর কত বলিব? ক্রমাগত যোদ্ধারা আসে, আর অভিমন্যুর হাতে মারা যায়। কৌরবেরা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আজ ইহার হাতে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই।

তখন শকুনি বলিলেন, "চল সকলে মিলিয়া উহাকে মারি; নচেৎ ও আমাদিগের সকলকেই বধ করিবে।"

কর্ণও তখন দ্রোণকে বলিলেন, "শীঘ্র ইহাকে মারিবার উপায় করুন্! নচেৎ আর রক্ষা নাই!"

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, "উহার কবচ ভেদ করা অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা করিলে, উহার ধনুক কাটিয়া, সারথি প্রভৃতি মারিয়া, উহার যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে পার। উহার হাতে ধনুক থাকিতে দেবতাগণেরও উহাকে পরাজয় করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং আগে উহার ধনুক কাট; তারপর যুদ্ধ করিও।"

এই কথায় কর্ণ, হঠাৎ বাণ মারিয়া, অভিমন্যুর ধনুক কাটিলেন, ভোজ তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, কৃপ সারথিকে বধ করিলেন। এইরূপে তাঁহাকে সঙ্কটে ফেলিয়া, নিষ্ঠুর ছয় মহারথ এককালে সেই বীর বালককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধনুক নাই, রথ নাই! অভিমন্যু খড়্গ চর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাও দ্রোণ আর কর্ণের ছলনায় দেখিতে দেখিতে কাটা গেল। চক্র নিলেন, তাহাও চারি দিক হইতে সকলে বাণ মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তখন অভিমন্যু গদা হাতে অশ্বত্থামার দিকে ছুটিয়া চলিলে, অশ্বত্থামা তিন লাফে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। এ দিকে চারি

দিক হইতে বাণ বিঁধিয়া অভিমন্যুর শরীর সজারুর শরীরের মতন হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়েও অভিমন্যু গদা দ্বারা কালিকেয়, তাহার সত্তর জন সঙ্গী, এবং তাহা ছাড়া আরো সতের জন রথী ও দশটি হাতীকে মারিয়া, দুঃশাসনের পুত্রের রথ ও ঘোড়াকে চূর্ণ করেন। তখন দুঃশাসনের পুত্রও গদা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। দুজনেই দুজনের গদার বাড়ীতে ঠিকরাইয়া পড়েন। কিন্তু দুঃশাসনের পুত্র আগে উঠিয়া অভিমন্যুর মাথায় সাংঘাতিক গদার আঘাত করে। এইরূপে অন্যায় যুদ্ধে সেই বালক মহাবীরকে সকলে মিলিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিল।

কৌরবগণ তাঁহাদের পাপ কার্য্য শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর পাণ্ডবদের কথা কি বলিব? তাঁহাদের দুঃখ লিখিয়া জানান সম্ভব নহে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে সৈন্যেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিতেছিল; যুধিষ্ঠির অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর সকলে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না।

এদিকে অর্জ্জুন সংশপ্তকদিগকে মারিয়া ফিরিবার সময় কৃষ্ণকে বলিলেন, "আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইতেছে? আমার শরীরও যেন অবশ হইয়া পড়িতেছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?"

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, চারিদিক অন্ধকার, লোক জনের সাড়া শব্দ নাই। অন্য দিন বাদ্য আর কোলাহলে চারিদিক পরিপূর্ণ থাকে, আজ তাহার কিছুই নাই। বিশেষতঃ অভিমন্যু প্রত্যহ, অর্জ্জুন শিবিরে আসিবামাত্র, ভাইদিগকে লইয়া হাসিমুখে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন; আজ সেই অভিমন্যুই বা কোথায়?

এ সকল কথা আর বাড়াইয়া বলিয়া ফল কি ? অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদে অর্জ্জুনের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা তোমরা কল্পনা করিয়া লও। অভিমন্যুর মত পুত্র মরিলে যেমন দুঃখ হইতে পারে, তাহা তাঁহার অবশ্যই হইল। আর সেই দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,

"কালি আমি জয়দ্রথকে বধ করিব ! যদি কল্য সেই পাপাত্মা জীবিত থাকিতে সূর্য্যাস্ত হয়, তবে আমি এই খানেই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিব।"

এই সংবাদ তখনই চরেরা দুর্য্যোধনের শিবিরে লইয়া গেল। জয়দ্রথ তাহা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে বলিলেন, "রাজা মহাশয়গণ ! আপনাদের মঙ্গল হউক ! আপনাদের অনুমতি পাইলে আমি এই বেলা পলায়ন করি !"

তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আমরা এতগুলি লোক থাকিতে তোমার ভয় কি ? আমরা তোমাকে রক্ষা করিব।"

দুর্য্যোধনের কথায় ভরসা না পাইয়া, জয়দ্রথ দ্রোণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রোণও তাঁহাকে খুব সাহস দিয়া বলিলেন,

"ভয় নাই ! আমি এমন ব্যূহ প্রস্তুত করিব যে, অর্জ্জুন তাহা পারই হইতে পারিবে না। আর যদিই বা অর্জ্জুন তোমাকে মারে, তাহা হইলেও ত তোমার স্বর্গ লাভ হইবে ! সুতরাং ভয় কি ?"

এ সকল কথা আবার পাণ্ডবদিগের চরেরা তাঁহাদের কাছে গিয়া বলিলে, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন।

পরদিন দ্রোণ যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন, তাহা অতিশয় অদ্ভুত। এই ব্যূহ চব্বিশ ক্রোশ লম্বা, আর পিছনের দিকে দশ ক্রোশ চওড়া। ইহার সম্মুখ ভাগ শকট অর্থাৎ গাড়ীর ন্যায়, পিছনের দিক চক্র বা পদ্মের ন্যায়। ইহার ভিতরে আবার লুকাইয়া 'সূচী' নামক একটি

ব্যূহ হইল। কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজ, জলসন্ধ, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি বীরেরা, জয়দ্রথকে তাঁহাদের পশ্চাতে রাখিয়া, এই সূচী ব্যূহে লুকাইয়া রহিলেন। নিজে দ্রোণ বড় ব্যূহের মুখে ; এবং ভোজ তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সে দিন অর্জ্জুন কি ভয়ানক যুদ্ধই করিলেন। কৌরব সৈন্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহারা পলাইবে কি,—যে দিকে চাহে, সেই দিকেই দেখে অর্জ্জুন! দুঃশাসন হাতীর দল লইয়া অর্জ্জুনকে আটকাইতে আসিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সকল হাতী অর্জ্জুনের বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তাঁহার এক এক বাণে দুই তিন জন করিয়া মানুষ কাটা যাইতে লাগিল।

এমন সময়, দুর্যোধনের তাড়ায়, দ্রোণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিছু কাল দুই জনে এমনি যুদ্ধ চলিল যে, তাহা দেখিয়া সকলে অবাক্! কিন্তু অর্জ্জুনের আজ অন্য কাজ রহিয়াছে, দ্রোণের কাছে এত সময় নষ্ট করিলে তাঁহার চলিবে কেন? কাজেই তিনি হঠাৎ তাঁহার পাশ দিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। তাহাতে দ্রোণ বলিলেন,

"সে কি অর্জ্জুন! তুমি না শত্রুকে জয় না করিয়া ছাড় না?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আপনি তো আমার শত্রু নহেন, আপনি আমার গুরু! আমি আপনার পুত্রের সমান শিষ্য। আর আপনাকে কে যুদ্ধে হারাইতে পারে?"

কিন্তু বুড়া কি সহজে ছাড়িবার লোক? তিনি অর্জ্জুনের পিছু পিছু তাড়া করিলেন। তখন কাজেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া আর কি করা যায়? অল্প স্বল্প যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বারণ করা আবশ্যক হইল। এর পর ভোজকে পার হইতে হইবে; কিন্তু কৃতবর্ম্মা ইহার মধ্যে পথ আটকাইয়া বসিয়াছেন। যাহা হউক, ইঁহাকে অজ্ঞান করিতে অর্জ্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

কৃতবর্ম্মা অজ্ঞান হইলে আসিলেন শ্রুতায়ুধ। ইঁহার একটা ভয়ঙ্কর গদা আছে। সে গদা বরুণের দেওয়া; কেহই তাহাকে আটকাইতে পারে না। কিন্তু উহার একটা দোষ এই যে, যে যুদ্ধ করিতেছে না তাহার গায় মারিলে, সে উল্টিয়া আসিয়া তাহার প্রভুরই মাথায় পড়ে। শ্রুতায়ুধ অর্জ্জুনকে মারিতে গিয়া, সেই গদা কৃষ্ণের উপরে ঝাড়িয়া বসিয়াছেন! কাজেই, বুঝিতেই পার,—অর্জ্জুনের আর শ্রুতায়ুধকে মারিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইল না।

শ্রুতায়ুধের পর সুদক্ষিণ; তারপর শ্রুতায়ু ও অচ্যুত; তার পর উঁহাদিগের পুত্র নিয়তায়ু দীর্ঘায়ু; তারপর সহস্র সহস্র অঙ্গদেশীয় গজারোহী সৈন্য; তার পর বিকটাকার অসংখ্য যবন, পারদ ও শক; তারপর আর এক জন শ্রুতায়ু—এইরূপ করিয়া কত যোদ্ধা মরিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণের উপর চটিয়া অস্থির! তিনি বলিলেন,

"আপনি আমাদের খান, আবার আমাদেরই অনিষ্ট করেন। আপনি যে মধু মাখান ক্ষুরের মত, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, শীঘ্র জয়দ্রথকে বাঁচাইবার উপায় করুন।"

দ্রোণ বলিলেন, "আমি কি করিব? আমি বুড়া হইয়া এখন আর ছুটাছুটি করিতে পারি না। অর্জ্জুন একটু ফাঁক পাইলেই রথ হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কৃষ্ণ এমন তাড়াতাড়ি রথ চালাইতে পারেন যে, অর্জ্জুনের বাণ তাহার এক ক্রোশ পিছনে পড়ে। বজ্র হাতে ইন্দ্র আসিলেও আমি তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে কিছুতেই পারিব না। তুমিই না হয়, অনেক লোক লইয়া, একবার তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখ না। আমি তোমার গায় এক আশ্চর্য্য কবচ বাঁধিয়া দিতেছি; ইহাকে কোন অস্ত্রেই ভেদ করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্য, জল ছুঁইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, দুর্য্যো-

ধনের গায় সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল কবচ বাঁধিয়া দিলে, দুর্য্যোধন আহ্লাদিত হইয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে চলিলেন।

এমন সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা, অনেক সৈন্য লইয়া, দ্রোণকে ভয়ঙ্কর তেজের সহিত আক্রমণ করাতে, তাঁহার সৈন্য সকল তিন দলে ভাগ হইয়া গেল। দ্রোণ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিলেন না। তখন যুদ্ধ হইয়াছিল নিতান্তই ভয়ানক। অশ্বত্থামা, কর্ণ, সৌমদত্তি প্রভৃতি কয়েক জন বড় বীরের হাতে, সকল সৈন্যের পিছনে, জয়দ্রথকে রাখিয়া, আর প্রায় সকলেই যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছিলেন। লোক কত যে মারিয়াছিল, তাহার লেখা জোখা নাই। দ্রোণাচার্য্যের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত্যকি আসিয়া সাহায্য না করিলে, বুড়ার হাতে তাঁহার বড়ই দুর্দ্দশা হইত। সাত্যকি দেখিলেন যে, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়্গ, চর্ম্ম, ধ্বজ, ছত্র ঘোড়া, সারথি সমুদায় শেষ করিয়া ধনুকে এক সাংঘাতিক বাণ চড়াইয়া বসিয়াছেন। সেই বাণ ছুঁড়িবা-মাত্র সাত্যকি চৌদ্দ বাণে তাহা কাটিয়া ফেলাতেই ধৃষ্টদ্যুম্ন সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে সাত্যকির সহিত দ্রোণের ভয়ানক যুদ্ধ চলিল; কিন্তু জয় পরাজয় কাহারই হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট প্রভৃতি আসিয়া সাত্যকির সহিত যোগ দিলেন; কৌরব-দিগেরও অনেক যোদ্ধা দ্রোণের সাহায্য করিতে আসিলেন।

এদিকে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। অর্জ্জুন এতক্ষণ কি করিতেছেন? এখনও জয়দ্রথকে পাইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে; কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। তিনি ক্রমাগত বাণের দ্বারা কৌরব সৈন্য কাটিয়া পথ করিয়া দিতেছেন, আর সেই পথে কৃষ্ণ রথ চালাইতে-ছেন। অর্জ্জুনের বাণ তাঁহার ধনুক হইতে ছুটিয়া শত্রুর বুকে

পড়িতে যত সময় লাগে, তাহার মধ্যে রথ যাইতেছে এক ক্রোশ! সুতরাং ঘোড়াগুলির যে খুবই পরিশ্রব হইবে, তাহা আশ্চর্য্য কি? কৃষ্ণ দেখিলেন যে, তাহাদিগকে একটু বিশ্রাম না করাইলে আর কিছুতেই চলিতেছে না।

অর্জ্জুনের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতাই ছিল! তিনি ঘোড়ার বিশ্রামের জন্য, রথ হইতে নামিয়া, সেই মাঠের মাঝখানে বাণের দ্বারা এক ঘর প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। শুধু তাহাই নহে; সেখানে জল ছিল না, সুতরাং তিনি সুন্দর একটি পুকুরও করিলেন। সে পুকুরের অতি চমৎকার জল ত ছিলই; বিশেষ অশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহাতে হাঁস পর্য্যন্ত চরিতেছিল, পদ্ম ফুল ফুটিয়াছিল!

শক্রুরা অবশ্য তাঁহাদিগকে থামিতে এবং অর্জ্জুনকে রথ হইতে নামিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু অর্জ্জুনের বাণের কাছে তাহারা কি আর করিবে? কৃষ্ণ সেই বাণের ঘরের ভিতরে ঘোড়াগুলির সাজ খুলিয়া, তাহাদিগকে দলিয়া মলিয়া, জল খাওয়াইয়া, আবার তাজা করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে রথ আবার বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। জয়দ্রথ যাইবেন কোথায়? ঐ তাঁহাকে দেখা যাইতেছে।

এমন সময় দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। এবারে তাঁহার আর সাহসের সীমা নাই; দ্রোণের বাঁধা সেই কবচ তাঁহার গায় রহিয়াছে। বাস্তবিকই সে কবচের এমনি আশ্চর্য্য গুণ যে, অর্জ্জুনের বাছা বাছা বাণগুলি তাহাতে ঠেকিয়া ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন ত ইহাতে খুবই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কিন্তু আসল ব্যাপার খানা কি, তাহা বুঝিতে অর্জ্জুনের অধিক সময় লাগিল না। তখন তিনি বলিলেন, "ঐ কবচ শুদ্ধই উহাকে হারাইব।"

এই বলিয়া তিনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সাংঘাতিক অস্ত্র সমুদয় ধনুকে যুড়িলেন। কিন্তু সে সকল অস্ত্র দুর্য্যোধনের নিকট পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই, অশ্বত্থামা, অন্য দিক হইতে বাণ মারিয়া, তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। দুর্য্যোধনও সেই অবসরে অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে ছাড়িলেন না। অর্জ্জুন দেখিলেন বড়ই মুস্কিল। দুর্য্যোধনের সমস্ত শরীর কবচে ঢাকা, তাঁহার হাত দুখানি ছাড়া কোথাও একটু ফাঁক নাই। সুতরাং তখন সেই দুখানি হাতেই অর্জ্জুন বাণ মারিতে লাগিলেন। আর দুর্য্যোধন যাইবেন কোথায়? হাতে বাণ লাগাতে তাঁহার যুদ্ধ করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই মহারাজের প্রাণটি যাইত।

তারপর, জয়দ্রথকে ধরিবার জন্য, অর্জ্জুন এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে কৌরবদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ঘোরতর গভীর শব্দে কত লোক অজ্ঞান হইয়া গেল, তাহার সংখ্যা নাই। তখন ভূরিশ্রবা, শল্য, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা এই আট জনে মিলিয়া, অর্জ্জুনকে বাণের দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনও একা সেই আট জনের সকল বাণ কাটিয়া, তাঁহাদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতে ছাড়িলেন না।

এদিকে দ্রোণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিষম যুদ্ধ চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও জয় পরাজয় বুঝা গেল না। বাণ, শক্তি, গদা প্রভৃতি অনেক অস্ত্র দুজনেই ছুঁড়িতে লাগিলেন; দুজনেরই সমান তেজ। এমন সময় দেখা গেল যে, দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর ধনুক কাটিয়া, তিনটি ভয়ঙ্কর বাণ মারিয়া তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়াছেন, যুধিষ্ঠিরও তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নামিয়া অস্ত্র ফেলিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

দ্রোণ দেখিলেন, এই তাঁহার সুযোগ। তখন তিনি সিংহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে ছুটিলেন। 'হায় হায়! মহারাজ ধরা পড়িলেন।' বলিয়া চারিদিকে চীৎকার উঠিল। ভাগ্যে সহদেবের রথ কাছে পাইয়া, যুধিষ্ঠির তাহাতে উঠিতে পারিলেন, আর সহদেবের ঘোড়াগুলি দ্রোণের ঘোড়ার চেয়ে অনেক ভাল ছিল, নহিলে সে দিন সর্ব্বনাশই হইত আর কি।

এদিকে রাক্ষস অলম্বুষ, প্রথমে পাণ্ডবদিগকে বড়ই জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়া, তার পর ভীমের তাড়ায় পলায়ন করে। সেখান হইতে অন্য স্থানে গিয়া আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে, ঘটোৎকচের হাতে আছাড় খাইয়া চূর্ণ হয়। তারপর অনেক ক্ষণ দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম চলে।

এমন সময় দূর হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গাণ্ডীবের শব্দ এত দূর পৌঁছায় নাই, কাজেই তাহা কেহ শুনিতে পাইল না। এ দিকে কৌরবেরাও সিংহনাদ করিতেছে। ইহাতে যুধিষ্ঠির মনে করিলেন যে, হয় ত অর্জ্জুনের কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। তাই তিনি সাত্যকিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র অর্জ্জুনের কাছে যাও।"

সাত্যকি বলিলেন, "অর্জ্জুন আমাকে আজ আপনার কাছ ছাড়িয়া যাইতে মানা করিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই? আপনি অর্জ্জুনের জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনাকে রক্ষা করা আগে দরকার।"

কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুনের জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখিয়া শেষে সাত্যকিকে যাইতে হইল। যুধিষ্ঠির ভীমকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেছিলেন; কিন্তু সাত্যকি তাঁহাকে বলিলেন, "আমার মতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য।" কাজেই ভীম রহিয়া গেলেন।

সাত্যকি কৌরবদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আটকাইলেন। দ্রোণ বলিলেন,

'অর্জ্জুন আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কাপুরুষের মত পাশ কাটিয়া পলায়ন করিল। তুমি তাহা না করিলে আজ তোমাকে বধ করিব।"

বুদ্ধিমান সাত্যকি বলিলেন, "গুরু যাহা করেন, শিষ্যও তাহাই করিবে। আমি অর্জ্জুনের কাছে চলিলাম!"

সে দিন সাত্যকির বিক্রম কৌরবেরা ভাল করিয়াই জানিতে পারিল। দ্রোণের নিকট হইতে ভোজের নিকট; সেখানে ভোজের সারথিকে মারিয়া, কৃতবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া, জলসন্ধ ও মহামাত্রকে বধ করিয়া, আবার দক্ষিণের দিকে, এইরূপ করিয়া সাত্যকি চলিতে-ছেন। এমন সময় আবার দ্রোণ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, বিকর্ণ, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন, চিত্রসেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি আসিয়া এক সঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করে, কাহার সাধ্য? দুর্য্যোধন পলায়ন করিলেন, কৃতবর্ম্মা অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তারপর যুদ্ধ চলিল, কেবল দ্রোণ আর সাত্যকিতে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর দ্রোণকেও হার মানিতে হইল। তার পর সুদর্শন মরিল, কাম্বোজ, শক ও যবন সৈন্যগণ পরাস্ত হইল, দুর্য্যোধন আবার আসিয়া যথেষ্ট সাজা পাইলেন। বিকটাকার পার্ব্ব-তীয় সৈন্যগণ, বিশাল পাথর হাতে যুদ্ধ করিতে আসিয়া, তাহারাও সাত্যকির বাণে খণ্ড খণ্ড হইল। তখন কৌরবেরা কে কোথায় পলায়ন করিবেন তাহা ভাবিয়াই অস্থির।

এই সময়ে দ্রোণ দুঃশাসনকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন, "কি দুঃশাসন! এখন তোমার বীরত্ব কোথায় গেল? সকলে সাত্যকির ভয়ে পলাই-

তেছ, অর্জ্জুনের হাতে পড়িলে কি করিবে? এই মুখেই কি পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিতে গিয়াছিলে ?”

এই বলিয়া দ্রোণ পাণ্ডবদিগের সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, বীরকেতু, সুধন্বা, চিত্রকেতু চিত্রবর্ম্মা ও চিত্ররথ নামক পাঞ্চাল রাজের পুত্রগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মনের দুঃখে রাগের ভরে দ্রোণকে আক্রমণ করাতে, কিছুকাল দুজনে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সম্মুখে টিকিতে পারিলেন না।

এদিকে সাত্যকি ক্রমে দুঃশাসন, ত্রিগর্ত্ত, প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া অর্জ্জুনের দিকে চলিয়াছেন, আর দ্রোণ পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধার পর যোদ্ধাকে মারিয়া প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছেন। বৃহৎক্ষত্র, ধৃষ্টকেতু চেদিরাজের পুত্র, জরাসন্ধের পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা, প্রভৃতি কত লোকের দ্রোণের হাতে প্রাণ গেল। সেই পঁচাশী বৎসরের বুড়া রণস্থলে এমনি ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ষোল বৎসরের যুবক।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল যে,

“আমি অর্জ্জুনের সন্ধানে সাত্যকিকে পাঠাইলাম, কিন্তু সাত্যকির সাহায্যের জন্য ত কাহাকেও পাঠাই নাই।”

এই মনে করিয়া তিনি ভীমকে সাত্যকির সাহায্যের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। ভীম খানিক দূর, অগ্রসর হইতে না হইতেই দ্রোণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “অর্জ্জুনকে ছাড়িয়াছি, কিন্তু তোমাকে ছাড়িব না!”

ভীম বলিলেন, “ঠাকুর! অর্জ্জুনকে আপনি দয়া করিয়া ছাড়িয়াছেন বলিয়া ত আমার বোধ হয় না। সে হয় ত ভদ্রতা করিয়া আপনার মান রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি ত ভাল মানুষ অর্জ্জুন

নহি, আমি ভীম। যুদ্ধ করিতে আসিলে গুরু বলিয়া মানিব না।” বলিতে বলিতেই ভীম এক বিশাল গদা ঘুরাইয়া দ্রোণকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। বুড়া তখন ‘বাপ!’ বলিয়া রথ হইতে এক লাফ! ততক্ষণে ভীম তাঁহার রথ ঘোড়া সারথি প্রভৃতি একেবারে পুতিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহাতে দুর্য্যোধনের ভ্রাতাগণ ভীমকে আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদের সাত জনকে বধ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সম্মুখে পাইলেন, তাহাদের অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিল। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধাদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। অমনি আর কথাবার্ত্তা নাই; ভীম চক্ষু বুজিয়া দ্রোণের সেই বাণ-বৃষ্টির ভিতরেই তাঁহার রথের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তারপর সেই রথখানি শুদ্ধ—হেঁইয়োঃ হোঃ!—মার্ বুড়াকে ছুঁড়িয়া!! কিন্তু বুড়ার হাড় কি অসম্ভব মজবুত! রথ গুঁড়া হইল, কিন্তু বুড়া মরিলেন না!

তারপর আর খানিক দূরে গিয়াই ভীম সাত্যকিকে দেখিতে পাইলেন। আর খানিক দূরে গিয়া দেখিলেন, ঐ অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতেছেন! ওঃ! তখন যে ভীমের সিংহনাদ! সেই সিংহনাদ শুনিয়া কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এই সকল সিংহনাদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাণে পৌঁছাইলে তাঁহার যে খুবই আনন্দ হইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এ সকল সিংহনাদ কর্ণের সহ্য না হওয়ায়, তিনি আসিয়া ভীমের সহিত মহা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু খানিক পরেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক ঘোড়া আর সারথি কাটা যাওয়াতে তাঁহাকে গিয়া বৃষসেনের রথে আশ্রয় লইতে হইল।

কিন্তু কর্ণ ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি আবার আসিয়া ভীমকে

বলিলেন, "কি হে পাণ্ডুপুত্র! তুমিও আবার যুদ্ধ করিতে জান নাকি? বড় যে পলাইতেছ?"

সুতরাং আবার তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারেও কর্ণ অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শেষে দেখিলেন যে, আবার তাঁহার ধনুক ঘোড়া সারথি সব কাটা গিয়াছে। তারপর ভীমের অস্ত্র বুকে বিঁধিয়া তাহার প্রাণ যায় যায়! সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অন্য রথে উঠিয়া পলায়ন করিলেন।

তথাপি কর্ণের লজ্জা নাই, তিনি আবার আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন। এবারেও ধনুক সারথি আর ঘোড়া কাটা গিয়া তাঁহার দুরবস্থার এক শেষ হইতেছে দেখিয়া, দুর্য্যোধন তাড়াতাড়ি দুর্জ্জয়কে তাঁহার সাহায্য করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সে বেচারা ভাল করিয়া সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই মরিয়া গেল!

যাহা হউক, এবারে কর্ণকে আর পলাইতে হইল না; তাঁহার জন্য অস্ত্র শস্ত্র সমেত এক নূতন রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, ভীম সে রথেরও ঘোড়া আর সারথি সংহার করাতে, তাহাতে চড়িয়া কর্ণের যুদ্ধ করা হইল খুব কমই। এমন সময় দুর্ম্মুখ কর্ণের সাহায্য করিতে আসিলেন। সাহায্য যাহা করিলেন, তাহা একটু নূতন রকমের বটে, আর তিনি ইচ্ছা করিয়া যে সেরূপ করিয়াছিলেন, তাহাও অবশ্য কখনই নহে,—কিন্তু তাহাতেই কর্ণের প্রাণ রক্ষা হইল। দুর্ম্মুখ আসিয়াই ত অমনি, ভীমের হাতে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক, নিজের রথখানি খালি করিয়া দিলেন। সে রথের ঘোড়াগুলি ছিল বড়ই চমৎকার! সুতরাং কিঞ্চিৎ পরেই যখন ভীমের হাতে কর্ণেরও দুর্দ্দশার একশেষ হইল, তখন ঐ ঘোড়াগুলির সাহায্যে তিনি সহজেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

তারপর ভীম দুর্য্যোধনের আর পাঁচটি ভাইকে বধ করিলে, কর্ণ

আবার যুদ্ধ করিতে আসেন, আর দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে জব্দও হন। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন তাঁহার সাতটি ভাইকে পাঠাইবা মাত্র, তাহারাও ভীমের হাতে মারা যায়। তার পর আবার কর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবারেও কর্ণ ভীমের হাতে জব্দ হইতেছেন দেখিয়া, দুর্য্যোধন তাঁহার সাতটি ভাইকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র গিয়া কর্ণকে ভীমের হাত হইতে বাঁচাও!" হায়! কে কাহাকে বাঁচায়? সাত ভাই ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই মরিয়া গেল। তারপর কর্ণের মাথায় কি যে গোল লাগিল, তিনি পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৌরবদিগকেই মারিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতেই যেন কর্ণের তেজ আবার ফিরিয়া আসিল। তখন দেখা গেল যে, অনেকক্ষণ দুজনে সমানভাবে যুদ্ধ চলার পর, কর্ণ ক্রমেই ভীমকে কাবু করিয়া আনিতেছেন। ক্রমে ভীমের তূণ, ধনুর গুণ, ঘোড়ার লাগাম, সব কাটা গেল। সারথিটি বাণ খাইয়া অন্য রথে গিয়া আশ্রয় লইল। ধ্বজ, পতাকা, কিছুই আস্ত রহিল না। একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, তাহাও কাটা গেল। শেষে রহিল, খড়্গ আর চর্ম্ম। চর্ম্ম খানি কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু খড়্গ ভীম ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাতে কর্ণের ধনুক কাটিয়া গেল। কর্ণ তখনই আর এক ধনুক লইয়া, ভীমের উপরে বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন ভীম কর্ণকে মারিবার জন্য লাফাইয়া তাঁহার উপর পড়িতে গেলেন। কিন্তু কর্ণ হঠাৎ গুঁড়ি মারিয়া রথের তলার সঙ্গে মিশিয়া পড়ায়, তাঁহাকে ধরিতে পাইলেন না। তার পর, ভীমের হাত খালি দেখিয়া, কর্ণ তাঁহাকে তাড়া করাতে, তিনি এমনি বিপদে পড়িলেন যে, বিপদ যাহাকে বলে! কতকগুলি মরা হাতী সেখানে পড়িয়াছিল;

ভীম আর উপায় না দেখিয়া তাহারই পিছনে গিয়া লুকাইলেন। কিন্তু হাতী খণ্ড খণ্ড করিতে কর্ণের মত বীরের আর কতক্ষণ লাগে? তাহাতে ভীম রথের চাকা হাতীর মাথা প্রভৃতি কর্ণকে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের বাণের কাছে তাহাতেই বা কি ফল হইবে?

তখন ভীম বজ্র মুষ্টি উঠাইয়া এক কীলে কর্ণকে বধ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন যে, "আমি কর্ণকে মারিলে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে।" কর্ণও ইচ্ছা করিলে তখন ভীমকে মারিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, কুন্তীর নিকটে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ইঁহাদিগকে মারিবেন না। তাই তিনি ভীমকে ধনুক দিয়া একটা খোঁচা মাত্র মারিলেন। ভীমও তৎক্ষণাৎ সেই ধনুক কাড়িয়া লইয়া, সপাং করিয়া এক ঘা লাগাইতে ছাড়িলেন না।

তখন কর্ণ রাগে চোখ লাল করিয়া বলিলেন, "মূর্খ! পেটুক! কাপুরুষ! তুই কেন আবার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্? তুইত যুদ্ধের 'য' ও জানিস্ না! যা! পেট ভরিয়া খা গিয়া! আমার মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোর কাজ নহে।"

তাহাতে ভীম বলিলেন, "ছোট লোক! এত বার আমার সঙ্গে হারিয়াছিস্, তবুও আবার বড়াই করিস্! হার জিত ত ইন্দ্রেরও হয়। আয়না, একবার মল্ল যুদ্ধ করি; দেখি, তোকে কীচক বধ করিতে পারি কি না।"

ভীমের সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতে কর্ণের সাহস হইল না। কিন্তু তিনি এই ঘটনা লইয়া অর্জ্জুনের সামনেই খুব বড়াই করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অর্জ্জুনের কয়েকটি বাণ আসিয়া গায় পড়িলে আর তাঁহার বড়াই রহিল না। তখন তাঁহার হঠাৎ মনে হইল যে, বড়াই করার চেয়ে পলায়ন করাতে বেশী কাজ দেয়।

এই সময়ে সাত্যকি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অর্জ্জুনের মনে সুখ হইল না। তিনি সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া আসাতে না জানি মহারাজের কি বিপদই হইয়াছে। বিশেষতঃ এতক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাত্যকির অস্ত্র প্রায় সমস্তই ফুরাইয়া যাওয়াতে, এখন তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন, বলিতে হইবে। এ দিকে ভূরিশ্রবা রাশি রাশি অস্ত্র সমেত সুন্দর রথে চড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার সম্বল সাত্যকির মোটেই নাই। কাজেই অর্জ্জুনের রাগ হইবারই কথা। এখন সাত্যকিকেই বা তিনি কি করিয়া ফেলিয়া যান, আর, যে সামান্য বেলাটুকু অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যেই জয়-দ্রথকে মারিতে হইবে,—তাহারই বা কি করেন।

সাত্যকির একে অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে, তাহাতে আবার অস্ত্র ফুরাইয়া গিয়াছে; কাজেই ভূরিশ্রবা তাঁহাকে যেন নিতান্তই বাগে পাইলেন। তথাপি সাত্যকির যতক্ষণ কিছুমাত্র অস্ত্র অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তিনি কম যুদ্ধ করেন নাই। ভূরিশ্রবা যেমন তাঁহার ধনুক আর ঘোড়া কাটিলেন, তিনিও তেমনি ভূরিশ্রবার ধনুক আর ঘোড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। তারপর রথ ছাড়িয়া দুজনের খড়্গ যুদ্ধ আরম্ভ হইল! কিন্তু ক্লান্ত শরীরে আর কত করা যায়? সাত্যকি খানিক খড়্গ যুদ্ধ করিয়া আর ভূরিশ্রবার সঙ্গে পারিলেন না।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ! সাত্যকিকে দুর্ব্বল পাইয়া ভূরিশ্রবা তাহাকে মারিতে চলিয়াছে, ইহা নিতান্ত অন্যায়। সাত্যকি তোমার শিষ্য, আর তোমার জন্যই আসিয়া বিপদে পড়িল। উহাকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য।"

এদিকে ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে আঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া

দিয়াছেন; তারপর তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া, তাঁহার বুকে লাথি মারিয়া, খড়্গ দ্বারা তাঁহার মাথা কাটিতে প্রস্তুত। সাত্যকি প্রাণপণে মাথা নাড়িয়া সেই খড়্গকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় অর্জ্জুনের বাণ উল্কার মতন ছুটিয়া আসিয়া ভূরিশ্রবার ডান হাত কাটিয়া ফেলিল।

তখন ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "অর্জ্জুন, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তুমি কেন আমার হাত কাটিলে?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমার শিষ্য আত্মীয় ও বন্ধুকে আমার সম্মুখে বধ করিতে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকিলে মহাপাপ হইবে, তাই এরূপ করিয়াছি।"

তখন ভূমিশ্রবা প্রায়োপবেশনের (অনাহারে প্রাণত্যাগের) প্রতিজ্ঞা করিয়া, নিজ হস্তে শরশয্যা প্রস্তুত করতঃ, ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া কৌরবেরা চারিদিক হইতে অর্জ্জুনের নিন্দা আরম্ভ করিল।

তাহাতে অর্জ্জুন আবার ভূরিশ্রবাকে বলিলেন, "হে ভূরিশ্রবা! আমার পক্ষের লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য কাজ, তাহাই আমি করিয়াছি। কিন্তু বল দেখি, তোমরা যে বালক অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে, তাহা তোমাদের কিরূপ কাজ হইয়াছিল?"

তখন ভূরিশ্রবা মাথা হেট করিয়া অর্জ্জুনের কথা মানিয়া লইলেন, আর নিজের বাঁ হাতে তাঁহার কাটা ডান হাত খানি অর্জ্জুনের সামনে রাখিয়া দিয়া এ কথা জানাইলেন যে, ঐ হাত কাটিয়া ফেলা উচিতই হইয়াছে।

এমন সময় দেখা গেল যে সাত্যকি অসহ্য রাগের ভরে খড়্গ লইয়া ভূরিশ্রবার মাথা কাটিতে চলিয়াছেন। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল,"

"আহা! আহা! কর কি? কর কি?" কিন্তু সাত্যকি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

আর বিলম্ব করা চলে না; জয়দ্রথ বধের সময় চলিয়া যায়। তাই এখন অর্জ্জুন সেই কাজ শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা আর দুঃশাসন ইঁহারা সকলে জয়দ্রথকে পিছনে রাখিয়া এমনি তেজের সহিত অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন যে, কি বলিব।

অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রত্যেকের বাণ দুই, তিন, খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহারাও বার বার অর্জ্জুনকে বাণে আচ্ছন্ন করিতে ছাড়িলেন না। ইঁহাদের সঙ্গে জয়দ্রথও যোগ না দিলেন এমন নহে। কিন্তু অর্জ্জুনকে বারণ করার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। তিনি ক্রমে সকলকে পরাজয় পূর্ব্বক চৌষট্টি বাণ মারিয়া জয়দ্রথকে আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু তখনও ছয়জন মহাবীর জয়দ্রথকে তাঁহাদের মাঝখানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদিগকে পরাজয় না করিয়া তাঁহাকে বধ করা সম্ভব নহে। এদিকে সূর্য্য অস্ত যাইতে আর অল্পই বাকি আছে। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "আমি মায়া দ্বারা সূর্য্যকে ঢাকিতেছি, তাহা হইলে দুষ্ট জয়দ্রথ মনে করিবে যে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কাজেই এখন তোমাকে মরিতে হইবে। সুতরাং তখন আর সে লুকাইবার চেষ্টা করিবে না। সাবধান! সেই অবসরে কিন্তু তাঁহাকে বধ করা চাই।"

এই বলিয়া কৃষ্ণ মায়া দ্বারা সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিলে, অর্জ্জুনের মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে করিয়া কৌরবদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না! তখন জয়দ্রথ গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলেন, সূর্য্য যথার্থই অস্ত গিয়াছে কি না।

তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন, এই বেলা ! ঐ দেখ জয়দ্রথ নিশ্চিন্তে গলা উঁচু করিয়া সূর্য্য দেখিতেছে। এই বেলা উহার মাথা কাটিয়া ফেল।"

কিন্তু জয়দ্রথের মাথা বড় সহজ কাজ নহে। জয়দ্রথের জন্মের সময় দেবতারা বলিয়াছিলেন যে, 'যুদ্ধক্ষেত্রে কোন মহাবীর ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিবে।' তখন জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র এই শাপ দেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার পুত্রের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহার মাথাও তখনই ফাটিয়া শত খণ্ড হইবে।' এই বলিয়া বৃদ্ধক্ষত্র বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এখনও সেই বৃদ্ধক্ষত্র সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন।

এই সকল কথা মনে করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "সাবধান অর্জ্জুন ! ইহার মাথাটা তোমার হাতে মাটিতে পড়িলে কিন্তু সর্ব্বনাশ ! মাথাটাকে সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে বুড়া বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন অর্জ্জুন এক বাণেই জয়দ্রথের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই মাথা মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি আবার কতক গুলি বাণ এমনি ভাবে মারিলেন যে, তাহারা সেটাকে উড়াইয়া সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে, জয়দ্রথের পিতার কোলে নিয়া ফেলিল। সেই কোল হইতে তাহা মাটিতে পড়িবামাত্র বৃদ্ধক্ষত্রের মাথা ফাটিয়া শত খণ্ড হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সকলে কিরূপ আশ্চর্য্য হইল, বুঝিতেই পার।

তার পর কৃষ্ণ অন্ধকার দূর করিয়া দিলে দেখা গেল যে, তখনও সূর্য্য একেবারে ডুবিয়া যায় নাই।

জয়দ্রথের মৃত্যুতে কৃপ আর অশ্বত্থামা রাগিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের বাণ তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না।

সে দিন সন্ধ্যার পরেও আর কেহ শিবিরে যায় নাই। সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালাইয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। সে রাত্রিতে দ্রোণ, সাত্যকি, অশ্বত্থামা, ভীম, ঘটোৎকচ প্রভৃতির আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখা যায়। অর্জ্জুন যে কত লোক মারিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। সে সময়ে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করেন! কিন্তু কৃষ্ণ কৌশল করিয়া তাহা হইতে দিলেন না।

তখন কর্ণের সহিত সাত্যকির খুব যুদ্ধ হইলে, তাহাতে কর্ণ পরাজিত হইলেন। তারপর অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অনেকেই সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করিতে কাহারও শক্তি হইল না।

এ দিকে দুর্য্যোধন যুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া শেষে দ্রোণকে গালি দিতে লাগিলেন। তাহাতে দ্রোণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধন! কেন বৃথা আমাকে কষ্ট দিতেছ? আমি ত সর্ব্বদাই বলিতেছি যে, অর্জ্জুনকে জয় করা অসম্ভব। পাপ ত কম কর নাই, এখন সে পাপের ফল ভোগ কর।" এই বলিয়া দ্রোণ বাণে বাণে পাণ্ডবদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

তারপর দুর্য্যোধনও কম বীরত্ব প্রকাশ করেন নাই। হাজার হাজার লোক তাঁহার হাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠির আসিয়া তাঁহার ধনুক কাটিয়া দশ বাণেই তাঁহাকে কাতর করিয়া দিলেন। তারপর যুধিষ্ঠির আবার বাণ মারিলে তাঁহার আর যুদ্ধ করিবার শক্তি রহিল না।

দ্রোণ আর ভীমের কথা কি বলিব? দ্রোণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কেকয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, ও শিবিকে বিনাশ করিলেন। আর ভীম কীল মারিয়া কলিঙ্গরাজের পুত্র ও ধ্রুব, আর লাথির চোটে দুর্ম্মদ এবং দুষ্কর্ণকে সংহার করিলেন।

ঘটোৎকচ আর অশ্বত্থামার সে সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। রাত্রিতে রাক্ষসদের বল বাড়ে, আর রাক্ষসেরা নানা রকম মায়াও জানে, তাহার উপর আবার ঘটোৎকচ অসাধারণ বীর। সুতরাং অশ্বত্থামা নিতান্তই সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এমন সঙ্কটেও তিনি কিছুমাত্র কাতর হন নাই। ঘটোৎকচের সকল মায়া তিনি বাণ মারিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্ব্বা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া অল্পক্ষণের ভিতরেই মারা গেল। তাহা দেখিয়া ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে মারিবার জন্য ঘোরতর বাণ বৃষ্টি আরম্ভ করিল। সে সকল বাণ অশ্বত্থামা কাটিয়া ফেলিলে সে এমনি এক পাহাড় আনিয়া উপস্থিত করিল যে, সে অতি অদ্ভুত ব্যাপার! সে পাহাড়ের ঝরণা সকল হইতে ক্রমাগত শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র অশ্বত্থামার মাথায় পড়িতে লাগিল।

পাহাড় অশ্বত্থামার বাণে চূর্ণ হইলে, ঘটোৎকচ মেঘের রূপ ধরিয়া ক্রমাগত অশ্বত্থামার উপরে পাথর বৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু অশ্বত্থামার 'বায়ব্য' অস্ত্রে সে সকল পাথরশুদ্ধ মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার ঠিক নাই।

তারপর আসিল বিকটাকার সব রাক্ষস। তাহারা আসিয়াই অশ্বত্থামাকে গিলিয়া খায় আর কি! কিন্তু অশ্বত্থামা তাহাতেও কাতর হইলেন না। রাক্ষস সব দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে একটা বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলে, অশ্বত্থামা সেই বজ্র লুফিয়া লইয়া উল্টিয়া ঘটোৎকচকেই আবার তাহা ছুঁড়িয়া মারিলেন। তাহাতে ঘটোৎকচের ঘোড়া, সারথি, আর ধ্বজ কাটিয়া গেল। এই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচের সাহায্য করিতেছিলেন,

তথাপি অশ্বত্থামার বাণে সে এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন।

এই সময় সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সহিত ভীম আর সাত্যকির যুদ্ধ হইতেছিল। সোমদত্তকে ভীম পরিঘের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলে, তাঁহার পিতা বাহ্লীক ভীমকে আক্রমণ করেন। বাহ্লীকের শক্তির ঘায় ভীম অচেতন হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই আবার উঠিয়া তিনি এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে বাহ্লীকের মাথা চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভীম দুর্য্যোধনের নাগদত্ত, দৃঢ়রথ, বীরবাহু প্রভৃতি নয়টি ভাইকে মারিয়া, কর্ণের ভ্রাতা ভৃকরথ, শকুনির ভাই শতচন্দ্র ও ধৃতরাষ্ট্রের আর সাত জন শ্যালাকে সংহার করিলেন।

আর এক স্থানে যুধিষ্ঠির অনেক লোক মারিতেছেন দেখিয়া, দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহার বায়ব্য, বারুণ, যাম্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র প্রভৃতি সকল অস্ত্র কাটিয়া শেষ করিলেন। দ্রোণের ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য অস্ত্র যুধিষ্ঠিরের মাহেন্দ্র অস্ত্রে কাটা গেল। তখন দ্রোণ রাগে অস্থির হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র হাতে করিলে, যোদ্ধাদের আতঙ্কের সীমা রহিল না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে কিছু মাত্র ভয় না পাইয়া, নিজের ব্রহ্মাস্ত্রে দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র বারণ করিলেন। কাজেই দ্রোণের আর যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা হইল না।

এই সময়ে কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিলেন। তাহারা তাঁহার বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন না থাকিলে কি হইত, কে জানে? অর্জ্জুন আসিয়া কর্ণের ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটিয়া তাঁহাকে

বাণে বাণে সজারুর মতন করিয়া দিলেন। কৃপের রথ সেখানে ছিল তাই রক্ষা, নহিলে সে যাত্রা কর্ণের প্রাণবাঁচানই ভার হইত।

ইহার পর সাত্যকি আর সোমদত্তে বিষম যুদ্ধ হইয়া, সাত্যকির হাতে সোমদত্তের মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠিরও দ্রোণের সহিত তখন খুব যুদ্ধ করিতেছিলেন; এমন কি, মুহূর্ত্তেকের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, "উনি সর্ব্বদা আপনাকে ধরিয়া নিবার চেষ্টায় আছেন, উঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ না করাই ভাল।"

ইহার খানিক পরেই কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া যুধিষ্ঠির অজ্ঞান হইয়া যান। অন্যেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচায়।

তার পর আবার অশ্বত্থামা এবং ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এবারেও জয় অশ্বত্থামারই হইল। দুর্য্যোধন এই সময়ে ভীমকে আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত পাঁচ বার তাঁহার ধনুক কাটিলেন। তাহাতে ভীম ধনুক ছাড়িয়া শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, তাহাও দুর্য্যোধন কাটিতে ছাড়িলেন না। তখন ভীম দুর্য্যোধনের রথের উপরে এমনি বিশাল এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে তাহাতে রথ ঘোড়া সারথি সব চুরমার হইয়া গেল। দুর্য্যোধন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নন্দকের রথে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু ভীমের মনে হইল বুঝি রথ আর ঘোড়ার সহিত তিনিও চূর্ণ হইয়াছেন।

এই সময়ে সহদেবের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হয়। কর্ণের সহিত সহদেবের পারার কথা নহে। কাজেই তিনি দেখিতে দেখিতে কর্ণের নিকট হারিয়া গেলেন। তখন কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা মনে করিয়া তাহা করিলেন না।

শকুনি কিন্তু নকুলের হাতে যথেষ্ট সাজা পাইলেন। শিখণ্ডীরও

কৃপের হাতে প্রায় সেইরূপ দশা হইল। তার পর দ্রোণে আর ধৃষ্টদ্যুম্নে, কর্ণে আর সাত্যকিতে, এইরূপ করিয়া কত যে যুদ্ধ হইল, তাহার শেষ নাই। এ দিকে, এ সকল যুদ্ধের ভিতরেই, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের ভয়ঙ্কর শব্দ ক্রমাগত দূর হইতে শোনা যাইতেছিল। তিনি যে তখন কতলোক মারিতেছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাকে আটকাইতে আসিলেন, শকুনি আর তাঁহার পুত্র উলূক! তাঁহারা যে কিরূপ আটকাইলেন, সে কথা আর বলিয়া কাজ নাই!

ইহাতে দুর্য্যোধনের নিকট বকুনি খাইয়া, দ্রোণ আর কর্ণ নিতান্ত রাগের সহিত পাণ্ডব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বেচারারা দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন যতক্ষণ দ্রোণ আর কর্ণকে আক্রমণ করিতে না গেলেন, ততক্ষণ আর তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে সাহসই পায় নাই। খানিক পরে আবার কর্ণ এমনি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন যে, সৈন্যদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরেরই ভাবনা হইল যে, 'এখন যুদ্ধ করি, না পলায়ন করি।'

অর্জ্জুন আর সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "শীঘ্র কর্ণের নিকট চলুন, আজ হয় আমি উহাকে বধ করিব, না হয় ওই আমাকে বধ করিবে।"

কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, "তোমাকে মারিবার জন্য কর্ণ ইন্দ্রের সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়া দিয়াছে। অতএব এখন তোমার তাহার কাছে যাওয়া উচিত নহে। ঘটোৎকচকে পাঠাও।"

তখন অর্জ্জুনের কথায় ঘটোৎকচ গিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এদিকে সেই জটাসুরের পুত্র অলম্বল নামক রাক্ষস আসিয়া দুর্য্যোধনকে বলিল, "হেই মোহারৃরাজ্জ! মোকে বোল্না, মুহি পাণ্ডো ধেরৃকে মারকে খাই। ই লোক মোর বাপ্পকে মারিলেক্!"

দুর্য্যোধনের ইহাতে কোন আপত্তি হওয়ার কারণ ছিল না। সুতরাং তখন অলম্বল আর ঘটোৎকচে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই রাক্ষস মিলিয়া কি অদ্ভুত যুদ্ধই করিয়াছিল! অস্ত্র দিয়া, নখ দিয়া, দাঁত দিয়া, কীল, লাথি, চড় মারিয়া, সাদা সিধা যুদ্ধ ত প্রথমে তাহারা করিলই; শেষে আরম্ভ হইল মায়া যুদ্ধ। একজন যেইমাত্র আগুন হইল, অমনি আর একজন হইল জল! তখন এ হইল তক্ষক; অমনি ও হইল গরুড়! এ হইল মেঘ, ও হইল ঝড়; মেঘ হইল পর্ব্বত, ঝড় হইল বজ্র। পর্ব্বত হইল হাতী, বজ্র হইল বাঘ! হাতী গেল সূর্য্য হইয়া বাঘকে পোড়াইতে, অমনি বাঘ আসিল রাহু হইয়া সূর্য্যকে গিলিতে! এইরূপ অসম্ভব অদ্ভুত যুদ্ধের পর ঘটোৎকচ অলম্বলের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

তারপর সে কর্ণকে আক্রমণ করিল। দুই জনেই বীর, কাহারই তেজ কম নহে। কত বাণ ঘটোৎকচ কর্ণকে মারিল, কত বাণ কর্ণ ঘটোৎকচকে মারিলেন! দুজনের কাঁসার বর্ম্ম ফুটা হইয়া গেল। দুজনের শরীরই রক্তে লাল হইয়া গেল। শেষে কর্ণ ঘটোৎকচের ঘোড়া মারিয়া আর রথ ভাঙ্গিয়া দিলে, সে মায়াদ্বারা এমনি বিকট চেহারা করিল যে কি বলিব! কর্ণ বাণ মারেন, আর সে হাঁ করিয়া তাহা গিলে। দেখিতে দেখিতে সে বুড়ো আঙ্গুলটির মতন ছোট হইয়া যায়, আবার তখনই বিশাল পর্ব্বতের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে তাহার একশতটা মাথা হইয়া গেল। তারপর, কই? তাহাকে ত আর দেখা যাইতেছে না! সে পাতালে ঢুকিয়া গিয়াছে! আবার মুহূর্ত্তেকের ভিতরেই দেখ যে, সে পাহাড় সাজিয়া আকাশে উড়িয়া আসিতেছে। সেই পাহাড় হইতে কত শেল, কত শূল, কত গদা, যে কর্ণের মাথায় পড়িতেছে, তাহার অন্ত নাই। তারপর আবার সে অসংখ্য বিকটাকার রাক্ষস কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল।

এইরূপে কত মায়া যে সে দেখাইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কিন্তু কর্ণ কিছুতেই কাতর হইলেন না।

ইহার মধ্যে অলায়ুধ নামক একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস আসিয়া ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিল। তখন ভীম ঘটোৎকচের সাহায্য করিতে আসিলে, অলায়ুধের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। অলায়ুধ সেই বকের ভাই, কাজেই ভীমের উপর তাহার বড়ই রাগ। আর সেই রাগের উপযুক্ত বলও তাহার ছিল। সুতরাং সে ভীমকে সহজে ছাড়িল না। এই সময়ে ঘটোৎকচ কর্ণকে ছাড়িয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ না করিলে, হয় ত সে ভীমকে পরাজয়ই করিত।

ঘটোৎকচ অনেক কষ্টে অলায়ুধকে বধ করিয়া, আবার কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল! খানিক যুদ্ধের পর সে কর্ণের ঘোড়া আর সারথিকে মারিয়া, হঠাৎ আর সেখানে নাই!

তারপর আবার আসিয়া সে কি ভয়ঙ্কর মায়া যুদ্ধই যে আরম্ভ করিল, তাহা কি বলিব। তখন আগুনের মতন মেঘ সকল আকাশে আসিয়া, ক্রমাগত বজ্র, উল্কা, বাণ, শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, পরিঘ, গদা, শূল, শতঘ্নী, পাথর প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। কর্ণের আর তখন এমন শক্তি হইল না যে, তাহা বারণ করেন। ইহার উপরে আবার শত শত রাক্ষস আসিয়া, কৌরবদিগকে সংহার করিতে লাগিল। কর্ণ তথাপি যথাসাধ্য বাণ-বৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই হইল না। এ দিকে ঘটোৎকচ শতঘ্নী মারিয়া তাঁহার ঘোড়া কয়টিকে বধ করিয়াছে।

এমন সময় কৌরবেরা সকলে মিলিয়া কর্ণকে কহিলেন, "আর কি দেখিতেছ? শীঘ্র ইন্দ্রের সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি দিয়া এই রাক্ষসকে বধ কর।"

কর্ণ দেখিলেন যে, রাক্ষসের হাতে প্রাণ যায় যায়; কাজেই তিনি

তখন, আর উপায় না দেখিয়া, সেই একপুরুষঘাতিনী শক্তি হাতে লইলেন।

সে শক্তি দেখিবা মাত্র, ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় বড় করিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। জীব জন্তুরা চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন ঝড় বহিল, বজ্রপাত আরম্ভ হইল; আর সেই মহাশক্তি, কর্ণের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া, ঘটোৎকচের বুক ভেদ করতঃ, আকাশের দিকে প্রস্থান করিল।

ঘটোৎকচ পড়িবার সময়, এক অক্ষৌহিণী কৌরব সৈন্য তাহার সেই বিশাল শরীরের চাপে মারা গেল। তাহার মৃত্যুতে পাণ্ডবদের কিরূপ দুঃখ হইল, বুঝিতেই পার। কিন্তু কৃষ্ণ ইহার মধ্যে সিংহনাদ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া, সেই রথের উপরেই নাচিতে লাগিলেন।

ইহাতে অর্জ্জুন দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দুঃখের সময় কি জন্য আপনি এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন?"

কৃষ্ণ বলিলেন, "আনন্দ করিতেছি এই জন্য যে, কর্ণ সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর মারাতে, তোমার বিপদ কাটিয়া গেল। ঘটোৎকচকে না মারিলে, ঐ শক্তি দিয়া সে তোমাকে বধ করিত। এখন উহা তাহার হাত হইতে চলিয়া গেল, এর পর তুমি অনায়াসেই তাহাকে মারিতে পারিবে।"

কিন্তু ঘটোৎকচের গুণের কথা মনে করিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। জন্মাবধি সে এক মুহূর্ত্তেও নিজের সুখের দিকে না চাহিয়া, পাণ্ডবদিগের কত সেবা করিয়াছে। যুধিষ্ঠির সে সকলের কথা বলিতে বলিতে, রাগে এবং দুঃখে অস্থির হইয়া, কর্ণকে বধ করিতে চলিলেন। ভীম ত তখন হইতেই কৌরবদিগকে এক ধার হইতে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হন নাই।

এমন সময় অর্জ্জুন সকলকে বলিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর তোমরাও অন্ধকারে যুদ্ধ করিয়া নিতান্তই ক্লান্ত হইয়াছ। সুতরাং এই বেলা একটু বিশ্রাম করিয়া লও, চন্দ্র উঠিলে আবার যুদ্ধ করা যাইবে।" অর্জ্জুনের কথায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, যিনি যেমন ভাবে ছিলেন, সেই ভাবেই, কেহ ঘোড়ায়, কেহ রথে, কেহ হাতীতে, কেহ সেই রণস্থলের কাদার উপরেই, ঘুমাইয়া পড়িলেন। অস্ত্র শস্ত্র যোদ্ধাদিগের হাতেই রহিল।

শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠিলে, আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভোর বেলায় দ্রুপদ, এবং তিনটি পৌত্র সহ বিরাট, দ্রোণের হাতে মারা গেলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন শোকে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আজ যদি আমি দ্রোণকে বধ না করি, তবে যেন আমার স্বর্গ লাভ না হয়।"

এই বলিয়া তিনি ভীমের সহিত দ্রোণ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তখনকার যুদ্ধ কি ঘোরতরই হইয়াছিল! দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত, কর্ণ ভীমের সহিত, দ্রোণ অর্জ্জুনের সহিত এমনই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

দ্রোণ আর অর্জ্জুনের যে যুদ্ধ হইল, তাহা কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদের হাতেরই বা কি অদ্ভুত ক্ষমতা, রথেরই বা কি বিচিত্র গতি, আর অস্ত্রেরই বা কি চমৎকার গুণ! কত বড় বড় অস্ত্র যে দ্রোণ অর্জ্জুনকে মারিলেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কিন্তু অর্জ্জুন তাহার সমস্তই কাটিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন যতই তাঁহার অস্ত্র কাটেন, ততই দ্রোণের মনে আহ্লাদ হয়, আর তিনি ভাবেন যে, "আমি যে পরিশ্রম করিয়া উহাকে শিখাইয়াছিলাম, সেই পরিশ্রম আমার সার্থক হইয়াছে।"

সেদিন অনেকের সহিত অনেকের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু দ্রোণ যেমন তেজের সহিত পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা তেমন করিয়া কৌরবদিগের সৈন্য মারিতে পারেন নাই। দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিল, "অর্জ্জুন! দ্রোণের হাতে অস্ত্র থাকিতে দেবতারাও উঁহাকে মারিতে পারেন না। অতএব যাহাতে উনি অস্ত্র ছাড়েন, তাহার উপায় করিতে হইবে। কেহ গিয়া উঁহার কাছে বলুক যে, 'অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে।' তাহা হইলে উনি যুদ্ধ ছাড়িয়া দিবেন।"

কিন্তু অর্জ্জুন এমন কাজ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যাহা হউক, অন্য যোদ্ধারা ইহাতে মত দিলেন, এবং অনেক কষ্টে যুধিষ্ঠিরেরও মত করান হইল।

তখন ভীম কি করিলেন শুন। পাণ্ডব পক্ষের ইন্দ্রবর্ম্মার একটা হাতী ছিল, তাহার নাম 'অশ্বত্থামা'। ভীম এক গদার বাড়ীতে সেই হাতীটাকে মারিয়া, লজ্জিত ভাবে দ্রোণের নিকট আসিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,

"অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে!" "অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে!"

এ কথায় দ্রোণ প্রথমে বড়ই কাতর হইলেন; কিন্তু তার পর মনে মনে করিলেন যে, "অশ্বত্থামা অমর, সে কি মরিয়া যাইবে?" তার পর খানিক যুদ্ধ করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুধিষ্ঠির! অশ্বত্থামা মরিয়াছে, এ কথা কি সত্য?"

দ্রোণ জানেন যে, যুধিষ্ঠির কখনই মিথ্যা কথা কহেন না। কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে একথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হায়! কৃষ্ণ যে ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে কি শিখাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, "মহারাজ! আপনি এই মিথ্যা কথাটুকু

না বলিলে, আমরা সকলে আজ দ্রোণের হাতে মারা যাইব। সুতরাং এইটুকু মিথ্যা কথা বলিয়া, আমাদিগকে রক্ষা করুন।”

ইহার উপর আবার ভীম সেই অশ্বত্থামা নামক হাতীটাকে মারিয়া, “অশ্বত্থামা মরিয়াছে” এ কথা বলার সুবিধাও করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠিরের আর তাহা বলিতে তত আপত্তি নাই। তবে কথা এই যে, দ্রোণ ত আর হাতীর কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি তাঁহার পুত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুতরাং কেবল “অশ্বত্থামা মরিয়াছে,” একথা তাঁহাকে বলিলে মিথ্যা কথাই বলা হয় না ত কি?

যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের চেষ্টা, যাহাতে দুই দিকই রক্ষা হয়। জয়ও লাভ করিতে হইবে, মিথ্যাও বলা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি দ্রোণকে বলিলেন,

“অশ্বত্থামা মরিয়াছে......হাতী!”

‘অশ্বত্থামা মরিয়াছে’ এই কথাগুলি বলিলেন জোরে; দ্রোণ তাহাই শুনিতে পাইলেন। ‘হাতী’ কথাটি বলিলেন খুব ছোট করিয়া; কাজেই দ্রোণ শুনিতে পাইলেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রথ কখনও মাটি ছুঁইত না, সর্ব্বদাই চারি আঙ্গুল উঁচুতে থাকিত। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথা বলার পর হইতে, তাহা মাটিতে নামিয়া পড়িল।

যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা শুনিয়া, দ্রোণ নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি আর আগের মতন যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং সহজে কেহ তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই।

এমন সময় ভীম আবার আসিয়া বলিলেন, “কিসের জন্য এত যুদ্ধ করিতেছেন? অশ্বত্থামা ত মরিয়া গিয়াছে!”

তখন দ্রোণ অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হে মহাবীর কর্ণ! হে কৃপাচার্য্য! হে দুর্য্যোধন! আমি বারম্বার বলিতেছি, তোমরা ভাল করিয়া যুদ্ধ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক; আমি অস্ত্রত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন।

এমন সময় দেখা গেল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ হাতে দ্রোণকে কাটিতে চলিয়াছেন। সেই রণভূমি শুদ্ধ লোক তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, "হায় হায়! এমন কাজ করিও না?"

অর্জ্জুন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে বারণ করিতে ছুটিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না; অর্জ্জুন তাঁহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর নীচ কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণের মৃত্যু হইলে, কৌরবেরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন পলাইলেন, কর্ণ পলাইলেন, শল্য পলাইলেন, কৃপ কাঁদিতে কাঁদিতে রণস্থল ছাড়িয়া চলিলেন। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, আজ বুঝি কৌরব সৈন্য একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে।

অশ্বত্থামা অন্যদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি এ বিপদের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিজন্য এমন করিয়া পলাইতেছ?"

ইহার উত্তরে যখন তাঁহাকে দ্রোণের মৃত্যু সংবাদ শোনান হইল, তখন তিনি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন যে, "আজ নিশ্চয় আমি পাণ্ডব পক্ষের সকলকে বিনাশ করিব!"

অশ্বত্থামার নিকট নারায়ণ অস্ত্র নামক একখানি অতিশয় ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছিল। সে অস্ত্র ছুঁড়িলে, কাহারও সাধ্য হয় না যে তাহাকে আটকায়। অমরই হউক আর দেবতাই হউক, এ অস্ত্র গায় পড়িলে, তাহাকে মরিতেই হইবে। স্বয়ং নারায়ণ এই অস্ত্র দ্রোণকে দেন, দ্রোণের

নিকট হইতে তাহা অশ্বত্থামা পান। সেই অস্ত্র এখন তিনি ধনুকে যুড়িলেন।

নারায়ণ অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্র ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতের সহিত ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সূর্য্য মলিন হইয়া গেল; চারিদিক অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলিল। সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠিল; নদী সকলের স্রোত ফিরিয়া গেল। সেই সাংঘাতিক অস্ত্রের ভিতর হইতে, আগুনের মত অসংখ্য জলন্ত অস্ত্র বাহির হইয়া, 'হুস্ হুস্!' শব্দে জ্বলিতে জ্বলিতে, পাণ্ডবদিগকে তাড়া করিল। তখন আর কেহই মনে করিল না যে, তাঁহাদের রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় আছে।

কিন্তু উপায় ছিল; তাহা কৃষ্ণ জানিতেন। তাই তিনি সকলকে বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া নামিয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে এ অস্ত্রে কিছুই করিতে পারিবে না।"

অমনি সকলে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া, হাতী, ঘোড়া, রথ, যিনি যাহার উপরে ছিলেন, তাহা হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু ভীম রোখা লোক, তিনি বলিলেন, "অস্ত্র ছাড়িব কেন? এই গদা দিয়া আমি নারায়ণ অস্ত্রকে পিশিয়া দিব।" বিষম বিপদ আর কি! ভীম কিছুতেই অস্ত্র ছাড়িবেন না। নারায়ণাস্ত্রকে গ্রাহ্য না করিয়া তিনি অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিতে গেলেন; আর নারায়ণ অস্ত্রের ভীষণ আগুনও তৎক্ষণাৎ আসিয়া, রথ শুদ্ধ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ভাগ্যিস তখন কৃষ্ণ আর অর্জ্জুন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া, তাঁহাকে রথ হইতে টানিয়া নামাইলেন, আর তাঁহার অস্ত্র কাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, নহিলে সেদিন না জানি ভীমের কি দশা হইত।

এইরূপে ভীম বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু জোর করিয়া নামাইবার আর অস্ত্র কাড়িয়া লইবার দরুণ, তাঁহার ভয়ানক রাগ হওয়াতে, তিনি সাপের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নারায়ণ অস্ত্র বৃথা হওয়াও, অশ্বত্থামা রাগের ভরে অতিশয় তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ভীম, ইঁহাদের কেহই তাঁহার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। তার পর অর্জ্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি মন্ত্র পড়িয়া আগ্নেয় অস্ত্র নামক এক মহা অস্ত্র অর্জ্জুনকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। তখন চারিদিকে ভয়ানক কাণ্ড সকল হইতে লাগিল, যেন সৃষ্টি থাকে কি যায়! এরূপ অস্ত্র আর কেহ কখনও দেখে নাই। অশ্বত্থামা ইহা মারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, এবারে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া এই অস্ত্রকে দূর করিয়া দিলে, অশ্বত্থামার মন একেবারেই খারাপ হইয়া গেল। তখন তিনি, "দূর হোক্! সব মিথ্যা!" এই কথা বলিতে বলিতে রণস্থল ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

কর্ণ পর্ব্ব।



চ দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, দ্রোণ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর কাহাকে সেনাপতি করা যায়, এ বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইলে, অশ্বত্থামা বলিলেন,

"মহাবীর কর্ণ অসাধারণ যোদ্ধা, অতএব তাঁহাকেই আমরা সেনাপতি করিয়া, শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, "হে কর্ণ! তোমার মতন যোদ্ধা ত আর কেহই নহে, সুতরাং তুমিই এখন আমাদের সেনাপতি হও।"

একথায় কর্ণ বলিলেন, "মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। এখন আমি তোমার সেনাপতি হই-তেছি, সুতরাং মনে কর যে পাণ্ডবেরা হারিয়া গিয়াছে।"

তখনই ধূমধামের সহিত কর্ণকে সেনাপতি করা হইল। তারপর রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দেখা গেল যে, 'সাজ! সাজ!' বলিয়া সকলে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত। কর্ণকে সেনাপতি করিয়া, আবার কৌরবদিগের সাহস ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভীষ্ম

আর দ্রোণ স্নেহ করিয়া পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এবার কর্ণের হাতে তাঁহাদের আর রক্ষা নাই। সুতরাং সে দিন যুদ্ধ আরম্ভের সময় সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা গেল।

আজ বিশাল হাতীতে চড়িয়া ভীম যুদ্ধে নামিয়াছেন। যাঁহার সহিত তাঁহার প্রথমে যুদ্ধ হইল, তাঁহার নাম ক্ষেমধূর্ত্তি। তিনিও হাতীর উপরে। ক্ষেমধূর্ত্তিও অসাধারণ বীর ছিলেন; সুতরাং প্রথমে যুদ্ধ অনেকটা সমানে সমানেই চলে; এমন কি, ক্ষেমধূর্ত্তিই একটা নারাচ দিয়া প্রথমে ভীমের হাতীকে মারিয়া ফেলেন। ভীম সেই হাতী পড়িবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ক্ষেমধূর্ত্তির হাতীকে এমনি একটা লাথি মারিলেন যে, হাতীটা চেপ্টা হইয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল। তার পর ক্ষেমধূর্ত্তি মাটিতে নামিয়া যেই খুব রাগের ভরে যুদ্ধ করিতে আসিবেন, অমনি ভীম তাঁহাকে সাংঘাতিক এক গদার বাড়ী মারিলেন। তাহাতেই ক্ষেমধূর্ত্তির প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তারপর অশ্বত্থামার সহিত ভীমের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুইজনেই অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায়, সারথিরা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করে।

এদিকে অর্জ্জুন বাকি সংশপ্তকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অশ্বত্থামাকে একটু জব্দ করিয়া, তিনি আবার সংশপ্তকদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, এমন সময়ে আবার অশ্বত্থামা আসিয়া উপস্থিত। সুতরাং আবার দুজনে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এবারে হাতে বুকে ও মাথায় বাণের খোঁচা খাইয়া, অশ্বত্থামা একটু বিশেষ রকম সাজা পাইলেন। তাঁহার ঘোড়াগুলিরও কম দুর্দ্দশা হইল না। তাহার উপর আবার তাহাদের রাশও কাটিয়া যাওয়াতে, তাহারা অশ্বত্থামাকে লইয়া সেখান

হইতে যে ছুট দিল, আর রণক্ষেত্রের বাহিরে না গিয়া থামিল না। অশ্বত্থামাও মনে করিলেন যে, 'ভালই হইয়াছে, আমার আর ওখানে গিয়া কাজ নাই!'

তারপর আর একজন অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন, তাঁহার নাম দণ্ডধার। তিনি মরিলে আসিলেন তাঁহার ভাই দণ্ড। দণ্ড মরিলে আবার সংশপ্তক।

অপর দিকে কর্ণও পাণ্ড্যকে বধ করিয়া বিস্তর পাণ্ডব সৈন্য মারিয়াছেন। তারপর নকুলকে আক্রমণ করাতে দুজনে যুদ্ধ চলিয়াছে। দুজনেই এত বাণ মারিয়াছেন যে, তাহার জন্য তাঁহাদের কাহাকেও দেখা যায় না। মেঘের যেমন ছায়া পড়ে, সেইরূপ বাণের ছায়ায় যুদ্ধ ক্ষেত্র ঢাকিয়া গিয়াছে। এমন সময় কর্ণ নকুলের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। ধনুকের পর দেখিতে দেখিতে সারথি, ঘোড়া, রথ সকলই গেল, অস্ত্রগুলি পর্যান্ত বাকি রহিল না। তখন নকুল আর যুদ্ধ করিতে না পারিয়া, সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কর্ণ আসিয়া গলায় ধনুকের ফাঁস লাগাইয়া দেওয়াতে, তাঁহার পলাইবার পথও বন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তখন নকুলকে বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু কুন্তীর কথা মনে করিয়া, কেবল এই বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন যে, "যাও, ঘরে যাও! আর বড় বড় কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিও না!"

ইহার পর আর কর্ণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, সৈন্যদের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়া উঠিল।

এদিকে কৃপের হাতে পড়িয়া ধৃষ্টদ্যুম্নেরও প্রায় সেই দশা। অনেকে ত মনে করিল যে, তিনি বুঝি বা মারাই যান। সারথি তাঁহাকে বলিল, "বড়ই ত বিপদ দেখিতেছি, রথ ফিরাইব নাকি?" ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, "আমি ঘামিয়া কাঁপিয়া আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছি

না। চল এই বামুনকে ছাড়িয়া শীঘ্র ভীম বা অর্জ্জুনের কাছে যাই।” সারথিও তাহাই করিল।

দুর্য্যোধন আর যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের ধনুক কাটিলেন; যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক লইয়া দুর্য্যোধনের ধনুক কাটিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যুধিষ্ঠিরের তিন বাণ দুর্য্যোধনের বুকে আসিয়া পড়িল। দুর্য্যোধন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে উল্টিয়া পাঁচ বাণ মারিলেন, আবার তাহার উপর একটা শক্তিও মারিতে ত্রুটি করিলেন না। সেই শক্তি যখন কাটা গেল, তখন দুর্য্যোধন মারিলেন একটা ভল্ল। তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠিরের এক বাণ আসিয়া তাঁহার গায় বিষম বিঁধিয়া গেল। তখন দুর্যোধন ভয়ঙ্কর গদা হাতে যুধিষ্ঠিরকে মারিতে আসিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এমনি এক শক্তির ঘা মারিলেন যে, সেই ঘায়েই তিনি রথের উপর পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান! তখন ভীম আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বারণ করিয়া বলিলেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি দুর্য্যোধনকে মারিব, সুতরাং আপনার এখন উহাকে মারা উচিত হইতেছে না।”

এ কথায় যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখান, কর্ণ আর অর্জ্জুন। দুজনেই অসংখ্য সৈন্য বিনাশ করেন। বিশেষতঃ কর্ণের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইলে, অর্জ্জুন এমনি অসাধারণ যুদ্ধ করেন যে, কৌরবেরা তাহা দেখিয়া, ভয়ে চক্ষু বুজিয়া, আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। তাঁহাদের ভাগ্যের জোরে এই সময়েই সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং তখন তাঁহারা যুদ্ধ থামাইয়া দিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কর্ণ সর্ব্বদাই বড় বড় কথা কহেন। তাই সে দিন নাকালের এক শেষ হইয়াও তিনি বলিলেন, “অর্জ্জুন আজ হঠাৎ অস্ত্র বৃষ্টি

করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু কাল আমি তাহাকে জব্দ করিব!"

রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "আজ হয় আমি অর্জ্জুনকে মারিব, না হয় সে আমাকে মারিবে। কিন্তু আমার এক জন ভাল সারথি চাই। আমার বিজয় নামক বিশ্বকর্ম্মার তৈরী আশ্চর্য্য ধনুক আছে। এ ধনুক অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের চেয়ে কম নহে। এখন কৃষ্ণের মত একটি সারথি পাইলেই, আমি পাণ্ডবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারি।"

তারপর তিনি বলিলেন যে, "শল্য যদি আমার সারথি হন, তাহা হইলে নিশ্চয় অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষাও ভাল সারথি; আর আমি ত অর্জ্জুনের চেয়ে বড় যোদ্ধা আছিই। সুতরাং শল্য আমার সারথি হইলে, দেবাসুরগণও আমার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিবেন না।"

কাজেই দুর্য্যোধন তখন শল্যকে বলিলেন যে, "মামা! আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে হইতেছে।"

একথায় শল্য রাগে চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "কি! এত বড় কথা? আমাকে বল সূতপুত্রের (সারথির ছেলের) সারথি হইতে? আমি কি তাহার চেয়ে কম, যে আমি তাহার সারথি হইতে যাইব? চলিলাম আমি এখান হইতে!"

তখন দুর্য্যোধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "রাম রাম! আপনি কেন তাহার চেয়ে কম হইতে যাইবেন? কৃষ্ণ কি অর্জ্জুনের চেয়ে কম? আমি ত মনে করি যে কর্ণ অর্জ্জুনের চেয়ে বড়, আর আপনি কৃষ্ণের চেয়েও বড়!"

একথায় শল্য বলিলেন, "তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা, তবে আমি

কর্ণের সারথি হইব, কিন্তু আমার একটা নিয়ম থাকিল। আমার যাহা খুসী তাহাই আমি কর্ণকে বলিব।”

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া রথে উঠিলেন। আর উঠিয়াই শল্যকে বলিলেন, “রথ চালাও! আমি এখনই অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, আর যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিব!”

তাহাতে শল্য বলিলেন, “সূতপুত্র! ইন্দ্রও যাঁহাদিগকে ভয় করেন, তুমি কোন্ সাহসে তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতেছ? যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আর তোমার মুখে এমন কথা শুনা যাইবে না!”

কর্ণ বলিলেন, “আজ যদি যম, বরুণ, কুবের আর ইন্দ্রও বন্ধু বান্ধব লইয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতে আসেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে শুদ্ধ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব।”

শল্য বলিলেন, “তোমার ক্ষমতা খুব আছে বটে, কিন্তু কথা কও তাহার চেয়ে অনেক বেশী। তুমি কখনই অর্জ্জুনের সমান নহ। পলায়ন না করিলে, আজ তাহার হাতে তোমার প্রাণটি যাইবে।”

কর্ণ বলিলেন, “যখন অর্জ্জুন আমাকে পরাজয় করিবে তখন আসিয়া তাহার বড়াই করিও।”

তখন শল্য “বেশ কথা! তাহাই হইবে।” বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন।

কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যদিগকে দেখিলেই বলিলেন, “তোমাদের মধ্যে যে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিবে, তাহাকে গাড়ী ভরিয়া রত্ন দিব, ছয় হাতীর রথ দিব, একশত গ্রাম দিব, আর কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনকে মারিয়া তাহাদের সমস্ত ধন দিব।”

একথায় শল্য হাসিয়া বলিলেন, “তোমার অত হাতী টাতী কিছুই দিতে হইবে না, অর্জ্জুনকে অমনিই দেখিতে পাইবে!”

এতক্ষণে কর্ণের রাগ হইয়াছে। তাই তিনি বলিলেন, “তুমি

নিতান্ত মূর্খ, যুদ্ধের কিছুই জান না; তুমি চুপ কর! তোমার মতন একশ জনে আসিয়া বকিলেও আমি ভয় পাইব না!"

শল্য বলিলেন, "তাই ত! তোমার দেখিতেছি মাথা খারাপ হইয়াছে! চিকিৎসার দরকার।"

এইরূপে ক্রমাগত বকিয়া, শল্য কর্ণের মন খুবই খারাপ করিয়া দিলেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে,—কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা। যুদ্ধের সময়ও একটু সুযোগ পাইলেই, "ঐ দেখ অর্জ্জুন কেমন বীর, তুমি উহার সঙ্গে পারিবে না।" এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি বেচারাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

তথাপি কর্ণ যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত। অর্জ্জুন যত কৌরব সৈন্য মারিলেন, কর্ণ তাহা অপেক্ষা কম পাণ্ডব সৈন্য মারিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সাত্যকি, ভীম, সহদেব, শিখণ্ডী, যুধিষ্ঠির, ইঁহারা সকলে তাঁহার নিকট হইতে হটিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বাণ খাইয়া কর্ণ একবার অজ্ঞান হইয়া যান, কিন্তু শীঘ্রই আবার উঠিয়া বসিয়া যুধিষ্ঠিরের পাশের রক্ষক দুটিকে মারিয়া ফেলেন। তারপর ষাট বাণে তাঁহাকে কাতর করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিতেছেন, এমন সময় সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অনেক যোদ্ধা আসিয়া, তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন।

তথাপি কর্ণ কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তাঁহার বাণে চারিদিক ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি যুধিষ্ঠিরের ধনুক আর বর্ম্ম কাটিয়া, তাঁহাকে এমনি বিপদে ফেলিলেন যে, তাহার আর কূল কিনারা নাই! যুধিষ্ঠির এক শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, কর্ণের বাণে

তাহাও দুই খণ্ড হইয়া গেল। তারপর যুধিষ্ঠির চারিটা তোমর মারিয়া কর্ণকে খুব কাতর করিলেন বটে, কিন্তু কর্ণ তথাপি তাঁহার ধ্বজ, তূণ, রথ প্রভৃতি চূর্ণ করিতে ছাড়িলেন না। তাহার উপর তাঁহাকে বাণের আঘাতে যথেষ্ট কাতরও করিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির যেই অন্য রথে চড়িয়া পলায়ন করিতে যাইবেন, অমনি কর্ণ ছুটিয়া গিয়া, তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার কাঁধে হাত দিলেন।

এমন সময় শল্য বলিলেন, "কর কি, সূতপুত্র? উঁহাকে ধরিলেই উনি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন!"

যাহা হউক, কুন্তীর কথা কর্ণের মনে ছিল; তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের আর কোন অনিষ্ট করিলেন না, কেবল কিছু গালি দিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যুধিষ্ঠিরকে হারিতে দেখিয়া, কৌরবেরা তাঁহার সৈন্যদিগকে মারিয়া শেষ করিতে লাগিল। তাহাতে ভীম সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ মিলিয়া, হতভাগ্য কৌরবদিগকে এমনি শাস্তি দিলেন যে, তাহা আর বলিবার নহে। দুর্য্যোধন চীৎকার পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা পলায়ন করিও না।" "তোমরা পলায়ন করিও না!" কিন্তু তখন কাহার কথা কে শুনে?

ইহা দেখিয়া কর্ণ শল্যকে বলিলেন, "শীঘ্র ভীমের নিকট রথ লইয়া চল!" ভীমের নিকট রথ লইয়া আর যাইবেন কি, ভীমই তখন কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিংহনাদ পূর্ব্বক সে দিকে আসিতেছিলেন। শল্য তাহা দেখিয়া কর্ণকে বলিলেন, "ঐ দেখ ভীম আসিতেছে! আজ সে তাহার বহুদিনের রাগ তোমার উপর ঝাড়িবে!"

তারপর ভীমের আর কর্ণের যুদ্ধ বেশ ভাল মতেই হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম কর্ণকে এমনি ভয়ঙ্কর এক বাণ ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহা পর্ব্বতে লাগিলে পর্ব্বতও ফাটিয়া যাইত। সে বাণের

ঘা খাইয়া আর কর্ণকে যুদ্ধ করিতে হইল না ; তিনি তখনই চিৎ হইয়া রথের ভিতরে পড়িয়া একেবারে অজ্ঞান। তখন শল্য তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

কর্ণের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুর্য্যোধন তাঁহার ভাইদিগকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। তারপর সে বেচারাদের যে দুর্দ্দশা! তাহারা ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে না করিতেই তাহাদের ছয় জন মরিয়া গেল। আর সকলে তাহা দেখিয়া ভাবিল, বুঝি যম আসিয়াছে। কাজেই তাহারা তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল!

তখন আবার কর্ণ আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করাতে, ভীম এক বিশিখের ঘায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া দিলেন। কর্ণ তথাপি যুদ্ধ পরিত্যাগ না করিয়া ভীমের ধনুক আর রথ চূর্ণ করিলেন। তাহাতে ভীম রাগের ভরে গদা হাতে লইয়া এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কৌরবদিগের সাত শত হাতী দেখিতে দেখিতে ঘণ্ট হইয়া গেল। তখন আর কৌরবদের পলায়ন ভিন্ন কথা নাই।

এ দিকে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে সামনে পাইয়া, তাঁহাকে এমনি তাড়া করিয়াছেন যে, তিনি পলাইবার পথ পান না। তাহাতে ভীম ছুটিয়া আসিয়া আবার কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। ততক্ষণে, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, অনেকক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিল।

অর্জ্জুন এই সময়ে সংশপ্তক, নারায়ণী সৈন্য প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যস্ত। উহাদের মধ্যে সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করেন, এমন কি একবার তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু অর্জ্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিয়া তাঁহাদের সকলকেই জব্দ করিয়া দিলেন।

অশ্বত্থামা আর যুধিষ্ঠিরে অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সাত্যকি মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু

অশ্বত্থামার বাণে যুধিষ্ঠির ক্রমে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তখন আর তাঁহার সেখান হইতে প্রস্থান করা ভিন্ন উপায় রহিল না।

অশ্বত্থামা সে দিন অর্জ্জুনের সঙ্গেও খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার তেজে অর্জ্জুনকে কাতর হইতে হয়। তখন কৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আজ কেন তোমার তেজ কমিয়া গিয়াছে? গাণ্ডীব কি তোমার হাতে নাই? না কি হাতে লাগিয়াছে?"

যাহা হউক, এরূপ ভাবে অনেকক্ষণ যায় নাই। শেষটা অশ্বত্থামাকে নিতান্তই জব্দ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

ইহার পরে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক রথ, ঘোড়া সারথি প্রভৃতি মুহূর্ত্তের মধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর তাঁহাকে খালি হাতে পাইয়া, অশ্বত্থামা বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না। তাহাতে তিনি ছুটিয়া যাই তাঁহাকে ধরিতে যাইবেন, অমনি কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের কি দুর্দ্দশা!"

তখন অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই সময় কর্ণ প্রভৃতি বীরেরা, যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার চেষ্টায়, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কর্ণের বাণে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াও যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ এমনি তেজের সহিত যুদ্ধ করেন যে, কৌরবেরা তাহাতে ব্যস্ত হইয়া হায় হায় করিতে থাকে। কিন্তু শেষ কালে কর্ণের বাণ একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠাতে, তিনি সারথিকে বলিলেন, "শীঘ্র এখান হইতে রথ লইয়া চল।" তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা "ধর! ধর!" বলিয়া তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিলে পাণ্ডব সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে এমনি শিক্ষা দিল যে, আর তাহারা বেয়াদবী করিতে সাহস পাইল না।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, বাণের ঘায় নিতান্ত কাতর হইয়া, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে শিবিরে চলিয়াছেন, ইহার মধ্যে কর্ণ আসিয়া আবার তাঁহার গায় বাণ মারিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তিন জনে যুদ্ধ করিয়াও কর্ণকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া, মাথার পাগড়ী, নকুলের ঘোড়া, রাশ আর ধনুক, সকলই দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। সর্ব্বনাশের আর অধিক বাকি নাই।

এমন সময় শল্য কর্ণকে বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছ, অর্জ্জুনের সহিত কখন্ যুদ্ধ করিবে? ইহাকে মারিয়া ফল কি? আগে অর্জ্জুনকে মার। আর ঐ দেখ, দুর্য্যোধন ভীমের হাতে পড়িয়াছেন, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আগে তাঁহাকে বাঁচাও।"

একথায় কর্ণ তাড়াতাড়ি দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিতে গেলেন, যুধিষ্ঠিরও রক্ষা পাইলেন। আঘাতের বেদনায় তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, শিবিরে আসিয়াই তাঁহাকে বিছানায় শয়ন করিতে হইল।

এদিকে আবার অশ্বত্থামা আর অর্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এবারেও অশ্বত্থামার তেজের কোন অভাব নাই; কিন্তু তাঁহার সারথি কাটা যাওয়ায়, আর ঘোড়া অর্জ্জুনের বাণে ভড়কাইয়া যাওয়ায়, তিনি একটু বিপদে পড়িয়াছেন। ঘোড়াগুলি বাণের খোঁচায় অস্থির হইয়া, রথ আর অশ্বত্থামাকে শুদ্ধ রণস্থল হইতে দে ছুট! তারপর পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধাদিগের তাড়া খাইয়া, কৌরবদিগের সৈন্যগুলিও পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে!

তখন দুর্য্যোধন কর্ণকে বিনয় করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, তুমি থাকিতেই সৈন্যগুলি পলায়ন করিতেছে! আর তাহারা তোমাকেই ডাকিতেছে।"

একথা শুনিয়া কর্ণ তাঁহার বিজয় নামক বিশ্বকর্ম্মার তৈরী সেই আশ্চর্য্য পুরাতন ধনুকে ভার্গব অস্ত্র যুড়িলেন। সে অস্ত্র ছুঁড়িলে আর পাণ্ডব সৈন্যদের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। তখন, বনে আগুন লাগিলে জন্তুগুলি যেমন চ্যাঁচায়, সেইরূপ করিয়া তাহারা চ্যাঁচাইতে লাগিল। সেই চীৎকার শুনিয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন যে, "ঐ দেখুন, ভার্গবাস্ত্রে সৈন্যদিগের কি দুর্দ্দশা হইতেছে। শীঘ্র কর্ণের নিকট রথ লইয়া চলুন।"

কিন্তু কৃষ্ণ ভাবিলেন যে, কর্ণ আরো খানিক যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে, অর্জ্জুন সহজেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন; কাজেই তিনি কর্ণের দিকে না গিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন,

"মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে বড়ই কাতর হইয়াছেন। আগে তাঁহাকে দেখিয়া, আর শান্ত করিয়া, তারপর কর্ণকে মারা যাইবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা তাড়াতাড়ি শিবিরের দিকে আসিতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামা আসিয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিতে অধিক সময় লাগিল না। তারপর ভীমের হাতে কৌরবদিগকে আটকাইবার ভার দিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের নিকট চলিয়া আসিলেন।

সেখানে তিন জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সে সকল কথা এখন আমাদের না শুনিলেও চলিবে। সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় অর্জ্জুন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আজ হয় আমি কর্ণকে মারিব, না হয় কর্ণ আমাকে মারিবে।"

এদিকে ভীম সেই অবধি আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই। যুদ্ধ করিয়া আজ তাঁহার বড়ই আনন্দ বোধ হইতেছে। তাই তিনি সারথি বিশোককে ডাকিয়া বলিলেন,

"বিশোক, আমার বড়ই উৎসাহ হইতেছে, এখন আর কোন্ রথটা আপনার লোকের, আর কোন্টা শত্রুর, তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

না। একটু সতর্ক থাকিও, যেন শত্রু মনে করিয়া আপনার লোককে মারিয়া না ফেলি। আজ প্রাণ খুলিয়া শত্রু মারিব। দেখ ত, অস্ত্র শস্ত্র কি পরিমাণ আছে।"

বিশোক বলিল, "এখনও দশ হাজার শর, দশ হাজার ক্ষুর, দশ হাজার ভল্ল, দু হাজার নারাচ, তিন হাজার প্রদর, আর অসংখ্য গদা, অসি, মুদ্গর, শক্তি আর তোমর রহিয়াছে। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করুন, অস্ত্র ফুরাইবার কোন ভয় নাই।"

এই সময়ে অর্জ্জুন, কৌরব সৈন্য ছারখার করিয়া, অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই যুদ্ধের ঘোরতর শব্দ ভীমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে, তিনিও যার পর নাই উৎসাহ পাইয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে কৌরবদিগকে একেবারে পিষিয়া দিতে লাগিলেন। তখন আর কেহই তাঁহার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না।

অন্যদিকে কর্ণও পাণ্ডব সৈন্যদিগকে মারিয়া আর কিছু রাখেন নাই। তাহারা তখন ভয়ে এমনি হইয়াছে যে, আর যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হাত উঠে না।

বাস্তবিক তখন দুই পক্ষে কত লোক যে মরিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করে কাহার সাধ্য। দুই পক্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় বীরই সে সময়ে হাজার হাজার সৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একবার দুঃশাসন ভীমকে আক্রমণ করেন, ইহাতে প্রথমেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক আর ধ্বজ কাটা যায়। নিজের কপালেও একটি বাণ বিঁধিয়া যায়। তার পর আর এক বাণ আসিয়া তাঁহার সারথির মাথা কাটিয়া ফেলে। তখন দুঃশাসন তাড়াতাড়ি অন্য ধনুক লইয়া ভীমকে বারটি বাণ মারেন, এবং নিজ হাতে ঘোড়ার রাশ লইয়া, আবার ভয়ানক এক বাণের দ্বারা তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তারপর দুঃশাসন, এক বাণে ভীমের ধনুক কাটিয়া,

তাঁহার সারথির গায় নয়টি, এবং তাঁহার গায় অনেকগুলি বাণ মারাতে, ভীম রাগের ভরে তাঁহাকে একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারেন।

দুঃশাসন আকর্ণ (কান অবধি, অর্থাৎ যথাসাধ্য) ধনুক টানিয়া, দশ বাণে সেই উল্কার মতন ঝক্ ঝকে শক্তিটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার বাণে বাণে ভীমকে ক্ষত বিক্ষত করিতেও ছাড়িলেন না। ভীম তাহাতে রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, "তুমি ত আমাকে খুবই মারিলে, এখন আমার এই গদাটিকে সামলাও দেখি।" বলিতে বলিতে তিনি এক দারুণ গদা লইয়া, দুঃশাসনকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। দুঃশাসনও ভীমকে একটা শক্তি মারিলেন বটে, কিন্তু তাহা অর্দ্ধপথে গদায় ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তারপর সেই সাংঘাতিক গদা, দুঃশাসনের রথ আর সারথিকে চূর্ণ করিয়া, তাঁহার মাথায় পড়িলে, তিনি তাহার আঘাতে দশ ধনু দূরে গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থায় দুঃশাসনকে যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া, ভীমের সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। এই দুরাত্মাই দ্রৌপদীকে সেই সভায় চুলে ধরিয়া আনিয়া অপমান করিয়াছিল। তখন ভীম বলিয়াছিলেম, "আমি ইহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব!"

সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে হওয়া মাত্র, ভীম কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ আমি এই পাপাত্মা দুঃশাসনকে বধ করিব, তোমাদের সাধ্য থাকে ত ইহাকে রক্ষা কর!" এই বলিয়া তিনি ঝড়ের মতন ছুটিয়া গিয়া, দুঃশাসনকে পায় চাপিয়া ধরিয়া, তাঁহার বুকে তলোয়ার বসাইয়া দিলেন। সেই তলোয়ারের ঘায় দুঃশাসনের গরম রক্ত ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইবামাত্র, ভীম আনন্দের সহিত তাহা পান করিয়া বলিলেন,

"আহা! কি মিষ্ট! দধি দুগ্ধ বা ঘৃত পানেও আমি এত সুখী হই না।"*

ভীমকে দুঃশাসনের রক্ত খাইতে দেখিয়া, সৈন্যেরা "বাবা রে! রাক্ষস রে!" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। এদিকে ভীম তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন পূর্ব্বক, দুঃশাসনের মাথা কাটিয়া বলিলেন,

"এর পর দুর্য্যোধন পশুকে মারিয়া, লাথির চোটে তাহার মাথা গুঁড়া করিতে হইবে!"

এই সময়ে দুর্য্যোধনের দশ ভাই, অতিশয় রাগের ভরে ভীমকে আক্রমণ করাতে, ভীম দশ ভল্লে সেই দশ জনকে সংহার করিলেন।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া, আর ভীমের তখনকার সিংহনাদ শুনিয়া, অন্যেরা ত পলায়ন করিতেই পারে,—নিজে কর্ণই ভয়ে আড়ষ্ট, তাঁহার মুখে কথা সরে না! তখন শল্য তাঁহাকে বলিলেন,

"এখন ওরূপ হইলে চলিবে না, তোমার কাজ কর!"

কিন্তু কর্ণের পুত্র বৃষসেন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণে নকুলের ধনুক, রথ, খড়্গ প্রভৃতি কাটা গিয়া অল্পক্ষণের ভিতরেই অতিশয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। তারপর তিনি ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ প্রভৃতিকেও বাণ মারিতে ছাড়িলেন না। এইরূপে অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে, অর্জ্জুন কর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন,

"তোমরা সকলে মিলিয়া অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে। আমি তোমাদের সম্মুখেই বৃষসেনকে মারিতেছি, ক্ষমতা থাকে ত রক্ষা কর!"

তার পর অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে বৃষসেনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া, আর চারিটি ক্ষুরে তাঁহার ধনুক, দুটি হাত, আর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কর্ণের প্রাণে কিরূপ লাগিয়াছিল, বুঝিতেই পার। ইহার পরেও কি আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? কাজেই তখন অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই সময়ে অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন

"মহারাজ, আর কেন? এখনও ক্ষান্ত হও! আর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের মুখে ছাই! আমাদের সকলেই মরিয়া গিয়াছেন, কয়েকটি মাত্র বাঁচিয়া আছি। এমন যুদ্ধ হইতে তুমি ক্ষান্ত হও, নহিলে নিশ্চয় মারা যাইবে।"

কিন্তু দুর্য্যোধন সেই উপকারী বন্ধুর কথায় কাণ দিলেন না। তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে; কর্ণ এখনই তাহাকে বধ করিবেন।"

এদিকে কর্ণ আর অর্জ্জুনে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যোদ্ধারা সিংহনাদ করিয়া আর চাদর ঘুরাইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। এমন যুদ্ধ কি সচরাচর হয়? তাই আজ দেবতারা পর্য্যন্ত, আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া, তামাসা দেখিবার জন্য ব্যস্ত।

বাণ, বাণ! খালি বাণের পর বাণ। অর্জ্জুন মারেন, কর্ণ কাটেন, আবার কর্ণ মারেন, অর্জ্জুন কাটেন। ঐ দেখ, অর্জ্জুন একটা বাণ মারিয়াছেন, আর পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য অবধি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন ধরিয়া, বেচারারা বুঝি পলাইবার আগেই মারা যায়! উহার নাম আগ্নেয় অস্ত্র। উঃ! কি ভয়ানক ধক্ ধক্ হড়্ হড়্ শব্দ! গেল বুঝি সব!

না! ঐ দেখ, কর্ণ বরুণাস্ত্র ছুঁড়িয়াছেন। ঐ দেখ, কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল! কি ঘোরতর অন্ধকার! কিছুই দেখা যায় না। কি ভয়ানক বৃষ্টি! আজ বুঝি সৃষ্টি রসাতলে যায়।

কি ভয়ানক ঝড়, দেখিয়াছ? বাঁচা গেল! মেঘ বৃষ্টি সব উড়াইয়া নিয়াছে। কোথা হইতে এমন ঝড় আসিল? আর কোথা হইতে আসিবে? অর্জ্জুন বায়ব্য অস্ত্র মারিয়াছেন, তাহাতেই এত ঝড়!

আর একটা কি ভীষণ অস্ত্র অর্জ্জুন মারিতেছেন দেখ! উহা তিনি ইন্দ্রের নিকট পাইয়াছেন। অস্ত্রের কি আশ্চর্য্য গুণ! দেখ, তাহাতে

গাণ্ডীব হইতে কত ক্ষুরপ্র, কত নালীক, কত অঞ্জলীক, কত নারাচ, কত অর্দ্ধচন্দ্র বাহির হইতেছে। এবারে কর্ণের রক্ষা নাই!

কিন্তু কর্ণ ত মরিলেন না! ঐ দেখ, তিনি ভার্গবাস্ত্র ছুঁড়িয়াছেন। এখন আর অর্জ্জুনের অস্ত্রের কিছুই নাই, সব দূর হইয়াছে। আর কত লোক মরিতেছে, দেখ। কর্ণের অতি আশ্চর্য্য তেজ! কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনকে তিনি কেমন ব্যস্ত করিয়াছেন! তাই ত ভীমের এত রাগ হইয়াছে। ঐ শুন, তিনি বলিতেছেন,

"ও কি, অর্জ্জুন! আরো ভাল করিয়া যুদ্ধ কর!"

কৃষ্ণও বলিতেছেন, "অর্জ্জুন! তোমার উৎসাহ দেখিতেছি না কেন?"

তাহাতে অর্জ্জুন ব্রাহ্মাস্ত্র মারিয়াছেন। কিন্তু কর্ণ ত তাহাও আটকাইতে ছাড়েন নাই।

অর্জ্জুন আবার আর একটা ব্রাহ্মাস্ত্র মারিয়াছেন। এটা কিন্তু বড়ই ভয়ানক। উঃ! কত যোদ্ধা মরিয়া গেল, দেখ! কর্ণ কিন্তু তথাপি বাণ মারিতে ত্রুটি করিতেছেন না। বৃষ্টিধারার মতন তাঁহার বাণ পড়িতেছে।

ঐ দেখ! অর্জ্জুনের আঠারটি বাণ কেমন তেজের সহিত ছুটিয়া চলিল। তিনটা কর্ণের গায় বিঁধিয়া গিয়াছে! আর একটাতে ধ্বজ কাটিয়াছে। আর চারিটি পড়িল শল্যের গায়। বাকি দশটিতে ঐ রাজপুত্র সভাপতির মাথাটি কাটা গেল। আরও কত বাণ! এবারে কর্ণ কাবু হইবেন দেখিতেছি। দেখ, কত হাতী, কত রথী, কত পদাতি কাটা যাইতেছে।

হায় হায়! অর্জ্জুনের ধনুকের গুণ ছিঁড়িয়া গেল! এখন উপায়? দেখ, কর্ণ সুযোগ পাইয়া কত বাণ মারিতেছেন। কৃষ্ণকে ষাট, অর্জ্জুনকে আট, ভীমকেও কতকগুলি, সৈন্যগুলিকে ত অসংখ্য। সর্ব্বনাশ হইল বুঝি; দেখ কৌরবদের কত আনন্দ!

যাহা হউক, ঐ অর্জ্জুনের ধনুকে আবার গুণ চড়িয়াছে। আর কর্ণের বাণের সে তেজ নাই, এখন অর্জ্জুনের বাণেই আকাশ অন্ধকার। ঐ দেখ, কর্ণের গায় উনিশ বাণ পড়িল, শল্যের গায় দশটি বিঁধিল। কর্ণ রক্তে লাল লইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি কর্ণের কি তেজ! অর্জ্জুনকে তিন বাণ, আর কৃষ্ণকে পাঁচ বাণ মারিয়াছেন। ঐ পাঁচটি বাণ পাঁচটি মহাসর্প; কৃষ্ণকে বিঁধিয়া উহারা আবার কর্ণের নিকট ফিরিয়া চলিল। কিন্তু পথের মধ্যেই তাহারা অর্জ্জুনের ভল্লে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জুনের আর দশ বাণে কর্ণের কি দশা হইয়াছে, দেখ। আশ্চর্য্য অর্জ্জুনের তেজ! কি ভয়ঙ্কর তাঁহার বাণ বৃষ্টি! আকাশ ঢাকিয়া গেল; কর্ণের রথ দেখা যায় না। তাঁহার সঙ্গের রক্ষক সকলেই মারা গিয়াছে। অন্যান্য কৌরবেরা, অর্জ্জুনের বাণের ভয়ে, কর্ণকে ফেলিয়াই পলায়ন করিতেছে। কৌরবদের মধ্যে কেবল কর্ণই ভয় পান নাই; তিনি অর্জ্জুনের সমানই বাণ বৃষ্টি করিতেছেন।

এমন সময় ঐ দেখ, একটা সাপ কোথা হইতে আসিয়া, কর্ণের তূণের ভিতরে ঢুকিতেছে! ঐ সাপটা, সেই খাণ্ডব দাহের সময়, অনেক কষ্টে পাতালে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল; উহার নাম অশ্বসেন! সেই সময়কার রাগে, সে আজ আসিয়া, অর্জ্জুনের প্রাণবধ করিবার জন্য, কর্ণের বাণের ভিতরে ঢুকিয়াছে। কর্ণ ইহার কিছুই জানেন না। অশ্বসেন যে বাণের ভিতরে ঢুকিয়াছে, তাহারও চেহারা সাপের মত। কর্ণ অর্জ্জুনকে মারিবার জন্য এই বাণ অনেক দিন যাবৎ পরম যত্নের সহিত চন্দনের চূর্ণের ভিতরে রাখিয়াছেন।

এখন অর্জ্জুনকে কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া, কর্ণ সেই সর্ব্বনেশে বাণ ধনুকে যুড়িয়া বসিয়াছেন। আর তাহার সঙ্গে দেখ, চারিদিকে কিরূপ উল্কা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, আকাশে আগুন ধরিয়া গিয়াছে!"

এ বাণ লাগিলে আর অর্জ্জুনের রক্ষা নাই, আর ইহাকে আটকায় এমন ক্ষমতাও কিছুরই নাই। তাই বাণ ছুঁড়িবার সময় কর্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন! এই বারেই তুমি গেলে!" উঃ! বাণের কি ভয়ঙ্কর তেজ! সর্ব্বনাশ হইল দেখিতেছি।

বাঃ কি আশ্চর্য্য! ঐ দেখ, কৃষ্ণ হঠাৎ পায় চাপিয়া, অর্জ্জুনের রথ-খানিকে মাটির ভিতরে কতকটা বসাইয়া দিলেন! ঘোড়াগুলিকে এখন হাঁটু গাড়িয়া থাকিতে হইতেছে! এখন আর কর্ণের বাণ অর্জ্জুনের গায় পড়িতে পারিবে না। তথাপি, কি দুঃখের বিষয়! বাণের ঘায় অর্জ্জুনের সেই ইন্দ্রের দেওয়া অত্যাশ্চর্য্য মুকুটটি গুঁড়া হইয়া গেল! যাহা হউক, অর্জ্জুন ত বাঁচিয়া গেলেন; ঐ দেখ তিনি শাদা কাপড়ের পাগড়ি বাঁধিয়া লইয়াছেন।

সাপের বাছা এবারে বড়ই ঠকিয়াছে! এখন তাহার রাগ দেখ। ঐ শুন, সে কর্ণকে গিয়া বলিতেছে, "কর্ণ, তুমি আমাকে না দেখিয়াই বাণ মারিয়াছিলে, তাই অর্জ্জুনের মাথা কাটিতে পারি নাই। এবারে আমাকে দেখিয়া বাণ মার, নিশ্চয় উহাকে বধ করিব।"

কিন্তু কর্ণ ত যেমন তেমন অহঙ্কারী লোক নহেন; তিনি অন্যের সাহায্য নিতে যাইবেন কেন? কাজেই দুষ্ট সাপ ফিরিয়া যাইতেছে। যাহা হউক, কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া সে কোথায় যাইবে? ঐ দেখ, তিনি অর্জ্জুনকে তাহার কথা বলিয়া দিয়াছেন, আর ইহারই মধ্যে দুষ্ট সাপ কয় টুকরা হইয়া গিয়াছে! ততক্ষণে কৃষ্ণও রথখানিকে তুলিয়া লইয়াছেন।

কি ভয়ানক যুদ্ধই চলিয়াছে! কৃষ্ণকে বারটি, আর অর্জ্জুনকে নব্বুইটি বাণ মারিয়া, কর্ণের আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু অর্জ্জুন তাহা সহিবেন কেন? দেখ, তিনি কর্ণকে কিরূপ ক্ষত বিক্ষত করিতেছেন। ঐ কর্ণের মুকুট আর কুণ্ডল উড়িয়া গেল! ঐ তাঁহার বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন

হইয়া গেল! আহা! এখন না জানি ঐ ভয়ানক বাণগুলি তাঁহার গায় কিরূপ বিঁধিতেছে। রক্তে শরীর ভাসিয়া গেল। আহা! ঐ আবার বুকে কি ভয়ানক বাণ ফুটিল। এবারে আর বেচারার জ্ঞান নাই।

অর্জ্জুনের দয়া দেখ; কর্ণ অজ্ঞান হওয়াতে আর তিনি তাঁহাকে বাণ মারিতেছেন না। সে জন্য আবার কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেছেন।

কর্ণের জ্ঞান হইয়াছে! আবার যুদ্ধ চলিয়াছে। কিন্তু এবারে বুঝি তিনি আর রক্ষা পাইলেন না। ঐ দেখ, তাঁহার রথের চাকা বসিয়া গেল! আহা! এই বিপদের সময় আবার বেচারা তাঁহার সেই পরশুরামের দেওয়া বড় বড় অস্ত্রের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

নিজেরই পাপের ফল! পরশুরামকে ফাঁকি দিয়া, তাঁহার নিকট অস্ত্র শিখিতে গেলেন; বলিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ'। পরশুরাম মনে করিলেন, বুঝি যথার্থই ব্রাহ্মণ; তাই তিনি অশেষ রকম অস্ত্র শস্ত্র তাঁহাকে দিয়া, বিধিমতে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইলেন। তার পর এক দিন দেখেন কি যে, ব্রাহ্মণ নয়, অন্য জাত! কাজেই তখন তিনি শাপ দিলেন যে, 'তোর মৃত্যুর সময় তুই সব ভুলিয়া যাইবি।'

তারপর আর এক বার দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের বাছুর মারিয়া ফেলাতে, সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শাপ দেন যে, যুদ্ধের সময় যখন তুই বড়ই ভয় পাইবি, ঠিক সেই সময় তোর রথের চাকা বসিয়া যাইবে।'

সেই সকল পুরাতন পাপের শাস্তি আজ আসিয়া এক সঙ্গে উপস্থিত হইল। আহা! ঐ দেখ তিনি হাত ছুঁড়িয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু বীরের তেজ না কি বিপদের সময়েও চলিয়া যায় না, তাই দেখ, এখনও তিনি অর্জ্জুনের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিতেছেন! ইহার মধ্যেও কৃষ্ণের হাতে তিন, আর অর্জ্জুনকে সাত বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। তারপর অর্জ্জুনের বাণ খাইয়া, ঐ দেখ, তিনি মন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মাস্ত্র

ছাড়িতেছেন। তাহাতে অর্জ্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিলে, তাহাও আটকাইতে ত্রুটি করেন নাই।

অর্জ্জুন আবার একটা ব্রাহ্মাস্ত্র ছুঁড়িয়া কর্ণকে বাণে বাণে জর্জ্জরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি কি করিয়া কর্ণ তাঁহার ধনুকের গুণ কাটিলেন? অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ নূতন গুণ পরাইয়াও, কর্ণকে আঁটিতে পারিতেছেন না; তাই কৃষ্ণ তাঁহাকে আরো বড় বড় অস্ত্র মারিতে বলিতেছেন।

ঐ! আবার কর্ণের রথের চাকা আরো কত খানি বসিয়া গেল! বেচারা, রথের চাকা উঠাইবার জন্য, প্রাণ পণে কি টানাটানিই করিতেছেন! পৃথিবী তাহাতে চার আঙ্গুল উচু হইয়া গেল, কিন্তু চাকা যে কিছুতেই উঠিতেছে না। আহা! বেচারার চোখের জল পড়িতেছে! তিনি অর্জ্জুনকে কি বলিতেছেন শুন, "অর্জ্জুন! তুমি বড়ই ধার্ম্মিক, আর মহাশয় লোক; একটু অপেক্ষা কর, আমার রথের চাকাটা তুলিয়া লই।"

তাহার উত্তরে শুন কৃষ্ণ কি বলেন,—"সূতপুত্র! বড় ভাগ্য যে, এখন তোমার ধর্ম্মের কথা মনে হইয়াছে! কিন্তু যখন ভীমকে বিষ খাওয়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া অপমান করিয়াছিলে, জুয়াচুরি করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় হারাইয়াছিলে, জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে পোড়াইতে গিয়াছিলে, আর সকলে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? এখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালু ফাটাইলেও, আর তোমার রক্ষা নাই।"

এ কথার আর কি উত্তর দিবেন? তাই লজ্জায় কর্ণের মাথা হেট হইয়াছে। কিন্তু কি রাগের সহিত আবার যুদ্ধ করিতেছেন দেখ। আবার দেখ, ব্রাহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি কত অস্ত্র চলিয়াছে।

ঐ একটা কি ভয়ঙ্কর অস্ত্র মারিয়া কর্ণ অর্জ্জুনকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন। এই অবসরে যদি রথের চাকা উঠাইতে পারেন, তাই কর্ণ রথ হইতে নামিয়াছেন। কিন্তু হায়! চাকা কিছুতেই উঠিতেছে না।

ঐ শুন, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—"এই বেলা কর্ণকে মার! উহাকে রথে উঠিতে দিও না।"

ঐ ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা দিয়া বুঝি অর্জ্জুন কর্ণের মাথা কাটিবেন। উহার নাম অঞ্জলিক; চেহারা দেখিলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। কি প্রচণ্ড তেজ! ঐ অস্ত্র ছুটিল! ঐ, কর্ণের মাথা কাটিয়া গিয়াছে!

দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য! কর্ণের শরীর হইতে কেমন একটা তেজ বাহির হইতেছে! ঐ তাহা সূর্য্যের ভিতরে ঢুকিয়া গেল!

আজ আর পাণ্ডবদিগের আনন্দের সীমা নাই। ভীম নাচিতে নাচিতে সিংহনাদ করিতেছেন, আর অন্যেরা সকলে শঙ্খ বাজাইয়া জয়ধ্বনি করিতেছেন। আর বেচারা কৌরবগণ, ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া, কোথায় পলাইবে ঠিক পাইতেছে না।

বেলা অতি অল্পই আছে, আর অধিক যুদ্ধের সময় নাই।

সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল। ঐ শুন, দুর্য্যোধন, 'হা কর্ণ!' 'হা কর্ণ!' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, শিবিরে চলিয়াছেন।

আজ সঞ্জয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্রই, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভীষ্ম দ্রোণের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াও তিনি এত ক্লেশ পান নাই

শল্য পর্ব



কর্ণের মৃত্যুর পরেও দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদেরও যুদ্ধের জন্য খুব উৎসাহ দেখা গেল। সুতরাং সকলে, শল্যকে সেনাপতি করিয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সে রাত্রে আর তাঁহারা শিবিরে থাকেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় দুই যোজন দূরে, সরস্বতী নদীর তীরে, হিমালয়-প্রস্থ নামক স্থানে, তাঁহারা রাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

পরদিন নূতন সেনাপতি শল্য অসাধারণ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আজ এই নিয়ম হইয়াছে যে, 'তাঁহাদের মধ্যে কেহ একাকী পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন না; সকলে মিলিয়া সাবধানে পরস্পরের সাহায্য করা হইবে।'

মোটামুটি এই ভাবেই যুদ্ধ চলিল! কিছুকাল যুদ্ধের পরেই, কর্ণের পুত্র চিত্রসেন, সত্যসেন এবং সুষেণ নকুলের হাতে, এবং শল্যের পুত্র সহদেবের হাতে মারা গেলেন।

ইহার পরে ভীমের সহিত শল্যের খুব গদা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে, শেষে দুজনের গদার বাড়ীতে, দুজনেই এক সঙ্গে অজ্ঞান! তখন কৃপাচার্য্য শল্যকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, আর ভীম উঠিয়া গদা হাতে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সহিত শল্যের বার বার যুদ্ধ হয়। তখন পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা সকলে মিলিয়াও শল্যের কিছুই করিতে পারেন নাই। অর্জ্জুন এ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি অন্য স্থানে অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কিছু কাল পরে, অর্জ্জুনের সম্মুখেই, সৈন্যেরা ভীমের নিষেধ অমান্য করিয়া, পলায়ন করিতে লাগিল।

এই সময়ে শল্যের বাণে নিজে অত্যন্ত অস্থির হইয়া, এবং সৈন্য-দিগকেও ক্ষতবিক্ষত শরীরে পলায়ন করিতে দেখিয়া, যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "হয় শল্যকে পরাজয় করিব, না হয় নিজে প্রাণ দিব।" তারপর ভীমকে সম্মুখে, অর্জ্জুনকে পশ্চাতে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সাত্যকিকে দুই পাশে লইয়া, তিনি শল্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দেখিয়া কৌরবেরা বড়ই ভয় পাইয়াছিল।

ইহার মধ্যে একবার, শল্যের এক ভয়ঙ্কর বাণের ঘায়, যুধিষ্ঠির কঠিন বেদনা পাইয়াও, বাণ মারিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু শল্যের জ্ঞান হইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার কবচ ভেদ করিলে, তিনি উল্টিয়া যুধিষ্ঠির এবং ভীম দুজনেরই কবচ ভেদ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে শল্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের ধনুক, এবং কৃপের বাণে তাঁহার সারথির মাথা কাটা গেল। ঘোড়া চারিটি শল্যের বাণে মরিতেও আর বেশী বিলম্ব হইল না।

ইহাতে ভীম রাগে অস্থির হইয়া শল্যের ধনুক, সারথি, ঘোড়া, সব মারিয়া শেষ করিলেন। তাঁহার বর্ম্মখানিও মুহূর্ত্তেক পরেই কাটা গেল। তখন শল্য খড়্গ চর্ম্ম হাতে, রথ হইতে নামিয়া, ক্রোধ ভরে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। এমন সময় ভীমের নয়টি বাণ, বিদ্যুতের মতন ছুটিয়া আসিয়া শল্যের খড়্গের মুঠিটি কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু শল্য তথাপি যুধিষ্ঠিরের দিকে সিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন। তখন যুধিষ্ঠির এমনি এক শক্তি হাতে করিলেন যে, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাহার ডাণ্ডাটি সোণার, তাহাতে মণিমুক্তার কাজ করা। উহার মুখ বড়ই ঘোরতর, এবং তাহা আগুনের মতন জ্বলিতেছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধ ভরে, তাঁহার বিশাল ডান হাত তুলিয়া, সেই শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, শল্য তাহা লুফিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সাংঘাতিক অস্ত্র, দেখিতে দেখিতে তাঁহার বুক ভেদ করিয়া, প্রবল বেগে মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

শল্যের মৃত্যুতে তাঁহার ছোট ভাই রাগের ভরে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মাথা কাটিতে যুধিষ্ঠিরের কোন পরিশ্রমই হইল না। শল্যের সঙ্গের মদ্রদেশীয় লোকেরাও, অনেক যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের হাতে মারা গেল। ইহার পরে আর কৌরব সৈন্যেরা কিসের ভরসায় যুদ্ধ করিবে? তখন তাহারা সকলেই বুঝিল যে, আর পলায়ন ভিন্ন গতি নাই।

এই সময়ে দুর্য্যোধন, অনেক কষ্টে তাঁহার সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তখন ম্লেচ্ছদিগের রাজা শাল্ব, এক ভয়ঙ্কর হাতীতে চড়িয়া, অতি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন। সৈন্যেরা ত সে হাতীর ভয়ে চাৎকার করিতে করিতে পলাইল; ভীম, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নের মত বীরেরাও তাহার তাড়া খাইয়া কম ব্যস্ত হইলেন না। সে হতভাগা হাতী ধৃষ্টদ্যুম্নকে এমনি

তাড়া করিল যে, তিনি ত রথ ছাড়িয়া প্রস্থান! বেচারা সারথি আর পলাইতে পারিল না। হাতী তাহাকে শুদ্ধ রথ খানিকে আছড়াইয়া গুঁড়া করিল।

যাহা হউক, শেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাতেই হাতী মারা পড়ে। ইহার পরেই সাত্যকি ধারাল ভল্ল মারিয়া শাল্বের মাথা কাটেন।

তারপর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দুর্য্যোধন এ সময়ে খুবই বীরত্ব দেখাইলেন। শকুনিও কম যুদ্ধ করিলেন না। দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, তিনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং সহদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই দশ হাজারের মধ্যে চারি হাজার অশ্বারোহী অল্পকালের ভিতরেই মরিয়া যাওয়াতে, তাঁহার হঠাৎ মনে হইল যে, এখন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়ার সময় হইয়াছে!

যাহা হউক, শকুনি খানিক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন। এ বারে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা হইল সাত শত; তখন তিনি দুর্য্যোধনকে গিয়া বলিলেন যে,

"আমি সব অশ্বারোহীকে পরাজয় করিয়াছি। এখন তুমি গিয়া রথীদিগকে পরাজয় কর!"

দুর্যোধনের নিরেনব্বুই ভাইয়ের মধ্যে কেবল দুর্ম্মর্ষণ; শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্ব্বিষহ, অরিহা, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ, আর শ্রুতর্ব্বা এই বার জন বাঁচিয়া ছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে ভীমের হাতে তাঁহাদেরও মৃত্যু হইল। ইহার কিছুকাল পরেই সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের বাণে, আর শকুনির পুত্র উলূক সহদেবের হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পুত্রের মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া, শকুনি তখনই সহদেবকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি ভাল করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেই সহদেবের বাণে তাঁহার ধনুক কাটিয়া গেল। তারপর খড়্গ, গদা,

শক্তি প্রভৃতি যত অস্ত্র তিনি হাতে লইলেন, সহদেব তাহার সমস্তই কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া শকুনি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে অপেক্ষা করিলেন না।

[illegible] তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া, বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি একটা প্রাস লইয়া সহদেবকে আক্রমণ করিতে গেলে, সহদেব তাঁহার দুখানি হাত শুদ্ধ সেই প্রাস কাটিয়া, সিংহনাদ করিতে করিতে, তাঁহার মাথায় এক ভয়ানক ভল্ল ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে ভল্ল তাঁহার মাথা কাটিয়া, প্রাণ বাহির করিয়া দিল।

এর পর আর যুদ্ধের বড় বেশী বাকি রহিল না। দেখিতে দেখিতে কৌরবদিগের মধ্যে কেবল মাত্র দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃত-বর্ম্মা অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের এগার অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমস্তই মরিয়া শেষ হইল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, চারিদিক শূন্য দেখিয়া, প্রাণের ভয়ে, সেখান হইতে পলায়ন করাই স্থির করিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছেই দ্বৈপায়ন নামক একটা হ্রদ ছিল। সেই হ্রদের জলে লুকাইয়া থাকিবার জন্য, দুর্য্যোধন তাহার দিকে যাইতে যাইতে, ভাবিতে লাগিলেন যে,

"বিদুর পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, যে এইরূপ হইবে।"

এই সময়ে বেচারা সঞ্জয় সাত্যকির আর ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে পড়িয়া-ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কাটিতে যাইবেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া বলিলেন, "ইহাকে ছাড়িয়া দাও।"

এইরূপে সঞ্জয় মুক্তি পাইয়া, সেখান হইতে নগরের দিকে চলিয়া-ছেন, এমন সময়, রণস্থলের এক ক্রোশ দূরে, দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দুই চক্ষু জলে পূর্ণ থাকায়, দুর্য্যোধন প্রথমে সঞ্জয়কে

দেখিতে পান নাই। তার পর তাঁহার গলার শব্দে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন,

"সঞ্জয়, বাবাকে বলিও, আমি হ্রদের ভিতরে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি গদা হাতে দ্বৈপায়ন হ্রদের ভিতরে লুকাইয়া রহিলেন।

সঞ্জয় সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কিঞ্চিৎ পরেই, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্ম্মা, তাঁহার নিকট দুর্য্যোধনের সংবাদ পাইয়া, সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া তিন জনে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! জল হইতে উঠিয়া আইস, আমরা তিন জনে তোমাকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আজ উহারা নিশ্চয় পরাজিত হইবে।"

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন, "বড় ভাগ্য যে, আপনাদিগকে জীবিত দেখিলাম। কিন্তু আমি এখন নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, আর পাণ্ডবদিগেরও অনেক সৈন্য এখনও বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আজ আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। আজিকার রাত্রিটি বিশ্রাম করি, কাল আপনাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিব।"

তখন অশ্বত্থামা বলিলেন, "মহারাজ! তুমি উঠিয়া আইস! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, রাত্রি প্রভাত না হইতে তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।"

এই সময়ে কয়েক জন ব্যাধ সেই হ্রদের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্ম্মা তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাহারা তাঁহাদের কথা বার্ত্তা সমস্তই শুনিতে পাইল। সুতরাং, দুর্য্যোধন যে সেই হ্রদের জলে লুকাইয়া রহিয়াছেন, একথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। একটু আগেই তাহারা

দেখিয়া আসিয়াছে যে, পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে খুঁজিতেছেন; আর তাঁহারা তাহাদিগকে দুর্য্যোধনের কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। এমন সংবাদ তাঁহাদিগকে দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বিশেষ পুরস্কার পাওয়া যাইবে, এই মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে ভীমের কাছে গিয়া, সকল কথা বলিয়া দিল।

পাণ্ডবদিগের তখনও দু হাজার রথী, সাত শত গজারোহী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, আর দশ হাজার পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। দুর্য্যোধন পলায়ন করা অবধি তাঁহারা তাঁহাকে খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পান নাই। এমন সময় সেই ব্যাধেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ দিল।

ব্যাধদিগকে রাশি রাশি ধন দিয়া, তখনই সকলে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে আসিলেন। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্ম্মা, দূর হইতে তাঁহাদের কোলাহল শুনিতে পাইয়াই, হ্রদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর পাণ্ডবেরা সেখানে আসিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এখন কি উপায়ে দুর্য্যোধনকে জলের ভিতর হইতে বাহির করা যায়।"

দুর্য্যোধন এমনি অহঙ্কারী লোক ছিলেন যে, কটু কথা তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না। সুতরাং কটু কথা বলিলে তিনি বাহির হইয়া আসিবেন, এই মনে করিয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে খুব করিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,

"দুর্য্যোধন! তুমি যে সকলকে যমের হাতে দিয়া, নিজে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলে, এ কাজটা ভাল হয় নাই; আইস, যুদ্ধ করি।"

একথার উত্তরে দুর্য্যোধন সেই জলের ভিতর হইতে বলিলেন, "আমি পলায়ন করি নাই, বিশ্রাম করিতেছি। তোমরাও এখন গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর যুদ্ধ হইবে।"

ষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বিশ্রাম হইয়াছে সুতরাং এখন

আসিয়া হয় আমাদিগকে হারাইয়া রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদের হাতে মরিয়া স্বর্গে চলিয়া যাও!"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি এখনও তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আমার সব মরিয়া গেল, আর কাহার জন্য রাজ্য লইতে চাহিব? সুতরাং তোমরাই এখন রাজ্য ভোগ কর, আমি মৃগচর্ম্ম পরিয়া বনে যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার ও কান্নায় এখন আমার মন ভুলিবার নয়। এখন তুমি আমাদিগকে রাজ্য দিবার কে? তোমাকে বধ করিয়া আমার রাজ্য কাড়িয়া লইব। আইস! যুদ্ধ করি!"

এরূপ শক্ত কথা দুর্য্যোধন আর তাঁহার জীবনে কখনও শোনেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আমার বর্ম্ম নাই, অস্ত্র নাই, রথ নাই; তোমাদের সমস্তই আছে। কাজেই তোমরা সকলে আমাকে ঘিরিয়া মারিলে, আমি কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এক এক জন করিয়া আইস, দেখা যাইবে।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তোমার যেমন খুসী, অস্ত্র দেখিয়া লও। বর্ম্ম পর, চুল বাঁধ; আর যাহা খুসী কর। তারপর আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ কর। সেই এক জনকে পরাজয় করিতে পারিলেই, সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে।"

তখন দুর্য্যোধন বর্ম্ম আর পাগড়ি পরিয়া গদা হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি এই গদা লইয়া যুদ্ধ করিব। তুমি, বা ভীম, বা অর্জ্জুন, বা নকুল, বা সহদেব, যাহার খুসী, আসিয়া আমার সহিত গদা যুদ্ধ কর। ন্যায় মতে গদা যুদ্ধ করিয়া, তোমাদের কেহই আমার সঙ্গে পারিবে না। সত্য কি মিথ্যা, এখনই দেখিতে পাইবে।"

এই সময়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, "আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে আপনাদের যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে বলিলেন? ঐ

দুরাত্মা যদি আপনাকে, অর্জ্জুনকে, নকুলকে বা সহদেবকে আক্রমণ করিয়া বসিত, তাহা হইলে আপনাদের কিরূপ দশা হইত? ভীমও গদা যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে আঁটিতে পারে কি না, সন্দেহ। ভীমের বল আর তেজ বেশী; কিন্তু দুর্য্যোধনের শিক্ষা বেশী। আর শিক্ষাতেই হার জিত। এখন বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবদের কপালে রাজ্য লাভ নাই; বিধাতা উঁহাদিগকে বনে বাস করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এমন সময় ভীম গদা হাতে লইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "ওরে নরাধম! সকল দুরাত্মা মরিয়া এখন কেবল তুমিই অবশিষ্ট রহিয়াছ; আজ এই গদার প্রহারে তোমাকেও বধ করিয়া, আমাদের সকল দুঃখের শোধ লইব!"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "অত বড়াই করিও না! এখনই তোমার যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিব। ন্যায় মতে গদা যুদ্ধে ইন্দ্রও আমাকে পরাজয় করিতে পারে না। আইস দেখি, তোমার কত বিদ্যা!"

দুজনে প্রাণ ভরিয়া গালা গালি চলিতেছে, এমন সময় বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন দুজনেই বলরামের ছাত্র, তিনিই ইঁহাদের গদা শিক্ষার গুরু। সুতরাং, যুদ্ধের সময় তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া, দুজনেরই খুব উৎসাহ হইল।

কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মৃত্যু হইলে স্বর্গ লাভ হয়। এই জন্য বলরাম বলিলেন, যে যুদ্ধ দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে না হইয়া, কুরুক্ষেত্রে হওয়াই ভাল। তখন সকলে সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া, যুদ্ধের জন্য একটি জায়গা দেখিয়া লইলেন।

তারপর দুজনে, দুই মত্ত হস্তীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সকলে স্তব্ধ ভাবে চারিদিকে বসিয়া সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

সেকালের লোকেরা আগে খুব এক চোট বাক্য-যুদ্ধ, অর্থাৎ গালা

গালি না করিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিত না। সুতরাং প্রথমে তাহাই কিছু কাল চলিল। তারপর ভীষণ ঠকা ঠক্ শব্দে রণস্থল কম্পিত করিয়া, দুজনে দুজনকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কামারেরা লোহা পিটিবার সময় যেমন আগুনের ফিন্‌কী বাহির হয়, সে সময়ে তাঁহাদের গদা হইতেও ক্রমাগত সেইরূপ আগুনের ফিন্‌কী বাহির হইতেছিল।

সে যুদ্ধের অদ্ভুত কৌশলের বর্ণনা আর কি করিব! মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, পরিমোক্ষ, প্রহার, বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত, অপন্যস্ত প্রভৃতি অশেষ প্রকার কৌশল দেখাইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল কৌশলেতে দুর্য্যোধনেরই অধিক ক্ষমতা দেখা গেল। তিনি একবার ভীমের বুকে এমনি গদার বাড়ী মারিলেন যে, কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নড়িবার চড়িবার শক্তি রহিল না। যাহা হউক, ইহার পরেই ভীমও, এক গদার বাড়ী মারিয়া, দুর্য্যোধনকে অজ্ঞান করিতে ছাড়েন নাই।

খানিক পরে দুর্য্যোধন উঠিয়াই, ভীমের কপালে এমন গদার আঘাত করিলেন যে, সে স্থান হইতে দর দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু ভীমের গায় এমনি অসাধারণ জোর ছিল যে, সেই সাংঘাতিক আঘাতেও তাঁহার কিছুই হইল না। তাহার পরেই দেখা গেল যে, ভীমের গদার চোটে দুর্য্যোধন ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যাইতেছেন। আবার, দেখিতে দেখিতে, দুর্য্যোধনের আঘাতে ভীমেরও সেই দশা। তখন দুর্য্যোধন সিংহনাদ পূর্ব্বক আবার গদার বাড়ী মারিয়া ভীমের কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন। এই আঘাতের বেগ ভীম সহজে সামলাইতে পারিলেন না।

এতক্ষণে কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, ন্যায় যুদ্ধের গুণে দুর্য্যোধনকে পরাজয় করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি অন্যায় যুদ্ধ করাই

তাঁহাকে বধ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন অর্জ্জুন চুপি চুপি ভীমকে সংকেত করিয়া, নিজের বাম উরুতে আঘাত করিলে, ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে হইবে। গদা যুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত করা নিষেধ বটে, কিন্তু তাহা না করিলে দুর্য্যোধনকে বধ করা যাইতেছে না। সুতরাং ভীম এইটুকু অন্যায় করিয়াই নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

আবার যুদ্ধ চলিল! তারপর দুজনেই ক্লান্ত হইয়া খানিক বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে ভীম ইচ্ছা করিয়াই দুর্য্যোধনকে একটু আঘাতের সুযোগ দিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন প্রবল বেগে ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিবামাত্র, ভীম তাঁহাকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন পাশ কাটিয়া সেই গদা এড়াইয়া, ভীমকে এমনি আঘাত করিলেন যে কি বলিব! যাহা হউক, ভীম সেই ভয়ানক আঘাত পাইয়াও আশ্চর্য্যরূপ সামলাইয়া গেলেন। তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া দুর্য্যোধন মনে করিলেন যে, ভীম বুঝি আবার একটা ফন্দি আঁটিতেছেন; সুতরাং তিনি তাঁহাকে আর আঘাত না করিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

তারপর খানিক বিশ্রাম করিয়া, ভীম কামানের গোলার মতন বেগে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন ভাবিলেন যে, 'লাফাইয়া শূন্যে উঠিয়া ইহাকে এড়াই।' এই মনে করিয়া তিনি যেই লাফ দিয়া শূন্যে উঠিয়াছেন, অমনি ভীম সাংঘাতিক গদার আঘাতে তাঁহার দুই উরু ভাঙ্গিয়া দিলেন।

ভাঙ্গা পা লইয়া দুর্য্যোধন কাঠের মত মাটিতে পড়িবামাত্র, ভীম এই বলিয়া তাঁহার মাথায় পদাঘাত করিলেন যে, "রে দুরাত্মা! সভার মধ্যে 'গরু গরু' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলি, আর দ্রৌপদীকে অপমান

করিয়াছিলি, তাহার এই সাজা” এইরূপে গালি দিতে দিতে ভীম দুর্য্যোধনের মাথায় আবার পদাঘাত করিলেন।

ভীমের এই ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন,

“ভীম! সৎ উপায়েই হউক, আর অসৎ উপায়েই হউক, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখিয়াছ; এখন ক্ষান্ত হও। ইহার মাথায় পদাঘাত করিয়া আর পাপ কেন বাড়াও? ইহার অবস্থা দেখিলে এখন বড়ই দুঃখ হয়; তাহা ছাড়া এ আমাদের ভাই। তুমি ধার্ম্মিক লোক হইয়া কেন উহাকে পদাঘাত করিতেছ?”

তারপর তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “ভাই, তুমি দুঃখ করিও না। তোমার দোষেই যুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি এখনই প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবে, আর আমরা এখানে বন্ধুবান্ধবের মৃত্যুতে চিরকাল দারুণ দুঃখ ভোগ করিব।”

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

ভীমের কাজটি যে অন্যায় হইয়াছিল, এ কথা সকলেই বলিবে। উপস্থিত যোদ্ধারাও ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। বলরাম ত রাগে লাঙ্গল উঠাইয়া, তখনই ভীমকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণের অনেক চেষ্টায় তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাগ দূর হইল না। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন যে,

“তুমি যত চেষ্টাই করনা কেন, ভীম যে নিতান্ত অন্যায় করিয়াছেন, এ বিশ্বাস আমার মন হইতে দূর করিতে পারিবে না।”

এই বলিয়া বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলে, যোদ্ধারা সকলে মিলিয়া দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে,

“হে ভীম! আজ তুমি দুষ্ট দুর্য্যোধনকে মারিয়া বড়ই ভাল

কাজ করিয়াছ। আমাদের ইহাতে যার পর নাই আনন্দ হইয়াছে।”

তখন কৃষ্ণ সেই যোদ্ধাদিগকে বলিলেন, “যে শত্রু মরিতে বসিয়াছে তাহাকে বকিলে কি হইবে? এ দুষ্ট এখন শত্রুতা বা বন্ধুতা কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমাদের ভাগ্যের জোরে এত দিনে পাপী মারা গেল। এখন চল, আমরা এখান হইতে প্রস্থান করি।”

এ কথায় দুর্য্যোধন, দু হাতে মাটিতে ভর দিয়া, মাথা উঁচু করিয়া, কৃষ্ণকে বলিলেন,—“হে কংসের দাসের পুত্র! তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতেই আমাদের বীরেরা মারা গিয়াছেন। তোমার মত পাপী, নির্দ্দয় আর নির্লজ্জ কে আছে?”

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন যে, “তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, এখন তাহারই ফল ভোগ কর।”

তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন,“রাজার যে সুখ, তাহা আমি ভাল মতেই ভোগ করিয়াছি। এখন আমি বন্ধুবান্ধব লইয়া স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকে দুঃখে আধ মরা হইয়া এই পৃথিবীতে পড়িয়া থাক।”

এই কথা বলিবামাত্র স্বর্গ হইতে দুর্য্যোধনের উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাণ্ডবেরা লজ্জিত হইয়া শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহাদের সকলের শিবিরের ভিতরে থাকা হইল না। কৃষ্ণের পরামর্শে, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, আর সাত্যকি তাঁহার সহিত শিবির ছাড়িয়া নদীর ধারে আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্ম্মা, দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গার সংবাদ পাইয়া, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনের তখনকার অবস্থা দেখিয়া, সেই তিন বীরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল! তাঁহারা তাঁহার কাছে বসিয়া অনেক কাঁদিলে, দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে বলিলেন,

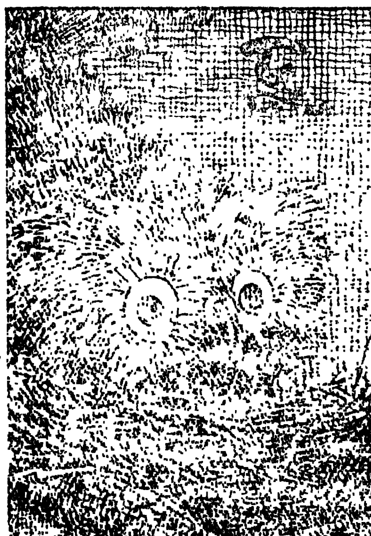
"আপনারা আমার জন্য দুঃখ করিবেন না; আমি নিশ্চয় স্বর্গলাভ করিব। আপনারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের ভাগ্যে জয় লাভ ছিল না, কি করিব?"

এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন চুপ করিলে, অশ্বত্থামা দুঃখে আর রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন,

"আমাকে অনুমতি দাও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ যেমন করিয়াই হউক, শত্রুদিগকে মারিয়া শেষ করিব।"

একথায় দুর্য্যোধন তখনই অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করিয়া দিলেন। তার পর তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই, তিন বার সিংহনাদ করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।



দুর্য্যোধনের এখন নিতান্তই দুরবস্থা। নিজে ত মরিতেই চলিয়াছেন; তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যেও তিন জন মাত্র জীবিত।

এই তিনটি লোকে কি করিতে পারেন? তাঁহারা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা আর পাণ্ডবদের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিতে করিতে রথে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু শত্রু সংহারের কোন উপায় দেখিতেছেন না। তাঁহারা চুপি চুপি শিবিরের কাছে গেলেন, কিন্তু সেখানে পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনিয়া তাঁহাদের ভয় হইল। তার পর ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা একটা বনের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সারা দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর নিজেরাও অতিশয় ক্লান্ত, ঘোড়াগুলিও আর চলিতে পারে না। এখন একটু বিশ্রাম না করিলেই নয়। তাই, সেই বনের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা রথ হইতে নামিলেন। নিকটেই জলাশয় ছিল। ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দিয়া, তাঁহারা সেই জলাশয়ে মুখ হাত ধুইয়া, সন্ধ্যা পূজা সারিয়া,

বট গাছের নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের ভিতরে কৃপ আর কৃতবর্ম্মার ঘুম আসিল। কিন্তু দুঃখে আর চিন্তায় অশ্বত্থামার ঘুম হইল না। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইয়াছে; গাছের ডালে কাকেরা তাহাদের বাসায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময় কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড পেচক আসিয়া, ঘুমের ভিতরে, অসহায় অবস্থায়, সেই কাকগুলিকে বধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পেচক কাকগুলিকে মারিয়া শেষ করিল, একটিও অবশিষ্ট রহিল না।

এই ঘটনা দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে হইল যে, "তাই ত! আমিও ত এই উপায়ে শত্রুদিগকে বধ করিতে পারি!"

ইহার পর আর অশ্বত্থামা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনই কৃপকে ডাকিয়া বলিলেন,

"মামা! এইরূপ করিয়া আমরাও শত্রুদিগকে বধ করিব!"

কৃপাচার্য্য প্রথমে কিছুতেই এমন কাজে মত দেন নাই। কিন্তু ভাগিনেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষটা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনজনে মিলিয়া, সেই নিষ্ঠুর পাপকার্য্য করিবার জন্য, পাণ্ডব শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডব শিবিরের কাছে আসিয়া, অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, একজন অতিশয় উজ্জ্বল বিশাল পুরুষ শিবিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। সেই উজ্জ্বল পুরুষ স্বয়ং মহাদেব; কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইবার জন্য, বাণ মারিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামার অস্ত্রে মহাদেবের কি হইবে? তিনি বাণ, শক্তি, খড়্গ, গদা, যাহা কিছু মারিলেন, সমস্তই সেই উজ্জ্বল পুরুষ গিলিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা সকল ক্ষমতা শেষ করিয়া, তারপর আর কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিলেন না।

এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে, “শিবের পূজা করি, তাহা হইলে আমার কাজ হইবে।

এই মনে করিয়া তিনি শিবের স্তব আরম্ভ করিলেন। এবং তাঁহাকে নিজের [illegible] জ্বালিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তখন শিব সন্তুষ্ট না হইয়া আর যান কোথায়? তিনি কেবল যে দরজা ছাড়িয়া দিলেন, তাহা নহে; তাঁহাকে একখানি ধারাল খড়্গও দিলেন, এবং নিজে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বল বাড়াইতেও ত্রুটি করিলেন না।

তারপর যাহা হইল, বলিতে বড় কষ্ট বোধ হইতেছে। অশ্বত্থামা সেই খড়্গ হাতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন; কৃপ আর কৃতবর্ম্মাকে দরজায় রাখিয়া গেলেন, যেন কেহ পলাইয়া বাঁচিতে না পারে।

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই অশ্বত্থামা সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার পিতাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বধ করিয়াছিল, তাহার উপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সেই রাগেই তিনি সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

সুন্দর কোমল শয্যার উপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামার পদাঘাতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিবামাত্র, অশ্বত্থামা তাঁহাকে চুলে ধরিয়া মাটিতে আছড়াইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া, বুকে লাথি মারিতে আরম্ভ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অনেক কষ্টে বলিলেন যে, “আমাকে অস্ত্র দিয়া শীঘ্র সংহার কর।” কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা না শুনিয়া পদাঘাতেই তাঁহার প্রাণ শেষ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের চীৎকারে সকলে জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই রাত্রি-

কালে, ভয়ে আর ঘুমের ঘোরে, কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, যে কি হইয়াছে।

এদিকে অশ্বত্থামা অস্ত্র হাতে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় সকলকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবে কি? একে রাত্রিকাল, তাহাতে ঘুমের ভিতরে হঠাৎ আক্রমণ,—তাহারা ভাল করিয়া প্রস্তুত হওয়ার আগেই, অশ্বত্থামা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করিতে লাগিলেন।

সে ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর কার্য্যের আর বর্ণনা করিয়া কি হইবে? সেই শিবিরের ভিতরে যত লোক ছিল, স্ত্রীলোক ভিন্ন আর তাহাদের এক-জনও রক্ষা পাইল না। পাণ্ডবদিগের পুত্র কয়টীকে পর্য্যন্ত অশ্বত্থামা নির্দ্দয় ভাবে বিনাশ করিলেন। তিনি চুপি চুপি চোরের ন্যায় প্রবেশ করিবার সময় শিবির যেমন নিস্তব্ধ ছিল, দেখিতে দেখিতে আবার তাহা সেইরূপ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে, রাত্রিও শেষ হইয়াছে।

তারপর বাহিরে আসিয়া, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্ম্মাকে নিজের কার্য্যের কথা বলিলেন, আর জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা দুজনে মিলিয়া একটি প্রাণীকেও পলায়ন করিতে দেন নাই। তখন তিন জনে আনন্দে হাত তালি দিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। এমন কাজের সংবাদটা অবশ্য দুর্য্যোধনকে এখনই জানান চাই। সুতরাং তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিতে আর বিলম্ব করিলেন না।

হায়, মহারাজ দুর্য্যোধন! এখন তিনি কি করিতেছেন? সেই রণ-স্থলে পড়িয়া এখনও তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রাণ বাহির হইতে আর বিলম্ব নাই, জ্ঞান লোপ পাইয়া আসিতেছে, মুখ দিয়া ক্রমাগত রক্ত বাহির হইতেছে! বৃক প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ আসিয়া তাঁহার মাংসের লোভে তাঁহাকে ঘিরিয়াছে; তিনি সাংঘাতিক

বেদনায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে, অতি কষ্টে তাহাদিগকে বারণ করিতেছেন।

তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, সেই তিন বীর আর চোখের জল থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এগার অক্ষৌহিণীর যিনি অধিপতি ছিলেন, তাঁহার কি না এই দশা! আজ সেই বীরের মাংস খাইবার জন্য, বন্য জন্তুরা তাঁহাকে ঘিরিয়াছে! যাহা হউক, এ সব কথা আর ভাবিয়া কি হইবে? এখন যে সংবাদ লইয়া তিন জন আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে শোনান হউক। এই ভাবিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে বলিলেন,

"হে কুরুরাজ! যদি জীবিত থাকেন, তবে এই আনন্দের সংবাদ শ্রবণ করুন। এখন পাণ্ডবদের পক্ষে পাঁচ পাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি, এই সাত জনমাত্র জীবিত রহিয়াছে। আজ রাত্রিতে আমি তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া, আর সকলকে বধ করিয়াছি।"

এই কথায় দুর্য্যোধন চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "হে বীর! ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ, যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহা করিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের মত সুখী মনে করিতেছি। এখন তোমাদের মঙ্গল হউক; আবার স্বর্গে দেখা হইবে।" এই বলিয়া দুর্য্যোধন সেই তিন জনকে আলিঙ্গন করিলে, তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে সঞ্জয় কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। সেদিন আর তিনি অন্য দিনের মত স্থিরভাবে তাঁহার কথা বলিতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুরীতে প্রবেশ করিয়াই, তিনি দু হাত তুলিয়া 'হা মহারাজ! হা মহারাজ!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার মুখে সেই দারুণ সংবাদ শুনিয়া, সকলের বিশেষতঃ ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর কি অবস্থা হইল, তাহা

বলিতে কষ্ট হয়। সে সংবাদে কেহ অজ্ঞান, কেহ বা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অনেকে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তার পর এমন কান্না আরম্ভ হইল যে, তাহা শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়।

এদিকে পাণ্ডবেরা যখন রাত্রির সেই ঘটনার সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহাদেরও কিরূপ দুঃখ হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। নকুল তখনই দ্রৌপদীকে আনিতে পাঞ্চাল দেশে চলিয়া গেলেন। দ্রৌপদী আসিলে পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এমন ভাবে কাটিল যে, সে দুঃখের বর্ণনা করিতে আমার সাধ্য নাই। দুঃখ করিতে করিতে শেষে দ্রৌপদী রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন,

"আজ যদি সেই পামরকে সংহার করা না হয়, তবে আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।"

যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে শান্ত না হইয়া বলিলেন,

"শুনিয়াছি, অশ্বত্থামা মাথায় একটা মণি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সেই মণি এখনও তাঁহার মাথায় আছে। ঐ দুরাত্মার প্রাণ বধপূর্ব্বক আমাকে সেই মণি আনিয়া দিতে পারিলে, আমি তাহা তোমার মাথায় পরাইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইতে পারি।"

তারপর তিনি ভীমকে বলিলেন যে, "অশ্বত্থামাকে মারিয়া এই মণি আনিয়া দিতে হইবে।" একথা বলামাত্রই ভীম নকুলকে সারথি করিয়া অশ্বত্থামার খোঁজে বাহির হইলেন। অশ্বত্থামার রথের চাকার দাগ স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল, সুতরাং তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কঠিন কাজ বলিয়াও বোধ হইল না।

কিন্তু ভীমকে অশ্বত্থামার খোঁজে যাইতে দেখিয়া, কৃষ্ণের বড়ই চিন্তা হইল। তিনি জানিতেন যে অশ্বত্থামাকে দ্রোণ ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দিয়াছিলেন। উহা এমনই ভয়ঙ্কর অস্ত্র যে, তাহার বদলে অশ্বত্থামা

কৃষ্ণের চক্র চাহিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। অশ্বত্থামা রাগের ভরে ভীমের উপরে এই অস্ত্র মারিয়া বসিলে, আর তাঁহার রক্ষা থাকিবে না; সুতরাং কৃষ্ণ তখনই, যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া রথে চড়িয়া ভীমের পিছু পিছু ছুটিলেন। ভীমকে পাইতেও তাঁহাদের বেশী সময় লাগিল না। কিন্তু তিনি কি বারণ শুনিবার লোক? তিনি তাঁহাদের নিষেধ না শুনিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। তার পর গঙ্গার ধারে গিয়া, তিনি দেখিলেন যে, অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের কাছে বসিয়া আছেন। অমনি আর কথা বার্ত্তা নাই,—"দাঁড়া বামুন! দাঁড়া!" বলিয়া ভীম তাঁহাকে সেইখানেই আক্রমণ করিতে প্রস্তুত।

অশ্বত্থামা দেখিলেন বড়ই বিপদ। একা ভীম হইলেই রক্ষা নাই, তাহাতে আবার ভীমের পশ্চাতে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, আর যুধিষ্ঠিরকেও দেখা যাইতেছে। কাজেই তিনি তখন প্রাণের ভয়ে ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি, 'পাণ্ডব বংশ নষ্ট হউক!' বলিয়া, সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুঁড়িয়া বসিলেন। তখন সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, "তোমাকে দ্রোণ যে অস্ত্র দিয়াছিলেন, শীঘ্র তাহা ছাড়!"

অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ 'এই অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণ হউক!' বলিয়া তাঁহার অস্ত্র ছাড়িলেন। তখন সেই দুই অস্ত্রের তেজে এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ, উল্কা, বৃষ্টি, আর বজ্রপাত হইতে লাগিল যে, সকলে মনে করিলেন, বুঝি সৃষ্টি আর থাকে না।

নারদ আর ব্যাসদেব, সৃষ্টি রক্ষার জন্য, ঐ দুই অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, অর্জ্জুন এবং অশ্বত্থামাকে বলিলেন, "শীঘ্র তোমাদের অস্ত্র থামাও!" তাঁহাদের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন,

"অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণ করিবার জন্য আমি অস্ত্র ছুঁড়িয়াছিলাম। আমার অস্ত্র থামাইলেই উহার অস্ত্র আমাদিগকে ভস্ম করিবে। অতএব, যাহাতে সকলে রক্ষা পাই, আপনারা তাহা করুন।"

এই বলিয়া অর্জ্জুন তখনই তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন। অতিশয় সত্যবাদী সাধু পুরুষ না হইলে এ অস্ত্র থামাইতে পারে না। মনের ভিতরে কিছুমাত্র মন্দ ভাব লইয়া উহা থামাইতে গেলে, ঐ অস্ত্রে তৎক্ষণাৎ নিজেরই মাথা কাটা যায়। অর্জ্জুন অসাধারণ সাধু পুরুষ ছিলেন, তাই তিনি ইচ্ছামাত্রই তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন।

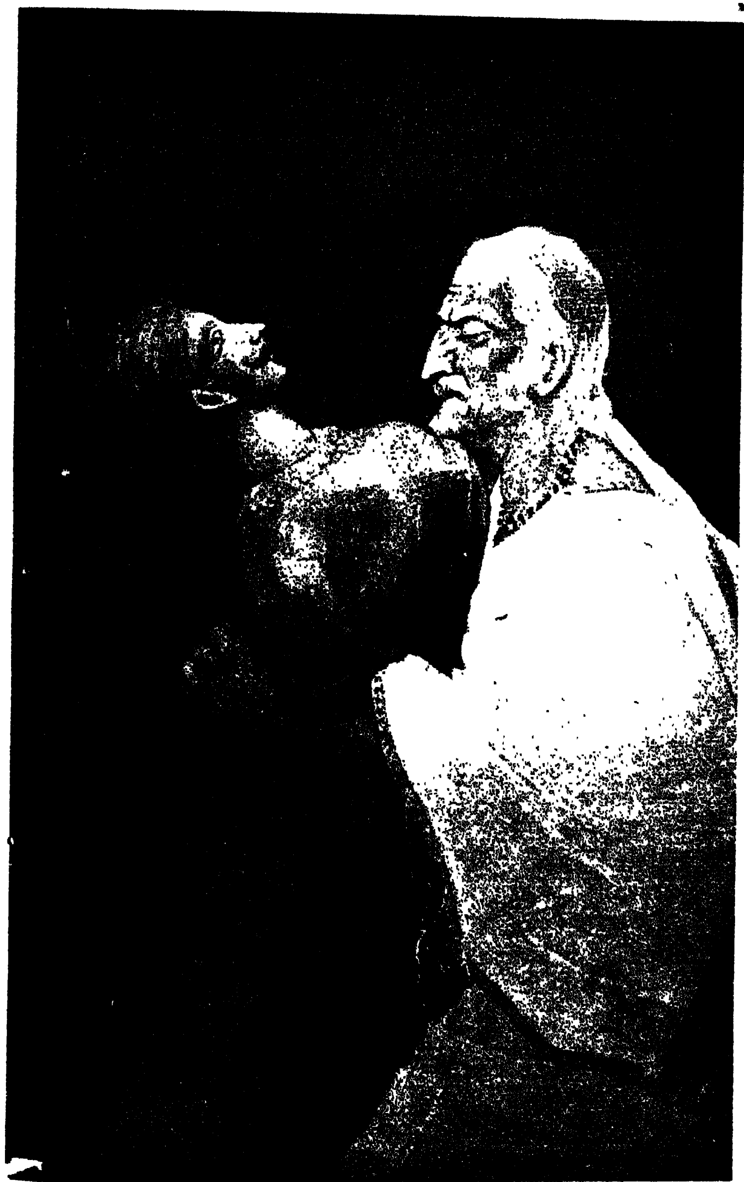
কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহার অস্ত্র থামাইতে না পারিয়া, মুনিদিগকে বলিলেন যে,

"আমি ভীমের ভয়ে অস্ত্র ছাড়িয়াছিলাম, এখন ত আর তাহা থামাইতে পারিতেছি না! বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি; এই অস্ত্র নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে।"

কিন্তু মুনিরা এরূপ অন্যায় কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, "অর্জ্জুন যখন তাঁহার অস্ত্র ফিরাইয়া লইয়াছেন, তখন অশ্বত্থামারও পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করা নিতান্তই উচিত।"

বাস্তবিকই, কেবল পাণ্ডবদেরই ক্ষতি হইবে, অশ্বত্থামার কিছুই হইবে না, এমন হইলে অর্জ্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইতে রাজি হইবেন কেন? অথচ এদিকে অশ্বত্থামা যে অস্ত্র মারিয়া বসিয়াছেন, তাহা থামাইবার সাধ্য তাঁহার না থাকাতে, পাণ্ডবদিগের কিছু ক্ষতি না হইয়া যাইতেছে না। এমন অবস্থায় অশ্বত্থামারও কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত। তাই শেষে এইরূপ স্থির হইল যে, অশ্বত্থামার অস্ত্রে অভিমন্যুর শিশু পুত্রটি মারা যাইবে; আর অশ্বত্থামা তাঁহার মাথার মণিটি পাণ্ডবদিগকে দিবেন।

এইরূপে পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার মাথার মণি আনিয়া দ্রৌপদীকে দিলে, সেই মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় পরাইয়া, এত দুঃখের ভিতরেও তিনি কিঞ্চিৎ সুখ পাইলেন।



আর অভিমন্যুর সেই পুত্রটির কি হইল? শিশুটি তখনও জন্মে নাই, সেই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইল। তাহার জন্মের পর মরা ছেলে দেখিয়া সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। ছেলেটির নাম হইল পরীক্ষিৎ। যুধিষ্ঠিরের পরে এই পরীক্ষিৎ হস্তিনায় ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।

স্ত্রী পর্ব্ব।



আঠার দিনের পর কুরুক্ষেত্রের সেই ভীষণ যুদ্ধের শেষ হইল। আঠার অক্ষৌহিণী লোক এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। এখন সেই সকল যোদ্ধার ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল শোক করিয়া ত আর চলিবে না; যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ প্রভৃতির আয়োজন করা চাই।

একশত পুত্রের শোক কি সহজ কথা? সেই শোক সামলাইয়া উঠিতে ধৃতরাষ্ট্রের বড়ই কষ্ট হইল। ব্যাস বিদুর প্রভৃতি অনেকে বুঝাইয়াও তাঁহাকে সহজে শান্ত করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, অনেক কষ্টে শেষে তিনি কতক স্থির হইলেন, আর পাণ্ডবদের উপরেও তাঁহার রাগ অনেকটা কমিল। ব্যাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "তোমার পুত্রেরা নিতান্ত দুরাচার ছিল। তাহাদের দোষেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে; পাণ্ডবদের ইহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

নারদ বলিলেন, "তোমরা তপোবন হইতে চলিয়া আসিলে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় অতিশয় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না; কুন্তী মাসে একবার আহার করিতেন, সঞ্জয় পাঁচ দিনে একবার আহার করিতেন।"

"এক দিন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী কুন্তীর সঙ্গে বনের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার সময় বনে ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে অতিশয় দুর্ব্বল হওয়ায়, সেই আগুন হইতে কোন মতেই তাঁহাদের পলায়ন করিবার শক্তি হইল না। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন, 'সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। আমরা এই আগুনেই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।'"

"এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তী, পূর্ব্ব মুখী হইয়া ভগবানের চিন্তা আরম্ভ করিলে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ ভস্ম হইয়া গেল।"

"সঞ্জয় অনেক কষ্টে সেই আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া, যখন অন্যান্য তপস্বীদিগের নিকট এই সংবাদ বলিতে আসেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তপস্বীদিগকে এই সংবাদ দিয়া, সঞ্জয় হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আসিবার সময় আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর শরীর দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের স্বর্গ লাভ হইবে। অতএব তাঁহাদের জন্য তোমাদের শোক প্রকাশ করা উচিত নহে।"

হায়, কি কষ্টের কথা! যুধিষ্ঠির এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হস্তিনায় হাহাকার উঠিল। পাণ্ডব-

দিগের মনে হইতে লাগিল যে, "গুরুজনেরা যখন এইরূপে পুড়িয়া মারিলেন, তখন আমাদের রাজ্য, ধর্ম্ম, বীরত্ব সকলই বৃথা।"

নারদ তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া শান্ত করিলে, সকলে গঙ্গাতীরে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলেন।

বনবাসে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী আর গান্ধারীর তিন বৎসর কাটিয়াছিল।

তারপর শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে, সঞ্জয় আর বিদুর আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "মহারাজ, এখন শ্রাদ্ধাদির সময় উপস্থিত। শোক করিয়া সে সকল কার্য্যে অবহেলা করিবেন না।"

তখন ধৃতরাষ্ট্র, পরিবারের স্ত্রী পুরুষ সকলকে লইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিলেন। যখন ঘরের বধূরা বিধবার বেশে পথে বাহির হইলেন, তখন পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাঁহাদের দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইল।

এদিকে পাণ্ডবেরাও, কৃষ্ণ সাত্যকি আর দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া-কুরুক্ষেত্রের দিকে আসিতেছিলেন। কিছু দূর আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইবামাত্র কৌরব স্ত্রীলোকদিগের দুঃখ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল; কেননা, পাণ্ডবেরাই এই দুঃখের কারণ।

পাণ্ডবেরা একে একে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া, নিজ নিজ নাম বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিরক্ত ভাবে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও তাঁহার সহিত দু একটি কথা কহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীম কোথায়?" তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল যে, ভীমকে পাইলে তিনি তাঁহাকে বধ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার এরূপ অভিসন্ধির কথা কৃষ্ণ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেও ভুলেন নাই। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, তিনি একটা লোহার ভীম আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সেই লোহার মূর্ত্তিটাকে আলিঙ্গন করিবার ছলে, ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে এমনি চাপিয়া দিলেন যে, তাহা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল! ধৃতরাষ্ট্রের গায়ে লক্ষ হাতীর জোর ছিল, সুতরাং তিনি যে লোহার ভীম চূর্ণ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আসল ভীমকে পাইলে না জানি তিনি তাঁহার কিরূপ দশা করিতেন।

যাহা হউক, লোহার ভীম চূর্ণ করা লক্ষ হাতীর জোরের পক্ষেও

সহজ কথা নহে; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র সে কাজ শেষ করিয়াই, রক্ত বমি করিতে করিতে পড়িয়া গেলেন!

এদিকে ভীমের যথেষ্ট সাজা হইয়াছে মনে করিয়া, তাঁহার রাগ চলিয়া গেল; তখন আবার তিনি "হা ভীম! হা ভীম" বলিয়া কাঁদিতেও ক্রটি করিলেন না।

তাহাতে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ! দুঃখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই! ওটা লোহার ভীম, যথার্থ ভীম নহে। ভীমকে বধ করিতে যাওয়া আপনার উচিত হয় নাই। দেখুন, যুদ্ধ বারণ করিতে অশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তথাপি আপনার পুত্রেরা তাহাতে ক্ষান্ত হন নাই; তাহার ফলেই এখন তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং ভীমকে তাহার জন্য দোষী করেন কেন?"

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "কৃষ্ণ! তোমার কথাই সত্য। শোকে বুদ্ধিনাশ হওয়াতেই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম" এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীম, অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের চেয়ে, গান্ধারীর কথা ভাবিয়াই, পাণ্ডবদিগের মনে অধিক ভয় হইয়াছিল। গান্ধারী সামান্যা স্ত্রীলোক ছিলেন না। জীবনে কখনও তিনি একটি অধর্ম্মের কাজ করেন নাই, বা একটি অধর্ম্মের কথা মুখে আনেন নাই। অন্ধ স্বামীর দুঃখে তিনি এতই দুঃখিত ছিলেন যে, বিবাহের সময় অবধিই তিনি নিজের চক্ষু মোটা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন। সে বাঁধন তাঁহার চিরজীবন এক ভাবে ছিল। যুদ্ধের সময় যখন দুর্য্যোধনেরা জয়লাভের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাহিতে আসিলেন, তখন গান্ধারী তাঁহাদের মা হইয়াও, এ কথা মুখে আনিতে পারিলেন না যে, 'তোমাদের জয় হউক!' তিনি বলিলেন, 'ধর্ম্মের জয় হউক!'

সেই দেবতার ন্যায় তেজস্বিনী ধার্ম্মিকা রমণীর ক্রোধের কথা ভাবিয়াই, পাণ্ডবেরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। আর ক্রোধও তাঁহার খুব হইয়াছিল। সেই ক্রোধের দরুণ পাছে তিনি পাণ্ডবদিগকে শাপ দেন, এই ভয়ে ব্যাসদেব পূর্ব্বেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে,

"মা! তুমিই বলিয়াছিলে, 'ধর্ম্মের জয় হউক,' সেই ধর্ম্মের জয় হইয়াছে। তোমার যে অসাধারণ ক্ষমাগুণ, তাহাই ধর্ম্ম; আর এখন যে ক্রোধ করিতেছ, তাহা অধর্ম্ম। মা! ধর্ম্মের উপর যেন অধর্ম্মের জয় না হয়।"

ইহার উত্তরে গান্ধারি বলেন, "ভগবন্! পাণ্ডবদিগের উপরে আমার ক্রোধ নাই। উহাদের বিনাশও আমি চাহি না। কিন্তু ভীম যে অন্যায়পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে মারিয়াছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

তাই ভীম গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইয়া, ভয়ে ভয়ে, বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মা! আমার অপরাধ হইয়াছে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! ভাবিয়া দেখুন, আপনার পুত্রেরা আমাদিগের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছিল!"

গান্ধারী বলিলেন, "বাছা! আমাদের একশত পুত্রের মধ্যে যাহার কিছু কম অপরাধ, এমন একটিকেও যদি জীবিত রাখিতে, তাহা হইলেও সে এই দুই অন্ধের নড়ি স্বরূপ হইতে পারিত। এখন আমাদের পুত্র নাই, কাজেই তুমি আমাদের পুত্রের মতন হইলে!"

তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আসিয়া যোড় হাতে বলিলেন, "দেবি! আমিই আপনাদের দুঃখের মূল। আমি অতি নরাধম; আমাকে শাপ দিন।"

গান্ধারী এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি-

লেন। সেই সময়ে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায় ধরিতে গেলে, গান্ধারী তাঁহার চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিরের আঙ্গুলের নখ দেখিতে পান। তদবধি যুধিষ্ঠিরের নখ মরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন, সহদেব এবং নকুল ভয়ে আর তাঁহার নিকট আসিলেন না। তখন গান্ধারী তাঁহাদিগকে ডাকিয়া, স্নেহের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

তারপর পাণ্ডবেরা কুন্তীর নিকটে গেলেন। এত দুঃখ কষ্টের পর তাঁহাদিগকে পাইয়া, আর তাঁহাদের শরীর অস্ত্রের ঘায় ক্ষত বিক্ষত, এবং দ্রৌপদীকে পুত্র শোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া, না জানি কুন্তীর কতই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেই কষ্টের দিকে মন না দিয়া, তিনি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

তারপর সকলে মিলিয়া সেখান হইতে রণস্থলে গেলেন। তখন নিজ নিজ আত্মীয়দিগের মৃত শরীর দেখিয়া তাঁহাদের যে অসহ্য দুঃখ হইল, তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া খালি তোমাদিগকে কষ্ট দেওয়া ভিন্ন কোন ফল দেখি না। সেই সকল মৃত শরীর পোড়ানই হইল তখনকার প্রথম কাজ। বহুমূল্য কাষ্ঠ, ঘৃত, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা অসংখ্য চিতা প্রস্তুত করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সেই কাজ শেষ করা হইলে, সকলে স্নান ও জলাঞ্জলি (অর্থাৎ যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশে অঞ্জলি ভরিয়া জল) দিবার জন্য গঙ্গার ধারে আসিলেন।

এই সময় কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিলেন,

"বাছা সকল! কর্ণের জন্য জলাঞ্জলি দাও, সে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল।"

হায়! চিরকাল কর্ণের সহিত সাংঘাতিক শত্রুতা করিয়া, তাঁহাকে আহ্লাদপূর্ব্বক বধ করার পর, ইহা কি নিদারুণ সংবাদ! সে সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরপুরুষেরাও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুন্তীকে বলিলেন,

"মা! তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা গোপন করিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছ। আমরা তাঁহাকে বধ করিয়াছি, একথা মনে করিয়া এখন বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! একথা আগে বলিলে কি আর এই ঘোরতর যুদ্ধ হইত?"

শান্তি পর্ব্ব



যখন হইতে যুধিষ্ঠির এ কথা জানিতে পারিলেন যে, কর্ণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভাই, সেই অবধি তাঁহার শোকে, এবং না জানিয়া তাঁহাকে বধ করার জন্য, দুঃখ আর অনুতাপে, তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। যে রাজ্যের জন্য এমন ঘটনা হইয়াছে, তাহার প্রতি তাঁহার এমনই ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে, আর কিছুতেই সে রাজ্য ভোগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাইদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্য করিতে ইচ্ছা নাই, রাজ্য ছাড়িয়া বনে গিয়া আমি তপস্যা করিব।

এ কথায় সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে রাজ্যের জন্য এত ক্লেশ, এত রক্তপাত, সে রাজ্য লাভ করিয়া, কোন্ রাজা তাহা পালন এবং রক্ষা করিতে অবহেলা করিতে পারে? বনে যাওয়াই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে এত কাণ্ড করার প্রয়োজন কি ছিল? না হয় এই রাজ্য দ্বারা দান যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কাজই হউক না; ইহা ছাড়িয়া দিলে কি প্রশংসার কাজ হইবে?

এইরূপ করিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী সকলে মিলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কত বুঝাইলেন; দেবস্থান, নারদ, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণও কত উপদেশ দিলেন; কিন্তু কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি আসিল না। তিনি বিনীত ভাবে ব্যাসকে বলিলেন,

"ভগবন্! ধর্ম্মের কথা আমাকে আরো ভাল করিয়া বলুন। কিরূপে একজন লোকে রাজ্যও করিতে পারে, আর ধর্ম্মও করিতে পারে, একথা না বুঝিতে পারিয়া আমার মনে বড়ই চিন্তা হইতেছে।"

তখন ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন যে, "যদি ভাল করিয়া ধর্ম্মের কথা শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাও। তিনি তোমার সংশয় দূর করিবেন। তিনি প্রাণত্যাগ না করিতে করিতে শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও।"

কৃষ্ণও বলিলেন, "মহারাজ! অতিশয় শোক করা আপনার মত লোকের উচিত নহে। মহর্ষি ব্যাস যাহা বলিলেন, আপনি তাহাই করুন!"

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে সকলে নগরের বাহিরেই বাস করিতেছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের হস্তিনায় প্রবেশ হয় নাই। ব্যাস এবং কৃষ্ণের উপদেশে, এবং ভীষ্মের কথা শুনিবার আশায়, মনে কতকটা শান্তি লাভ করাতে, এখন যুধিষ্ঠির হস্তিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন যোলটি সুন্দর সুসজ্জিত শ্বেতবর্ণের বলদে টানা শাদা রথে যুধিষ্ঠিরকে চড়াইয়া, অর্জ্জুন তাঁহার মাথায় নির্ম্মল শাদা ছাতা ধরিলেন, নকুল, সহদেব ধব্‌ধবে শাদা চামর লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন, ভীম রাশ হাতে লইয়া সেই রথের সারথি হইলেন। কৃষ্ণ শ্বেতবর্ণের রথে চড়িয়া সঙ্গে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলে, কেহ পাল্কীতে, কেহ রথে চড়িয়া, তাঁহাদের পিছু পিছু আসিতে লাগিলেন।

নগরের লোকদিগের তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা যত্নের সহিত রাজপথ এবং বাড়ী ঘর সাজাইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। লোক জনের জয় জয় শব্দ দুন্দুভি আর শঙ্খের ধ্বনির সহিত ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদের সুর মিশিয়া, সে সময়ে এমনই একটি সুখের ব্যাপার হইয়াছিল যে, তাহার তুলনা দেওয়া অসম্ভব।

ইহার মধ্যে চার্ব্বাক নামক এক দুরাত্মা রাক্ষস, ভিক্ষুকের বেশে আসিয়া, বড়ই রস ভঙ্গ করিয়া দিল। হতভাগা দুর্যোধনের বন্ধু, পাণ্ডবদিগের অনিষ্টের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, ইহার মধ্যে দুষ্ট আসিয়া বলে কি যে,

"মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা জ্ঞাতি বধের জন্য আপনাকে দুষ্ট রাজা বলিয়া গালি দিতেছেন। আপনার বাঁচিয়া থাকায় কোন প্রয়োজন নাই, আপনার মৃত্যু হইলেই ভাল হয়!"

একথা শুনিয়া রাগে ব্রাহ্মণগণ অনেকক্ষণ পর্যান্ত কথা কহিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠির বলিলেন যে,

"হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা দয়া করিয়া আমাকে গালি দিবেন না; আমি অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিব।"

তখন ব্রাহ্মণেরা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমরা আপনাকে গালি দেই নাই! আপনার মঙ্গল হউক! এই দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু, চার্ব্বাক নামক রাক্ষস। দুর্যোধনের বন্ধু বলিয়াই দুষ্ট আপনাকে গালি দিয়াছে; আমরা কিছুই বলি নাই। আপনি কোন ভয় করিবেন না!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা এমনই রাগের সহিত চার্ব্বাকের দিকে তাকাইলেন যে, তাহাতেই সেই দুরাত্মার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তারপর বিধিমতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হইয়া গেল, তিনি উপযুক্ত লোকদিগের হাতে রাজ্যের কাজ বাঁটিয়া দিলেন। ভীম হইলেন

যুবরাজ। বিদুর হইলেন মন্ত্রী। সঞ্জয় হইলেন আয় ব্যয়ের পরীক্ষক; নকুলের কাজ হইল সৈন্য দেখা; অর্জ্জুনের কাজ শত্রু ও দুষ্ট লোক শাসন করা। সহদেব হইলেন শরীর রক্ষক। আর ধৌম্য হইলেন দেব সেবা প্রভৃতির কর্ত্তা। সকলের উপরেই এই আদেশ রহিল যে, 'ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আজ্ঞা দেন, তাহারই মতে কাজ করিতে হইবে।'

এইরূপে রাজ্যের কাজের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া, যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই শরশয্যার দিন হইতে, ভীষ্ম সেই ভাবেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকিয়া, সূর্য্যের উত্তরায়ণের (অর্থাৎ আকাশের উত্তর ভাগে যাওয়ার) জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই সেই মহাপুরুষের দেহত্যাগের সময় হইবে। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, কৃপ, সঞ্জয় প্রভৃতি রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই মহাবীরের মৃত্যু শয্যার চারিধারে মুনি ঋষিগণ ঘিরিয়া বসাতে, সে স্থানের এক আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। দূর হইতে তাহা দেখিয়াই, সকলে রথ হইতে নামিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন কৃষ্ণ ভীষ্মের নিকটে গিয়া, বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,

"হে কুরুপিতামহ! আপনার তুল্য মহৎ লোক এই পৃথিবীতে কেহই নাই; ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই আপনার জানা আছে। রাজা যুধিষ্ঠির শোকে অতিশয় কাতর, হইয়াছেন; এ সময়ে আপনি দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলে, তাঁহার শান্তিলাভ হইতে পারে।"

যুধিষ্ঠির লজ্জায় ভীষ্মের নিকটে গিয়া কথা বলিতে সাহস পান নাই। কিন্তু ভীষ্মের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কিছুমাত্র রাগ ছিল না। যুধিষ্ঠিরের লজ্জার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে,

"যুধিষ্ঠির ত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই পালন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।"

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকটে আসিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন। ভীষ্ম তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া (অর্থাৎ মাথা শুঁকিয়া—ইহা এক রকম চুমো খাওয়া) বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই; মন খুলিয়া আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কর।"

এই সময় কৃষ্ণ ভীষ্মের সকল জ্বালা যন্ত্রণা এবং দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিলেন।

তারপর বহুদিন পর্য্যন্ত, যুধিষ্ঠির প্রত্যহ সেই মহাপুরুষের নিকট আসিয়া, যে সকল অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন, তোমরা বড় হইয়া তাহার কথা পড়িবে। এমন উপদেশ কি যে সে দিতে পারে? তাই যুধিষ্ঠির উপদেশ লইতে আসিলে নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "এই মহাত্মা ধর্ম্মের সকল সংবাদ জানেন; ইনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা শুনিয়া লও।"

অনুশাসন পর্ব্ব।



শেষ প্রকার উপদেশের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া ভীষ্মদেব চুপ করিলে, চারিদিকের লোকেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছবির ন্যায় স্থির এবং নিঃশব্দ হইয়া রহিল। তার পর যুধিষ্ঠির, তাঁহার পায়ের ধূলা ও আশী-র্ব্বাদ লইয়া, হস্তিনায় ফিরি-লেন। বিদায় কালে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন,

"সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে আবার আমার নিকট আসিও।"

তারপর কিছু দিন গেলে, যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ আসিয়াছে; ইহাই সূর্য্যের উত্তরায়ণের সময়, এই সময়েই ভীষ্ম-দেবের স্বর্গারোহণ করিবার কথা।

সুতরাং তিনি অবিলম্বে পুরোহিত, পুরজন এবং অন্যান্য সকলকে সঙ্গে লইয়া, রত্ন, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, রেশমি কাপড়, চন্দন প্রভৃতি দ্রব্য সহ কুরুক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, বিদুর, সাত্যকি প্রভৃতিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

ভীষ্মদেবের শরশয্যার চারিধারে, ব্যাস, নারদ প্রভৃতি মুনিরা ও নানা দেশের রাজাগণ বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "তোমরা আসাতে আমি বড় সুখী হইলাম। এই শরশয্যায় আমার আটান্ন দিন কাটিয়াছে; এখন মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ উপস্থিত।"

তারপর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "ধর্ম্মের কথা তোমার অজানা নাই; সুতরাং আর শোক করিও না। এখন তুমি পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন কর।"

কৃষ্ণকে তিনি বলিলেন যে, "এখন আমার দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি যেন ইহার পর স্বর্গে যাইতে পারি।"

তারপর সকলের প্রতি তাঁহার শেষ কথা এই হইল যে, "তোমরা অনুমতি কর, আমি দেহ ত্যাগ করি। তোমাদের বুদ্ধি যেন কদাপি সত্যকে পরিত্যাগ না করে; সত্যের তুল্য আর বল নাই।"

তারপর সেই মহাপুরুষ মৌনাবলম্বন (চুপ) করিয়া দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলে শর সকল একে একে তাঁহার শরীর হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দেহে একটি শরের দাগ পর্য্যন্ত রহিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার উজ্জ্বল আত্মা, তাঁহার মস্তক হইতে উঠিয়া স্বর্গের দিকে যাত্রা করিবা মাত্র, দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি এবং দুন্দুভি বাদ্য আরম্ভ করিলেন।

এমন মহাত্মার জন্য কি আর শোক করিতে হয়? বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতিরা তাঁহাকে মহামূল্য রেশমী বস্ত্র পরাইয়া, তাঁহার উপরে উৎকৃষ্ট ছত্র ধরিয়া ও মাথায় পাগড়ি পরাইয়া, চামর দোলাইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা তালের পাখা হাতে চারিদিকে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে সুমিষ্ট স্বরে সাম গান আরম্ভ হইয়াছে, চন্দন কাঠের চিতাও প্রস্তুত। সেই চিতার আগুনে ভীষ্মের দেহ শেষ করিয়া, এবং তাহার উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিয়া, সকলে সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

আশ্বমেধিক পর্ব্ব।



রাজ্য লাভের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রথম বড় কাজ হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরের মন হইতে শোক কিছুতেই একেবারে দূর হইতেছে না দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে এই মহা যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা অতি বৃহৎ এবং অতি কঠিন ব্যাপার; অল্প ধন লইয়া কিছুতেই ইহাতে হাত দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির এ যজ্ঞ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াও, ইহা আরম্ভ করিতে ভয় পাইলেন।

ধন রত্ন যাহা কিছু ছিল, যুদ্ধে তাহার প্রায় সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত ধন কোথায় পাওয়া যাইবে? যুধিষ্ঠিরের এইরূপ চিন্তা দেখিয়া, ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন,

"বৎস, তুমি চিন্তা করিও না; ধন সহজেই পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে এত অধিক সুবর্ণ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহিতে না পারিয়া,

সেখানেই ফেলিয়া আসেন। সেই সুবর্ণ এখনও তথায় রহিয়াছে; তাহা আনিলে অনায়াসে তোমার যজ্ঞ হইতে পারে।”

এ কথায় যুধিষ্ঠির যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, সেই ধন আনিয়া যজ্ঞ করার বিষয়ে অমাত্যদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই বলিলেন যে, 'ব্যাস দেবের পরামর্শ অতি উত্তম।' সুতরাং অবিলম্বে, সেই মরুত্ত রাজার যজ্ঞের সোণা আনিবার জন্য হিমালয়ে যাওয়ার আয়োজন হইল। সেখানে গিয়া সেই সোণা খুঁজিয়া বাহির করিতেও বিশেষ ক্লেশ হইল না।

সেকালের লোকে এত ধন কোথায় পাইত? আর না জানি তাহারা কিরূপ মহাশয় লোক ছিল যে, এত ধন দান করিত! মরুত্ত রাজার যজ্ঞের সেই সোণা আনিতে, ষাট লক্ষ উট, এক কোটি বিশ লক্ষ ঘোড়া, দুই লক্ষ হাতী, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ গাড়ী লাগিয়াছিল। আর মানুষ আর গাধা যে কত লাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। এতগুলিতেও কি সে ধন সহজে আনিতে পারিয়াছিল? তাহারা সেই সোণার ভারে বাঁকা হইয়া, দিন দুই ক্রোশের অধিক পথ চলিতে পারে নাই!

এত ধন যে যজ্ঞে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা কত বড় যজ্ঞ, সহজেই বুঝা যায়। একটি বেশ বড় জায়গা খাঁটি সোণা দিয়া মুড়িয়া, তাহার উপর যজ্ঞের ঘর বাড়ী প্রস্তুত হইল। জমিটি যেমন, ঘর বাড়ীও অবশ্য তাহার উপযুক্তই হইয়াছিল। এ দিকে অর্জ্জুন, ইহার অনেক পূর্ব্বেই, গাণ্ডীব হাতে, একটি সুন্দর ঘোড়ার পিছু পিছু, পৃথিবীর সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, ঘোড়া ফিরিয়া আসিবে। ইহার মধ্যে কাহাকেও সেই ঘোড়া আটকাইতে দেওয়া হইবে না। আর, অর্জ্জুন যখন উহার রক্ষক হইয়া গিয়াছেন, তখন ঘোড়া যে কেহ আটকাইয়া রাখিবে, তাহারও ভয় নাই।

অর্জ্জুন যাত্রা করিবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, "যাহারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্র পৌত্রদিগকে বধ করিও না।" এই আজ্ঞা পালন করিতে অর্জ্জুন বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তাহার জন্য তাঁহাকে অনেক কষ্টও পাইতে হইল। কুরুক্ষেত্রে কত রাজাই পাণ্ডবদিগের হাতে মারা গিয়াছে; তাহাদের দেশে গেলেই, তাহাদের পুত্র পৌত্র আর দেশের লোকেরা ক্ষেপিয়া অর্জ্জুনকে মারিতে আইসে। তিনি ভাল করিয়া তাহাদিগকে বাণ মারেন না, পাছে বেচারারা মরিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে তাহারা মনে করে, বুঝি তিনি ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন না; কাজেই তাহারা খুব উৎসাহের সহিত বাণ মারিয়া তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করে। তখন কাজেই তিনি তাহাদের দু চার জনকে না মারিয়া পারেন না। তারপর তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া তাঁহার নিকট হাত যোড় করিতে থাকে।

ত্রিগর্ত্ত দেশে সুশর্ম্মার পুত্র ধৃতবর্ম্মার সহিত এইরূপ হইল। প্রাগ্জ্যোতিষে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত এইরূপ হইল। সিন্ধুদেশে জয়দ্রথের আত্মীয়গণও এইরূপ আরম্ভ করিল। তাহাদের অত্যাচার অতিরিক্ত হওয়াতে শেষে যখন তিনি তাহাদের মাথা কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই!

এমন সময় জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা, তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে কোলে করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে অর্জ্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুঃশলা ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা, সুতরাং অর্জ্জুনের ভগিনী। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অর্জ্জুন গাণ্ডীব ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ভগিনি! তোমার কি কাজ করিব, বল।"

একথার উত্তরে দুঃশলা যাহা বলিলেন, তাহাতে অর্জ্জুনের মনে বড়ই ক্লেশ হইল। জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইয়াছিল। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুরথ, পিতার শোকে নিতান্তই কাতর,

হইয়া পড়েন। ইহার উপরে যখন তিনি শুনিলেন যে, অর্জ্জুন যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন দুঃখিনী বিধবা দুঃশলা, পতি পুত্রের শোকে অস্থির হইয়া, পৌত্রটিকে আনিয়া অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, যদি তাহাকে দেখিয়া অর্জ্জুনের দয়া হয়।

ছেলেটি যখন মাথা হেট করিয়া কাতর ভাবে অর্জ্জুনকে প্রণাম করিল, তখন আর তিনি চক্ষের জল না রাখিতে পারিয়া বলিলেন,

"ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মকে ধিক্! এই ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়াই বন্ধু বান্ধবদিগকে বধ করিয়াছি।"

এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে আদর ও মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলেন।

মণিপুরের রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন সেই চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন মণিপুরের রাজা। ঘোড়া যখন মণিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বভ্রুবাহন তাঁহার পিতা আসিয়াছেন একথা শুনিতে পাইয়াই পাত্র মিত্রসমেত, অতিশয় বিনীত ভাবে, অর্জ্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু অর্জ্জুন ইহাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বভ্রুবাহনকে বলিলেন,

"আমি আসিলাম যুদ্ধ করিতে, আর তুমি হাত যোড় করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে! ইহা কখনই ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে, ইহা কাপুরুষের কাজ। তোমাকে ধিক্! তোমার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কি?"

একথায় বভ্রুবাহন অতিশয় দুঃখিত হইয়া মাথা হেট করিয়া রহিলেন। এমন সময়, সেই যে উলূপী নাম্নী নাগ কন্যার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি আসিয়া বভ্রুবাহনকে বলিলেন,

"বাছা! আমি তোমার বিমাতা উলূপী। তোমার পিতা যখন যুদ্ধের বেশে আসিয়াছেন, তখন ইঁহার সহিত যুদ্ধ করাই তোমার উচিত। তাহা হইলে ইনি সন্তুষ্ট হইবেন।"

তখন বভ্রুবাহন, সিপাহী সৈন্য সমেত রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন করিয়া, যেই যোদ্ধাদিগকে বলিলেন, "ধর ত ঘোড়া!" অমনি তাহারা গিয়া ঘোড়া আটকাইয়া ফেলিল। ইহাতে অর্জ্জুনও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অতি অল্পক্ষণের ভিতরেই বভ্রুবাহনের বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান হইতে হইল।

জ্ঞান হইলে অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে বলিলেন, "বাঃ! এইত চাই! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম! আচ্ছা এখন আমি মারি, স্থির হইয়া সামলাও ত!"

তারপর অর্জ্জুন অসংখ্য নারাচ ছুঁড়িয়া মারিলে, বভ্রুবাহন তাহার সকলগুলি কাটিলেন। কিন্তু তাহার পরের ভয়ঙ্কর বাণগুলি আট-কাইতে না পারায়, তাঁহার রথের ধ্বজ আর ঘোড়া কাটা গেল। তখন তিনি রথ হইতে নামিয়া এমনই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া অর্জ্জুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এমন সময় বভ্রুবাহন কি যে একটা বাণ মারিলেন, সে বাণের আঘাতে অর্জ্জুনকে একেবারে মড়ার মতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতে হইল। বভ্রুবাহনও তাহা দেখিয়া দুঃখে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

হঠাৎ এইরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিয়া উলূপীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বলিলেন যে, "উলূপী! তোমার দোষেই এই বিপদ উপস্থিত হইল।" বভ্রু-বাহনও সেই সময়ে জ্ঞানলাভ করিয়া, উলূপীকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলি-লেন যে, "পিতাকে মারিয়াছি, সুতরাং আমিও এখনি প্রাণত্যাগ করিব। তাহা হইলে হয় ত তুমি সন্তুষ্ট হইবে।"

উলূপী যথাসাধ্য ইঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া, তখনই নাগলোক হইতে সঞ্জীবনী মণি আনাইলেন। সে মণির কি আশ্চর্য্য গুণ! উহা অর্জ্জুনের বুকে ছোঁয়াইবামাত্র, তিনি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিলেন, যেন এইমাত্র তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল।

তারপর অবশ্য খুব সুখের অবস্থাই হইল। আর তখন একথাও জানা গেল যে, উলূপী অতি মহৎ উদ্দেশে এই ঘটনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। শিখণ্ডীকে সহায় করিয়া ভীষ্মকে বধ করাতে, অর্জ্জুনের যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছিল। সেই অপরাধে বসুগণ এবং গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত হন। উলূপী সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি, অর্জ্জুনকে ক্ষমা করিবার জন্য, নিজের পিতার সাহায্যে সেই দেবতাদিগকে অতিশয় মিনতি করায়, তাঁহারা বলেন যে "বভ্রুবাহন যদি অর্জ্জুনকে বধ করেন, তবে তাঁহার শাপ কাটিয়া যাইবে।" এই জন্যই উলূপী বভ্রুবাহনকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। তিনি জানিতেন যে, অর্জ্জুনকে বাঁচাইবার ঔষধ তাঁহার ঘরে আছে। এ সকল কথা জানিতে পারিয়া সকলেই যে উলূপীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তারপর বভ্রুবাহন, চিত্রাঙ্গদা, আর উলূপীকে যজ্ঞে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া, অর্জ্জুন আবার সেখান হইতে যাত্রা করিলেন।

মগধে জরাসন্ধের নাতি মেঘসন্ধিও. অন্যান্য অনেক মূর্খের ন্যায়, মনে করিয়াছিলেন যে, অর্জ্জুনের চেয়ে তিনি নিজে বেশী যুদ্ধ করিতে পারেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করিয়া যতই তাঁহাকে বাঁচাইয়া বাণ মারিতে যান, ততই তাহার আরো সাহস বাড়িয়া যায়। শেষে, অবোধের যে দশা সচরাচর হয়. তাঁহারও তাহাই হইল,—তিনি অস্ত্র শস্ত্র শেষ করিয়া অপ্রস্তুত। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন,

"তুমি ছেলে মানুষ হইয়া বেশ যুদ্ধ করিয়াছ, এখন ঘরে যাও! আমি তোমাকে বধ করিব না।"

তাহাতে মেঘসন্ধি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি পরাজিত হইয়াছি। এখন অনুমতি করুন, কি করিব।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দেখিতে যাইবে।"

এই বলিয়া অর্জ্জুন সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

গান্ধার দেশে শকুনির পুত্রও প্রথমে ভারি তেজ দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন দয়া করিয়া, তাঁহার মাথা না কাটিয়া, পাগড়িটি উড়াইয়া দিলে, তাঁহার চৈতন্য হইল।

এইরূপে এক বৎসর কাল ঘোড়াটিকে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইয়া, তাহাকে হস্তিনায় ফিরাইয়া আনিলে, সেই ঘোড়ার মাংস দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। সেরূপ যজ্ঞ আর তাহার পরে কখনও হয় নাই। এমন কোন আত্মীয় স্বজন, এমন কোন রাজা রাজড়া, এমন কোন মুনি ঋষি বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না, যিনি সেই যজ্ঞে না আসিয়াছিলেন।

আর ভোজনের বিষয় কি বলিব? অন্নের পর্ব্বত, ঘৃত দধির নদী, আর মিঠাই মণ্ডা কি পরিমাণ, তাহা বলিতে পারি না। হাজার হাজার লোক মণি, কুণ্ডল, আর সুবর্ণ মালো সুসজ্জিত হইয়া সেই সকল সুমধুর খাদ্য পরিবেষণ করিয়াছিল। এক এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ হইলে, এক একবার দুন্দুভি বাজিত। এইরূপে যজ্ঞের কয়দিন দিনের মধ্যে কত শত বার যে দুন্দুভি বাজিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এইরূপ সমারোহে সেই মহাযজ্ঞ শেষ হইল। এই যজ্ঞে একটি অদ্ভুত ঘটনা হয়। যজ্ঞ শেষে সকলেই যুধিষ্ঠিরের অতিশয় সুখ্যাতি করিতেছেন, এমন সময় একটি আশ্চর্য্য নেউল সেখানে আসিয়া

উপস্থিত হইল। উহার চক্ষু দুটি নীল ; মাথা আর শরীরের এক পাশ সোণার। নেউল আসিয়া ঠিক মানুষের মতন করিয়া বলিতে লাগিল যে, "হে রাজা মহাশয়গণ! উঞ্ছবৃত্তি নামক ব্রাহ্মণ যে ছাতু দান করিয়াছিলেন, সে কাজ আপনাদের এই যজ্ঞের চেয়ে অনেক বড়!"

একথায় সকলে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি এমন কি দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ যে, এই যজ্ঞকে তাহা অপেক্ষা কম মনে করিলে?"

তাহাতে নেউল বলিল, "আপনারা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। উঞ্ছবৃত্তি নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক পুত্রবধূ ছিল। ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়া নিলে যাহা পড়িয়া থাকে, উঞ্ছবৃত্তি এবং তাঁহার পরিবার সেই শস্য মাত্র আহার করিতেন ; এই রূপে তাঁহাদের দিন যাইত।"

"তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ আসিল, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইল, ব্রাহ্মণের কষ্টও বৃদ্ধি পাইল। তখন কোন দিন অতি কষ্টে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ আহার যুটিত, কোন দিন একেবারেই যুটিত না।"

"এই সময়ে একবার সারা দিন ঘুরিয়া, শেষ বেলায় ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ যব পাইলেন। তাহাতে তাঁহার পরিবারের লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া, সেই যবের ছাতু প্রস্তুত করিল। তারপর সকলে স্নান আহ্নিক করিয়া সেই ছাতু আহারের আয়োজন করিলেন।"

"এমন সময় সেখানে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে আদরের সহিত তাঁহার নিজের ছাতুর ভাগ আহার করিতে দিলেন ; কিন্তু অতিথির তাহাতে তৃপ্তি হইল না।"

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না।"

"তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।"

"তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ তাঁহার নিজের ভাগ আনিয়া অতিথিকে দিলেন।"

"ইহাতে সেই অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে ধার্ম্মিক! ঐ দেখ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে; দেবতারা তোমার স্তব করিতেছেন। এখন তুমি পরম সুখে সপরিবারে স্বর্গে চলিয়া যাও "

"সেই অতিথি ছিলেন স্বয়ং ধর্ম্ম। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র এবং পুত্রবধূ লইয়া তখনই স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর আমি গর্ত্ত হইতে উঠিয়া, সেই অতিথির পাতের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। তাহাতেই, এই দেখুন, আমার অর্দ্ধেক শরীর সোণার হইয়া গিয়াছে!"

"সেই অবধি আমি, আমার অবশিষ্ট শরীর টুকু সোণার করিবার আশায়, যজ্ঞ স্থান দেখিলেই তাহাতে গড়াগড়ি দিয়া থাকি। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া, অনেক আশা করিয়া এখানে আসিয়া গড়াগড়ি দিলাম; কিন্তু আমার শরীর সোণার হইল না! কাজেই বলিতেছি যে, "সেই গরীব ব্রাহ্মণ যে অতিথিকে ছাতু খাওয়াইয়াছিল, তাহা ইহার চেয়ে বড় কাজ।" এই বলিয়া সেই নেউল সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

আশ্রমবাসিক পর্ব্ব



জা হইয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সহিত এমন ভাল ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধনের কথা মনে করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরের উপরে তাঁহাদের রাগ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যুধিষ্ঠিরের গুণের কথা ভাবিয়া, দুর্য্যোধনকেই অতিশয় দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির ইঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার কারতেন অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিও সেইরূপই ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক, ইঁহাদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী যেমন ভক্তি ও ভালবাসা পাইতে লাগিলেন, নিজের পুত্রদিগের নিকটেও তাঁহারা তাহা পান নাই। পোনের বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে পূর্ব্বে যেরূপ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়া আর সকলেই তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ভীম তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। এই জন্য অন্য সকলের ন্যায় তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মান এবং ভালবাসা দেখাইতে পারিতেন না।

ভীমের এই ভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, তিনি গোপনে ধৃতরাষ্ট্রের অসম্মান করিতেও ত্রুটি করিতেন না। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ কষ্টের কারণ হইল, তাহা বুঝিতেই পার।

এই সময়ে ভীম একদিন, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতির অসাক্ষাতে, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনাইয়া, নিজের বন্ধুদিগের নিকট বলিতে-ছিলেন যে,

"আমি আমার এই চন্দন মাখা দুখানি হাত দিয়াই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি।"

একথা শুনিয়া গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া, তখনই নিজের বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন যে,

"হে বন্ধুগণ! আমিই যে এই কুরুবংশ নষ্ট হওয়ার মূল, তাহা তোমরা জান। সকলে যখন আমাকে ভাল কথা কহিয়াছিল, তখন আমি তাহা শুনি নাই। এত দিনে সেই পাপের জন্য নিজেকে সাজা দিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন আমি আর গান্ধারী প্রতিদিন, মৃগচর্ম্ম পরিয়া মাদুরে শয়ন পূর্ব্বক, ভগবানের নাম লই, আর দিনের শেষে অতি অল্পমাত্র আহার করি। একথা জানিলে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়া, কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করি নাই।

তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হউক! তোমার যত্নে এত দিন পরম সুখে কাল কাটাইয়াছি; এখন আমাদিগের পরকালের পথ দেখিবার সময় উপস্থিত। সুতরাং তুমি অনুমতি কর, আমি আর গান্ধারী বনে গিয়া তপস্যা করি।"

একথায় যুধিষ্ঠির অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "জ্যাঠা মহাশয়! আমার তুল্য নরাধম আর কেহই নাই। আপনি না খাইয়া আর মাটিতে শুইয়া এত কষ্টে কাল কাটাইতেছেন, আর আমি আপনার

সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আপনি যদি কষ্ট পান, তবে আমার সুখের কি প্রয়োজন? দুর্য্যোধন আপনার যেমন পুত্র ছিল, আমাদিগকেও সেইরূপ মনে করিবেন। আপনি বনে গেলে, এই রাজ্য লইয়া আমি কিছুমাত্র সুখ পাইব না। আপনি আমাদিগের দিকে চাহিয়া মনকে শান্ত করুন, আমরা আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।"

তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বাবা! বৃদ্ধ কালে বনে গিয়া তপস্যা করাই আমাদের কুলের ধর্ম্ম। সুতরাং আমার তাহা করিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। তুমি এ বিষয়ে আমাকে অনুমতি দাও।"

অনাহারে ধৃতরাষ্ট্রের শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, তিনি এই টুকু বলিতে বলিতেই অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় দুঃখ হইল বটে, কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা, অনেক মিনতি করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইতে পারিলেন না। ইহার উপরে আবার ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সম্মত হইতে বলিলেন। কাজেই শেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র, প্রজাদিগকে ডাকিয়া, বিনীতভাবে তাহাদের নিকট বিদায় লইলেন। তারপর মৃত পুত্র এবং আত্মীয়দিগের কল্যাণের জন্য, অনেক ধন দান করিয়া, বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন, বল্কল এবং মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী, বিদুর ও সঞ্জয়কে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলে, স্ত্রী পুরুষ সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। কুন্তী এবং গান্ধারীর কাঁধে ভর দিয়া ধৃতরাষ্ট্র আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতি সকলেই চলিলেন। সকলেরই চোখে জল, কাহারই মন স্থির রাখিবার শক্তি নাই।

নগরের বাহিরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকলকে বলিলেন, "এখন তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।" এ কথায় অন্য সকলেই ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু বিদুর, সঞ্জয়, এবং কুন্তী আর ঘরে ফিরিলেন না।

কুন্তীকেও বনে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডবদিগের যে কিরূপ দুঃখ হইল, আমার কি সাধ্য যে তাহা লিখিয়া জানাই। তাঁহারা অতি কাতরভাবে তাঁহাকে কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। তখন অগত্যা তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া সকলকে ঘরে ফিরিতে হইল।

এ দিকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর আর সঞ্জয় অনেক দূর পথ চলিয়া, গঙ্গার ধারে এবং সেখানে হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক তপস্বীর আশ্রম ছিল। সেই সকল আশ্রমের নিকটে থাকিয়া, তাঁহারা বল্কল এবং মৃগ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক, ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন গেল।

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, আর কিছুতেই তাঁহারা মন স্থির করিতে পারিলেন না। এমন কি, ইঁহাদের শোকে যুধিষ্ঠিরের রাজ কার্য্য করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং এক দিন তিনি, সকলকে লইয়া, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য বনে যাত্রা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের কাছে আসিয়া, তাঁহারা তপস্বীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগের জ্যাঠা মহাশয় কোথায় ?"

তপস্বীরা বলিলেন, "তিনি যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন। আপনারা এই পথে যান।"

সেই পথে খানিক দূর গিয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী কুন্তী আর সঞ্জয় স্নান করিয়া জলের কলসী হাতে আশ্রমে আসিতেছেন। সহদেব ত কুন্তীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া

কাঁদিতেই লাগিলেন ; অন্য সকলেরও চক্ষে জল আসিল। তখন, তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এবং কুন্তীকে প্রণাম পূর্ব্বক, তাঁহাদের হাত হইতে জলের কলসীগুলি লইলেন।

তারপর তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলে, সেই সময়ের জন্য তাঁহাদের মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তখন ধৃতরাষ্ট্রের বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি হস্তিনাতেই রহিয়াছেন। কিন্তু আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় মাত্র যে রহিয়াছেন, বিদুর কোথায় ? বিদুরকে সেখানে না দেখিতে পাইয়া, যুধিষ্ঠিরের মন তাঁহার জন্য ব্যস্ত হওয়াতে, তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"জ্যাঠা মহাশয় ! বিদুর কাকা কোথায় ?"

একথায় ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বিদুর আহার পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তপস্বীরা গভীর বনের ভিতরে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পান।"

এমন সময় সেই আশ্রমের নিকটেই বিদুরকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহার মাথায় জটা, শরীর কাদামাখা এবং অস্থি চর্ম্ম সার, পরিধানে কিছুই নাই। একটি বার মাত্র তিনি আশ্রমের দিকে তাকাইয়াই, আবার প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিছু পিছু বনের দিকে ছুটিতে ছুটিতে, বলিতে লাগিলেন,

"কাকা ! আমি যে আপনার যুধিষ্ঠির ! আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

তখন সেই নির্জ্জন বনে বিদুর একটি গাছ ধরিয়া দাঁড়াইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আবার বলিলেন,

"আমি আপনার যুধিষ্ঠির, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র, সেই মহাপুরুষের

আত্মা তাঁহার দেহ ছাড়িয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহার দেহটি তেমনি ভাবে গাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বোধ হইল যেন তাঁহার নিজের বল দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ে দৈববাণী হইল যে, "মহারাজ! তুমি ইহার দেহ পোড়াইও না; এবং ইঁহার জন্য শোক করিও না; কেননা, স্বর্গে গিয়া ইনি অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিবেন।"

তখন যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরিয়া এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা সকলকে বলিলেন। বিদুর যে কে, তাহা পরদিন ব্যাসদেব সেখানে আসিলে তাঁহার নিকট জানা গেল। মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মকে মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; তিনিই ছিলেন বিদুর।

সেই সময়ে ব্যাসদেব, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতির মনে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত, অতি আশ্চর্য্য কাজ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যত বীর মারা গিয়াছিলেন, সকলে তখন, ব্যাসের ডাকে, পরলোক হইতে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে তখন সেই আশ্রমে কি আনন্দের ব্যাপার যে হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্যাসের বরে সেই সময়ের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুও ভাল হইয়া গেল। সুতরাং তিনিও তাঁহার পুত্রদিগকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন।

এক মাস কাল ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে থাকিয়া, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা হস্তিনায় ফিরিয়া আসেন। তারপর দুই বৎসর চলিয়া গেলে, একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখিয়া আসিয়াছেন, একথা জানিতে পারিয়া, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন যে,

"ভগবন্! যদি জ্যেঠা মহাশয়, জেঠী মা, মা' এবং সঞ্জয়ের কোন সংবাদ পাইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া তাহা বলুন।"



মৌসল পর্ব।



তারপর আঠার বৎসর চলিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইলে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে; তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, শীঘ্রই একটা বিপদ হইবে।

বিপদ যাহা হইল, তাহা পাণ্ডবদের নহে, যাদবদের (অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের)। এইরূপ একটা বিপদ যে হইবে, তাহা কৃষ্ণ আগেই জানিতেন। কিন্তু এমনই হওয়া আবশ্যক, এই মনে করিয়া তিনি তাহাতে ব্যস্ত হন নাই।

বিপদের কারণ অতি সামান্য। যদুবংশের কয়েকটি ছেলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদকে উপহাস করে। ইহাতে তাঁহাদের এতই রাগ হয় যে, তাঁহারা একটা লোহার মুসলের (মুদ্গরের) কথা বলিয়া সমস্ত যদুবংশকে এই শাপ দেন যে,

"এই মুসলের দ্বারাই, কৃষ্ণ আর বলরাম ভিন্ন, তোদের বংশের সকলে নষ্ট হইবে!"

কৃষ্ণ জানিতেন যে এইরূপ হইবে, এবং হওয়া আবশ্যক, সুতরাং তিনি আর এই বিপদ নিবারণের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল। যাদবদিগের মধ্যে অনেকে মদ খাইত। পাছে এই সকল লোক মাতাল হইয়া একটা কিছু বিপদ উপস্থিত করে, এই জন্য তখন হইতে মদ প্রস্তুত করাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ইহাতে কোথায় লোকের চরিত্র ভাল হইবে, তাহা না হইয়া দেখা গেল যে, তাহারা ক্রমেই বেশী করিয়া পাপ করিতেছে।

এই সময়ে একদিন যাদবেরা সকলে প্রভাস তীর্থে যায়। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া খুব আমোদ প্রমোদ করিবে, সুতরাং তাহার আয়োজন সঙ্গে লইতে ভুলিল না। দুঃখের বিষয় যে, এত নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তাহারা সেই আয়োজনের সঙ্গে মদও লইল। সেই মদে যে কি সর্ব্বনাশ হইল, তাহার কথা শুন।

প্রভাস তীর্থে গিয়া, বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি সকলে কৃষ্ণের সম্মুখেই সুরাপান করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহারা মাতাল হইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? তখন সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে বলিলেন, "তুই বড় নির্দ্দয় লোক! ঘুমের ভিতরে লোককে মারিতে গিয়াছিলি!"

ইহাতে কৃতবর্ম্মা চটিয়া গিয়া বলিলেন, "তুই ত ভুরিশ্রবার মাথা কাটিয়াছিলি! তোর মতন নির্দ্দয় কে আছে?"

এইরূপে কথায় কথায় ঝগড়া আরম্ভ হইয়া, শেষে তাহা এমনি সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল যে, শুনিলে ভয় হয়! সাত্যকি কৃতবর্ম্মার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন; তাহাতে কৃতবর্ম্মার পক্ষের লোকেরা, তাঁহাদের নিজ নিজ থালা হাতেই, সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন আসিয়া সাত্যকির সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, কৃতবর্ম্মার লোকেরা, কৃষ্ণের সম্মুখেই, সাতাকি এবং প্রদ্যুম্নকে মারিয়া ফেলিল। তাহাতে কৃষ্ণ নিকটের শর বন হইতে এক মুষ্টি শর তুলিয়া লইবামাত্র, তাহা একটা মুদ্গর হইয়া গেল! সেই মুদ্গর দিয়া তিনি কৃতবর্ম্মার পক্ষের লোকদিগকে বিনাশ করিলেন।

মুনির শাপের কি ভয়ঙ্কর তেজ! সে সময়ে কেহ একটি মাত্র শর তুলিয়া লইলেও, তাহা বজ্রের মতন হইয়া যাইতে লাগিল। সেই শরের ঘায় কৃষ্ণের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্র, ভাই, নাতি প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, তিনি রাগের ভরে সেখানকার প্রায় সকলকে মারিয়া শেষ করিলেন।

তারপর কৃষ্ণ, বভ্রু এবং দারুক, বলরামকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, তিনি এক গাছের তলায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের নিকট সংবাদ দিবার জন্য, দারুককে হস্তিনায় পাঠাইয়া, বভ্রুকে বলিলেন, "বভ্রু, তুমি শীঘ্র গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা কর!"

কিন্তু বভ্রু বেশী দূর না যাইতেই, এক ব্যাধের মুদ্গর আসিয়া তাঁহার উপরে পড়াতে, তাঁহার মৃত্যু হইল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ, বলরামকে সেইখানে তাঁহার অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিজেই স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

নিজের পিতা বসুদেবের হাতে এই কার্য্যের ভার দিয়া, কৃষ্ণ আবার বলরামের নিকট আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার মুখ হইতে ভয়ঙ্কর এক সাপ বাহির হইতেছে! ঐ সাপের এক হাজার মাথা; উহার শরীর শ্বেতবর্ণ এবং মুখ সকল লাল। বাহির হইয়াই সে সাপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিলে, সমুদ্র, বরুণ, এবং প্রধান প্রধান নাগগণ, তাহার পূজা করিতে করিতে, তাহাকে লইয়া গেলেন। এদিকে বলরামের শরীর অসাড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিল।

কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, বলরাম ঐ সাপের রূপ ধরিয়া নিজের

দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বনের ভিতরে ঘুরিতে ঘুরিতে, তিনি এক জায়গায় শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় জরা নামক এক ব্যাধ, মৃগ মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি এক বাণ মারিল। সেই বাণ তাঁহার পায়ের তলায় বিঁধিয়া গেল। শিকার পড়িয়াছে ভাবিয়া, ব্যাধ ছুটিয়া সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র বুঝিতে পারিল যে, সে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! তখন সে কৃষ্ণের পায় পড়িতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার উপর কিছুমাত্র রাগ না করিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে দারুকের নিকট সংবাদ পাইয়া, অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিয়া দেখিলেন যে, দ্বারকাপুরী শ্মশান হইয়া গিয়াছে। বসুদেব তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু পর দিন তিনিও মারা গেলেন।

তখন আর দুঃখ করিবার সময় ছিল না। বসুদেবকে, এবং প্রভাস তীর্থে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদিগকে, পোড়াইবার জন্য আর কেহ উপস্থিত না থাকায়, অর্জ্জুনকেই আগে সেই সকল কাজের চেষ্টা দেখিতে হইল। তারপর কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এবং দ্বারকার স্ত্রীলোক-দিগকে লইয়া, তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। অর্জ্জুন সকলকে লইয়া দ্বারকা নগরের যে যে স্থান ছাড়িয়া চলিলেন, অমনি সমুদ্র আসিয়া সেই সকল স্থান গ্রাস করিতে লাগিল।

তারপর কি দুঃখের ব্যাপার হইল, শুন। অর্জ্জুন দ্বারকার স্ত্রীলোক-দিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলে, পথের মধ্যে এক দল ডাকাত আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন ডাকাত মারিবার জন্য গাণ্ডীব উঠাইতে গিয়া দেখেন, তাঁহার শরীরের বল একেবারেই চলিয়া গিয়াছে, এখন গাণ্ডীবে গুণ টুকু পরাইতে গিয়াই তাঁহার ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত। অনেক কষ্টে যখন গুণ পরান হইল, তখন দেখেন যে, বড়

বড় অস্ত্র গুলির কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন, কি মারিবেন, কিছুই মনে আসিতেছে না। হায় বিধাতা! এমন যে অক্ষয় তূণ, এই বিপদের সময় তাহাও শূন্য হইয়া গেল!

কাজেই দস্যুরা স্ত্রীলোকদিগের অনেককে ধরিয়া লইয়া গেল, অর্জ্জুন তাহাদিগকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিতান্ত দুঃখের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া, সেখানে বজ্রকে রাজা করিলেন।

এই সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া অর্জ্জুনের মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া, ব্যাসদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাস তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইয়াছে অর্জ্জুন? তোমাকে আজ কেন এরূপ চিন্তিত এবং দুঃখিত দেখিতেছি?"

একথার উত্তরে অর্জ্জুন তাঁহাকে কৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য যাদব-দিগের মৃত্যুর সংবাদ দিয়া বলিলেন,

"কৃষ্ণের শোকে আমার জীবন ধারণ করাই ভার বোধ হইতেছে, আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। তারপর, যখন দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া আসিতেছিলাম, তখন এক দল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ সময়ে আমার গাণ্ডীবে গুণ চড়াইতে বড়ই ক্লেশ বোধ হইল; অক্ষয় তূণ শূন্য হইয়া গেল; দিব্য অস্ত্র সকল কিছুতেই স্মরণে আসিল না। এই সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। ভগবন্! এখন আমার কি করা উচিত, তাহা বলুন।"

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, "এই পৃথিবীতে তোমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমার মতে, এখন তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ

করাই উচিত। তোমার কাজ শেষ হওয়াতেই, দিব্য অস্ত্র সকল তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই তাহাদিগকে তুমি স্মরণ করিতে পার নাই। এখন তোমাদের স্বর্গে যাইবার সময় উপস্থিত; সুতরাং তাহারই চেষ্টা দেখ।”



মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব।



যদুবংশের বিনাশ ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া, যুধিষ্ঠিরের আর পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। সুতরাং তিনি এখন মহাপ্রস্থান (অর্থাৎ প্রাণত্যাগের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে প্রস্থান) করাই উচিত বোধ করিয়া, অর্জ্জুনকে বলিলেন, "ভাই! আমি ভাবিয়াছি, শীঘ্রই দেহত্যাগ করিব। এখন তোমরা কি করিবে, স্থির কর।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি।"

এ কথা শুনিয়া ভীম, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী বলিলেন যে, "আমরাও প্রাণত্যাগ করিব।"

এইরূপে সকলের পরামর্শ স্থির হইলে, পরীক্ষিৎকে হস্তিনার রাজা করিয়া, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে বারণ করিবার জন্য কাতরভাবে অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু তাঁহারা আর এ পৃথিবীতে বাস করিতে সম্মত হইলেন না।

এইরূপ সময়ে যে সকল যজ্ঞাদি করিতে হয়, তাহা শেষ হইলে পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী, তাঁহাদের মহামূল্য বেশভূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বল্কল পরিয়া, হস্তিনা নগরকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া, চিরকালের জন্য তথা হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় একটি কুকুরও তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিল! এ সময়ে পিছন হইতে ডাকিতে নাই। তাই নগরবাসীরা মাথা হেট করিয়া, নীরবে, অনেক দূর অবধি তাঁহাদের সঙ্গে চলিল, কিন্তু কেহ তাঁহাদিগকে ফিরিতে বলিল না।

ক্রমে সকলেই ঘরে ফিরিল, কিন্তু সেই কুকুরটি ফিরিল না।

পাণ্ডবেরা সেখান হইতে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চলিতে চলিতে, অসংখ্য নদী এবং পর্ব্বত পার হইয়া, শেষে লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। এপর্যন্ত গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণ অর্জ্জুনের সঙ্গেই ছিল। এই সময়ে এক পর্ব্বতাকার পুরুষ পাণ্ডবদিগের পথ রোধ করিয়া বলিলেন,

"হে পাণ্ডবগণ! আমি অগ্নি। কৃষ্ণ তাঁহার চক্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে অর্জ্জুনও গাণ্ডীব পরিত্যাগ করুন। উহাতে আর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই; উহা বরুণকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।"

এ কথায় অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ জলে ফেলিয়া দিলে, অগ্নি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তারপর পাণ্ডবেরা দক্ষিণে গিয়া লবণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে সমুদ্রের তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে, ও তারপর ক্রমাগত পশ্চিম দিকে, অনেক পথ চলিয়া, আবার সমুদ্রের তীর প্রাপ্ত হইলে, জলের উপরে দ্বারকা নগরের মঠ মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া গেল।

তারপর তাঁহারা ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিয়া, শেষে হিমালয়ে উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে হঠাৎ দ্রৌপদীর শরীর অবশ হইয়া যাওয়াতে, তিনি

আর চলিতে না পারিয়া সেই খানেই পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ! দ্রৌপদী ত কখনও কোন অপরাধ করেন নাই; তবে কেন তাঁহার পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রৌপদী আমাদের চেয়ে অর্জ্জুনকে অধিক ভাল বাসিতেন, সেই পাপেই তাঁহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের যাত্রীকে ফিরিয়া তাকাইতে নাই, সুতরাং তিনি দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন না।

কিছু কাল পরে সহদেবও অবশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ! সহদেব অতি সুশীল ছিল, এবং সর্ব্বদাই আমাদের সেবা করিত। সে কি অপরাধে পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সকলের চেয়ে বিদ্বান বলিয়া সহদেবের অহঙ্কার ছিল। তাহাতেই উহার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির এক মনে ভগবান্‌কে ভাবিয়া চলিতে লাগিলেন, সহদেবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।"

তারপর দ্রৌপদী ও সহদেবের মৃত্যুতে শোকে অবশ হইয়া নকুল পড়িয়া গেলেন। তখন ভীম আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ! নকুল পরম ধার্ম্মিক ছিল; সে কি জন্য পতিত হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নকুল ভাবিত, তাহার মত সুন্দর লোক পৃথিবীতে নাই। তাহাতেই তাহার পতন হইয়াছে। চল! উহাদের দিকে আর ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজন নাই।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির, আর ফিরিয়া না চাহিয়া, এক মনে পথ চলিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে দ্রৌপদী, সহদেব এবং নকুলের জন্য শোক করিতে কাঁদিতে অর্জ্জুনও পড়িয়া গেলেন। তাহাতে ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন তামাসা করিয়াও কদাপি মিথ্যা বাক্য বলে নাই; তাহার কেন পতন হইল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "অর্জ্জুন অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিল যে, সে এক দিনেই সকল শত্রু সংহার করিবে, কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই। সে অন্য বীরদিগকে তুচ্ছ করিত! এই জন্যই আজ তাহাকে পড়িতে হইল।"

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে ভীম আর সেই কুকুরকে লইয়া চলিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে ভীমেরও শরীর অবশ হইয়া গেল। তখন তিনি মাটিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ! আমি আপনার অতিশয় প্রিয়পাত্র, আমার কি অপরাধ হইয়াছিল?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তুমি অন্যকে না দিয়া নিজে অপরিমিত আহার করিতে, আর তোমার মত বলবান কেহ নাই, বলিয়া অহঙ্কার করিতে। এইজন্যই তোমার পতন হইয়াছে।"

এই বলিয়া, ভীমের দিকেও আর না চাহিয়া, যুধিষ্ঠির স্থির চিত্তে পথ চলিতে লাগিলেন। সেই কুকুর তখনও তাঁহার সঙ্গে ছিল।

এইরূপে যুধিষ্ঠির আর কিছু দূর যাইবামাত্রই, ইন্দ্র তাঁহার উজ্জ্বল রথে চড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

"এই রথে উঠ, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার দ্রৌপদী এবং প্রিয় ভাই সকল পথে পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা নাই।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "উঁহারা ত তোমার পূর্ব্বেই স্বর্গে

গিয়াছেন; উঁহাদের জন্য কেন দুঃখ করিতেছ? তুমি তোমার এই শরীর লইয়াই স্বর্গে গিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে।"

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দেবরাজ! এই কুকুর আমাকে ভালবাসিয়া এত দূর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া স্বর্গে যাই? সুতরাং দয়া করিয়া ইহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে দিন।"

ইন্দ্র বলিলেন, "আজ তুমি স্বর্গে গিয়া দেবতার সমান সুখ লাভ করিবে; আজ কেন একটা কুকুরের জন্য চিন্তিত হইতেছ? ওটা থাকুক; তুমি আইস।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "স্বর্গের সুখ লাভ করিতে হইলে যদি আমার পরম ভক্ত এই কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে সে সুখে আমার প্রয়োজন নাই।"

ইন্দ্র বলিলেন, "যে কুকুরের সঙ্গে বাস করে, সে স্বর্গে যাইতে পারে না। সুতরাং শীঘ্র ওটাকে পরিত্যাগ কর।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ও আমাকে ভালবাসে, সুতরাং আমি নিজের সুখের জন্য উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি দ্রৌপদীকে আর তোমার ভাইদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আর এই একটা কুকুরকে ছাড়িতে পারিবে না?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি ত উহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই, উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত থাকিতে আমি কখনও উহাদিগকে ছাড়িয়া যাই নাই। মৃত্যুর পর ত আর উহাদিগকে ছাড়া না ছাড়া আমার হাতে ছিল না, কাজেই কি করিব?"

তখন সেই কুকুর, হঠাৎ তাহার কুকুরের বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের রূপ ধরিয়া, অতিশয় স্নেহের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিল,

"বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, কুকুরের বেশে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। তুমি যে, তোমার ভক্ত কুকুরটির জন্য, স্বর্গও ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ, ইহাতে বুঝিলাম যে, তোমার মত ধার্ম্মিক আর স্বর্গেও নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গে যাইতে পাইবে।"

তখন সকল দেবতাগণ মিলিয়া, দিব্য রথে করিয়া, মহানন্দে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। তিনি স্বর্গে উপস্থিত হইবামাত্র, নারদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কেহই সশরীরে (অর্থাৎ নিজের দেহ লইয়া) স্বর্গে আসিতে পারেন নাই! ইনিই সকল ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ!"

নারদের কথা শেষ হইলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার ভাইয়েরা যেখানে গিয়াছে, সে স্থান ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমিও সেইখানে যাইব। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে চাহি না।"

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ! তুমি নিজের ধর্ম্মের বলে এখানে আসিয়াছ; এইখানেই থাক। উঁহারা তোমার সমান পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই; উঁহারা এখানে কেমন করিয়া আসিবেন?"

যুধিষ্ঠির তথাপি বলিলেন যে, "দ্রৌপদী আর আমার ভাই সকল যেখানে, আমি সেই খানেই যাইতে চাহি। উহাদিগকে ছাড়িয়া এখানে থাকিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।"

স্বর্গারোহণ পর্ব



যুধিষ্ঠীর স্বর্গে গিয়া দেখিলেন যে, দুর্য্যোধন সেখানে পরম সুখে বসিয়া আছেন, কিন্তু ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি কেহই সেখানে নাই। ইহাতে তিনি যার পর নাই আশ্চর্য্য এবং দুঃখিত হইলে, নারদ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "দুর্য্যোধন ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, আর তিনি ঘোরতর বিপদেও ভয় পান নাই। এই জন্যই তাঁহার স্বর্গ লাভ হইয়াছে।"

তখন যুধিষ্ঠির দেবতাদিগকে বলিলেন যে,

"হে দেবতাগণ, আমি ত এখানে কর্ণকে দেখিতে পাইতেছি না। যে সকল রাজা আমার জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বা এখন কোথায়? তাঁহারা কি স্বর্গে আসিতে পান নাই? তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কর্ণের জন্য আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, ইঁহাদিগকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমি সত্য কহিতেছি, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া

আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। উহারা যেখানে নাই, সেখানে থাকিয়া আমার কি সুখ? উহারা যেখানে আছে, সেই স্থানই আমার স্বর্গ।"

এ কথা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, "বৎস! তোমার যদি উহাদিগের নিকট যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র সেখানে যাও। ইন্দ্র আমাদিগকে তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং আমরা তাহা করিব।"

এই বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র ইঁহাকে নিয়া ইঁহার আত্মীয়গণের সহিত দেখা করাও।"

দেবদূত তখনই যুধিষ্ঠিরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সে বড়ই ভীষণ পথ; পাপীরা উহাতে চলা ফেরা করে। রক্তমাংসের কাদা, মড়ার হাড়, মশা, মাছি, পোকা, ভল্লুক এবং পচা গন্ধে সে অন্ধকার ভয়ঙ্কর পথ পরিপূর্ণ। চারিদিকে ভয়ানক আগুন। লোহার ঠোঁট-ওয়ালা কাক আর গৃধিনী সকল দলে দলে সেখানে উড়িয়া বেড়াইতেছে। পর্ব্বতাকার ছুঁচমুখো ভূত সকল সেখানে ছুটাছুটি করিতেছে; তাহাদের কোনটার গায় রক্ত মাখা, কোনটার হাত পা কাটা, কোনটার নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার নদীর জল আগুনের মত গরম; গাছের পাতা ক্ষুরের মত ধারাল। চারিদিকে, লোহার কলসীতে, ফুটন্ত তেলের মধ্যে ভাজা হইতে হইতে, পাপীরা চীৎকার করিতেছে।

কি ভয়ঙ্কর স্থান! যুধিষ্ঠির তাহা দেখিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এ পথে আর কত দূর যাইতে হইবে?"

দেবদূত বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কষ্ট হইলে, দেবতারা আপনাকে ফিরাইয়া নিতে বলিয়াছেন। সুতরাং, যদি বলেন, এখান হইতে ফিরি।"

এ কথায় যুধিষ্ঠির সেখান হইতে ফিরিলেন, আর অমনি চারিদিক হইতে, অতি কাতর স্বরে, কাহারা বলিতে লাগিল যে,

"হে মহারাজ! দয়া করিয়া আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন! আপনি আসাতে, সুন্দর বাতাস বহিয়া, আমাদিগকে অনেক শীতল করিয়াছে। অনেকদিন পরে আপনাকে দেখিয়া আমাদের বড় সুখ বোধ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন।"

চারিদিক হইতে এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া, যুধিষ্ঠিরের বড়ই দয়া হইল; কিন্তু উহা কাহার শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন,

"হে দুঃখী লোক সকল! তোমরা কে? আর কি জন্য এখানে কষ্ট পাইতেছ?"

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র চারিদিক হইতে, এক সঙ্গে, "আমি কর্ণ!" "আমি ভীম!" "আমি অর্জ্জুন!" "আমি নকুল!" আমি সহদেব!" "আমি দ্রৌপদী!" "আমরা আপনার পুত্রগণ!" এইরূপে সকলে পরিচয় দিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভাবিলেন,

"হায়! কি কষ্ট! আমার পুণ্যবান প্রিয়তমেরা এমন কি পাপ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে এস্থানে আসিতে হইল? আর দুষ্ট দুর্য্যোধনই বা এমন কি পুণ্য করিয়াছে যে, সে বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বর্গে বসিয়া সুখ ভোগ করিতে পাইল? এ অতিশয় অবিচার!"

এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যাঁহাদের দূত, তাঁহাদিগকে গিয়া বলুন যে, আমি এই স্থানেই থাকিলাম। আর আমি সেখানে যাইব না। আমার ভাইয়েরা আমাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে।"

দেবদূত এই সকল কথা ইন্দ্রকে জানাইলে, দেবতারা সকলে সেই ভয়ঙ্কর স্থানে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন

দেখিতে দেখিতে, সেখানকার সকল অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং ভয় দুর হইয়া, সে স্থান স্বর্গের ন্যায় সুন্দর হইয়া গেল।

তারপর ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "মহারাজ! দেবতারা তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না, তোমার পুণ্যের বলে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ফল লাভ হইয়াছে! নরক দেখিতে হইল বলিয়া তুমি বিরক্ত হইও না। সকল রাজাকেই এক বার নরক দেখিতে হয়। পাপ পুণ্য সকলেরই থাকে। যাহার পাপ অধিক, সে আগে অল্প কাল স্বর্গে থাকিয়া, পরে নরক ভোগ করে। যাহার পুণ্য অধিক, সে আগে নরকে থাকিয়া, পরে স্বর্গ ভোগ করে। এই জন্যই তোমাকে আগে নরক দেখাইয়াছি। তুমি যে অশ্বত্থামার বধের কথা বলিয়া দ্রোণকে ফাঁকি দিয়াছিলে, সেই পাপেই তোমাকে নরক দেখিতে হইল। এইরূপ অল্প অল্প পাপ ভীমার্জ্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেরই হইয়াছিল, তাই সকলকেই কিছু কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই; তাঁহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন। তোমার পক্ষের রাজাদেরও সকলেরই স্বর্গ লাভ হইয়াছে। এখন তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আইস; সকলকেই দেখিয়া সুখী হইবে। ঐ দেখ, দেবনদী মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছেন; উহার জলে স্নান করিলে, আর তোমার শোক, তাপ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না।"

সকলের শেষে ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বার বার তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তোমার মতন ধার্ম্মিক আর নাই। তুমি যে তোমার ভাইদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গ ভোগ করিতে চাহ নাই, ইহাতেও তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান কর।"

মন্দাকিনী জলে স্নান করিবা মাত্র, যুধিষ্ঠিরের মানুষ দেহ গিয়া দেবতার মতন আশ্চর্য্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি হইল। তখন তিনি ভীম, অর্জ্জুন নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, কুন্তী, মাদ্রী, পাণ্ডু, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া, স্বর্গের অতুল সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।